আন্ডার দ্য ওয়েস্টার্ন অ্যাকাশিয়া

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক

রূপান্তর- মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

স্বর্ণালী বিশটি বছর কাটিয়ে, জীবনের সায়াহ্নে এসে উপস্থিত হয়েছেন মহান ফারাও, দ্বিতীয় রামেসিস। কিন্তু স্বর্ণালী যুগটা যেন এখানেই শেষ না হয়ে যায়, সেজন্য স্ত্রী ইসেটকে পাশে নিয়ে আরেকটা কাজ করতে হবে তাক্রে-নিশ্চিত করতে হবে হাট্টিদের সাথে শান্তিচুক্তি...সেই সাথে বেছে নিতে হবে দুই সন্তানের একজনকে, তার উত্তরাধিকারী হিসাবে।
কিন্তু চাইলেই কী আর অতীতকে ঝেড়ে ফেলা যায়? শান্তি চায় হাট্টিরাও, কিন্তু সেই শান্তির জন্য মিশরকে চুকাতে হবে চরম এক মূল্য। এদিকে অন্ধকারে লুকিয়ে আছে উরি-টেশুপ, রামেসিসের রাজত্বের অবসান ঘটানোই যার পরম লক্ষ্য।
নতুন প্রজন্মের কালো শক্তির সামনে, পথ হারাবেন না তো রামেসিস?
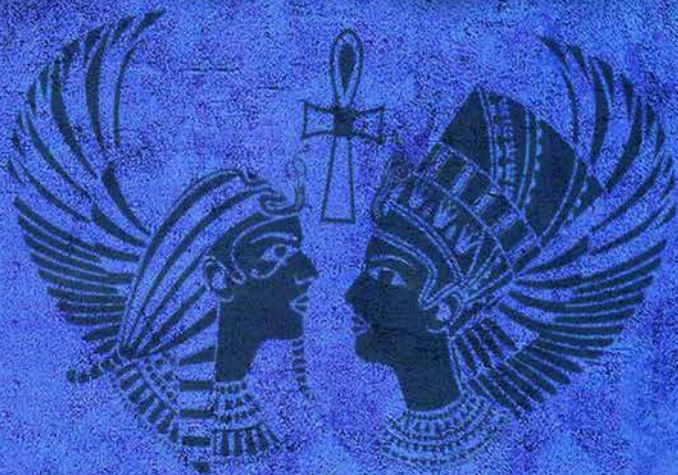
ISBN 978 984 92441 2 7
9 789849 244127

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক একজন ফরাসী লেখক ও মিশরবেত্তা। প্রাচীণ মিশরকে কেন্দ্র করে তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। এদের মাঝে সবচাইতে জনপ্রিয় হলো রামেসিস সিরিজ।

তেরো বছর বয়সে, 'হিস্টোরি অফ অ্যানশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন' বইটি দিয়ে তার প্রাচীণ মিশরের রহস্যময় দুনিয়ার সাথে পরিচয় হয়। সতেরো বছর বয়সে তিনি প্রথম মিশর ভ্রমণ করেন। এরপর ইজিপ্টোলজি আর আকিওলজী বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করেন সরবোন ইউনিভার্সিটিতে।

বয়স যখন তার আঠারো, তখন তিনি আটটি বইয়ের গর্বিত লেখক! তখন থেকে এই পর্যন্ত তিনি প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস লিখেছেন। সেই সাথে মিশর সংক্রান্ত নানা তথ্য-মূলক গ্রন্থ তো আছেই। তার পাঠক নন্দিত সিরিজ রামেসিস-এর পাঁচটি বই প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের মাঝে। প্রতিটা বই রামেসিস এর জীবনের এক একটি অংশ নিয়ে লেখা।
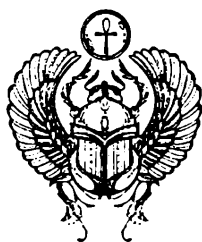
রামেসিসঃ আন্ডার দ্য ওয়েস্টার্ণ অ্যাকাশিয়া

রামেসিসঃ আন্ডার দ্য ওয়েস্টার্ণ অ্যাকাশিয়া

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক

রূপান্তরঃ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

ADEE

মিশরের মানচিত্র
ভূমধ্যসাগর
রোসেটা
ড্যামিয়েটা
আলেকজান্দ্রিয়া
পোর্ট সাঈদ
টান্টা
জাগাজিগ
ইসমাইলিয়া
কায়রো
গিজা
মেমফিস
সাক্কারা
সুয়েজ
সিনাই
সিওয়া
মরূদ্যান
কারুন হ্রদ
লিবিয়ান
এল ফাইয়ুম
বাহরিয়া
মরূদ্যান
ফারাফরা মরূদ্যান
আরব
মরুভূমি
মরুভূমি
লোহিত
সাগর
আবিডোস
নাগ হাম্মাদি
দাখলা
মরূদ্যান
থিবান নেক্রোপোলিস
লুক্সর
এসনা
খারগা মরূদ্যান
এদফু
কর্কটক্রান্তি
কোমঅমবো
আসওয়ান
এলেফ্যান্টাইন
ফিলাই
আবু সিমবেল
১২৫ মাইল
নু বি য়া

নতুন সাম্রাজ্যের আমলে
নিকট প্রাচ্যের প্রাচীন মানচিত্র
কৃষ্ণ
সাগর
এজীয়ান
সাগর
হাট্টি
হাট্টুসা
ট্রয়
ইউবিয়া
আনাতোলিয়া
হিট্টি সাম্রাজ্য
কাস্পিয়ান
সাগর
নিনেভে
(মিট্যানি)
আলেপ
ক্রীট
রোডস
ইউগ্যারিট
সাইপ্রাস
সিমিরা
কাদেশ
ভূমধ্যসাগর
সিডন
সিরিয়া
দামাস্কাস
অ্যাসিরিয়া
টাইগ্রিস
আশুর
ইউফ্রেটিস
ব্যাবিলন
কানান
বিসান
শেকেম
জেরুজালেম
গাজা
পাই-রামেসিস
কানতারা
মেমফিস
মোয়াব
ইদম
সিনাই
সিনাই
পর্বত
মিশর
আরব
মরুভূমি
পারস্য
উপসাগর
লোহিত
সাগর
থিবস
কুসাইর
৩১০ মাইল

এক

অস্তমিত সূর্যের স্বর্ণালী আলোতে অপরূপ দেখাচ্ছে পাই-রামেসিসকে। 'নীলকান্তমণির শহর' নামে খ্যাত ফারাও রামেসিসের এই রাজধানীতে ধন, ক্ষমতা আর সৌন্দর্যের হয়েছে আশ্চর্য এক মেলবন্ধন।

জীবন এখানে আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু সেরামানা নাম্নী সার্ডের প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে একদম খেয়াল নেই। মাথায় হেলমেট, পাকানো গোঁফ আর কোমরে তলোয়ার ধরে উরি-টেশুপের ভিলার দিকে এগোচ্ছে ফারাও রামেসিসের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। গত তিন বছর ধরে ওই ভিলাতেই রয়েছে হিট্টি রাজপুত্র।

উরি-টেশুপের পরিচয় একটা না, অনেকগুলো। সে মুয়াত্তালির সন্তান, নির্বাসিত প্রাক্তন যুবরাজ এবং রামেসিসের জন্ম-শত্রু। লোকটা তার অসুস্থ পিতার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল সিংহাসন, কিন্তু তা আবার হারাতে হয়েছে ধূর্ত চাচার কাছে। আহসা, মিশরের সেরা কূটনীতিবিদের দক্ষতায় জান নিয়ে সে পালাতে পেরেছে হাট্টি থেকে।

মুচকি হাসল সেরামানা। ভয়-ডরহীন আনাতোলিয়ার যোদ্ধা এখন কেবলই এক পলাতক অপরাধী! তারচেয়ে বেশি আশ্চর্যের কথা হলো, যে লোকটাকে সে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে, সেই রামেসিসের কাছেই আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে। বিনিময়ে জানাতে হয়েছে হিট্টিদের সেনাবাহিনীর ব্যাপারে নানা রকম তথ্য।

রামেসিসের রাজত্বের একুশতম বৎসরে, উভয় দেশবাসীকে অবাক করে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়েছে মিশর এবং হাট্টির মাঝে। বাইরের শত্রুর হাত থেকে একে অন্যকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেছে তারা। আতঙ্ক এখন চিরসঙ্গী উরি-টেশুপের। হাট্টুসিলিকে উপহার দিতে চাইলে, ওর চাইতে ভালো বস্তু আর কী হতে পারে? তবে ফারাও রাজনৈতিক আশ্রয়ের নিয়মনীতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ওকে হাট্টুসিলির হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

এখন অবশ্য উরি-টেশুপের কোন দাম নেই। সরাসরি রামেসিসের কাছ আসা নির্দেশটার কথা মনে পড়া মাত্র বিরক্তিবোধ করল সেরামানা।

শহরের দক্ষিণ দিকে তালগাছে ঘেরা একটা ভিলায় বাস করে নির্বাসিত রাজপুত্র। ফারাওদের যে রাজ্যকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে উরি-টেশুপ, সেখানেই বেশ বিলাসিতার সাথে বাস করছে লোকটা। রামেসিসকে শ্রদ্ধা করে সেরামানা, ফারাও-

এর আদেশকে শিরোধার্য করে রাখে। তাই আদেশ যেমনই হোক না কেন, সেটা পালন করতে পিছু পা হবে না।

প্রবেশ পথে সেরামানারই নিযুক্ত দু'জন প্রহরী গদা আর খঞ্জর হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

'কিছু জানানোর আছে?'

'না। বাগানে ঘুমাচ্ছে হিট্টিটা।'

বিশালদেহী সার্ড ভেতরে ঢুকে বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। হিট্টি বাহিনীর প্রাক্তন সেনা প্রধানের দিকে সবসময় নজর রাখে আরো তিনজন প্রহরী।

আকাশে চড়ুই পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদিকে নজর না দিয়ে কাজে মন দিল সেরামানা, হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গিয়েছে। এই প্রথমবারের মতো রামেসিসের সিদ্ধান্তে সন্দেহ জেগেছে ওর মনে।

উরি-টেশুপকে মানুষ না বলে সম্ভবত পশু বললেই বেশি মানায়। সার্ডের পায়ের আওয়াজ হবার আগেই জেগে উঠল সে। উরি-টেশুপ নিজেও লম্বা এবং বিশালদেহী। মাথার চুলগুলো বড় বড়, বুকের অনেকটা ঢেকে রেখেছে লালচে লোম।

বাগানে অবস্থিত ছোট পুকুরটার পাশেই শুয়ে আছে সে, আধো-বোজা চোখটা দিয়ে দেখছে সেরামানার এগিয়ে আসা।

আজই তাহলে সব শেষ হবার রাত, ভাবল সে।

মিশর আর হাট্টির মাঝে শান্তি চুক্তিটা সই হবার পর থেকেই তার মনে হচ্ছিল, সময় ফুরিয়ে এসেছে। শত-সহস্রবার পালাবার চিন্তা এসেছে মাথায়, কিন্তু সেরামানার লোকেরা সে সুযোগ দিলে তো! আর এখন? নিজ দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে না ওর, কিন্তু মরতে হচ্ছে আরেক শত্রুর হাতে!

'উঠে দাঁড়াও!' আদেশ দিল সেরামানা।

নির্দেশ মানতে অভ্যস্ত নয় উরি-টেশুপ। তাই আস্তে আস্তে, ভাবী আততায়ীর চোখে চোখ রেখে উঠে দাঁড়াল সে।

সার্ড লোকটার চেহারায় রাগের ছাপ স্পষ্ট।

'কাজ সেরে ফেল,' থুতু ফেলে বলল হিট্টি রাজকুমার। 'তোর মনিবের আদেশ পালন কর। তবে আমার সাথে লড়ার আনন্দ পাবি না।'

কোমরে থাকা ছোট্ট তলোয়ারটায় চেপে বসল সেরামানার হাত।

'পালাও।'

নিজের কানকে বিশ্বাস হতে চাইছে না উরি-টেশুপের। 'কী?'

'তুমি মুক্ত।'

'মুক্ত? মানে?'

'মানে এই জায়গা ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা যাও। ফারাও-এর আদেশ। তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই।'

'ঠাট্টা নাকি?'

'নাহ। শান্তির প্রমাণ হিসাবে ছাড়া হচ্ছে তোমাকে। তবে যদি তুমি মিশরে থেকে কোন উল্টাপাল্টা কাজে জড়িয়ে পড়ো, তাহলে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না। তুমি এখন আর রাজনৈতিক বন্দি নও। কেবল একটা সুযোগ দাও, আমার তলোয়ারের স্বাদ উপভোগ করতে পারবে।'

'কিন্তু আজ রাতে আমি তোমার জন্য অস্পৃশ্য, তাই তো?' উরি-টেশুপ ব্যঙ্গ করল।

'পালাও!'

নল খাগড়ার একটা মাদুর, একটা আলখাল্লা, রুটির টুকরা, কিছু পেঁয়াজ আর দুটি মাদুলি-ছাড়ার সময় এই কয়েকটা জিনিস দেয়া হলো উরি-টেশুপকে। গত কয়েকঘণ্টা ধরে উদ্ভ্রান্তের মতো পাই-রামেসিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে সে। সদ্য প্রাপ্ত অপ্রত্যাশিত এই মুক্তি ওকে এতটাই হতবাক করে দিয়েছে যে মাথা চলছে না একদমই।

পাই-রামেসিসের চাইতে সুন্দর শহর আর হয় না, রুক্ষ হাট্টুসার সাথে এর বিন্দুমাত্র মিল নেই!

দেশের কথা মনে পড়ার সাথে সাথে একটা সিদ্ধান্ত নিল উরি-টেশুপ। হয়তো কোনদিন হাট্টির সম্রাট হওয়া হবে না ওর, তবে যে বোকা ফারাও ওকে মুক্তি দিয়েছে, তার উপর শোধ নেবে নিঃসন্দেহে! কাদেশের যুদ্ধের পর থেকে রামেসিসকে সবাই দেবতা জ্ঞান করে। সেই লোককে হত্যা করতে পারলে, মিশরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ধ্বসে পড়বে। এর প্রভাব পড়বে পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে। ভাগ্য-দেবী উরি-টেশুপের প্রতি বিরূপ ছিলেন শুরু থেকেই। একমাত্র সান্ত্বনা হলো, ওর ধ্বংস-প্রবণ মানসিকতাটা অন্তত অটুট রেখেছেন।

মিশরীয়, নুবিয়ান, সিরিয়ান, লিবিয়ান, গ্রিক আর অন্যান্য সভ্যতার পর্যটকে ভরে আছে চারপাশ। হিট্টিরা যে শহরটাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, সেটার রূপ সুধা পান করছে মন ভরে।

পাই-রামেসিসের ধ্বংস...রামেসিসের ধ্বংস...পলাতক আর নির্বাসিত এক রাজপুত্র কী কাজটা করতে সক্ষম হবে?

'মহামান্য।' আচমকা উরি-টেশুপের পেছন থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'মহামান্য, আমার কথা মনে আছে?'

একজোড়া উজ্জ্বল কালো চোখে চোখ পড়ল রাজপুত্রের। ভারী চুলকে জায়গা মতো রাখার জন্য ব্যবহার করেছে একটা লিনেনের কাপড়, হালকা করে ছাঁটা দাড়ি থুতনিতে। পরনে আজানুলম্বিত আলখাল্লা।

'রাইয়া, তুমি নাকি?'

সিরিয়ান ব্যবসায়ী বাউ করল।

'তুমি তো আমাদের স্পাই! পাই-রামেসিসে কী করছ?'

'এখন শান্তির সময়, মাননীয়। নতুন দিনের সূর্য উঠেছে। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে হয়েছে, মিশরে আমার নাম আছে বেশ। নতুন করে ব্যবসা শুরু করেছি। আমাকে কেউ থামায়নি, গ্রাহকও যোগাড় করতে পেরেছি।'

বহু বছর ধরে মিশরের বুকে গুপ্তচরগিরি চালিয়ে আসছে হিট্টিরা, রাইয়া সেই গুপ্তচরদের নেতা ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। সেরামানার হাতে যখন সেই চক্র ভেঙে পড়ে, তখন পালিয়ে যায় ব্যবসায়ী। হাট্টুসায় কিছুদিন কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছে মিশরে।

'তোমার জন্য ভালো, রাইয়া।'

'আমাদের জন্য ভালো, মহামান্য।'

'মানে?'

'আপনার কী মনে হয়, আচমকা আমাদের দেখা হয়েছে?'

উরি-টেশুপ মনোযোগ দিয়ে রাইয়ার দিকে তাকালো। 'আমাকে অনুসরণ করছিলে নাকি?'

'গুজব কানে এসেছিল কিছু। প্রায় এক মাস হলো আপনার উপর নজর রাখছে আমার লোক। আপনি বাইরে এসেছেন দেখে, আমিও নিজেকে আপনার চরণে উৎসর্গ করার জন্য হাজির হয়ে গেলাম। বাকি আলোচনা না হয় ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিতে দিতেই হোক?'

হাত নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল উরি-টেশুপ। বেশ নাটকীয় একটা রাত পার হচ্ছে। রাইয়াকে দেখে এখন ওর মনে হচ্ছে, রামেসিসকে ধ্বংসের পরিকল্পনাটা কাজে লাগাতে পারবে।

একটা পানশালায় এসে বসল দু'জন, আলোচনায় মেতে উঠল।

'আমি চটকদার কথা জানি না, রাইয়া। সরাসরি কাজের কথায় এসো। কী চাও তুমি?'

আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিল ব্যবসায়ী। ‘একটা প্রশ্নের উত্তর চাই কেবল, মাননীয়। আপনি কি রামেসিসের উপর প্রতিশোধ নিতে চান?’

‘লোকটা আমাকে অপমান করেছে। মিশরের সাথে হিট্টির এই শান্তি চুক্তি আমি মানি না! আবার ফারাও-এর ক্ষমতাকে হার মানাবার কোন উপায়ও পাচ্ছি না।’

মাথা ঝাঁকাল করল রাইয়া। ‘সেটা কয়েকটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে, মহামান্য...’

‘তুমি আমার সাহস নিয়ে সন্দেহ করছ?’

‘যথাযথ সম্মান দেখিয়েই বলতে চাই, কাজটা করার জন্য কেবল সাহসই যথেষ্ট নয়।’

‘কিন্তু তুমি, একজন ছাপোষা ব্যবসায়ী কেন নিজেকে বিপদের মুখে ফেলতে চাও?’

মুচকি হাসি হাসল রাইয়া। ‘কেননা আপনার মতো আমার অন্তরেও ঘৃণার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে!’

দুই

থিবসের পশ্চিম তীরে অবস্থিত রামেসিয়ামে প্রার্থনা করছেন ফারাও। পরনে তার সোনালি গলাবন্ধনী আর প্রথাসম্মত আলখাল্লা। শাশ্বত মন্দিরে পালন করা এই আচার মিশরকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে একীভূত করবে, থামিয়ে দেবে মানব জাতির ধ্বংসাত্মক প্রবণতা।

বয়স পঞ্চান্ন হলেও, রামেসিস এখনও দেহকে অটুট রেখেছেন। লম্বা লাল চুল, বাঁকানো ভ্রু, প্রশস্ত কপাল তাকে এখনও সবার মাঝে আলাদা করে রাখে। তার অস্তিত্ব থেকে যেন ঠিকরে বেরোয় ক্ষমতা, শক্তি, ব্যক্তিত্ব। তার উপস্থিতি একেবারে একগুঁয়েকেও নমনীয় বানিয়ে ফেলে। এই ফারাওয়ের মাঝে যে দেবতা বাস করেন, তাতে কারো সন্দেহ নেই।

তেত্রিশ বছর হলো ক্ষমতার গুরুভার বহন করে চলছেন তিনি...এমন এক দায়িত্ব যার প্রকৃত ওজন সম্পর্কে অন্য কারো ধারণা পর্যন্ত নেই। পিতা সেটির মৃত্যু তাকে সমস্যার এক বিশাল সমুদ্রে ছুঁড়ে দিয়েছিল। আমনের সাহায্য না পেলে রামেসিস রক্ত-পিপাসু হিট্টিদেরকে কখনওই হারাতে পারতেন না। তার সেনাবাহিনী তো যুদ্ধের ময়দানে তাকে ছেড়ে পালিয়েছিল! এরপর কিছু বছর শান্তিতে কাটাবার পর, স্বামীর সাথে দেখা করতে রওনা হলেন রাজমাতা টুইয়া। ভাগ্য-দেবীর পরবর্তী আঘাতটা ছিল আরো ভয়ঙ্কর। তার প্রধান স্ত্রী, রাণী নেফারতারি, তারই কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর জায়গা, আবু সিম্বেলে ফারাও স্থাপন করেছেন যমজ মন্দির।

সারা বিশ্বে যে তিনজনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন ফারাও রামেসিস, সেই তিনজনকেই হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু তবুও, মিশরের ফারাওয়ের দায়িত্ব প্রথমত মিশরের প্রতি। তাই না চাইলেও, শক্ত হাতে শাসন করে চলছেন।

আরো চারজন সঙ্গী তাকে ছেড়ে গিয়েছেঃ তার এক জোড়া ঘোড়া, যোদ্ধা নামের ওই সিংহ; বিশ্বস্ত কুকুর **প্রহরী** এখন মমি। আরেকটা প্রহরী অবশ্য তার স্থান নিয়েছিল, এরপর আরেকটা। বর্তমান প্রহরী এখনও ছোট একটা বাচ্চা।

চলে গিয়েছেন গ্রীক কবি হোমারও। ভালোবাসার মিশরীয় বাগানে, লেবু গাছের নিচে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ইলিয়ড আর ওডিসির লেখকের সাথে হওয়া কথোপকথন মনে পড়ে গেল রামেসিসের। মিশরীয় সভ্যতাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছিলেন তিনি।

নেফারতারির মৃত্যুর পর, রামেসিস চেয়েছিলেন ক্ষমতা তার বড় সন্তান, খা-এর হাতে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বস্ত বন্ধুদের জোরাজুরিতে পারেননি। তারা মনে করিয়ে দিয়েছিল, সম্রাট হবার পর থেকে তার জীবন আর তার নেই। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে ফারাও হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে যত কষ্টই হোক না কেন, দায়িত্ব সবার আগে। মা'তের আইন সেটাই দাবী করে!

এখানে, এই শাশ্বত মন্দিরে রামেসিস তার শক্তি খুঁজে পান। একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে হবে তাকে, কিন্তু রামেসিয়ামের হলগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এখনও।

প্রাসাদের সবাই নিশ্চয় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে, ভাবলেন তিনি। স্মৃতির নাগপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনলেন তিনি। সরাসরি সাক্ষাৎ করার কক্ষের দিকে রওনা দিলেন তিনি, ষোলো থামের কামরাটায় এসে উপস্থিত হয়েছে বিদেশি কূটনীতিকরা।

সবুজাভ চোখ, টিকালো নাক আর মসৃণ থুতনি বিশিষ্ট সুন্দরী ইসেটকে শুধু দেখতেই মন চায়। পঞ্চাশ পার হয়েছেন আগেই, কিন্তু বয়স তাকে স্পর্শও করতে পারেনি। তাকে দেখে এখনও সেই কিশোরী বলেই মনে হয়।

'সম্রাট মন্দির থেকে বেরিয়েছেন?' পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, কণ্ঠে উদ্বেগ।

'এখনও না, মহামান্যা।'

'কূটনীতিকরা খেপে না ওঠে!'

'দুশ্চিন্তা করবেন না! ফারাও-এর সাথে দেখা করতে পারাটা এমন এক সৌভাগ্য যে এজন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে কেউ আপত্তি করবে না।'

ফারাওয়ের সাথে সাক্ষাৎ...আসলেই তা বিশাল বড় এক সৌভাগ্য! সেই প্রথম বছরের স্মৃতি মনে পড়ে গেল তার। রামেসিস তখন রাজকুমার, ফারাও হবার সম্ভাবনা যার ছিল খুব ক্ষীণ। গোপনে মিলিত হতেন তারা, উত্তেজনা আর ভাললাগার আবেশে হারিয়ে যেতেন একে অপরের মাঝে! এরপর দৃশ্যপটে আবির্ভাব হলো নেফারতারি, মহারাণী হবার সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তাকে স্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়ে ঠিক কাজটাই করেছেন রামেসিস; তবে ফারাওকে ছেলে-সন্তান উপহার দিতে পেরেছেন কেবল ইসেট: খা আর মেরেনেপটাহ। প্রথম প্রথম রামেসিসের প্রতি অভিমানবোধ করতেন তিনি। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন, রাণীর হবার সাথে চলে এসে অসম্ভব দায়িত্ব, তখন আর অনুযোগ রইল না। ইসেটের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়াল ভালবাসার লোকটার সেবা করা।

নেফারতারি বা রামেসিস, কেউই তাকে দূরে সরিয়ে দেননি। উপ-পত্নী হিসেবে ফারাও-এর বেশ কাছাকাছিই থাকতে পেরেছেন তিনি। অনেকেই বলত, জীবনটা অযথা নষ্ট করছিলেন তিনি। কথা শুনে কেবল হাসতেন, লোকে তো আর জানে যে রামেসিসের ভৃত্য হয়ে থাকতেও আপত্তি নেই তার।

নেফারতারির মৃত্যু সবাইকেই ব্যথিত করেছে। রাণী সাহেবা ইসেটের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। ছিলেন এমন এক সুহৃদ, যার প্রতি ছিল তার অপরিসীম শ্রদ্ধা আর সম্মান। সম্রাটকে কোন কথাই সান্ত্বনা দিতে পারবে না বুঝতে পেরে, চুপচাপ নীরবে সমর্থন দিয়েছিলেন তখন।

তারপরই ঘটল অচিন্তনীয় সেই ঘটনা।

শোক কাটাবার সময় পার হলে, সম্রাট ইসেটকে প্রস্তাব দিলেন মহারাণী হবার।

এই সম্মান পাবেন, সে কথা কখনো কল্পনাও করেননি সুন্দরী ইসেট। নেফারতারি যে অতুলনীয়, সে কথা তার চেয়ে ভালো আর কে জানে! তবে হ্যাঁ, রামেসিসের ইচ্ছাই আদেশ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই রাজি হলেন তিনি। গ্রহণ করলেন মিশরের দুই ভূমির রাণীর স্থান।

সম্মানটার চাইতে তাকে বেশি আনন্দ দিয়েছিল রামেসিসের সাথে থাকার সুযোগ, তার আনন্দ আর দুঃখের সাথে নিজেকে অস্তিত্বকে জুড়ে নেয়ার সম্ভাবনা।

'মহামান্য আপনাকে চাইছেন।' পরিচারিকা জানল তাকে।

শকুনের পালক নির্মিত মাথার মুকুট, লম্বা-সাদা আলখাল্লা, আলচে কোমর বন্ধনী আর সোনালি ব্রেসলেট নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেছেন বলে, আনুষ্ঠানিক এসব অনুষ্ঠানে তিনি বিব্রতবোধ করেন না। উপস্থিত অভ্যাগতরা যে ফারাও-এর মতো তার সব নড়াচড়াও কাছ থেকে দেখবে, তা-ও তার জানা আছে।

সুন্দরী ইসেট রামেসিসের কয়েক পা কাছে এসে থেমে গেলেন। ফারাও-ই তার প্রথম আর একমাত্র ভালবাসা। অথচ এত বছরেও সেই ভালোবাসায় ছেদ পড়েনি এক বিন্দু!

'তুমি তৈরি?' জানতে চাইলেন ফারাও।

মিশরের রাণী বাউ করে সম্মতি জানালেন।

রাজ দম্পতিকে আসতে দেখে চুপ হয়ে গেল ঘরের সবাই। যার যার নির্ধারিত আসনে গিয়ে বসলেন তারা। ফারাওয়ের ছোটবেলার বন্ধু এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহসা সামনে এগিয়ে এলেন। নিখুঁত পোশাক, ছোট করে কাটা গোঁফ, বুদ্ধিমান চোখজোড়া সব সময় জ্বলজ্বল করছে। এই অবস্থায় তাকে দেখে মনেই হয় না যে তিনি হিট্টি এলাকায় আত্মগোপন করে ছিলেন! জীবনের সুখকর উপকরণের প্রতি দারুণ টান তার, তবে সবচেয়ে বড় টানটা রামেসিসের প্রতি। ফারাওয়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে তার মনে, সেজন্য যেকোন কিছু উৎসর্গ করতে আপত্তি নেই।

'মহামান্য,' ঘোষণা করলেন আহসা। 'দক্ষিণের রাজ্যগুলো আপনার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে, পাঠিয়েছে উপঢৌকন। ওদের আশা, আপনার সুদৃষ্টি বরাবরের মতো থাকবে ওসব এলাকায়। পুবের রাজ্যগুলো তাদের জমি আপনার চরণে ভেট হিসেবে পাঠিয়েছে। আর পশ্চিমের নেতা মাথা নত করে অপেক্ষা করছে আপনার আদেশের। '

ভিড় ভেঙ্গে এগিয়ে এলেন হিট্টি দূত, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অভিবাদন করলেন।

'ফারাও আমাদের আলো,' বললেন তিনি। 'তার কা যেন বেঁচে থেকে অনন্তকাল; যেন আবহাওয়া তার রাজত্বের উপর সদয় দৃষ্ট দেয়, প্লাবন ভরে তোলে ফসলের গোলা। তিনিই ঐশ্বরিক শক্তিকে ধারণ করেন নিজের মাঝে। তার মাঝেই এক হয়েছে স্বর্গ আর মর্ত্য।'

অভিবাদনের পর তিনি ফারাওকে উপহার দিলেন। নুবিয়া থেকে শুরু করে কানান আর সিরিয়া পর্যন্ত সব রাজ্যের দূতরা মহান রামেসিসকে দিলেন উপঢৌকন।

ঘুমিয়ে আছে প্রাসাদের সবাই, কেবল আলো জ্বলছে ফারাও-এর অফিসে।

'কী ব্যাপার, আহসা?' জানতে চাইলেন রামেসিস।

'মিশরের উচ্চ আর নিম্নভূমিতে শান্তি বজায় আছে। গোলা ভর্তি খাবার। আপনি আপনার প্রজাদের প্রাণ, মহামান্য।'

'আনুষ্ঠানিক কথা-বার্তা বাদ দাও। হিট্টি দূত এত প্রশংসাবাণী শোনাল কেন?'

'কূটনৈতিক ভদ্রতা।'

'নাহ, আমার ধারণা আরো কোন ব্যাপার আছে। তোমার মনে হয় না?'

গোঁফে আঙুল বোলালেন আহসা। 'সন্দেহ যে হয়নি, তা বলব না।'

'হাট্টুসিলি আমাদের চুক্তি নিয়ে কোন ঝামেলা করছে না তো?'

'নাহ।'

'তাহলে?'

'আমিও অবাক আসলে।'

'হিট্টিদের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ না হলে সমস্যা, মারাত্মক ভুল হতে পারে।'

'আপনি কি চান যে আমি সত্যটা আবিষ্কার করি?'

'অনেকদিন ধরে শান্তির সময় অতিবাহিত করছি আমরা, তুমিও নরম হয়ে গিয়েছ।'

তিন

দিনে প্রচুর পরিমাণে খাবার খান আহমেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই আগেরমতোই খাট আর হ্যাংলা-পাতলা তিনি। আহসার মতো আহমেনিও রামেসিসের ছোট বেলার বন্ধু। অন্তরে তিনি এখনও একজন লিপিকার, কাজ করতে আপত্তি নেই তার। বিশজন অতি দক্ষ লিপিকর কাজ করে তার অধীনে। ফারাও-এর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যা যা তথ্য লাগে, সব সংক্ষেপিত ভাবে উপস্থাপন করা তারা। আহমেনির দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তবে তার বিরুদ্ধাচরণ করার মতো লোকের অভাবই নেই। ফারাও রামেসিস সেসব কানেই তোলেন না।

কোমরে সমস্যা আছে আহমেনির, তবুও দিনের পর দিন আসনে বসে গোপনীয় দলিল পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন তিনি। পাণ্ডুর মুখটা দেখে মনে হয়, যেকোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবেন যেন। সহকারীরা কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে, অথচ তার কিছু হয় না।

ফারাও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পরবর্তী কয়েকটা মাস থিবসে কাটাবেন; তাই আহমেনিও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে চলে এসেছেন নগরীতে। আনুষ্ঠানিকভাবে তার পদবী 'ফারাও-এর পাদুকাবাহক', তবে ওসব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই তার। রামেসিসের মতো আহমেনির চিন্তাও কেবল একটাই-মিশরের উন্নতি। সেজন্য নিজেকে সদা-সতর্ক রাখেন তিনি, পাছে কোন ভুল হয়ে যায়!

রামেসিস যখন আর ঘরে ঢুকলেন, তখন আহমেনি নাকে-মুখে পরিজ আর পনীর গুঁজছিলেন।

'দুপুরের খাবার শেষ?'

'না হলেও ক্ষতি নেই, মহামান্য। আপনার এখানে উপস্থিতির কারণ ভালো হতে পারে না!'

'কিন্তু তোমার শেষ কয়েকটা প্রতিবেদন পড়ে ভালোই মনে হলো।'

'মনে হলো? মনে কেন হলো? আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, আমার কোন ভুল হয়েছে?'

বয়স হয়েছে বলে, আহমেনির ধৈর্য কমে এসেছে। অল্পেই রেগে ওঠেন তিনি।

'আমি ওকথা বলছি না,' রামেসিস বললেন। 'শুধু বুঝতে চাইছি...'

'কী বুঝতে চাচ্ছেন?'

'কোন ব্যাপারে তোমার সন্দেহ নেই?'

জোরে জোরে ভাবতে থাকলেন আহমেনি। 'সেচ ব্যবস্থা তো ভালোই আছে, নালাতেও সমস্যা নেই। প্রাদেশিক গভর্নররা আদেশ মেনে চলছে, বিদ্রোহের কোন লক্ষণ নেই। কৃষি-ব্যবস্থা চলছে কোন খুঁত ছাড়া। খাবারের কোন অভাব নেই, বাসস্থানের নেই কোন কমতি। ধর্মীয় প্রথাগুলো ঠিকভাবেই পালন করা হচ্ছে। রাজমিস্ত্রী, পাথর-খোদক, শিল্পী-এরা সব ঠিকমতোই কাজ করছে। নাহ, আমি তো কোন সমস্যা দেখছি না।'

আহমেনির কথা শুনে নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল রামেসিসের। কেননা তার মতো আর কেউ প্রশাসনিক ব্যবস্থার খুঁত ধরতে পারে না। কিন্তু চিন্তার রেখা গেল না ফারাও-এর কপাল থেকে।

'মহামান্য কী আমার কাছ থেকে কোন কিছু গোপন রেখেছেন?'

'তুমি তো জানোই, আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখতে পারি না।'

'তাহলে?'

'হিট্টি দূত আমার খুব প্রশংসা করছিল!'

'বাহ! হিট্টিরা জানেই শুধু যুদ্ধ করতে আর মিথ্যা কথা বলতে।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, মিশরের বুকে একটা ঘূর্ণিঝড় জন্ম নিচ্ছে।'

আহমেনি ফারাওয়ের কথাকে দারুণ গুরুত্বের সাথে নিল। পিতা সেটির মতো তারও বজ্র দেবতা সেটের সাথে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক রয়েছে। তাই ফারাও-এর অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতেই হয়।

'মিশরের বুকে?' লিপিকার জিজ্ঞাসা করল। এই কথার অর্থ কী?

'নেফারতারি বেঁচে থাকলে হয়তো ভবিষ্যতের কথা আমাদেরকে বলতে পারত।'

মন খারাপ হয়ে গেল আহমেনির। নেফারতারি মিশরের সৌন্দর্য, তার বুদ্ধিমত্তা আর আভিজাত্যকে ধারণ করেছিলেন নিজের বুকে। ইসেটের সাথে তার অনেক পার্থক্য। মিশরের বর্তমান রাণীকে একদম পছন্দ করেন না তিনি। তাকে রাণী বানাবার সিদ্ধান্তটা বুঝে শুনেই নিয়েছিলেন রামেসিস, কিন্তু আহমেনির মতে ইসেট সেই দায়িত্বের যোগ্য নন। রামেসিসকে খুব ভালোবাসেন এই রমণী-এর জন্যই ইসেটের সব দোষ অগ্রাহ্য করতে রাজি আছেন তিনি।

'মহামান্য কি নির্দিষ্ট কোন বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন?'

'নাহ।'

'তাহলে আমাদের সতর্কতা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে।'

'বিপদের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নই আমি।'

'আমি জানি,' ঘোঁত করে উঠলেন আহমেনি। 'ভাবছিলাম, ছুটি নেব। কিন্তু এখন দেখছি...'

সাপটার রঙ প্রায় সাদা; মাথার উপরে লালচে দাগ, পাশে সবুজাভ। কয়েক ফুট লম্বা সাপটার কাছেই শুয়ে রয়েছে এক দম্পতি। সারাদিন বালির নিচে থাকার পর, রাতে শিকার করতে বেরিয়েছে সাপটা। এই গরমে ওটার ছোবল মারাত্মক প্রাণঘাতী।

ভালোবাসা-বাসিতে ব্যস্ত দু'জন যেন বিপদের কোন লক্ষণই টের পাননি। নুবিয়ান মহিলা পরম আবেশে জড়িয়ে ধরে আছেন তার প্রেমিককে। লোকটার বয়স পঞ্চাশের ঘরে, নোংরাই বলা চলে। প্রথমবার প্রেম করার অনুভূতি যেন ফিরে এসেছে তাদের মাঝে, মিশরিয় লোকটার প্রাণ-চাঞ্চল্য যেন হার মানছে নুবিয়ান সুন্দরীর কাছে।

সাপটা একদম কাছে চলে এসেছে, ছোবল মারা দূরত্বে।

আলতো করে মেয়েটিকে নিচে শুইয়ে তার উপরে উঠে এলেন পুরুষটি। একে অন্যের চোখের দিকে তাকালেন দু'জন। অবগাহন করলেন একে অন্যের মাঝে।

একদম শেষ মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে সাপটার ঘাড় ধরলেন লোটাস। হিসহিস করে উঠল সাপটা, ছোবল বসাল বাতাসেই।

'ভালো জিনিস ধরেছ।' বললেন সেটাউ, এক মুহূর্তের জন্যও কোমরের গতি কমাননি। 'ভালো পরিমাণে বিষ পাওয়া যাবে মনে হয়।'

আচমকা লোটাসকে অনাগ্রহী বলে মনে হলো। 'আমার মন কু ডাকছে।'

'সাপের জন্য?'

'রামেসিস বিপদে আছেন বলে মনে হচ্ছে।'

স্ত্রীর মনের এই কু ডাকাটাকে খুব গুরুত্বের সাথে নেন সেটাউ। হতে পারে তিনি একজন বৈদ্য, কিন্তু সেই সাথে রামেসিসের ছোট বেলার বন্ধুও বটে। রামেসিসের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কুশ প্রদেশে বাস করছেন এখন। একত্রে নানা প্রজাতির আর নানা ধরনের সাপ ধরেছেন তারা। তাদের বিষ বের করে নিয়ে বানিয়েছেন ওষুধ।

এমনিতে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতেই পছন্দ করেন, তবে মাঝে মাঝে রামেসিসের সাথে অভিযানেও যান তারা। যুদ্ধের ময়দানে আহতদের সেবা-যত্ন করাই তাদের কাজ।

শান্তির সময়টা তারা কাটাতেন এক বিশাল গবেষণাগারে। তারপর হঠাত একদিন ফারাও তাদের ডেকে পাঠালেন। জানালেন, নুবিয়ায় তাদের সাহায্য চান তিনি। খুশি হয়ে উঠেছিলেন সেদিন দম্পতি। তবে কাপুরুষ ভাইসরয়ের কাছে জবাবদিহি

করতে হয় তাদেরকে। সম্ভব হলে তাদের কর্মকাণ্ডে নাক গলাত সে। কিন্তু অদ্ভুত এই দম্পতিকে দারুণ ভয় পায় সে।

'কেমন ধরনের বিপদ?' ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলেন সেটাউ।

'আমি জানি না।'

'কারো চেহারা দেখতে পেয়েছ?'

'না,' জবাব দিলেন লোটাস। 'শুধু একটা অনুভূতি হচ্ছে। আচমকা মনে হলো, রামেসিসের উদ্দেশ্য বিপদ যেন ধেয়ে আসছে।' সাপটাকে আঁকড়ে ধরেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে।'

'এই নুবিয়ায় বসে আমি কী করব?'

'চলো, রাজধানীর দিকে রওনা দেই।'

'আমরা বিদায় নিলে কিন্তু ভাইসরয় আমাদের সব কাজ নষ্ট করে দেবে।'

'হুম, কিন্তু রামেসিসের আমাদের সাহায্য দরকার। তার পাশে দাঁড়ান উচিত আমাদের।'

শক্তিশালী সেটাউ কখনও অন্য কারো আদেশ পালন করেন না। কিন্তু নম্রভাষী স্ত্রীর প্রতিটা কথা যে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা দরকার, তা বিলক্ষণ জানেন।

কার্নাকের মহা-যাজক, নেবু, অনেক বয়সে উপনীত হয়েছেন। জ্ঞানী টাহ-হোটেপ লিখেছেন: বয়সের হাত ধরে আসে ক্লান্তি, দুর্বলতা আর তন্দ্রাচ্ছন্নতা। কমে আসে শোনা আর দেখার ক্ষমতা, হৃদপিণ্ডের গতি কমে যায়, দেহ হারিয়ে ফেলে কথা বলার শক্তি, হাড়গুলো হাল ছেড়ে দেয়, দাঁড়াতে যেমন কষ্ট হয়...তেমনি কষ্ট হয় বসতেও।

এত-শত সমস্যা নিয়েও দায়িত্ব পালনে কোন খামতি নেই নেবুর। কার্নাক মন্দির আর তার অধীনে থাকা বিশাল সম্পত্তির দেখভাল করছেন দক্ষতার সাথেই। অবশ্য প্রাত্যহিক সব দায়িত্বের ভার দিয়ে রেখেছেন বাখেন, মানে দ্বিতীয় যাজকের হাতে। আশি হাজার নির্মাণ-শ্রমিক, কৃষক, ফল সংগ্রাহক, শিল্পী আর অন্যান্য কর্মচারীদের কাজের দেখভাল করে ছেলেটা।

রামেসিস যখন তাকে কার্নাকের মহা-যাজক হিসেবে নিয়োগ দিলেন, তখন তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন নেবু। তরুণ শাসক চাচ্ছিলেন, সাম্রাজ্যের ভেতরে গড়ে ওঠা এই সাম্রাজ্যের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। চাহিদা ছিল তার মাত্র একটা-আনুগত্য। তবে নেবু কারো হাতের পুতুল নন। অন্যান্য মন্দিরের হাত থেকে কার্নাকের সম্পদ রক্ষা করেছেন তিনি। যেহেতু ফারাও সাম্রাজ্যে শান্তি

বজায় রেখেছেন, তাই নিজের দায়িত্ব পালনের সময়টুকু তিনি আশীর্বাদপ্রাপ্ত সময় বলেই মনে করেন।

বৃদ্ধ লোকটা বাখেনের কাছ থেকে সবকিছুই শোনেন। কার্নাকের পবিত্র পুকুরের ঠিক পাশে অবস্থিত তার তিন ঘরের আরামদায়ক ঘর থেকে বেরোন না বললেই চলে। বিকাল বেলাটা তার কাটে বাড়ির বাগানে পানি দিয়ে। যখন তিনি বুঝতে পারবেন, এই কাজটাও তার দ্বারা হচ্ছে না, ফারাও-এর কাছে অবসরে যাবার অনুমতি চাইবেন বলে ঠিক করলেন।

একদিন তিনি আচমকা দেখতে পেলেন, এক অজ্ঞাত লোক তার বাগান থেকে আগাছা তুলছে।

'আমার বাগানে আমি ছাড়া আর কেউ হাত দেয় না!' বললেন তিনি।

'মিশরের ফারাও-ও না?' উঠে দাঁড়িয়ে নেবুর দিকে তাকালেন রামেসিস।

'মহামান্য, আমি ক্ষমা চাইছি...'

'এই কথা বলা তো আপনার দাবী, নেবু। আপনি মিশর আর কার্নাকের যথাযথ সেবা করেছেন। নেফারতারি মারা যাবার পর, আমি ভেবেছিলাম সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে বাগানে মন দেই।'

'বলেন কী মহামান্য! এ কথা তো কল্পনাই করা যায় না।'

'আমি তো ভেবেছিলাম আপনি অন্তত আমার মনের ভাবনাটা ধরতে পারবেন।'

'আমার মতো একজন বৃদ্ধ চাইলেই অবসরে যেতে পারে, কিন্তু আপনি...'

উদীয়মান চন্দ্রের দিকে তাকালেন রামেসিস। 'ঝড় আসছে, নেবু। সেই ঝড়ের মোকাবেলা করার জন্য আমার চাই দক্ষ, নির্ভরযোগ্য লোক। নিজেকে আপনি যতই দুর্বল আর বয়স্ক মনে করেন না কেন, এত তাড়াতাড়ি আপনাকে অবসরে যেতে দিচ্ছি না। কার্নাককে শক্ত হাতে সামলাতে থাকুন।'

চার

হাত্তির দূত, ষাট বছর বয়সী এক মোটা-সোটা লোক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লবিতে পা রাখলেন। প্রথা অনুযায়ী ক্রিসেনথেমাম আর লিলি ফুলের গোছাটা পাথরের বেদির উপর রাখলেন তিনি, বাউ করলেন বেবুনের মূর্তিটাকে উদ্দেশ করে। লিপিকারদের দেবতা, মহান দেবতা থোথের অবতার এই বেবুন। থোথ একই সাথে সাথে জ্ঞান আর ভাষার দেবতাও।

কাজ শেষে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা এক সৈন্যের দিকে তাকালেন তিনি। 'সচিব আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'আপনার আগমনের কথা জানাচ্ছি মহামান্যকে।'

লাল-নীল আলখাল্লা, কালো চুল আর ছোট ছোট করে কাটা দাড়ি নিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন দূত।

আহসা হাসতে হাসতে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন।

'আশা করি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাইনি? চলুন বন্ধুবর, বাগানে যাই। ওখানে নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে।'

জোজবা গাছের ছায়ায়, নীল লোটাস ভরা পুকুরের পাশে এসে বসলেন দু'জন। সামনে রাখা টেবিলে পরিবেশিত হলো ঠাণ্ডা সুরা, সেই সাথে কিছু ফল। ভৃত্যরা ভূতের মতো নীরবে এসে রেখে গেল ওগুলো, বিদায় নিল-ও ভূতের মতোই।

'আমরা একাই আছি,' বললেন আহসা, 'কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না। তাই দুশ্চিন্তা না করে, আরাম করে বসুন।'

হিট্টি দূতের মাঝে তবুও ইতস্তত ভাবটা দেখা গেল।

'ভয় কীসের? নাকি বলব, কাকে ভয় পাচ্ছেন?'

'আপনাকে, আহসা।'

মিশরীয় কূটনীতিকের হাসি এক বিন্দু মলিন হলো না। 'মানছি, গুপ্তচর হিসেবে দীর্ঘদিন আপনার দেশে কাটিয়েছি আমি, কিন্তু সেসব অনেক দিন আগের কথা। এখন আমাকে মন্ত্রণালয় সামলাতে হয়। চাইলেও আর অমন অভিযানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করব কেন বলুন তো?'

'কেননা আপনার মতো আমারও উদ্দেশ্য এখন কেবল একটা– হিট্টি আর মিশরীয় জাতির মাঝে শান্তি বজায় রাখা।'

'মহামান্য ফারাও কি সম্রাট হাট্টুসিলির সর্বশেষ চিঠির উত্তর দিয়েছেন?'

'অবশ্যই। জানিয়েছেন, হাট্টি আর মিশরকে এক করা শান্তি চুক্তি সর্বত্র মেনে চলা হচ্ছে দেখে তিনি দারুণ প্রীত হয়েছেন।'

কালো হয়ে এল দূতের চেহারা। 'শুধু মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজবে না।'

'তাহলে কী চান আপনারা?'

'ফারাও-এর শেষ কয়েকটা চিঠির শব্দচয়ন লক্ষ্য করে দারুণ কষ্ট পেয়েছেন সম্রাট হাট্টুসিলি। ওগুলো পড়ে তার মনে হয়েছে, রামেসিস তাকে প্রজা বলে মনে করছেন!'

'অকারণে অসন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে তাকে।' হিট্টি দূতের কণ্ঠের রাগটা আহসার কান এড়ায়নি।

'ঠিক ধরেছেন।'

'ছোট্ট একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমাদের শান্তি চুক্তি ভেঙ্গে পড়বে?'

'হিট্টি জাতি আসলে গর্বিত এক জাতি। আমাদের গর্বে আঘাত দিলে আমরা পালটা আঘাত করবই।'

'তিলকে তাল বানানো হচ্ছে না?'

'আমাদের দিক থেকে দেখলে, ব্যাপারটা তাল-ই। তিল নয়।'

'আহ, বুঝতে পেরেছি। কোনভাবে ব্যাপারটা সামলানো যায় না?'

'আমাদের অবস্থান শক্ত, দরকষাকষি করার মতো নয়।'

এই ভয়টাই পাচ্ছিলেন আহসা। কাদেশে রামেসিসের হাতে হিট্টিদের যে বাহিনী পরাজিত হয়, তার প্রধান ছিলেন হাট্টুসিলি। সম্রাট নিজের কর্তৃত্ব দেখাবার জন্য এমন কিছু একটা করবেন, সেই ভয় মিশরীয় কূটনীতিকের আগে থেকেই ছিল।

'তাহলে কি আপনারা...'

'শান্তি চুক্তি বাতিলের কথা ভাবছি? হ্যাঁ।' সরাসরি জবাব দিলেন হিট্টি দূত।

'এই চিঠিতে কাজ হবে না?' গোপন অস্ত্রটা এবার প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন আহসা। হিট্টি দূতের হাতে তুলে দিলেন রামেসিসের নিজ হাতে লেখা একটা চিঠি।

কৌতূহলী দূত উঁচু কণ্ঠে পড়লেন চিঠিটা–

আশা করি এই চিঠি পড়ার সময় আপনার সঙ্গী হয়ে থাকবে থাকবে সুস্বাস্থ্য, হে আমার ভাই হাট্টুসিলি। প্রার্থনা করি আপনার স্ত্রী, পরিবার, ঘোড়া আর রাজ্যগুলোও থাকুক নিরাপদে। আপনার অভিযোগ আমি খতিয়ে দেখেছি– আপনার বিশ্বাস, আপনাকে আমি আমার প্রজা বলে মনে করি। বিশ্বাস করুন, অভিযোগটি আমাকে ব্যথিত করেছে। নিশ্চিত থাকুন, আপনার মর্যাদা আমার

কাছে অপরিসীম। আপনিই হিট্টিদের একমাত্র সম্রাট। নিশ্চিত থাকুন, আপনাকে আমি আমার ভাই বলে মনে করি।

দূতের চেহারায় বিস্ময় খেলে গেল। 'এটা রামেসিস লিখেছেন?'

'নিজ হাতে লিখেছেন।'

'ফারাও নিজের ভুল স্বীকার করছেন?'

'রামেসিস শান্তি চান। আপনাকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে রাখি। পাই-রামেসিসে একটা আন্তর্জাতিক কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে কেবল একটাই-কূটনীতিক সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করা।'

'অসাধারণ।' মেনে নিলেন হিট্টি লোকটা।

'আমাদের আশা, এই পদক্ষেপ আপনার সম্রাটকে সন্তুষ্ট করবে।'

'দুঃখের বিষয়, আমার তা মনে হয় না।'

এতক্ষণে দুশ্চিন্তা করতে শুরু করলেন আহসা। 'তাহলে কি আমি ধরে নিতে পারি যে, সম্রাটের অসন্তুষ্টি কোনক্রমেই দূর করা সম্ভব হবে না?'

'সরাসরিই বলি, হাট্টুসিলিও চান শান্তি বজায় রাখতে। তবে তার কিছু শর্ত আছে-'

সম্রাটের আসল দাবীটা খুলে বললেন হিট্টি দূত। শুনতে শুনতে হাসি উধাও হয়ে গেল আহসার চেহারা থেকে।

প্রতিদিন সকালের মতো আজও যাজকেরা সেটির কা, বা তার আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন। থিবসের পশ্চিম তীরে অবস্থিত গুরনাহের মন্দিরে সম্পন্ন হলো এই প্রার্থনানুষ্ঠান। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যাজক আঙুর, ফিগ আর জুনিপার কাঠ সম্বলিত প্রসাদের থালা বেদিতে রাখার ঠিক আগে আগে তার সহকারী এসে ফিসফিস করে তাকে কিছু বলল।

'ফারাও? এখানে এসেছেন? আমাকে তো কেউ কিছু জানায়নি!'

ঘুরে দাঁড়ানো মাত্র সম্রাটের সাদা লিনেনের রোব পরিহিত দেহাবয়ব দেখতে পেলেন তিনি। রামেসিসের উপস্থিতিই এমন এক শক্তি বিচ্ছুরণ করে, যা তাকে উপস্থিত অন্য সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখে।

পাত্রটা নিয়ে প্রার্থনা কক্ষে প্রবেশ করলেন ফারাও, এখানেই বাস করে তার পিতার আত্মা। এখানেই সেটি তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন রামেসিসকে। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল পিতা সেটির অধীনে তার প্রশিক্ষণ।

সেটির জায়গা নিতে পারবেন, এ কথা কল্পনাও করেননি রামেসিস। তবে তিনি জানেন, তার প্রকৃত স্বাধীনতা রয়েছে পূর্ব-নির্ধারিত পথ অবলম্বনের মাঝে, শান্তি আর সমৃদ্ধি রয়েছে আইন প্রতিষ্ঠার আড়ালে। মিশরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যে লুক্কায়িত আছে তার মুক্তি।

আজ টুইয়া, সেটি আর নেফারতারি হাঁটছেন অনন্তের পথ ধরে, চড়েছেন তাদের স্বর্গীয় নৌকায়। মাটির দুনিয়ায় উত্থিত হয়েছে তাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সমাধি আর মন্দির।

প্রার্থনা শেষ হলে, মন্দিরের বাগানের দিকে রওনা দিলেন তিনি, ওটা সিকামোরে ভর্তি। গাছের ফোঁকরে বাসা বেঁধেছে মৌমাছি।

ওউবো-এর মন খারাপ করা সুর ভেসে এল তার কানে। একাকী একটা সুর, যেন বলছে-আশা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সব দুঃখকে।

নিচু একটা দেয়ালে বসে বাজাচ্ছে মেয়েটা, চারপাশে পাতার আবরণ। মেয়েটার কালো চুলগুলো উজ্জ্বল, দেহ এমন যেন পাথর কুঁদে বানিয়েছেন দেবতারা। তেত্রিশ বছর বয়সী মেরিটামন তার যৌবনের শীর্ষে এসে উপস্থিত হয়েছে।

মেয়েকে দেখলেই তার মায়ের কথা মনে পড়ে যায় রামেসিসের। এখনও তাই হলো, কেমন যেন কষ্টবোধ অনুভব করলেন তিনি। দক্ষ শিল্পী মেয়েটা একদম বয়স বয়সেই বুঝতে পেরেছিল, জীবনটা সে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মাঝেই কাটাতে চায়। চায় নিজের সুর প্রতিভাকে দেবতাদের পায়ে সঁপে দিতে। এই স্বপ্ন ছিল নেফারতারিরও, কিন্তু রামেসিসকে বিয়ে করার পর যা রয়ে গিয়েছিল কেবল স্বপ্নেই। ভালোবাসা তাকে পরিণত করেছিল মহারাণীতে।

মেরিটামন চাইলেই কার্নাকের বাদকদের মাঝে উঁচু পদ পেতে পারত। কিন্তু তা না করে গুরনাহেই রয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় সে। নিজের দাদা, সেটির কায়ের সংস্পর্শে থাকতে চায়।

রামেসিস আসতে আসতে শেষ হয়ে গেল মেয়েটার বাজনা। নীলচে-সবুজ চোখজোড়া এতক্ষণ বন্ধ ছিল, এবার খুলল ওগুলো। আর খুলেই দেখতে পেল পিতাকে।

'বাবা! কতক্ষণ আগে এসেছেন?'

মেয়েকে আলিঙ্গন করলেন রামেসিস। 'অনেকদিন পর দেখা হলো, মেরিটামন।'

'মিশরই ফারাও-এর পরিবার, মিশরীয়রা তার সন্তান। একশত রাজ-সন্তান থাকার পরও, আমার কথা মনে রেখেছেন দেখে খুশি হলাম।'

এক পা পিছিয়ে এসে প্রশংসার দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন মেয়ের দিকে।

'তুমি তো জানোই, রাজ-সন্তান পদবীটা আসলে সম্মাননা ছাড়া কিছু না। তুমি নেফারতারি, আমার একমাত্র প্রেমের একমাত্র সন্তান।'

'এখন তো আপনার রাণী সুন্দরী ইসেট।'

'তোমার আপত্তি আছে এতে?'

'নাহ, আপনি একেবারে সঠিক সিদ্ধান্তটাই নিয়েছেন। তিনি আপনাকে পূজা করেন।'

'পাই-রামেসিসে ফিরে আসবে না?'

'না, বাবা। মন্দিরের বাইরের দুনিয়া নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। প্রাত্যহিক প্রার্থনার চাইতে ভালো আর কী হতে পারে? এখানে আমি আমার মায়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারি, তার স্বপ্নের জীবনটা আমিই যাপন করছি। আমার ধারণা, আমাকে আনন্দিত দেখে তার আত্মা শান্তি পায়।'

'তোমার মায়ের সৌন্দর্যই শুধু নয়, তার ব্যক্তিত্বও পেয়েছ তুমি! যাই হোক, কোন কিছুর লোভ দেখিয়েই কি তোমাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না?'

'নাহ।' হাসতে হাসতে জবাব দিল মেরিটামন।

মেয়ের হাত আলতো করে নিজের হাতে নিলেন ফারাও। 'তুমি নিশ্চিত?'

অবিকল নেফারতারির হাসি হাসল মেয়েটা। 'আদেশ দিচ্ছেন?'

'তুমিই একমাত্র মানুষ, যাকে ফারাও কোনদিন আদেশ দেবেন না।'

'আপনার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না বাবা। তবে সত্যি কথাটা হলো, আমি সভার চাইতে এখানেই বেশি কাছে আসব। আমার মায়ের, আমার দাদার আত্মার দেখভাল করাটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে হচ্ছে। অতীতের সাথে সংযোগ না থাকলে কি আর ভবিষ্যৎ গড়া যায়?'

'স্বর্গীয় সুর যেন কখনো তোমাকে ছেড়ে না যায়, মেরিটামন। মিশরের তা বড় দরকার।'

মেরিটামনের হৃদপিণ্ড জোরে জোরে স্পন্দিত হতে লাগল। 'সামনে কোন বিপদের আশঙ্কা করছেন?'

'ঝড় আসছে।'

'আপনি নিশ্চয় তা সামাল দিতে পারবেন।'

'বাজাও, মেরিটামন। মিশরের জন্য, তোমার ফারাওয়ের জন্য বাজাও। তোমার সুরের সঙ্গী হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক শান্তি, দেবতাদের আশীর্বাদ নামুক মিশরে। ঝড় আসছে, ভয়ানক এক ঝড়।'

পাঁচ

সেরামানার তীব্র আঘাতে দেয়াল থেকে চলটা উঠে গেল।

'নেই মানে?' রাগের সাথে জানতে চাইল বিশালদেহী সার্ড।

'উধাও হয়ে গিয়েছে, জনাব।' উরি-টেশুপের পেছনে লাগানো সৈনিক জবাব দিল।

লোকটার কাঁধ আঁকড়ে ধরল সেরামানা। এমনিতে সৈনিক নিজেও দশাসই, কিন্তু তার মনে হলো-সেরামানা যেন ওর কাঁধের হাড় ভেঙ্গে ফেলেছে।

'ঠাট্টা করছ?'

'নাহ, জনাব। সত্যি বলছি!'

'হাতের মুঠো গলে বেরিয়ে যেতে দিলে!'

'ভিড়ের মাঝে হারিয়ে ফেলেছি, জনাব।'

'এলাকাটা খুঁজে দেখনি?'

'উরি-টেশুপ একজন মুক্ত মানুষ, জনাব! তার খোঁজে অভিযান চালাবার অনুমতি নেই আমাদের। উজির সেই অনুমতি দেবেন না!'

রাগী ষাঁড়ের মতো ঘোঁত করে উঠল সেরামানা, তবে সৈনিককে ছেড়ে দিল সে। ব্যাটা গর্দভ হলেও, কথাটা ঠিকই বলেছে।

'এবার তাহলে আমরা কী করব?' জানতে চাইল সৈন্য।

'ফারাওয়ের দেহরক্ষীর সংখ্যা দ্বিগুণ করো। তোমাদের কেউ ছোট্ট একটা ভুল করলেও তার চরম শাস্তি পাবে!'

সেরামানা যে ফাঁকা হুমকি দেয়, একথা কেউ বলতে পারবে না। রাগলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে লোকটা, তাই হুমকিকে কাজে করে দেখাতে কতক্ষণ?

রাগ দমাবার জন্য, কাঠের কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্য করে ছোরা ছুঁড়তে শুরু করল সেরামানা। উরি-টেশুপের এই অকস্মাৎ তিরোধান, ওর মনে অশুভ এক অনুমতির জন্ম দিয়েছে। অপমানিত আর ক্ষিপ্ত হিট্টি রাজপুত্র যে মিশরের ক্ষতি করার প্রয়াস পাবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কীভাবে কাজটা করে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

নতুন আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধনের সময়, কূটনীতিকদের ভিড় লেগে গিয়েছিল পাই-রামেসিসে। আহসার কথা সবাই জানে, তাকে শ্রদ্ধাও করে। দারুণ এক বক্তব্য দিলেন তিনি। বার বার উচ্চারণ করলেন শান্তি, সৌহার্দ্য আর সহযোগিতার কথা। অনুষ্ঠানের পরে সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হলো রাজকীয় ভোজে অংশ নেবার জন্য।

পিতার কাছ থেকে অগণিত গুণ পেয়েছেন রামেসিস, তাদের মাঝে একটা হলো মানুষের একদম ভেতরটা দেখে নেবার দিব্যদৃষ্টি। আহসার আচরণে অস্থিরতার কোন বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও, ফারাও টের পেলেন যে তার বন্ধু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একটু ফাঁকা হতেই তাই বন্ধুকে বললেন, 'দারুণ বক্তব্য দিলে, আহসা।'

'ধন্যবাদ, মহামান্য। আপনার এই নতুন পদক্ষেপের প্রশংসা করতেই হয়।'

'আমার চিঠি পড়ে হিট্টি দূত কেমন প্রতিক্রিয়া দেখালেন?'

'দারুণ।'

'কিন্তু হাট্টুসিলির আরো বড় কিছু চাই, তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'ঝেড়ে কাশো তো, আহসা। আমি সত্যটা জানতে চাই।'

'ঠিক আছে, বলছি। হিট্টিদের দাবী মেনে না নিলে, যুদ্ধে যাবে তারা।'

'আমি কারো হুমকির সামনে মাথা নত করব না।'

'দয়া করে শুনুন, রামেসিস। আপনি আর আমি অনেক কষ্ট করে এই শান্তি অর্জন করেছি। একে এক মুহূর্তে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারি না।'

'হুম, ঠিক আছে। বলো শুনি, হাট্টুসিলি কী চায়?'

'আপনি তো জানেন, হাট্টুসিলি আর তার স্ত্রী, পুড়ুহেপার এক বুদ্ধিমতী আর সুন্দরী মেয়ে আছে।'

'তো?'

'হাট্টুসিলি চান, মিশরের সাথে বন্ধন আরো সুদৃঢ় হোক। তিনি মনে করেন, বৈবাহিক সম্পর্কই তা করতে সক্ষম।'

'তাহলে কি ধরে নেব...'

'তাই ধরতে হবে। তার দাবী, আপনি হিট্টি রাজকন্যাকে বিয়ে করবেন। শুধু তাই নয়, তাকে আপনি মহারাণীর সম্মাননাও দেবেন।'

'কিন্তু সেই সম্মাননা তো ইসেটের।'

'হিট্টিদের তাতে কিছু যায় আসে না। তাদের মতে, একজন স্ত্রীর দায়িত্ব কেবল একটা-তার স্বামীর সব আদেশ পালন করা। যদি সেই স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেন, তবে স্ত্রীর উচিত হবে চুপচাপ তা মেনে নিয়ে পিছিয়ে আসা।'

'আমরা মিশরে বাস করি, আহসা। কোন অসভ্য বা জংলী দেশে নয়। তোমার কী ইচ্ছা যে আমি আমার সবচেয়ে খারাপ শত্রুর মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ইসেটকে ত্যাজ্য করি?'

'এখন কিন্তু তিনি আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু।' বলে উঠল আহসা।

'যাই হোক, প্রস্তাবটা মানা তো দূরে থাক, শুনতেই ঘৃণা হচ্ছে!'

'প্রথম প্রথম লাগতে পারে। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে, এর ভেতরেও আপনি মিশরের লাভ খুঁজে পাবেন।'

'আমি ইসেটকে অপমান করতে পারব না।'

'আমি আর দশটা মানুষের মতো নন। আপনি শুধু ইসেটের স্বামীই নন, আপনি মিশরের ফারাও-ও। ব্যক্তি স্বার্থের উপরে তাই আপনাকে রাষ্ট্রের স্বার্থকে স্থান দিতে হবে।'

'এত বেশি মেয়েমানুষ এসেছে তোমার জীবনে, আহসা, যে আমার ধারণা তুমি নারী বিদ্বেষী হয়ে পড়েছ।'

'মানছি, এক নারীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ব্যাপারটা আমার বোধে আসে না। তবে এখন যা বলছি, তা আপনার বন্ধু এবং ভৃত্য হিসেবেই বলছি।'

'আমার দুই পুত্র, খা আর মেরেনেপটাহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। ওদের উত্তর কী হবে, তা আমার জানা আছে।'

'নিজের মা, মহারাণী ইসেটের অসম্মান করতে না চাইলে, কে তাদেরকে দোষ দিতে পারে, বলুন? যাই হোক, মহামান্য রামেসিস। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা একমাত্র আপনার। যুদ্ধ বা শান্তি...দুটোর একটা আপনাকে বেছে নিতে হবে।'

'আহমেনির সাথে খেতে বসা যাক। ওর সাথে কথা বলতে চাই।'

'সেটাউয়ের সাথেও কথা বলে নিন। নুবিয়া থেকে ও কেবল ফিরল।'

'আজকের দিনে এই প্রথম তুমি আমাকে সুখবর দিলে!'

নুবিয়ার বীর বৈদ্য সেটাউ; ঝানু কূটনীতিক আহসা; লিপিকার-শ্রেষ্ঠ আহমেনি...নেই কেবল মোজেস। অনেক অনেক বছর আগে, রামেসিসের ভাতৃ-সংঘের সদস্য ছিলেন এরা সবাই। সেই ছোটবেলা থেকে তারা একে অন্যের বন্ধু, লেখাপড়া

করেছেন মেমফিসের রাজকীয় শিক্ষালয়ে। সেই সন্ধ্যার কথা আজও মনে পড়ে রামেসিসের। প্রকৃত ক্ষমতার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করছিলেন পাঁচ বন্ধু।

আজ রাতে নিজের সেরাটা ঢেলে দিয়ে রেঁধেছে রাধুনী– পেঁয়াজ আর ধুন্দুল দিয়ে রান্না করা মাংস; সুগন্ধি পাতা দিয়ে মোড়ানো, গ্রিল করা ভেড়া, মশলায় ডুবে থাকা কিডনি, ছাগ-দুগ্ধের পনীর আর মধুর কেক।

পুনঃমিলনীর সম্মানে, রামেসিস সেটির রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে বানানো মদ বের করে এনেছেন। ওটা দেখা মাত্র আনন্দে যেন ফেটে পড়েছেন সেটাউ।

'সমস্ত প্রশংসা সেটির!' চিৎকার করে উঠলেন বৈদ্য। পরনে সেই চিরাচরিত অ্যান্টিলোপের আলখাল্লা, ওটার পকেট ভর্তি সাপের বিষের ওষুধ। 'যেই সম্রাটের রাজত্বে এই মহান জিনিস বানানো হয়েছিল, সেই সম্রাট মহান না হয়ে যান না।'

'কোন পোশাক কবে পরিধান করতে হয়, তা এখনও শেখনি দেখি।' মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন আহসা।

'তাই তো দেখছি।' আহমেনিও যোগ দিলেন।

'তোমার মত কে জানতে চেয়েছে, লিপিকার? নাক-মুখে খাবার গুঁজতে থাক। ভালো কথা, এত খেয়েও মোটা হও না কেন?'

'আমার দেশ আর সাম্রাজ্যের জন্য খেটে মরি বলে।'

'কী বলতে চাও, নুবিয়ায় আমি শুয়ে বসে দিন কাটাই?'

'যদি তাই হতো, তাহলে অনেক আগেই আমার চিঠি পেতে।'

'ঝগড়া শেষ হলে,' বাঁধা দিলেন আহসা। 'কাজের কথায় আসা যাক?'

'আমাদের মাঝে কেবল মোজেস নেই।' বললেন রামেসিস। 'ও কোথায়, জানো আহসা?'

'এখনও মরুভূমিতে মাথা কুটছে। মনে হয় না লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে কখনো।'

'মোজেসের পথ ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার সন্দেহ নেই যে ও লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।'

'আমিও ওর অভাববোধ করি,' স্বীকার করলেন আহমেনি। 'কিন্তু আমাদের হিব্রু বন্ধু যে রাষ্ট্রদ্রোহী, তা অস্বীকার করি কী করে?'

'অতীত রোমন্থন করার সময় নেই আমাদের।' সেটাউ নাক গলালেন। 'যে বন্ধু ফারাওয়ের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে, সে বন্ধু আমার দরকার নেই।'

'ক্ষমা চাইলে, অনুতপ্ত হলে...মাফ করবে না?' জানতে চাইলেন রামেসিস।

'আমার মতে, সেই পথ ও আগেই ধ্বংস করে ফেলেছে। আর ক্ষমা? ক্ষমা দেখান সাজে শুধু দুর্বলদের।'

'ভাগ্য ভালো, রামেসিস তোমাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেননি।' আহসা শুষ্ক কণ্ঠে বললেন।

'সাপের কথা তো জানোই, তাদের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা বলতে কিছু নেই। হয় এস্পার আর নইলে ওস্পার। সাপের বিষ হয় ওষুধ হিসেবে কাজ করবে, আর নয়তো বিষ হিসেবে।'

'প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলে কেমন হয়?' বললেন আহমেনি।

'এখানে এসেছি লোটাসের জন্য,' ব্যাখ্যা করলেন সেটাউ। 'আমার স্ত্রী জানাল, রামেসিস বিপদে আছে। ভুল হয়েছে নাকি ওর?'

ফারাও অস্বীকার করলেন না। সেটাউ আহমেনির দিকে ফিরলেন। 'শুধু গপগপ করে না গিলে, আমাদেরকে কিছু তথ্য জানাও। কোথাও কোন সমস্যা নেই তো?'

'উম...না তো! সবকিছু তো ঠিকই আছে।'

'আহসা, তোমার কী খবর?'

কূটনীতিক লেবু পানিতে হাত ধুচ্ছিলেন। 'হাট্টুসিলি এক অসম্ভব দাবী জানিয়েছেন-তিনি চান, রামেসিস তার কন্যাকে বিয়ে করুন।'

'তাতে সমস্যা কোথায়?' জানতে চাইল সেটাউ। 'এই ধরনের বিয়ে তো এর আগেও হয়েছে। কাজেও দিয়েছে। হিট্টি রাজকন্যা উপপত্নী বই আর কিছু তো হবেন না।'

'এখানেই তো সমস্যা. . .'

'কেন? মেয়েটা দেখতে বিশ্রী নাকি?'

'না। হিট্টি সম্রাট চান, তার কন্যা মিশরের মহারাণী হবেন।'

রেগে গেলেন সেটাউ। 'মানে লোকটা চাইছে যে রামেসিস ইসেটকে ত্যাজ্য করবেন?'

'এক কথায়, হ্যাঁ!' বললেন আহসা।

'আমি হিট্টিদের ঘৃণা করি,' গলায় মদ ঢালতে ঢালতে স্বীকার করলেন সেটাউ। 'ইসেট হয়তো নেফারতারির মতো না। কিন্তু মহারাণীর সম্মান তো তার প্রাপ্য!'

'এই প্রথমবারের মতো তোমার সাথে একমত হতে পারলাম আমি!' আহমেনি কর্কশ কণ্ঠে বললেন।

'তোমার দু'জনেরই সিদ্ধান্তটা পুনর্বিবেচনা করা উচিত।' ঘোষণা করলেন যেন আহসা। 'শান্তির সম্ভাবনা ঝুঁকিতে পড়ে গিয়েছে।'

'তাই বলে আমরা হিট্টিদের কথামতো নাচতে পারি না!' প্রতিবাদ জানালেন সেটাউ।

'তারা কিন্তু এখন আমাদের বন্ধু, সৈন্য নয়।' সচিব মনে করিয়ে দিলেন।

'এখানেই তো তোমরা ভুল করছ! হাট্টুসিলি আর তার বর্বরেরা কখনো মিশর দখলের চেষ্টা বন্ধ করবে না!'

'আমার না, তোমাদের ভুল হচ্ছে। হিট্টি সম্রাটও শান্তি চান, তবে ভিন্ন শর্তে। ব্যাপারটা অন্তত একবার ভেবে দেখা দরকার।'

'তারচেয়ে আমি আমার অন্তরাত্মাকে বেশি বিশ্বাস করি।'

'ভেবে দেখতে হবে,' আহমেনি বললেন। 'আগেই বলে রাখি, ইসেটকে আমি খুব একটা পছন্দ করি না। কিন্তু তিনি মিশরের রাণী, রামেসিসের প্রধান পত্নী। কেউই, সে সম্রাট হাট্টুসিলিই হন না কেন, ইসেটকে অপমান করতে পারেন না।'

'একটু ভেবে কথা বলো!' আহসা তাও চাপ দিলেন। 'তোমার কি চাও, হাজার হাজার মিশরীয়ের রক্ত ঝড়ুক? আমাদের অনুগতদের রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক? সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক বিশৃঙ্খলা?'

আহমেনি আর সেটাউ চোখে প্রশ্ন নিয়ে রামেসিসের দিকে তাকালেন।

'চুড়ান্ত সিদ্ধান্তটা আমাকেই নিতে দাও।' বললেন ফারাও।

ছয়

কোন পথে এগোবেন, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলেন বহরের নেতা।

সৈকত ধরে দক্ষিণে এগোবেন? যাতে বৈরুতের ভেতর দিয়ে সিলেহ-এর দিকে যেতে পারেন? নাকি হারমন পাহাড়ের পাশ দিয়ে, দামেস্কাসকে পুবে রেখে যাবেন?

নিজস্ব এক ধরনের সৌন্দর্য আছে ফনিশিয়ার। ওক আর সিডার গাছের বন, এখানে-সেখানে ওয়ালনাটের বাগান। ডুমুর গাছে ঝুলছে রসালো ফল। গ্রামগুলোও যেন পথচারীদের সেবা করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে আছে।

কিন্তু থামার উপায় নেই বহরটার। পাই-রামেসিস তাদের জন্যই অপেক্ষা করে আছে। আরব উপদ্বীপ থেকে জোগাড় করা অলিবেনাম নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সাদা এই সুগন্ধির সাথে গন্ধরস মিশিয়ে তৈরি করা হয় বিশেষ এক দ্রবণ। এই দ্রবণ যেমন পূজারীরা ব্যবহার করেন, তেমনি ব্যবহার করেন চিকিৎসক এবং মমি-কারকরাও!

মিশরীয়রা এই সাদা সুগন্ধিকে আদর করে ডাকে **সোনটার** নামে। নামটার অর্থ- যে অন্য বস্তুকে স্বর্গীয় করে তোলে। বিশেষ করে পূজার জন্য অপরিহার্য এই সোনটার।

আরবি সুগন্ধি গাছগুলো ছোটখাটো, পাতা ঘন সবুজ। আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফলে সোনালি ফুল, মাঝখানটা যার বেগুনি। ঠিক তখন বাকলের নিচে জমা হয় সাদা রেজিন। প্রশিক্ষিত কর্মচারীরা বছরে তিনবার সংগ্রহ করে সেই রেজিন। গাছকে শোনায় গান-**আমাকে ফলন দাও, হে সুগন্ধি গাছ। ফারাও তাহলে তোমাকে বেড়ে ওঠার ক্ষমতা দেবেন।**

মাথার চুলে টান পড়তে শুরু করেছে দলনেতার, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মধ্যদেশ। আরামপ্রিয় লোকটা কিন্তু তাই বলে কাজে ফাঁকি দেন না! নিজের রথ এবং গাধাগুলোকে প্রতিদিন নিজেই পরখ করে দেখেন। কর্মচারীদেরও অভিযোগের কোন উপায় রাখেননি। যথেষ্ট পরিমাণ খাবার ও পানীয় দেয়া হয় তাদের, সেই সাথে ভালো ব্যবহারও করা হয়। তারপরও যদি কেউ অভিযোগ করে, তাহলে তাকে আর চাকরিতে রাখা হয় না!

চড়াই ধরে এগোবার সিদ্ধান্ত নিলেন বণিক। পথটা চলা একটু কঠিনই হবে, কিন্তু সময় লাগবে অনেক কম। ছায়ার কমতি নেই এই পথে, তাই গাধাগুলোও স্বস্তি পাবে বেশ।

হলোও তাই, ধীর তবে নিশ্চিত গতিতে এগোতে লাগল গাধাগুলো। বিশজন চালক গুনগুন করে গান গাইছে। পিঠ জুড়িয়ে যাচ্ছে শীতল বাতাসে।

'মালিক...'

'কী?'

'আমাদেরকে কেউ অনুসরণ করছে!'

শ্রাগ করলেন বণিক। 'আমি জানি, তুমি আগে যোদ্ধা ছিলে। তবে এখন শান্তির সময়। আর তাছাড়া, এই রাস্তায় কড়া নজর রাখা হয়। ভয় নেই।'

'আপনি যা বলেন। তবে আমাদেরকে যে অনুসরণ করা হচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'এই পথে কিন্তু আমাদের বহরটাই একমাত্র বহর না। আরো বহর আছে। সেগুলোর একটাও হতে পারে।'

'হয়তো। তবে আপনাকে বলে রাখি, লড়াই হলে আমি সহজে ছাড় দেব না।'

'আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা। এখন যাও, নিজের গাধাগুলোর একটু যত্ন নাও।'

আচমকা থমকে দাঁড়াল বহরটা। রাগে যেন ফেটে পড়বেন বণিক, দ্রুত সবার সামনে চলে এলেন তিনি। দেখতে পেলেন, অনেকগুলো ডাল পড়ে আছে সামনে; এগোবার পথ নেই।

'এসব সরাও!' চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন তিনি।

সামনে থাকা চালকরা কাজ শুরু করতেই, ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে বেচারাদেরকে ঝাঁঝরা করে ফেলল। অন্যরাও চেষ্টা করল পালাতে, কিন্তু পারল না।

অস্ত্র বের করল প্রাক্তন সৈন্য, পাথুরে ঢাল বেয়ে উপরে উঠে গেল সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপর। কিন্তু কাউকে আহত করার আগেই ওর সামনে এসে দাঁড়াল লম্বা চুলের রুক্ষ যোদ্ধা, এক আঘাতে বেচারার মাথা গুঁড়িয়ে দিল সে।

পুরো ব্যাপারটা যেন শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে গেল! বেঁচে রইলেন কেবল বণিক নেতা। কাঁপছে তার দেহ, এক বিন্দুও নড়তে পারছেন না। বিশাল চুলের লোকটা এগিয়ে এল ওর দিকে, প্রশস্ত বুকটা ঢেকে রেখেছে লালচে বর্ম।

'আ...আমাকে যেতে দাও...তোমাকে ধনী বানিয়ে দেব!'

হাসিতে ফেটে পড়ল উরি-টেশুপ, তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল হতভাগ্য লোকটার পেটে। বণিকদের ঘৃণা করে হিট্টি রাজপুত্র। ওর ফনিশিয় যোদ্ধাদের ইঙ্গিত দিতে হলো না, তার আগেই ওরা নিহত চালকদের দেহ থেকে খুলে নিল তীর। নতুন চালকদের আদেশ শুনতে বাধ্য হলো গাধার পাল।

উরি-টেশুপের নৃশংসতা ভয় পায় সিরিয়ান রাইয়া। কিন্তু শান্তি চুক্তির বিপরীতে খাড়া করাবার মতো আর কোন নেতাকে পায়নি সে। এখনও অনেকেই চায় রামেসিসের রাজত্বের অবসান ঘটাতে, তা সে জন্য যে পথই নিতে হোক না কেন! আবারো ধনী হতে শুরু করেছে রাইয়া। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন না একদিন মিশরে আক্রমণ চালাবে হিট্টিরা। সেদিন দরকার হবে উরি-টেশুপকে। আর রাজপুত্রের পিঠে চলে গুরুত্বপূর্ণ কোন আসন বেছে নেবে রাইয়া!

লোকটা ওর গুদামঘরে ফিরে এলে, কেন যেন ভয়ে সিটিয়ে উঠল সিরিয় ব্যবসায়ী। এই কঠোর মনের যোদ্ধাকে আসলেই ভয় পায় সে। ওর ধারণা, শুধুমাত্র আনন্দের জন্য যেকারো গলা ফাঁক করে দিতে পারে উরি-টেশুপ।

'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন, মহামান্য!'

'কেন? আমাকে দেখে খুশি হওনি?'

'অবশ্যই হয়েছি! তবে আপনার এবারের অভিযানটা একটু কঠিন ছিল তো, তাই...'

'কঠিনকে সহজে পরিণত করার পদ্ধতি জানা আছে আমার।'

আবারো কেঁপে উঠল সিরিয়ান লোকটা। সে বুদ্ধি দিয়েছিল, ফনিশিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করে অলিবেনামের পুরো চালানটা কিনে নেবার। সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণ টিন দিয়ে দিয়েছিল সাথে। সেই সাথে ছিল রুপা, দুষ্প্রাপ্য ফুলদানী এবং কিছু কাপড়।

'কীভাবে করলেন কাজটা?' ইতস্তত করতে করতে জিজ্ঞাসা করেই ফেলল রাইয়া।

'ব্যবসায়ীরা কথা বলতে পছন্দ করে, আমার কিন্তু কথার চাইতে কাজ বেশি ভালো লাগে।'

'যাই হোক,' শ্রাগ করল রাইয়া। 'দলনেতাকে বোঝাতে কোন কষ্ট হয়নি তো?'

উরি-টেশুপের হাসিটাকে অবিকল পশুর মতো দেখাল। 'একদম না।'

'যতদূর শুনেছিলাম, লোকটা নাকি খুব দর কষা-কষি করে। আপনার সাথেও করেছে?'

'রাইয়া, তুমি জানো-আমার অস্ত্রের সাথে দর কষা-কষি চলে না।'

'কী করে এসেছেন আপনি!'

'কিছু যোদ্ধা ভাড়া করে ওই বহরের সবাইকে খুন করেছি। দলনেতাও বাদ যায়নি।'

'কেন? কী দরকার ছিল?'

'আগেও বলেছি তোমাকে, আমি কাজে বিশ্বাসী। যা আনতে বলেছিলে, তা-ও নিয়ে এসেছি। আর কী চাও?'

'এমন ঘটনা ধামা-চাপা দেয়া যাবে না। যদি কোন ধরনের অনুসন্ধান হয় তো...'

'গিরিখাতে ফেলে দিয়েছি দেহগুলো।'

নিজের উপর করুণা হলো রাইয়ার। একবার ভাবল-গুপ্তচরের এই দ্বৈত জীবনে ইস্তফা দেবে নাকি?

কিন্তু না, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। এখন ওর মধ্যে দোনো-মনো দেখলে, উরি-টেশুপের হাতেই খুন হতে হবে!

'এরপর, কী করার পরামর্শ দাও তুমি?'

'মালামালগুলোকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।'

'কিন্তু অলিবেনামের দাম অনেক না?'

'হ্যাঁ, তবে বিক্রিটা করব কার কাছে? সে যদি আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে?'

'আমার অস্ত্র চাই। আরো চাই ঘোড়া এবং সৈন্য।'

'কিন্তু তাই বলে তো আর ওগুলো বিক্রি করে সেই ব্যবস্থা করা যাবে না!'

'আমি করব না। আমার হয়ে তুমি করবে। ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে গ্রিস আর সাইপ্রাসে বেচে দাও। সেই টাকা দিয়ে সেনাদল গড়ার কাজ শুরু করা যাবে। এই অভিশপ্ত শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আমার সৈন্য দরকার।'

পরিকল্পনাটা একেবারে মন্দ না।

চাইলেই নিরাপদে অলিবেনাম বিক্রি করে দিতে পারে রাইয়া, ফনিশিয়দের কাজে লাগানো যাবে এ কাজে। এমনিতেও মিশরকে দেখতে পারে না ওরা।

'আমার আরেকটা জিনিস দরকার-সম্মানজনক কোন ইনকাম ব্যবস্থা। আমাকে শান্ত হয়ে বসতে দেখার আগ পর্যন্ত পিছু ছাড়বে না সেরামানা।'

কিছুক্ষণ ভাবল রাইয়া। 'আপনার আসলে দরকার বিত্তশালী কোন সুপরিচিত স্ত্রী। কারো বিধবা হলে ভালো হয়।'

'এমন কাউকে চেন নাকি?'

দাড়ি চুলকাল রাইয়া। 'আমার খদ্দেরদের মাঝে এমন আছে কয়েকজন. . .সামনের সপ্তাহে আপনার সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করলে কেমন হয়?'

'আরব থেকে অলিবেনামের পরের চালান কবে রওনা দেবে?'

'এখনও জানি না। তবে সময় আছে হাতে। খবরী লাগিয়ে রেখেছি, পেয়ে যাব সংবাদ। কিন্তু অলিবেনামের আরেকটা বহরে আক্রমণ করাটা কি ঠিক হবে?'

'যুদ্ধের কোন ছাপ রাখব না, মিশরীয় কর্তৃপক্ষ কিচ্ছু বুঝতেই পারবে না। পুরো বছরের চালান দখল করে নিব আমরা। তবে তোমার একটা কথা বুঝতে পারছি না। অলিবেনাম দিকে রামেসিসকে কোণঠাসা করবে কী করে?'

'মিশরীয় সভ্যতার মেরুদণ্ড হচ্ছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। এসবে কোন ধরনের সমস্যা হলেই, পুরো দেশটা বিশৃঙ্খলায় পতিত হবে। আমাদের হয়ে কাজ করে দেবে পূজারিরাই। রামেসিস স্বীকার করতে বাধ্য হবে-এ ব্যাপারে ভুল করে ফেলেছে সে। আর দেবতাদের প্রতি এই অসম্মানে ক্ষেপে উঠবে জনতা। তাদের রাগের আগুনে ইন্ধন যোগাবে পূজারিরা। আমাদের কিছু গুজব ছড়াতে হবে কেবল। ব্যস, প্রতিটা প্রধান শহরে জ্বলবে বিদ্রোহের আগুন।'

উরি-টেশুপ যেন চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে মিশরে, রামেসিসের তাজ গড়াগড়ি খাচ্ছে হিট্টি সেনাদের পায়ের নিচে। লোকটার চোখের তারায় ভর করেছে ভয়!

'আমি দ্রুত আঘাত হানতে চাই, রাইয়া। তবে সেই আঘাতকে শক্ত হতে হবে।'

'এখন আমাদের সাবধানে এগোনো দরকার, মহামান্য। রামেসিসকে ছোট করে দেখলে চলবে না, শত্রু হিসেবে ভয়ঙ্কর সে! অসাবধানতা বশত– কোন পদক্ষেপ ফেললেই সব শেষ হয়ে যেতে পারে। আমার লোক আছে তার সভায়। শুনছি, হিট্টি আর মিশরের সম্পর্কে নাকি টান পড়েছে!'

'এ কথা আমাকে আগে বললে না কেন? কারণটা কী?'

'এখনও জানতে পারিনি, তবে অচিরেই পারব।'

'আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হতে শুরু করেছে, রাইয়া! আরেকটা কথা মনে রেখো- রামেসিসের চাইতে আমি কোন অংশে কম ভয়ঙ্কর নই!'

সাত

সুন্দরী ইসেটের সহচরীরা সতর্কতার সাথে সাবান লাগিয়ে দিচ্ছে পিঠে, তারপর মহারাণীর দেহ ধুয়ে দিচ্ছে উষ্ণ, সুগন্ধি যুক্ত পানি ব্যবহার করে। আরামে গা এলিয়ে আছেন তিনি। হাত-পায়ের নখের যত্ন নিচ্ছে একজন, আরেকজন ব্যস্ত তার চুলের পরিচর্যায়।

থিবসের চেয়ে পাই-রামেসিসেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন রাণী। ওখানে রয়েছে নেফারতারির সমাধি। সেই সাথে রামেসিয়ামে সম্রাটের জন্য আলাদা প্রার্থনাস্থান, ওখানে মৃতা স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করেন তিনি। কিন্তু রামেসিসের তৈরি এই রাজধানী নগরে, জীবন খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। অতীত বা দুনিয়া-কোনটা নিয়ে ভাবার সময়ই পাওয়া যায় না।

ব্রোঞ্জের আয়নার দিকে তাকালেন তিনি; লম্বা, নিরাভরণ এক নারী তাকিয়ে আছে তারই দিকে। পরনে শুধু প্যাপিরাসের মুকুট, আর সুতোটিও নেই শরীরে।

হ্যাঁ, তিনি বেশ সুন্দরী। গায়ের চামড়া উল দিয়ে বোনা পোশাকের মতো নরম। চেহারা একদম পরিষ্কার, চোখে ভালোবাসার জোয়ার। নেফারতারির তুলনায় এই রূপ কিছুই না; তবু সন্তুষ্ট তিনি। রামেসিস অন্তত ভান করছেন না যে একদিন তিনি প্রিয়তম প্রথমা স্ত্রীকে ভুলে যাবেন। ইসেট কি ঈর্ষান্বিত? একদম না। সত্যি বলতে, প্রাক্তন রাণীর অভাব বোধ করছেন তিনি। এই রাজকীয় জাঁকজমক কখনও তার চাহিদায় ছিল না। রামেসিসের দুই সন্তানের জননী হওয়াতেই গৌরব বোধ করেন ইসেট।

দুই ছেলে! একই মা, একই পিতার ঔরসে জন্ম নেয়া পুরোপুরি দু' রকম মানুষ! বড় ছেলে খা, সারাদিন মন্দিরের লাইব্রেরিতে সময় কাটায়। ওর ছোট ভাই সাতাশ বছর বয়সী মেরেনেপটাহ, পিতার মতোই সুঠামদেহী, শাসন-কার্যে আগ্রহী। এই দুইজনের একজনকে ভবিষ্যতে সিংহাসনের ভার নেবার জন্য বেছে নেয়া হতে পারে। অবশ্য ফারাও চাইলে তার অন্যান্য রাজ-সন্তানদের মাঝ থেকেও কাউকে বেছে নিতে পারেন।

ভবিষ্যত বা সিংহাসন-কোনটা নিয়ে চিন্তা নেই ইসেটের, জীবনের এই পর্যায়ে এসে প্রাপ্ত অলৌকিক আশীর্বাদে মুগ্ধ তিনি। জীবন সুযোগ দিয়েছে তাকে রামেসিসের পাশে থাকার, উৎসবে পাশে অবস্থান নেওয়ার, দুই ভূমিতে রাজত্ব . . . এক জীবনে এর চেয়ে বেশি আর কী চাই?

মাথার চুল কেটে দিয়েছে পরিচারিকা, সুগন্ধি নির্যাস দেয়া হয়েছে। ছোট পরচুলাটা ঠিক করে দিল সে, উপরে জ্বলজ্বল করছে মুক্তো এবং মূল্যবান রত্ন।

'ক্ষমা করবেন মহামান্যা. . . কিন্তু আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছে।'

হাসলেন ইসেট, রামেসিসের জন্য সুন্দর হয়ে থাকতে হবে তাকে। যাতে মহারাজকে অতীতের কথা ভুলিয়ে রাখতে পারেন, অন্তত যতদিন রয়েছে ইসেটের যৌবন ততদিন।

উঠে দাঁড়ালেন রাণী, ঠিক তখনই দেখা দিলেন ফারাও। তার সমতুল্য কেউ নেই- না বুদ্ধিতে, না শক্তিতে, না ব্যক্তিত্বে, আর না অস্তিত্বে। সৃষ্টিকর্তা নিজ হাতে তাকে দিয়েছেন উপহার, সেটাই রামেসিস বর্ষণ করছেন নিজ ভূমির ওপর।

'রামেসিস! আমি এখনও তৈরি হইনি।'

'একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জরুরি কথা আছে।'

ভয় পেলেন সুন্দরী ইসেট, হয়তো আরো একটি পরীক্ষা দিতে হবে। অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা ছিলেন নেফারতারি। কিন্তু দেশ সামলানোর কথা ভাবতেই চক্কর দিয়ে ওঠে তার মাথা।

'আপনিই সিদ্ধান্ত নিন।' নম্র সুরে বললেন রাণী।

'ব্যাপারটা সরাসরি তোমার সাথে সম্পর্কযুক্ত, ইসেট।'

'আমার সাথে? কিন্তু আমি তো কোন দাপ্তরিক বিষয়ে নাক গলাইনি-'

'তোমার মর্যাদা হুমকির সম্মুখীন, সেই সাথে শান্তির সম্ভাবনাও রয়েছে ঝুঁকির মুখে।'

'ব্যাখ্যা করে বলুন, মহামান্য।'

'হাট্টুসিলি দাবি করছে, আমি যেন তার মেয়েকে বিয়ে করি।'

'কূটনৈতিক বিবাহ . . . সমস্যা কী?'

'শুধু এটুকুই তার দাবী নয়। বলেছে, মেয়েটিকে বানাতে হবে মিশরের মহারাণী।'

বজ্রাহত হলেন যেন সুন্দরী ইসেট, চোখ ভরে উঠল অশ্রুতে। সুখ বেশিদিন সইল না তার কপালে। সরে গিয়ে হিট্টি রাজকুমারীকে জায়গা করে দিতে হবে, দৃঢ় হবে মিশর এবং হিট্টিদের বন্ধুত্বের বন্ধন। শান্তি কায়েম হবে দুই রাজ্যে. . .

কিন্তু ইসেটের আর কানাকড়ি মূল্যও থাকবে না।

'সিদ্ধান্ত এখন তোমার হাতে,' ঘোষণা করলেন রামেসিস। 'তুমি কী চাও তোমার সম্মান থেকে অব্যাহতি নিতে?'

হাসলেন রাণী, 'হিট্টি রাজকুমারী নিশ্চয়ই যুবতী . . . '

'প্রশ্ন ওর বয়স নিয়ে নয়।'

'আপনি আমাকে অনেক সুখ দিয়েছেন, রামেসিস। আপনার ইচ্ছা-ই মিশরের ইচ্ছা।'

'তাহলে তুমি সরে যাচ্ছ?'

'সরে না দাঁড়ানোটা অপরাধ হয়ে যায়।'

'হয়তো, তবে আমি তোমাকে সরতে দিচ্ছি না। হিট্টি সম্রাটের কথায় মিশরের ফারাও চলেন না। আমরা অসভ্য নই, নিজের নারীদের অপমান করি না। দুই ভূমির কোন মালিক নিজের রাজকীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন যে আজ আমি করব? আনাতোলিয়ান যুদ্ধবাজের কথায় নাচেন না রামেসিস।'

সুন্দরী ইসেটের হাত ধরলেন রামেসিস, 'তুমি নিজের উপরে স্থান দিয়েছ মিশরকে, সত্যিকারের রাণীর মতো। এখন শুরু হবে আমার কাজ।'

সেটির মূর্তি থেকে বিচ্ছুরিত আলো, বিশাল জানালা প্রবেশ করছে, রামেসিসের কক্ষে, অস্ত যাচ্ছে সূর্য। ভাস্কর নিজের কীর্তি দেখিয়েছে, একদম জীবন্ত চোখ-মুখ খোলা মনে হচ্ছে মূর্তিটাকে। মৃত্যুর সময় পালন করা হয়েছিল নানা আচার, তন্মধ্যে চোখ-মুখ খোলা-ও একটি। অদ্বিতীয় এই শাসক যেন এখনও চুপিচুপি বলে যান গোপন বার্তা, শুধুমাত্র তার পুত্রই উপলব্ধি করে তা, ঐশ্বরিক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে যেন এই অদ্ভুত মূর্তিটা।

কক্ষের দেয়াল সাদা, চওড়া টেবিলে বিছানো পূর্ব দিকের মানচিত্র। সোজা পিঠের আসনে বসে আছেন ফারাও, অভ্যাগতদের জন্য পাশেই কয়েকটি আসন। রাজকীয় লাইব্রেরিতে বইয়ের স্তূপ, সেই সাথে আলমারিতে প্যাপিরাস। এসবের মাঝে বসে দেশের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছেন মহান রামেসিস। হেলিওপোলিসের জীয়ন-গৃহের যাজকদের সাথে পরামর্শ করেছেন তিনি। এছাড়াও ছিলেন আহমেনি, উজির এবং মন্ত্রীসভার লোক। তারপর নিজের কর্ম-কক্ষে চলে এসেছেন ফারাও, এসেই মনে মনে কথা বলেছেন পিতার কাছে। মাত্র কিছুদিন আগেও নেফারতারি এবং টুইয়ার সাথে এসব নিয়ে আলোচনা বলতে পারতেন। তবে সুন্দরী ইসেট নিজের সীমাবদ্ধতা জানেন, তাই গুটিয়ে রাখেন নিজেকে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন রামেসিস, শীঘ্রই দুই ছেলে থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে তাকে। বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে ওদের যোগ্যতা।

মিশর একইসাথে শক্তিশালী এবং দুর্বল। শক্তিশালী এইজন্য যে, এখানে চলে মা'তের আইন এবং সংস্কার। দুর্বল, কারণ-দুনিয়া নেই অতীতের মতো। মানুষ

দিনকে দিন হয়ে উঠছে শোষক, লোভী এবং স্বার্থপর। মা'তের মন জয়কারী শেষ ফারাও হয়তো তিনি। জানেন মিশরের ফারাও, দেবতাদের কৃপা ছাড়া এই দুনিয়া পরিণত হত একটি যুদ্ধক্ষেত্রে। অসভ্য বর্বরের মতো হামলা চালাত সবাই, ধ্বংস করে দিতে ঐশ্বরিক সংযোগ।

তাই ফারাওয়ের দায়িত্ব হচ্ছে এই হিংস্রতা রোধ করা, অন্যায়-ঘৃণা এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলা। অদৃশ্য শক্তির সহায়তায় এই কাজটি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। হিট্টি সম্রাটের দাবী বিরুদ্ধাচরণ করে মা'তের আইনের।

আহসাকে ভেতরে নিয়ে এল এক প্রহরী। লম্বা লোকটার পরনে লিনেনের আলখাল্লা এবং লম্বা হাতার শার্ট।

'কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে গেছি।' মন্তব্য করলেন ফারাও। 'বাবা সাদাসিধে কাজ পছন্দ করতেন, এবং আমিও তাই করি।'

'ফারাও হলে বন্ধুদের জন্য খুব একটা সময় পাওয়া যায় না। যারা আপনাকে হিংসে করে, তারা এসব জানে না। মহামান্য কী কোন সিদ্ধান্তে এসেছেন?'

'তা বলতে পারো।'

'আমার যুক্তি কী আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে?'

'না, আহসা।'

'যা ভয় পেয়েছিলাম।'

প্রদেশের মানচিত্রের দিকে নজর রাষ্ট্র সচিবের।

'হাট্টুসিলির শর্ত আমাদের জন্য অপমানকর। সম্মতি দেওয়া মানে নিজ বংশের অবমাননা।'

হিট্টি সাম্রাজ্যের ওপর আঙুল রাখলেন আহসা, 'অসম্মত হওয়া মানে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া, মহামান্য।'

'আমার সিদ্ধান্তের নিন্দা করছ তুমি?'

'মিশরের ফারাও, মহান রামেসিসের সিদ্ধান্ত এটি। আপনার বাবাও অন্যথা করতেন না।'

'পরীক্ষা নিচ্ছিলে নাকি?

'নাহ, কূটনীতিবিদ হিসাবে আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম। চেষ্টা করেছি শান্তি কায়েম করতে। রামেসিসকে চ্যালেঞ্জ না করলে, আমি কি তার বন্ধু হতে পারতাম?'

হেসে উঠলেন মহারাজ।

'সৈন্য-সামন্ত জড়ো করতে চাইছেন কখন, মহামান্য?'

'আমার রাষ্ট্র সচিব দেখি খুব নিরাশাবাদী লোক।'

'আপনার উত্তর খেপিয়ে তুলবে হাট্টুসিলিকে, ছোবল মারার জন্য ফণা তুলেই আছে সে।'

'নিজ যোগ্যতার প্রতি ভরসা নেই তোমার, আহসা।'

'আমি বাস্তববাদী লোক।'

'এখনও কেউ যদি রক্ষা করতে পারে শান্তিচুক্তি, তাহলে সেটা তুমি।'

'অন্য কথায়, হাট্টুসায় যাওয়ার জন্য আদেশ করছেন ফারাও। যাতে হিট্টি সম্রাটকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা যায়, এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করানো যায়।'

'একদম ঠিক ধরেছ তুমি।'

'লাভ নেই।'

'আহসা . . . অতীতেও এমন অসম্ভব অনেক কাজ করেছ তুমি। করোনি?'

'তখন আমি যুবক ছিলাম, মহামান্য।'

'এই বিয়েটাই কেন সবকিছুর নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়াবে? যাই হোক, এই পরিস্থিতিতে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ আমাদের নিজের হাতে নিয়ে নেয়া উচিত।'

ভ্রুকুটি করলেন কূটনীতিবিদ, এতদিন ভেবে এসেছেন বন্ধুকে ভালো করেই চেনেন। তবে আজ বুঝলেন, অবাক হওয়ার এখনও বাকি।

'আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি সই করেছি হাট্টুসিলির সাথে।' বললেন ফারাও, 'তুমি ব্যাখ্যা করবে, আমার ভয়-দক্ষিণ দিকে লিবিয়ানরা হামলা করতে পারে। আমাদের অস্ত্রের বয়স হয়েছে, পর্যাপ্ত ধাতুর মজুদ নেই। যেহেতু স্বাক্ষরিত হয়েছে চুক্তি, তাই হিট্টিদের কাছে সেই চাহিদা পূরণের জন্য সাহায্য চাইবো। তার সহায়তার মাধ্যমে, আমরা লিবিয়ান বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করতে পারব।'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন আহসা, হাত ভাঁজ করলেন, 'এটাই কী আমার কাজ?'

'আরেকটি কথা বলতে ভুলে গেছি, লোহার চালান চাই আমার। তাও খুব দ্রুত।'

আট

রামেসিস এবং সুন্দরী ইসেটের পুত্র খা, সৈন্যবাহিনী এবং সরকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এসব পার্থিব বস্তুতে কোন আকর্ষণ অনুভব করে না সে। প্রাচীন সাহিত্য এবং পুরনো রাজ্যের স্মৃতি আকর্ষণ করে ওকে। চেহারা কঠোর, মুখে নির্দয় ভাব, কামানো মাথা, শীর্ণকায় তনু, হাঁটার ঋজু ভঙ্গি-সব মিলিয়ে তাকে পণ্ডিত বলেই মনে হয়। মোজেসের সাথে সেই সংঘর্ষের পর, যার যাদুর কারণে মহামারী নেমে এসেছিল মিশরের ওপর, মেমফিসের টাহয়ের মন্দিরে অনড় ছিল খা। নিজের সব দায়িত্ব বিসর্জন দিয়েছে সে, মনোযোগ দিয়ে খুঁজে চলছে বাতাস-পাথর-পানি-কাঠের অভ্যন্তরীণ অদৃশ্য শক্তি।

হেলিওপোলিসের জীয়ন-গৃহে সঞ্চিত আছে আলোক-আত্মা; ঐশ্বরিক সেই পবিত্র নথি-যার সময়কাল পিরামিড নির্মাণের স্বর্ণযুগে। ফারাওরা সেসময়ই নির্মাণ করতে শুরু করেন পিরামিড, যাজকরা খুঁজে পান উপাসনার উপায়। তখনই আবিষ্কার হয়েছিল জীবন-মরণ সংক্রান্ত নানা গোপন তথ্য। হায়ারোগ্লিফে সব লিখে রেখেছেন যাজকরা, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা বুঝতে পারে। দেশের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান রেখে, রামেসিসের জয়ন্তী পালনের দায়িত্ব পড়েছে খায়ের হাতে। উৎসবের নাম জয়ন্তী-ভোজ, মহারাজের শাসনের ত্রিশ বছর পূর্ণ হবে।

এমন লম্বা সময় ক্ষমতায় থাকলে, ফারাওয়ের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। তাই এই উৎসব পালনের মাধ্যমে দেবতাদের কৃপায় ফারাওয়ের ক্ষমতা নবায়ন করা হয়। অবশ্য অপশক্তিদের চেষ্টা থাকবে রামেসিসের এই উৎসবে বাঁধা সৃষ্টি করার, কিন্তু ব্যর্থ হবে সবাই।

পুরনো লিপির পাঠোদ্ধার ছাড়াও অনেক কিছুই করে খা। এমন বিশাল সব প্রকল্প ঘোরে ওর মাথায়, যার জন্য দরকার হয় ফারাওয়ের পৃষ্ঠপোষকতা। পিতার কাছে স্বপ্নের পরিকল্পনা অনুমোদন করানোর আগে, বাস্তবতার পরিমাপটুকুও করে নেয় নিজ দায়িত্বে। তাই সন্ধ্যায় তাকে দেখা গেল হেলিওপোলিসের লাল পর্বতের কাছে, স্ফটিকের চাঁই খুঁজছে। কিংবদন্তি বলে, দেবতারা সেইসব মানুষকে এখানে হত্যা করেছেন, যারা আলোর বিরুদ্ধে করেছিল বিদ্রোহ। সেই রক্তাক্ত স্মৃতি বুকে বয়ে নিয়ে আছে এখানের স্ফটিক।

রাজমিস্ত্রি বা ভাস্করের কাজে খুব একটা পারদর্শী নয় সে, তবে সহজাত প্রবৃত্তির বশেই জানতে পেরেছে অনেক কিছু। উপলব্ধি করল ও, পাথরের ভেতর দিয়ে যেন প্রবাহিত হচ্ছে মেধার ছটা।

'কী খুঁজছ, বাছা?'

গোধূলির আলো-ছায়ার ভেতর দিয়েই সন্তানের দিকে তাকিয়ে আছেন রামেসিস।

দম বন্ধ হয়ে এল খার। জানে সে, নেফারতারি মন্দ জাদুকরের কালোজাদু থেকে ফারাওকে রক্ষা করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। মাঝে মাঝে সে ভাবে, ওই ঘটনার জন্য বাবা ওকে আবার দোষী ভাবেন না তো!

'তুমি ভুল ভাবছ, খা। তোমাকে দোষ দেই না আমি।'

'আমার মনের কথাও আপনার অজানা নেই!'

'তুমি কি আর আমাকে দেখতে চাও না?'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি থিবসে আছেন। অথচ আপনি এই লাল পাহাড়ে!'

'মিশরের দিকে এগিয়ে আসছে ঘোরতর বিপদ। ওটা সামলাতে হবে আমাকে। এই পবিত্র স্থানে ধ্যান না করলে যা সম্ভব হবে না।'

'হিট্টিদের সাথে তো আমাদের শান্তি চুক্তি আছে, তাই নয় কি?'

'শান্তি চুক্তি না বলে, সাময়িক যুদ্ধবিরতি বলো।'

'যুদ্ধ থেকে দূরে থাকাই কাম্য, কিন্তু জড়িয়ে পড়লে বিজয় ছাড়া উপায় নেই। তবে আমার বিশ্বাস আছে। যাই ঘটুক না কেন, নিরাপদে থাকবে এই মিশর।'

'আমাকে সাহায্য করতে চাও না তুমি?'

'রাজনীতির ব্যাপারে আমি পুরোপুরি অজ্ঞ। আপনি আরো অনেক বছর রাজত্ব করবেন, কেবল পূর্বপুরুষদের নিয়ম-নীতি মেনে চললেই হবে। এ প্রসঙ্গেই আপনার সাথে দেখা করব বলে ভাবছিলাম।'

'কী বলতে চাও?'

'জয়ন্তী-ভোজের অনুষ্ঠানটি শীঘ্রই করা উচিত।'

'প্রথমটাই হলো কিছুদিন আগে, এত জলদি?'

'আমার পড়াশোনা যতটুকু বলে, তিন বছর পরপরই উত্তম সময়।'

'যা প্রয়োজন হয়, করো।'

'খুব খুশি হলাম, বাবা। আগামী উৎসবে কোন ঐশ্বরিক শক্তি অনুপস্থিত থাকবে না। দুই ভূমির মধ্যে বয়ে যাবে আনন্দের ঢেউ। ম্যালাকাইট এবং নীলকান্তমণি পরে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন দেবী মা'ত।'

'সেই সাথে আরো কিছু ঘুরছে তোমার মাথায়, খা। এই লাল স্ফটিক দিয়ে কী হবে?'

'কয়েক বছর ধরে অতীত নিয়ে পড়ছি আমি। প্রথম ধর্মীয় আচার পালন করা হত এপিসের মাধ্যমে, পবিত্র ষাঁড় ওটা। এতই দ্রুতগতি ছিল তার যে সময় পরিভ্রমণও করতে পারতেন। তাকে সম্মান জানিয়েছি আমরা, গুরুত্বের সাথে শায়িত করা হয়েছে সমাধিতে। এই পুরনো সমাধিটাই শুধু পুনরুদ্ধার করতে হবে। হিকসসের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পিরামিড। এই কাজগুলো শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল পাবো আমি?'

'রাজমিস্ত্রি এবং পাথরখোদক বাছাই করে নাও, নিজের ইচ্ছামতোই করো।'

উজ্জ্বল হয়ে ওঠল খার কঠোর চেহারা।

'জায়গাটা অদ্ভুত।' মন্তব্য করলেন রামেসিস। 'বিদ্রোহীদের রক্ত চুষে খেয়েছে পাথর। এখানেই সংগঠিত হয়েছে আলো এবং অন্ধকারের চিরন্তন লড়াই। এই পাহাড় বেশ ক্ষমতাধর। শুধু শুধু এখানে আসনি তুমি। কোন গুপ্তধন খুঁজছ না তো?'

নিচু হয়ে বসল ফারাও-পুত্র, 'থোথের পবিত্র গ্রন্থ খুঁজছি। গোপন স্থাপনার কোথাও আছে। হায়ারোগ্লিফের রহস্য লিখিত আছে ওতে। যত সময়ই লাগুক না কেন তা খুঁজে বের করবই করব।'

চুয়ান্ন বছর বয়সী ডেম টানিত একজন লাবণ্যময়ী ফনিশিয়ান। এই বয়সেও দেহের বাঁক দেখিয়ে যেকোন যুবকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম সে। ওর প্রাক্তন স্বামী ছিল বেশ ধনবান ব্যবসায়ী, রাইয়ার বন্ধু। স্বামীর মৃত্যুর পর, সেই সৌভাগ্য খরচ করে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছে মহিলা। ভোজের পর ভোজের আয়োজন করছে পাই-রামেসিসের বাগানবাড়িতে।

কোন পুরুষেই বেশিদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না সে, অল্প কয়েকদিন পার হলেই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে প্রেমিক। এক নুবিয়ান পুরুষকে কাছে পেয়েছিল টানিত, সন্তুষ্ট করার অদ্ভুত গুণ রয়েছে ওর। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল মহিলা, যুবক এখন তাল মেলাতে পারছে না তার সাথে। নারী হয়ে, কামনার ক্ষুধা মেটাতে অক্ষম পুরুষের সাথে থাকার কোন মানে হয় না। অতীতের প্রেমিকদের মতো, বিতাড়িত হলো যুবক।

নিজ ভূমে ফিরে যেতে পারে টানিত, কিন্তু মিশরকে ভালোবেসে ফেলেছে ও। রামেসিসের কর্তৃত্ব এবং প্রভাবকে ধন্যবাদ, ফারাওয়ের ভূমি যেন এক টুকরো স্বর্গ। অন্য কোথাও কোন নারী এতটা স্বাধীনতা পায় না।

সন্ধ্যা গড়াতেই মেহমানের আগমন ঘটে টানিতের ঘরে-ধনবান মিশরীয় ব্যবসায়ী, ওর গুণমুগ্ধ সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সৌভাগ্যে সহায়তাকারী স্থানীয়

লোক ইত্যাদি। নতুন নতুন চেহারাগুলো আবিষ্কার করতে ভালোবাসে সে। পুরুষের চেহারায় নিজের নারীত্বের প্রতি সমীহ দেখতে কার না ভালো লাগে? জানে ও, কখন অগ্রসর হতে হয় এবং কখন পিছিয়ে আসা যায়। পুরুষদেরকে বিচলিত করতে ভালো লাগে টানিতের। যাই ঘটুক না কেন, পুরো ব্যাপারটির নিয়ন্ত্রণ থাকে তার হাতে। চেষ্টা করলেও পুরুষরা ওর ওপর কর্তৃত্ব রাখতে পারে না।

স্বাভাবিকভাবেই মনোরম খাবার (বিয়ার দিয়ে রান্না করা খরগোশ, সাথে বেগুন দিয়ে সামুদ্রিক মাছ) পরিবেশন করা হয়, ব্যতিক্রমী মদ তো থাকেই। প্রাসাদের ভালো ভালো জায়গায় রয়েছে যোগাযোগ, রামেসিসের রাজত্বের একুশতম বছরের কিছু ওয়াইন রয়েছে টানিতের সংগ্রহে। তখনই হিট্টিদের সাথে শান্তি চুক্তি হয়েছিল ফারাওয়ের। বরাবরের মতো আজও সুন্দর কোন যুবককে বেছে নেবে ও, ভবিষ্যৎ বিজয়ীর খোঁজে তাকাল মহিলা।

'কেমন আছেন, প্রিয় নারী?

'রাইয়া! তোমাকে দেখে খুশি হলাম। ভালো আছি আমি, ধন্যবাদ।'

'যদি চাটুকার বলে আমাকে ভুল না বোঝেন, তবে বলতে চাই-আপনাকে আজ অনেক বেশি মোহনীয় লাগছে।'

'আবহাওয়া বেশ ভালো। স্বামী হারানোর বেদনাটাও কমে আসছে ধীরে ধীরে।'

'এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আপনার মতো একজন সুন্দরী মহিলার একা থাকা উচিত নয়।'

'পুরুষরা মিথ্যুক এবং পাশবিক।' মদির সুর মহিলার গলায়, 'তাদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।'

'সাবধান হওয়া জ্ঞানীর কাজ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সুখ পাওয়ার আরো একটি সুযোগ ভাগ্য দেবে আপনাকে।'

'ব্যবসা কেমন চলছে, রাইয়া?'

'বরাবরের মতোই বাড়ছে চাহিদা। বিলাসবহুল খাদ্য তৈরিতে দক্ষ কর্মচারী প্রয়োজন, ওদের বেতনও যথেষ্ট বেশি। সেই সাথে আমদানি করা ফুলদানিগুলো মক্কেলদের কাছে ভালো দামেই বিকচ্ছে। ভালো কারিগর কম মূল্যে বিক্রি করে না ওসব। নিজের খ্যাতি ধরে রাখতে ভালো অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করতে হয় আমাকে, তাই চাইলেও কখনও বড়লোক হতে পারব না আমি।'

'তুমি সৌভাগ্যবান।'

'হিট্টি দরদী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল আমাকে, মিথ্যে সেই অভিযোগ। হ্যাঁ, হাট্টির সাথে সত্যিই ব্যবসা করেছি আমি, কিন্তু রাজনৈতিক খাতির ছিল না কখনওই। শান্তি চুক্তি আমাকে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে এনেছে। এখন

বিদেশি ব্যবসায়ী অংশীদারকে ভালো চোখে দেখা হয়। আমার মতে, রামেসিসের সবচেয়ে বড় অর্জন এই শান্তি চুক্তি। তাই না?'

'ফারাও খুব আকর্ষণীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি আমার দলে নন।'

শান্তি চুক্তি, রামেসিস এবং হাট্টুসিলির সমঝোতা সাক্ষর, হিট্টি সাম্রাজ্যের হার, মিশরের জয়োল্লাস . . . ভাবতে পারছে না আর রাইয়া। নিজেদের কাপুরুষতা এবং কর্তব্যচ্যুতি নিয়ে ভাবছে ও। সারা জীবন কেটেছে নিজ দেশের সৈন্যবাহিনীকে সবার উপর কর্তৃত্ব করার স্বপ্ন দেখে। এত সহজে হাল ছাড়বে না সে।

'এক বন্ধুর সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি?' টানিতকে জিজ্ঞাসা করল সে।

সাথে সাথেই পাল্টা প্রশ্ন করল মহিলা, 'কে?'

'এক হিট্টি রাজকুমার, পাই-রামেসিসে নতুন এসেছে। আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছেন তিনি, বিশেষ করে আপনার মিশরীয় জীবন নিয়ে। আক্ষরিক অর্থেই রাজকুমারকে টেনে নিয়ে এসেছি আমি।'

'কোথায় সে?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, কবরী বৃক্ষের পাশে।'

লণ্ঠনের আলোয় ফুটে উঠেছে উরি-টেশুপের অবয়ব। দাঁড়িয়ে আছে আমন্ত্রিত অতিথিদের চেয়ে খানিকটা দূরে। আবছা আলোয় ফুটে উঠেছে কঠিন চেহারা, শক্তিশালী দেহাবয়ব, পেশিবহুল যোদ্ধার শরীরের লালচে লোম।

কথা বলতেই যেন ভুলে গেছে টানিত, এমন পশুর মতো পুরুষ কখনওই দেখেনি সে। ভোজের সমস্ত আয়োজন ভুলে গেল ও। মাথায় একটিই চিন্তা ঘুরছে শুধু-বিছানায় চাই একে।

নয়

ছোট ছেলে মেরেনেপটাহকে দেখতে এসেছেন রামেসিস, সেরামানার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ও। বিশালদেহী সার্ডের পরনে বর্ম, মাথায় শিংওয়ালা শিরস্ত্রাণ, হাতে গোলাকার ঢাল। রাজকুমারের চারকোনা ঢালে বারবার আঘাত হানছে সে, ফেলে দিতে চাইছে মাটিতে। রাজরক্ষীদের দলপতিকে সন্তানের প্রতি কঠোর হতে নির্দেশ দিয়েছেন ফারাও। যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বীরত্ব যদি দেখাতে চায় মেরেনেপটাহ, প্রতিপক্ষ অবশ্যই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না।

রাজকুমারের বয়স হয়েছে প্রায় সাতাশ, নামের অর্থ-দেবতা টাহের প্রিয়। ধীরে ধীরে সুদর্শন অ্যাথলেট, সাহসী, সতর্ক এবং চমৎকার রিফ্লেক্সের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠছে সে। এদিকে সার্ডিয়ান দৈত্যের বয়স পঞ্চাশ হলেও, শক্তি বা লড়াইয়ের ক্ষমতা-কোনটাই হারায়নি সে। শুধুমাত্র সুযোগ দিচ্ছে।

পিছিয়ে গেল মেরেনেপটাহ, আক্রমণ করল। পরপর দুইবার আঘাত করল, একটু একটু করে সেরামানাকে দুর্বল করে দিচ্ছে ও।

সহসাই থেমে গেল সার্ডিয়ান দৈত্য, হাতের ঢাল-তলোয়ার ফেলে দিল মাটিতে।

'বহুত লড়াই হয়েছে, এবার খালি হাতে তোমার ক্ষমতা দেখাও।'

ইতস্তত করল মেরেনেপটাহ, এক মুহূর্ত পর এগিয়ে গেল সে-ও।

ভূমধ্যসাগরের তীরে সার্ডিয়ান এই জলদস্যুর হাতাহাতি লড়াই অতীতেও দেখেছেন রামেসিস।

ফারাও-পুত্র অপ্রস্তুত ছিল, বুঝতেই পারেনি এমন বুনো জন্তুর মতো ছুটে আসবে সেরামানা। সামরিক প্রশিক্ষণে ওসব শেখানো হয়নি মেরেনেপটাহকে। পিঠ দিয়ে মাটিতে পড়ল সে, ওপরে চেপে বসেছে বিশালদেহী সার্ড।

'আজকের মতো পাঠ এখানেই শেষ।' ঘোষণা করলেন রামেসিস।

উঠে দাঁড়াল দু'জন। হিসিয়ে উঠল মেরেনেপটাহ, 'প্রতারণা করেছে সে।'

'শত্রুরা তাই করবে, বাছা।'

'আমি লড়াই চালিয়ে যেতে চাই।'

'প্রয়োজন নেই। যা দেখতে চেয়েছিলাম, দেখেছি আমি। যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুমি লাভ করেছ, তাই তোমাকে আমি মিশরের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করছি।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল সেরামানা।

'একমাসের মধ্যেই,' বললেন রামেসিস, 'সেনাবাহিনীর ব্যাপারে বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ বিবরণ চাই।'

দম বন্ধ করে আছে মেরেনেপটাহ। যুদ্ধরথে উঠে রওনা দিলেন রামেসিস। কার ওপর বিশ্বাস রাখবেন তিনি? জ্ঞানী খা, নাকি যোদ্ধা মেরেনেপটাহ? দু'জনের গুণ যদি একজনের ভেতর একীভূত হলে, সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে যেত। এদিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য নেফারতারিও নেই পাশে। তার সব ছেলেই যথেষ্ট মেধাবী। তবে ইসেটের দুই সন্তানের মতো আর কেউই নয়। নেফারতারির মেয়ে মেরিটামন দূরের মন্দিরে নিভৃতচারী জীবন বেছে নিয়েছে।

আহমেনির পরামর্শ সর্বদা মনে রাখতে হবে রামেসিসের, 'যতক্ষণ না পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাবেন মহামান্য, ততদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আচার নিয়মিত পালন করে যেতে হবে আপনাকে। ফারাওয়ের জন্য এর অন্যথা নেই, কখনও হবেও না।'

নিজের গুদামঘর ত্যাগ করল রাইয়া, কারিগরদের দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। প্রাসাদের সামনে দিয়েই গেল, একটু এগোলেই পাই-রামেসিসের প্রধান মন্দিরগুলোয় যাওয়া যায়। রাস্তার দু'পাশে ছায়াদায়ী বৃক্ষ, পুরো শহরের প্রতিনিধিত্ব করছে যেন। বসবাস উপযোগী অভিজাত নগরী।

আমনের মন্দির পাশ কাটিয়ে গেল সে, ঠিক উল্টোদিকেই রা-এর মন্দির। সামনে রয়েছে টাহয়ের উপাসনালয়, ওদিকেই অগ্রসর হচ্ছে ব্যবসায়ী। ওটার পাশ দিয়ে গেল ও, দেয়ালে খচিত আছে কান এবং চোখ। বলা হয়ে থাকে-সব গোপন কথা জানেন তিনি, দেখেন গোপন সব অভিপ্রায়।

'কুসংস্কার,' ব্যঙ্গ করে নিজেকেই বলল রাইয়া, যদিও অস্বস্তি লাগছে। দেবী মা'তের ভাস্কর্য পাশ কাটাল ব্যবসায়ী, এখানের মানুষ দেবীর অপরিবর্তনীয় এই আইনগুলো মেনে চলে। এটাই ফারাও সভ্যতার মূল রহস্য, সময় এবং স্থানভেদে মেনে আসা হচ্ছে বছরের পর বছর।

মন্দিরের কাছে কারিগরদের প্রবেশদ্বারে এসে থামল রাইয়া, প্রহরী দেখেই চিনল ওকে। আবহাওয়া সম্পর্কে কয়েকটি আজেবাজে কথা আদান-প্রদান করল দু'জন। ক্রেতাদের কৃপণতা নিয়ে অভিযোগ করল ব্যবসায়ী। এরপর স্বর্ণকারের দিকে এগিয়ে গেল সে। দামী ফুলদানির ব্যবসায়ী বলে কারিগরদের সাথেও পরিচয় রয়েছে ওর। এক লোকের পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করল রাইয়া, আরেকজনের স্বাস্থ্যের কথা জানতে চাইল।

'জানি তুমি আমাদের গোপন কথা পেট থেকে বের করতে চাও,' বিড়বিড় করে বলল এক বুড়ো কারিগর, মালগাড়িতে স্বর্ণ-পিণ্ড তুলছে সে।

'সে চেষ্টা বহু আগেই বাদ দিয়েছি,' স্বীকার করল রাইয়া, 'তোমাদের কাজ দেখতে পারলেই খুশি।'

'খুশি হওয়ার জন্য তো এখানে আসনি।'

'সাথে কিছু জিনিসপাতি পেলে মন্দ হয় না।'

'যাতে ওসব তিনগুণ দামে বেচতে পারো?'

'এটাই আমার ব্যবসা, বন্ধু।'

রাইয়ার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো, সিরিয়ানরা এভাবেই প্রত্যাখ্যান করে। সতর্ক নজরে শিক্ষানবিশের কাজ দেখছে সে, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কেরানী রয়েছে পাশে। সাবধানে স্বর্ণপিণ্ড তোলা হচ্ছে অভিযাত্রীর মালগাড়িতে। পাত্রের মধ্যে রেখে সিল করে দেওয়া হচ্ছে আগুন দিয়ে, হাপর ওঠানামা করছে নির্দিষ্ট ছন্দে। বাকি শ্রমিকরা তরল স্বর্ণ ঢালছে নানা আকারের পাত্রে, বুঝিয়ে দিচ্ছে স্বর্ণকারের হাতে। স্বর্ণকার নিজের দক্ষতায় গড়ে তুলছে নেকলেস, ব্রেসলেট, ফুলদানি, মূর্তি এবং মন্দিরের কারুকার্যখচিত দরজা। কয়েক বছরের প্রশিক্ষণের পর, ব্যবসার মূল সূত্র গুরুর কাছ থেকে শেখে নেয় শিষ্য।

'অসাধারণ,' বলল রাইয়া, এক স্বর্ণকারের হাতের বুক-বন্ধনীর দিকে চোখ।

'দেবতার মূর্তির জন্য,' ব্যাখ্যা করল কারিগর।

গলা নিচু করল ব্যবসায়ী, 'কথা বলতে পারি আমরা?'

'আশেপাশে খুব আওয়াজ। কেউ শুনতে পাবে না।'

'শুনলাম, তোমার দুই ছেলের বিয়ে খুব শীঘ্রি।'

'হতে পারে।'

'গৃহস্থালি সাজানোর কাজে ওদের সাহায্য করতে চাই আমি।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'কিছু তথ্য প্রয়োজন।'

'আমাদের ব্যবসার গোপনীয়তা বিক্রি সম্ভব নয়।'

'এমনকিছু চাই না আমি।'

'তবে কী চাও?'

'যেহেতু আমি সফলতা অর্জন করেছি, তাই নিজের রাজ্যের লোকদের মিশরে কাজ করতে দেখতে চাই। তোমার এখানে সিরিয়ান কেউ কাজ করে?'

'হ্যাঁ, আছে একজন।'

'নিজের কাজে সন্তুষ্ট সে?'

'মোটামুটি।'

'ওর নাম কী? আমি কথা বলতে চাই।'

'শুধু এটুকুই তোমার চাহিদা, রাইয়া?'

'বুড়ো হয়ে গিয়েছি আমি, কোন ছেলেপুলেও নেই। এমন কাউকে দরকার, যার পিছনে খরচ করতে পারব।'

'মিশর তোমাকে স্বার্থপরতা পরিহার করতে শিখিয়েছে. ভালো লক্ষণ। মৃত্যুর পর ভালো হবে তোমার। ওখানে হাপরের কাছে আছে সিরিয়ান লোকটা। মোটাসোটা. কানটা কুলোর মতো।'

'আশা করি, বিবাহের উপহার পেয়ে খুশি হবে তোমার ছেলেরা।'

বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করল রাইয়া, অবশেষে ছুটির ফাঁকে দেখা করল লোকটার সাথে। এর আগে একজন ছুতার মিস্ত্রি এবং রাজমিস্ত্রির সাথেও দেখা করেছে ও, কিন্তু লাভ হয়নি। কিন্তু এইবার ফল আলাদা।

সিরিয়ান হাপরওয়ালা কাদেশের যুদ্ধ বন্দি, হাট্টির হার মেনে নিতে অনিচ্ছুক। প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে ওর মনে। এমন লোকই খুঁজছিল রাইয়া। এই লোক কাজে আসবে উরি-টেশুপ এবং তার। সুযোগ পেলেই মিশরের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য খুব সহজেই রাজী করানো গেল লোকটাকে।

প্রেমিকার ঘাড়ে কামড় বসাল উরি-টেশুপ, অবগাহন করল তার ভেতর। সন্তুষ্টি প্রকাশ করল টানিত। অবশেষে নিখাদ আনন্দ পাচ্ছে মহিলা।

'আবার,' মিনতি করল সে।

অসংযত আনন্দদানে সক্ষম হিট্টি, নিজ প্রাসাদে শিখেছে কীভাবে বিপরীত লিঙ্গকে সন্তুষ্ট করা যায়।

ক্ষণিকের জন্য ভীষণ ভয় পেল টানিত। এই প্রথমবারের মতো পরিস্থিতি চলে গিয়েছে ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এমন রুক্ষ পুরুষের সাথে অতীতে কখনও মিলিত হয়নি সে, পুরোপুরি অক্ষয় যেন লোকটা। তবে জানে ও, এমন দ্বিতীয় কাউকে খুঁজে পাবে না। ওর অপরিসীম যৌন চাহিদা এর চেয়ে ভালোভাবে মেটাতে পারবে না কেউ।

অবশেষে গভীর রাতে থামার অনুরোধ করল মহিলা।

'এত জলদি!'

'তুমি একটা দানব!'

'না, আমি পুরুষ। এতদিন বাচ্চাদের সাথে খেলেছিলে তুমি।'

ভেজা লোমশ বুকে মুখ গুঁজল টানিত, 'তুমি সত্যিই দেবতাদের বিস্ময়কর এক সৃষ্টি। ইস, যদি ভোর কখনও না হত!'

'হলেই বা কী এসে যায়?'

'তোমাকে চলে যেতে হবে! আগামীকাল আবার মিলিত হতে চাই আমি।'

'কোথাও যাচ্ছি না আমি।'

'মিশরে এর মানে কী তা জানা আছে তোমার?'

'যখন কোন নারী এবং পুরুষ প্রকাশ্যে একসাথে থাকে, তখন ওটাকে বিবাহ ধরা হয়। আমি এবং তুমি এখন থেকে বিবাহিত।'

বিস্ময়ে পিছিয়ে গেল টানিত।

'আমি তোমাকে আবার দেখতে চাই ঠিকই, কিন্তু. . .'

মহিলাকে ঠেলা দিয়ে শুইয়ে দিল উরি-টেশুপ, দুই পা ফাঁক করল।

'আজ থেকে আমার প্রতিটি নির্দেশ পালন করবে তুমি। হাত্তির শেষ সম্রাটের পুত্র আমি, সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী। তুমি ফনিশিয়ার এক বেশ্যা, যে আমাকে সন্তুষ্ট করবে এবং আমার প্রয়োজন মেটাবে। তোমার হয়তো কোন ধারণা নেই, তোমাকে স্ত্রীর আসন দিয়ে কতটা সম্মানিত করছি।'

টানিত বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু জোর করে আবারো মিলিত হলো উরি-টেশুপ। আরো একবার মাথা ঝাঁকি খেতে লাগল মহিলার।

'যদি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করো,' হিসহিস করে বলল হাত্তি রাজকুমার, 'খুন করে ফেলব তোমাকে।'

দশ

ঝুড়ি থেকে তিনকোনা রুটি বের করলেন সেটাউ। সাথে ওটের ঝোল, অল্প আঁচে রান্না করা কবুতর; আগুনে ঝলসানো আস্ত পাখি, মদে সিদ্ধ করা কিডনি, ঝলসানো পেঁয়াজ, ডুমুর এবং ঔষধ মেশান পনির। আহমেনির ডেস্কে সাবধানে খাবারগুলো রাখলেন তিনি। কাজ করছিলেন আহমেনি, কিন্তু তাকে জোর করে টেবিলে বসালেন সেটাউ।

'কী এসব?'

'কানা নাকি? খাবার। এক-দুই ঘণ্টার জন্য পেট ভরা থাকবে।'

'দরকার নেই এতকিছুর-'

'অবশ্যই দরকার আছে। খালি পেটে মস্তিষ্ক চলে না।'

আগুন জ্বলে উঠল লিপিকারের চোখে, 'তুমি অপমান করছ আমাকে?'

'এটাই তোমার মনোযোগ পাওয়ার একমাত্র উপায়।'

'আবার ওসব শুরু করতে-'

'অবশ্যই করতে চাইছি। নুবিয়ার জন্য আরো তহবিল প্রয়োজন আমার, অন্যান্য প্রদেশ শাসকদের মতো পঞ্চাশটি অনুরোধ পত্র পূরণ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'তোমার ঊর্ধ্বতনের কাছে যাওয়া উচিত ছিল, নুবিয়ার ভাইসরয়ের কাছে।'

'ওই ব্যাটা আস্তে কাপুরুষ, কিছুই করে না। শুধুমাত্র চাকরি রক্ষায় যত মনোযোগ। রামেসিস চান, এই জায়গা আবার সমৃদ্ধ হোক। ভরে উঠুক মন্দির এবং উপাসনালয়ে, সেই সাথে বাড়ুক চাষাবাদের জমি। আমার মানুষ এবং উপকরণ প্রয়োজন।'

'কাজের কিছু ধারা তো আছে, ওসব অনুসরণ করতে হবে।'

'তুমি এবং তোমার নিয়ম! জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে আমার। ওসব চুলোয় যাক, আহমেনি।'

'আমি স্বাধীন প্রতিনিধি নই, সেটাউ। নিয়ম না মানলে উজির পাজায়ার এবং সম্রাট নিজে ব্যাখ্যা চাইবেন।'

'যা চাইছি দাও আমাকে, পরে কখনও তহবিল চেয়ে নেওয়া যাবে।'

'অথবা, তোমার ভবিষ্যতের ভুলের জন্য আমাকে দায়ী করবে।'

অবাক হলেন সেটাউ, 'তোমরা লিপিকাররা কীভাবে যেন সত্যটা বুঝে ফেল!'

কবুতরটা খুবই সুস্বাদু, খাবার উপভোগ করছেন আহমেনি। 'লোটাস রান্না করেছে, তাই না?

'আমার স্ত্রীর বেশ কয়েকটি গুণ রয়েছে।'

'ঘুষ হিসাবে দিচ্ছ নাকি এসব?'

'তুমি আমার আবেদন মানবে?'

'রামেসিস নুবিয়াকে এতটা পছন্দ না করলে . . .'

'আমার কথা শুনলে, কয়েক বছরের মধ্যে মিশরের চেয়েও ধনী হয়ে উঠবে এই অঞ্চল।'

কোয়েল পাখির ওপর হামলে পড়লেন আহমেনি।

'ঝামেলা যখন দূর হলো তো একটা কথা বলি,' বললেন সেটাউ। 'আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।'

'কেন?'

'গতরাতে লোটাসকে যখন আদর করছিলাম, হুট করেই উঠে বসল সে। বলল, অশুভ কিছুর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। আমাদের পায়ের কাছে থাকা দুটো কোবরার কথা বলেনি লোটাস, হিট্টিদের কথাও না।'

'অশুভ শক্তিটা কী, তা খুঁজে পেয়েছিলে?'

'আমার ধারণা, ওটা উরি-টেশুপ। ওই হিট্টি পশুটা।'

'ওকে চোখে চোখে রাখা হয়েছিল, কিছু পাওয়া যায়নি।'

'সেরামানাকে সতর্ক করেছ?'

'অবশ্যই।'

'কী ভাবছে সে?

'উরি-টেশুপকে ঘৃণা করে সে, যেমনটা তুমি করো। ওর মতে, লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু যেমনটা বলেছি, হিট্টি লোকটার কোন দোষ খুঁজে পায়নি এখনও সে। হয়তো নির্বাসন কেড়ে নিয়েছে ওর মনোবল। রাজ্য-চ্যুত রাজকুমারকে আবার ভয় কীসের?'

ভোরের প্রথম আলোতে চোখ মেলল সেরামানা, বামে শুয়ে আছে এক নুবিয়ান নারী। ডানে একটু কমবয়স্ক লিবিয়ান নারী। দু'জনের নাম পর্যন্ত মনে নেই সার্ডিয়ান দৈত্যের।

'উঠো হে নারীগণ!'

শয্যাসঙ্গিনীদের নিতম্বে চাপড় বসাল সে। বরাবরের মতোই নিজের শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় বিশালদেহী সার্ড। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তোলার উপক্রম করল মেয়ে দুটো।

'জামা-কাপড় পরে বিদায় হও।' আদেশ করল সেরামানা।

বাগানের বিশাল অংশ জুড়ে ছোট পুকুর, বিশ মিনিট তাতে সাঁতার কাটল সার্ডিয়ান দৈত্য। মদ এবং যৌনতার ক্লান্তি দূর করতে এর জুড়ি নেই।

কিছুটা সুস্থির হয়ে নাস্তা করতে বসল সে। নাস্তায় রয়েছে বিশাল বড় রুটি, সাথে পেঁয়াজ, শুকরের শুকনো মাংস এবং গরু। তখনই পরিচারক এসে জানালো তাকে- এক লোক দেখা করতে এসেছে।

'উরি-টেশুপকে খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

'আশা করি মারা গিয়েছে ব্যাটা?'

'না, জীবিত এবং পুরোপুরি সুস্থ। এক মেয়েকে বি. . .মানে বিয়ে করেছে।'

'সৌভাগ্যবতী রমণীটি কে?'

'এক ফনিশিয়ান মহিলা, ডেম টানিত।'

'পাই-রামেসিসের বড়লোক নারীদের মধ্যে একজন! তোমার ভুল হয়নি তো, কোন?'

'নিজেই দেখে আসুন, জনাব।'

'রওনা হচ্ছি আমি।'

গরুর মাংসের বেশ বড় এক টুকরো চিবুতে চিবুতেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল সেরামানা।

ডেম টানিতের দ্বাররক্ষক, বিশালদেহী সার্ডের কাছে লিখিত পরোয়ানা চাইত: কিন্তু সেরামানার রাগী চেহারা দেখে সেই সাহস হলো না ওর। মন্ত্রিকে ডেকে দিল সে, বলল রামেসিসের দেহরক্ষীদের প্রধানকে ভেতরে নিয়ে যেতে।

লিনেনের গাউন পরনে মহিলার, দেহসৌষ্ঠব অল্পই ঢাকতে পেরেছে ওটা। ছায়াঘেরা বারান্দায় নাস্তা করতে বসেছে টানিত, পাশেই রয়েছে উরি-টেশুপ। লোকটার পরনের পোশাক বলতে গায়ের লালচে লোম!

'বিখ্যাত সেরামানা!' অবাক হলো হিটি, সার্ডের আগমনে খুশি হয়েছে যেন। 'ওকে নাস্তার দাওয়াত দিয়েছি আমরা, প্রিয়?'

থমকে গেল সার্ড, গৃহকর্ত্রীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হিটি রাজকুমার।

'এই লোকটাকে চেনেন আপনি, ডেম টানিত?' জানতে চাইল সেরামানা।

'অবশ্যই।'

'পরিচয় বলুন তাহলে।'

'হিট্টি রাজকুমার উরি-টেশুপ, সম্রাট মুয়াত্তালির পুত্র।'

'হিট্টি সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিও সে, মিশরের সবচেয়ে বড় শত্রু।'

'সেসব এখন অতীত।' বাঁধা দিল হিট্টি। 'আমার চাচা এবং রামেসিস তখনও শান্তি চুক্তি সাক্ষর করেননি। এখন ফারাও আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন, এসো সবাই সুখী হই। নাকি বলো, সেরামানা?'

ফনিশিয়ান নারীর গলায় কামড়ের দাগ নজর এড়াল না সার্ডের। 'এই লোক আপনার ছাদের নিচে রাত কাটিয়েছে, হয়তো আপনার সাথে থাকতে বদ্ধপরিকর। এর অর্থ জানেন তো, ডেম টানিত?'

'অবশ্যই, আমি জানি সব।'

'আপনাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে, তাই না? ভয়-ভীতি দেখিয়ে?'

'উত্তর দাও, সোনামণি।' আদেশ দিল উরি-টেশুপ। 'বলো তুমি স্বাধীন নারী, নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পার তুমি।'

খেপে গেল টানিত, 'আমি উরি-টেশুপকে ভালোবাসি এবং আমার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছি। কোন আইন ভঙ্গ করিনি আমরা।'

'সাবধানে, চিন্তা করে জবাব দিন ডেম টানিত। যদি আপনার কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, প্রকাশ করুন। সাথে সাথেই আপনাকে বিপদ থেকে মুক্ত করব আমি। ওর শাস্তি নিশ্চিত করবো। কোন নারীর সাথে দুর্ব্যবহার করা খুবই বড় ধরনের অপরাধ।'

'বের হয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।'

'অবাক হচ্ছি আমি,' বলল উরি-টেশুপ। 'ভেবেছিলাম তুমি বন্ধু হয়ে এসেছ; বদলে আচরণ রক্ষীবাহিনীর মাথামোটা প্রধানের মতো! কোন পরোয়ানা আছে তোমার কাছে, সেরামানা?'

'ভালো থাকবেন, ডেম টানিত। আপনি বিপদের দিকে এগুচ্ছেন।'

'আমার স্ত্রী এবং আমি চাইলে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারি।' যোগ করল হিট্টি। 'কিন্তু এইবারের মতো ছেড়ে দিচ্ছি তোমাকে, সেরামানা। জানোই তো, নববিবাহিতদের একটু গোপনীয়তা প্রয়োজন।'

আহমেনির দপ্তরে থাকা আলমারি এবং তাকগুলো কাগজপত্রের চাপে ককিয়ে উঠছে যেন। একসাথে এতকিছু নিয়ে অতীতে মাথা ঘামাতে হয়নি সম্রাটের সহকারীকে। প্রতিটি বিষয় নিজেই খুঁটিয়ে দেখছেন বলে, ঘুমানোর সময়টা পর্যন্ত পাচ্ছেন না তিনি। প্রতিদিন দুই ঘণ্টা ঘুমিয়ে, বাকি সময়টা দপ্তরেই কাটাচ্ছেন। কর্মচারীদের আগামী পনেরো দিনের ছুটি বাতিল করাতে প্রতিবাদ করেছিল অনেকেই, মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে চুপ করানো হয়েছে সবাইকে।

নুবিয়া নিয়ে সেটাউয়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে ভাবছেন আহমেনি, ভাবছেন ভাইসরয়ের চুপ থাকার অভিযোগ নিয়ে। উজির পাজায়ারকে উপদেশ দিয়েছেন তিনি, নিজের লোকদের হিসাবের উপর আস্থা নেই লোকটার। সার্বভৌমের অনুরোধগুলো নিয়ে রামেসিসের সাথে প্রতিদিন দেখা করেন আহমেনি। এরপরও মিশর থাকবে একটি মহান রাজ্য হয়ে, নিজের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা না ঘামিয়েই রাজ্যের জন্য কাজ করে যাবেন তিনি।

দপ্তরে প্রবেশ করল সেরামানা। বিবর্ণ লিপিকর ভাবছেন, আর কত বোঝা নিতে পারবেন নিজের এই ভঙ্গুর কাঁধে।

'আবার কী হলো?'

'উরি-টেশুপ ধনী এক ফনিশিয়ান বিধবা, টানিতকে বিয়ে করেছে।'

'ভালো করেছে, আগেও সেই মহিলা সম্পর্কে নানা কানাঘুষো শুনেছি আমি।'

'বিরাট বিপর্যয় এটা, আহমেনি।

'এমনটা ভাবছ কেন? বিয়ে করে অবশেষে যোদ্ধা রাজকুমার সুস্থির হবে।'

'তাকে অনুসরণ করতে পারব না আর আমি। আমার লোকদের দেখতে পারলে, কর্তৃপক্ষের কাছে যাবে সে। এখন ও স্বাধীন, চাইলেও তাকে নজরে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই কোন ঘোঁট পাকাচ্ছে ব্যাটা।'

'টানিতের সাথে কথা বলেছ?'

'মহিলাকে আঘাত করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে উরি-টেশুপ, আমি নিশ্চিত। তবে টানিত ওকে ভালোবেসে ফেলেছে বলেই মনে হলো।'

'ভালোবাসা, ভুলে গিয়েছিলাম এমন কিছু রয়েছে এখনও। চিন্তা কোরো না, সেরামানা। উরি-টেশুপ অবশেষে জীবনের একটা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে; তবে এই বিজয় ওকে চিরতরে যুদ্ধের ময়দান থেকে হটিয়ে দেবে।'

এগারো

হিট্টি সাম্রাজ্যের রাজধানী হাট্টুসা, অতীতের মতোই আছে এখনও। আনাতোলিয়ান মালভূমির মাঝে অবস্থিত এই নগরী, গনগনে গ্রীষ্ম এবং কনকনে শীতকালের কাছে উন্মুক্ত। সুরক্ষিত শহর নিচু অঞ্চলে অবস্থিত, ঝড়ের দেবতা এবং সূর্য দেবীর জন্য বিখ্যাত এই অংশটুকু। উপরে উঁচু শহর, জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীর থেকে পাঁচ মাইল দূরে। চারপাশে কঠিন সব অবয়ব, দুর্গকে করে তুলেছে রীতিমত দুর্ভেদ্য।

শহরের রূপ দেখে কোন ভাবান্তর হলো না আহসার মনে, সাম্রাজ্যের শক্তি-সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে যেন ওটা। কাদেশের যুদ্ধের সময় খুব বিপজ্জনক একটি কাজে নিজের সাধের জীবনটা আরেকটু হলেই এখানে খুইয়ে বসতেন তিনি।

নিরস ভূমির ভেতর দিয়ে পথ করে নিচ্ছে মিশরের রাষ্ট্র সচিবের দল, রাজধানীতে পৌঁছানোর জন্য বেশ কয়েকটি ফটক পার হয়ে আসতে হয়েছে। কোন ফটকের প্রহরীই ততটা অতিথিপরায়ণ ছিল না। শহরের চারপাশ বেষ্টিত পাথরের চূড়া, সম্ভাব্য আক্রমণকারীদের হামলা প্রতিহত করার জন্য বেশ বড় বাঁধা ওসব। অজেয় দুর্গের মতো মাথা উঁচু করে আছে হাট্টুসা, এক বিস্ময়কর কারিগরির মাইলফলক। শহরটা মিশরের মতো উষ্ণ, উন্মুক্ত, সুহৃদ নয়।

পাঁচটি দুর্ভেদ্য ফটক নিয়ন্ত্রণ করছে রাজধানীতে পৌঁছানোর একমাত্র পথ-দুটো ফটক নিম্ন ভূমিতে, বাকি তিনটি উচ্চভূমিতে। মিশরীয় প্রতিনিধিদলের সহযাত্রী হয়েছিল হিট্টি দল, কয়েকদিন পর সর্বশেষ ফটকে এসে থামল ওরা। সেই ফটক পার হওয়ার আগে, হিট্টিদের আচার পালন করলেন আহসা। তিন টুকরো রুটি ছিঁড়লেন তিনি, পাথরের উপর ঢাললেন মদ। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন সেই অনন্ত-সম্মানিত শব্দগুলো, 'চিরজীবী হোক এই পাথর।' চারপাশে তেল এবং মধু-ভর্তি কিছু কৌটা, যাতে অশুভ শক্তি দূরে থাকে। সম্রাট হাট্টুসিলি ঐতিহ্যের বরখেলাপ করেন না তাহলে।

এইবারের ভ্রমণটা খুব ক্লান্তিকর মনে হয়েছে আহসার কাছে, যদিও অতীতে সবসময় ভ্রমণের উপরেই থাকতেন তিনি। ঝুঁকি নিতে এবং বিপদের সাথে খেলতে ভালোবাসতেন কূটনীতিবিদ। বয়স বাড়তেই, এখন মিশর হতে বের হতেই ঘৃণা হয় তার। এই ভ্রমণের কারণে রামেসিসের রাজ্যশাসন দেখতে বঞ্চিত হচ্ছেন তিনি।

মা তের আইনের পক্ষ অবলম্বন করে শাসন করেন ফারাও। শুনে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো-কথাটি জানেন তিনি। নেফারতারির প্রিয় লেখক টাহ-হোটেপ বলেছেন এই কথা। মন্ত্রীসভার সবাইকে কথা বলার সুযোগ করে দেন রামেসিস, প্রত্যেকের মতামত শোনেন, দৈহিক ভাষাটাও বোঝার চেষ্টা করেন। এরপর নিজের সিদ্ধান্ত ঠিক করেন। নির্দিষ্ট, আলোকিত এবং সুস্পষ্ট বাক্য ব্যবহার করেন তিনি। নিষ্কম্প হাতে জাহাজ সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করছেন যেন কোন দক্ষ ক্যাপ্টেন। দেবতারা মহান রামেসিসকে নির্বাচন করে ভুল করেননি-এমন লোকই মিশরের রাজত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত।

শিরস্ত্রাণ, বর্ম এবং জুতা পরিহিত দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সভাকক্ষে নিয়ে গেল আহসাকে। সবচেয়ে উঁচু চূড়ার শীর্ষে অবস্থিত এই প্রাসাদ। উঁচু উঁচু মিনার এবং দুর্গ শীর্ষে মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য। যেকোন ধরনের হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকে এখানের শাসনকর্তা। এজন্যই অতীতের দখলদাররা বিষ প্রয়োগ করে সম্রাটকে হত্যা করতে চাইত।

উরি-টেশুপের ওপরই বিষ প্রয়োগে বাধ্য হয়েছিলেন হাট্টুসিলি, ওখানে ছিল আহসার কুশলী হাত; এর ফলেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মিশরের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল উরি-টেশুপ, হিট্টি সৈন্যদের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের বদলে।

একটি পথ সোজা চলে গেছে বিখ্যাত দুর্গ নগরীতে। পেছনে ব্রোঞ্জের বিশাল দরজাটা বন্ধ হতেই, নিজেকে বন্দি বলে মনে হলো আহসার। হাট্টুসিলির নিকট যে বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছেন তিনি, মনে মনে তা নিয়ে একটুও আশাবাদী নন।

তবে আশ্বস্ত হলেন মিশরীয় কূটনীতিবিদ, অপেক্ষা করিয়ে রাখেননি সম্রাট। মোটা মোটা স্তম্ভের একটি কামরায় চলে এলেন আহসা।

ছোট করে ছাঁটা চুল বন্ধনী দিয়ে মাথায় আটকানো; রুপালি কলার গলায়, বাম হাতের কনুইয়ে তামার বন্ধনী-হাট্টুসিলির পরনে প্রথাগত লম্বা লাল-কালো আলখাল্লা। দেখে কারো মনে হতে পারে, এই লোকটা একেবারেই সাধারণ, এমনকী হয়তো বা নিরীহও! কিন্তু তা একেবারেই ভুল। এমন অবাধ্য একগুঁয়ে লোক বেশ দুর্লভ। যাই হোক, একসময়কার উচ্চপদস্থ সূর্য দেবীর পূজারী, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত করেছেন উরি-টেশুপকে। পাশে তার স্ত্রী পুডুহেপা, যার জ্ঞানী নির্দেশ ঠিক যেন সামরিক বাহিনী প্রধান এবং ব্যবসায়ীদের মতো। দু'জনের দিকে বাউ করলেন আহসা, নিজেদের আসনে আসীন হয়েছেন রাজদম্পতি।

'মিশর এবং হাট্টির সমস্ত দেবতা হেসে উঠুক রাজদম্পতির প্রতি, স্বর্গের মতো স্থায়ি হোক আপনাদের শাসনকাল।'

'আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই, আহসা। অনেকদিন ধরেই আমরা সুপরিচিত। এসো, আমার পাশে বসো। আমার ভাই রামেসিস কেমন আছেন?'

'খুবই ভালো আছেন তিনি, মহামান্য। অনুমতি মিললে একটি কথা বলতে চাই, সম্রাজ্ঞী যেন এই প্রাসাদ আলোকিত করে আছেন।'

পুডুহেপা হাসলেন, 'তোষামোদি এখনও কূটনীতিবিদের অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয় দেখছি।'

'আমরা শান্তি চুক্তি সাক্ষর করেছি, আপনাকে তোষামোদ করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে আমার। কথাটি অনুচিত মনে হতে পারে, কিন্তু অকৃত্রিম।'

লাল হয়ে উঠল সম্রাজ্ঞীর গাল।

'অতীতের মতো এখনও যদি মেয়েদের প্রতি আসক্ত থাক তুমি,' রসিকতা করলেন হিট্টি-সম্রাট, 'তবে এখনই সতর্ক হওয়া উচিত আমার।'

'একটুও পাল্টাইনি আমি, আমার স্বভাবটাই যে এইরকম।'

'যাই হোক, হাট্টিদের পাতা ফাঁদ থেকে রামেসিসকে রক্ষা করেছ তুমি; মিশরে আমাদের গোয়েন্দা নজরদারির ইতি টেনেছ!'

'বাড়িয়ে বলবেন না, মহামান্য। ফারাওয়ের বুদ্ধি কাজে লাগিয়েছি আমি, শুধু সৌভাগ্য সাথে ছিল বলে পেরেছি।'

'কিন্তু অতীত নিয়ে কেন কথা বলছি আমরা? ভবিষ্যৎ গঠন করাই এখন আমাদের কাজ।'

'রামেসিসও একই কথা ভাবছেন, হাট্টিদের সাথে হওয়া শান্তি চুক্তি জোরদার করাই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে উঠেছে। দুই রাজ্যের মানুষদের সুখ নির্ভর করছে এর উপর।'

'শুনে খুশি হলাম আমরা।' বিড়বিড় করে বললেন পুডুহেপা।

'ফারাওয়ের অভিপ্রায়ের গুরুত্ব বোঝানোর সুযোগ দিন আমায়।' বললেন আহসা। 'যেমনটা দেখছেন, বছরের পর বছর ধরে চলে আসা হানাহানি শেষ হয়েছে আজ। অতীতের কথা এখন আমাদের না ভাবাই উত্তম।'

হাট্টুসিলির মুখ আধার হয়ে এল, 'তোমার কথার আড়ালে কিন্তু নেই তো?'

'না, মহামান্য। আপনার ভাই রামেসিস নিজের মনের কথাগুলো আপনাকে জানাতে চেয়েছেন কেবল।'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য ধন্যবাদ। বোলো তাকে, আমাদের ঐক্য একদম নিখুঁত।'

'আমাদের দুই দেশের খুশি এবং সম্প্রীতির জন্য . . .'

হাত দিয়ে চিবুক চুলকে নিল মিশরীয় কূটনীতিবিদ, ধ্যানমগ্ন হয়ে ভাবছেন কী যেন।

'কী হয়েছে, আহসা?'

'মিশর ধনী রাজ্য, মহামান্য। হিংসুটে লোকের অভাব হয় না।'

'নতুন কোন হুমকি?' জানতে চাইলেন সম্রাজ্ঞী।

'লিবিয়ায় বিক্ষোভ।'

'ফারাও সামলাতে পারছেন না?'

'দ্রুত পদক্ষেপ নিতে চাইছেন রামেসিস, প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাইছেন অস্ত্র।'

আহসার দিকে প্রশ্নবোধক নজরে তাকালেন হাট্টুসিলি, 'মিশরের অস্ত্রভাণ্ডার যথেষ্ট নয়?'

'ফারাও চান, তার ভাই যেন বিশাল পরিমাণে লোহা প্রেরণ করেন। যাতে ওসব থেকে অস্ত্র তৈরি করে লিবিয়ার বিদ্রোহীদের ওপর হামলা করা যায়।'

নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল কামরা, অবশেষে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন হাট্টুসিলি।

'আমার ভাই সাহায্য চাইছেন, তাও আবার আমার কাছে! লোহার মজুদ নেই আমার, থাকলেও তা নিজের সৈন্যদের জন্য রাখতাম আমি। ফারাও কী আমাকে দেউলিয়া করে দিয়ে হাট্টি ধ্বংস করতে চাইছেন? মিশর তো ধনী রাজ্য। আমার মজুদ ফাঁকা, নতুন করে খনি থেকে ধাতু উত্তোলনও সম্ভব নয় এখন।'

অভিব্যক্তিহীন রইল আহসা, 'বুঝতে পেরেছি আমি।'

'যা আছে তা নিয়েই লিবিয়ানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক আমার ভাই। পরবর্তী যদি প্রয়োজন হয়, ভালো পরিমাণে লোহা পাঠিয়ে দেব আমি। তবুও তাকে জানিয়ে দিয়ো, এই অনুরোধ আমাকে অবাক করে দিয়েছে।'

'অবশ্যই জানাব আমি, মহামান্য।'

নিজের আসন গ্রহণ করলেন হাট্টুসিলি।

'মূল আলোচনায় ফিরে আসি আমরা। আমার কন্যা কবে নাগাদ হাট্টি ছেড়ে মিশরের মহারাণী হওয়ার জন্য রওনা দিচ্ছে?'

'মানে. . .এখনও তারিখ ঠিক হয়নি।'

'এতটুকু রাস্তা এসেছ তুমি আমাকে এটা জানাতে যে, কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এখনও?'

'এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বাস্তবায়নে সুবিবেচনা প্রয়োজন এবং-'

'যথেষ্ট কূটনীতি হয়েছে,' বাঁধা দিল সম্রাজ্ঞী, 'রামেসিস কী রাজী হয়েছেন ইসেটকে ত্যাগ করে আমাদের মেয়েকে বরণ করে নিতে? নাকি হননি?'

'পরিস্থিতি গুরুতর, মহামান্যা। মিশরীয় আইন এটা সমর্থন করে না।'

'এক মেয়েমানুষ এখন আইন পরিচালনা করছে?' কঠিন সুরে বললেন হাট্টুসিলি। 'ইসেট কী চায়, তাতে কী-ই বা এসে যায়? নেফারতারির স্থলাভিষিক্ত করতে তাকে মহারাণী বানিয়েছেন রামেসিস। আমাদের চুক্তি বলবত রাখতে ভলে হিট্টি রাজকুমারীকেই বিয়ে করতে হবে মিশরের ফারাওকে।'

'আপনার কন্যা হয়তো দ্বিতীয় স্ত্রী হতে পারে-'

'মহারাণী-ই হবে আমার মেয়ে। নয়তো . . .' কথাটি বলতে গিয়েও বললেন না সম্রাট, কথাটি বলতে নিজেরও ভয় হচ্ছে তার।

'আমাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন রামেসিস?' শান্ত স্বরে জানতে চাইলেন সম্রাজ্ঞী।

'আগেই বলেছি আপনাদের, ফারাও চাইলেও মহারাণীকে ত্যাগ করতে পারবেন না। মা'তের আইন বিরুদ্ধ এটি।'

'অন্য কোন উপায় সম্ভব নয়?'

'দুঃখিত, আর কোন উপায় নেই।'

'ফলাফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রামেসিস?' উঠে দাঁড়ালেন হাট্টুসিলি।

'একটি কথাই ভাবছেন তিনি, ন্যায়পরায়ণতা।'

'কথা শেষ। আমার ভাইকে বার্তা পাঠিয়ো, হয়তো খুব দ্রুত আমার মেয়েকে বিয়ে করবেন তিনি। আর নয়তো যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবেন দুই রাজ্যকে।'

বারো

কোমর ব্যথা হয়ে আছে আহমেনির, সামান্য মালিশ করাবার সময়টুকু পর্যন্ত মেলেনি সারাদিনে। যদি কাজের চাপে বিধ্বস্তপ্রায় না হতেন, তবে খাকে সাহায্য করতেন এখন। ছেলেটি রামেসিসের জয়ন্তী-ভোজের আয়োজন করছে। নিজের শরীর পুরোপুরি সুস্থ বলে অনুষ্ঠানটি পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন রামেসিস. কিন্তু বড় ছেলে ঐতিহ্যের কথা তুলে রাজী করিয়েছে তাকে। আহমোন রাজকুমারের উচ্চমার্গীয় জ্ঞানকে সমাদর করেন, সেই সাথে সাহিত্য নিয়ে কথা বলতেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

মন্ত্রীসভার বৈঠকে দক্ষিণের একটি অঞ্চল পুনরায় বনায়নের আওতায় আনা এবং পরিখা কাঠামো সংস্কারের কাজ ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত নেন ফারাও। উপযুক্ত লোককে বুঝিয়ে দেওয়ার পর প্রাসাদের বাগানে উপস্থিত হন তিনি, সাথে আহমেনি।

'আহসার কাছ থেকে কোন সংবাদ পেয়েছেন, মহামান্য?'

'সুস্থ-স্বাভাবিক হাট্টুসায় পৌঁছে গিয়েছে সে।'

'হাট্টুসিলিকে রাজী করানো সহজ হবে না।'

'আহসা কঠিন দায়িত্ব পেয়েছে। এইবার চালমাত করার মতো ঘুঁটি ওর হাতে নেই।'

'এখন বলো, আহমেনি। কোন্ কথা আমাকে জানানোর জন্য বৈঠকে না বলে এখানে নিয়ে এসেছ?'

'প্রথম কথাটা মোজেসের ব্যাপারে, এরপর অন্য আরেকটি ঘটনা।'

'মোজেস?'

'হিব্রুদের সবাই ভয় পায়, বেঁচে থাকার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করে ওরা। আমাদের হস্তক্ষেপে হয়তো ঝামেলা শেষ হবে আপাতত। কিন্তু আমরা কথা বলছি মোজেসের ব্যাপারে, আমাদের ছোটবেলার বন্ধু সে। এবং আমি জানি, ভাগ্য ঠিকই খুঁজে নেবে নিজের পথ।'

'যেহেতু উত্তরটা তোমার জানা, তাহলে প্রশ্ন কেন করছ?'

'মরুভূমিতে ওরা টহল দিয়ে চলছে এখনও। যদি হিব্রুরা ফিরে আসতে চায় মিশরে, তবে সুযোগ দেবেন আপনি?'

'ওরা ফিরে আসতে আসতে আমি বা মোজেস কেউই বেঁচে রইব না। এখন বলো, কোন ঘটনা খোঁচাচ্ছে তোমাকে।'

'ধুনোর সম্ভাব্য চালানটি আর পাচ্ছি না আমরা।'

'কেন?'

'ফনিশিয়ান মধ্যস্থতাকারীর কাছ থেকে খবর পেয়েছি, গাছে মড়ক লেগেছে। এই বছর ফলন হবে না।'

'অতীতে কখনও এমন ঘটেছে?'

'সরকারি কাগজপত্র ঘেঁটে দেখেছি। এমন ঘটনা নজিরবিহীন নয়। সৌভাগ্যবশত, এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে।'

'আমাদের যথেষ্ট মজুদ আছে তো?'

'আছে, মহামান্য। মন্দিরে ব্যবহারের ওপর কোন সীমাবদ্ধতা থাকবে না। ফনিশিয়ান যোগানদারদের নির্দেশ দিয়েছি-পরবর্তী মৌসুমে যেন আমাদের মজুদ পুষিয়ে দেয়।'

উৎফুল্ল হয়ে আছে রাইয়া। সাধারণত মদ তেমন পান করে না সে, কিন্তু আজ খুশিতে পর পর দুই পাত্র পান করে ফেলেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত লাগছে নিজেকে, অবশ্য পান না করলেও তাই লাগত। ছোট ছোট বিজয়গুলো অবশেষে বিশাল বড় ফল বয়ে এনেছে।

নির্বাসিত হিট্টি যুবরাজের সাথে যোগাযোগ করে বেশ ভালো লাভ হয়েছে। পদদলিত, তিক্ত এবং হিংসুটে লোকগুলোর মধ্যে আগুন জ্বেলে এসেছে রাইয়া। হাট্টুসিলির নীতি মেনে নেয়নি অনেক হিট্টি, ওদের মতে সম্রাট খুব নরম। তিনি কখনও মিশর জয়ের চেষ্টা করবেন না। বিদ্রোহী দলের সাথে যখন মিলিত হলো উরি-টেশুপ, ছড়িয়ে গেল নতুন উদ্যম। হিট্টি রাজকুমার একদিন নিশ্চয়ই ওদের হাতে বিজয় তুলে এনে দেবে।

আরো কয়েকটি ভালো সংবাদ আছে উরি-টেশুপের জন্য। তিন নুবিয়ান নর্তকী নাচছে একসাথে, কারো গায়েই একটুকরো সুতো পর্যন্ত নেই। ভোজসভার মেহমানদের আমোদের জন্য নর্তকীদের ভাড়া করে এনেছে ডেম টানিত এবং উরি-টেশুপ। নতুন এই দম্পতি বেশ নাম করে নিয়েছে পাই-রামেসিসে।

একই সাথে পৃথিবীতে স্বর্গ এবং নরক দেখছে টানিত। এমন পুরুষ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। যেকোন সময় ওকে সন্তুষ্ট করতে প্রস্তুত হয়েই থাকে উরি-টেশুপ ওর বুনো ভালোবাসা উন্মাদ করে তোলে টানিতকে। সেই সাথে লোকটার রুক্ষতা,

মতি-গতির কোন হদিস না পাওয়া-এসব নরক চিনিয়েছে। নিজের খেয়ালখুশি মতো জীবন কাটিয়েছে টানিত, তবে এখন পরিণত হয়েছে উরি-টেশুপের ক্রীতদাসীতে।

শতাধিক অতিথি তাকিয়ে আছে তিন নর্তকীর দিকে। ওদের গোল ভরাট বুক ঝাঁকি খাচ্ছে কদাচিৎ, লম্বা চিকন লোভনীয় পা নজর কাড়ছে সবার। কিন্তু এই নর্তকীদের স্পর্শ পর্যন্ত করা যাবে না। অনুষ্ঠান শেষ হতেই চলে যাবে তারা, কাউকে কিছুই বলবে না। পরবর্তী কোন ব্যয়বহুল ভোজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ভক্তদের।

স্ত্রীকে দুই ব্যবসায়ীর সাথে রেখে সরে এল উরি-টেশুপ। ব্যবসায়ীদ্বয় উপভোগ করছে নাচ, যেকোন চুক্তি সই করে দেবে যেন-এমন নেশায় মগ্ন। একথোকা আঙুর তুলে নিল হিট্টি রাজকুমার, আঙুরলতা আঁকা একটি স্তম্ভের পাশের আসনে বসল। পিছনেই বসেছে রাইয়া, একে অপরের দিকে না তাকিয়েই কথা বলতে শুরু করল দু'জন।

'কী হয়েছে, রাইয়া?'

'এক বুড়ো রাজসভাসদ ভালো ভালো ফুলদানি কমদামে আমার কাছে বেচে। লোকটা প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়া একটি গুজব সম্পর্কে বলেছে আমাকে। গত দুইদিন ধরে ওটার সত্যতা নির্ণয়ের চেষ্টা করছি আমি। পরিস্থিতি সত্যিই ভয়াবহ।'

'আমাদের উপর কোন প্রভাব পড়বে?

'মিশর এবং হাত্তির চুক্তি ভেঙে যাবে। হিট্টি সম্রাট চাইছেন, রামেসিসের সাথে তার কন্যার বিয়ে দিতে।'

'আরেকটি কূটনৈতিক বিবাহ . . . এতে আমাদের কী?'

'বুঝতে পারছেন না আপনি। রাজরাণী হতে চাইছে হিট্টি রাজকুমারী।'

'মিশরের রাজত্বে হিট্টি রাজকুমারীর শাসন?'

'একদম ঠিক।'

'অভাবনীয়!'

'রামেসিস মানা করে দিয়েছেন, সুন্দরী ইসেটকে ত্যাগ করবেন না তিনি।'

'অন্য কথায় . . .'

'হ্যাঁ, মহামান্য। যুদ্ধ!'

'আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।'

'এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে। আমার মতে, একেবারে বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার আগে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। সম্রাটের সাথে মধ্যস্থতা করতে হাট্টুসায় গিয়েছেন আহসা। এখনও আমার প্রচুর বন্ধু আছে ওখানে, কী ঘটতে চলেছে তা সহজেই জানা যাবে। শুধু তাই নয়. . .এক কৌতূহল উদ্দীপক লোক আপনার সাথে দেখা করতে চাইছে।'

'কে সে?'

'বাগানে লুকিয়ে আছে। আমরা ওখানে যেতে-'

'আমার শোবার ঘরে নিয়ে এসো। অপেক্ষা করবে আমার জন্য। আঙুরক্ষেতের মাঝ দিয়ে যাবে, বাড়িতে ঢুকবে ধোপার দরজা দিয়ে। ভোজ শেষ হতেই, ওখানে চলে আসব আমি।'

শেষ মেহমানটিও ত্যাগ করল ভোজের স্থান। উরি-টেশুপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল টানিত। কামের ক্ষুধা জেগে উঠেছে ওর মনে, এই ক্ষুধা মেটাতে পারবে শুধুমাত্র ওর প্রেমিক। আদুরে ভঙ্গিতে তাকে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে গেল হিট্টি রাজকুমার, ঘরটি বিলাসবহুল আসবাবপত্র দিয়ে সাজান। দরজা দিয়ে প্রবেশের পূর্বে, লাবণ্যময়ী ফনিশিয়ান পরনের জামা খুলে ফেলল।

কামরার ভেতর ওকে ঠেলে দিল উরি-টেশুপ।

নতুন কোন এক খেলা হবে ভেবেছিল টানিত, কিন্তু ভেতরে রাইয়া এবং একজন অপরিচিত লোককে দেখে যারপরনাই চমকে ওঠল ও। অপরিচিত লোকটার চেহারা চারকোনা, কোঁকড়ানো চুল, কালো চোখে খেলা করছে উন্মাদ নিষ্ঠুরতা।

'কে এই লোক?' তোতলাতে শুরু করল টানিত।

'বন্ধু,' উত্তরে বলল হিট্টি রাজকুমার।

আতঙ্কিত ডেম টানিত লিনেনের চাদরে জাপটে ধরল নিজেকে, আব্রু রক্ষা করল সে। ঘটনার আকস্মিকতায় নিশ্চুপ হয়ে গেছে রাইয়া, বুঝতে পারছে না এখানে কেন নিয়ে আসা হয়েছে এই মহিলাকে। তবে নিষ্ঠুর চোখের অধিকারী বসে আছে চুপচাপ।

'আমি চাই সবকিছু জেনে রাখুক টানিত।' ঘোষণা করল উরি-টেশুপ। 'আমাদের দুষ্কর্মের সহযোগী এবং বন্ধু সে। এখন থেকে ওর ভাগ্যই সহযোগিতা করবে আমাদের। তবে একটি ভুল পদক্ষেপ নিলেই, সরিয়ে দেব ওকে। সবাই একমত?'

নড করল অচেনা লোক, রাইয়াও তাই করল।

প্রেমিকার দিকে ফিরল সে, 'দেখ, সোনামণি। আমাদের তিনজন বা আমার আদেশে চলে যারা-কারো কাছ থেকে পালাতে পারবে না তুমি। বোঝা গেল আমার কথা?'

'ওহ, হ্যাঁ। অবশ্যই!'

'তাহলে তোমার নিঃশর্ত সহযোগিতা আশা করতে পারি আমরা?'

'কথা দিলাম, উরি-টেশুপ।'

'এই সিদ্ধান্তের জন্য পস্তাবে না তুমি।'

ডান হাতে টানিতের স্তন মর্দন করল হিট্টি রাজকুমার, শান্ত হয়ে এল ধনী ফনিশিয়ান।

রাইয়ার দিকে ফিরে তাকাল হিট্টি, 'অতিথির পরিচয় দাও।'

সিরিয়ান ব্যবসায়ী কথা বলতে শুরু করল, 'সৌভাগ্য আমাদের পক্ষে আছে। আপনার হয়তো মনে থাকবে, এক সিরিয়ান জাদুকর ওফির আমাদের সাবেক গুপ্তচরদের নিয়ন্ত্রণ করত। ব্যতিক্রমী দক্ষতায় রাজ পরিবারের বেশ অনেক ক্ষতি সাধন করেছে সে। গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন এগিয়ে এল জাদুকরের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে; সে-ই নেবে ওফিরের মৃত্যুর বদলা। মানুষটি আর কেউ নয়, ওফিরের ভাই মালফি।'

আপাদমস্তক লিবিয়ানকে দেখল উরি-টেশুপ, 'খুবই ভালো পরিকল্পনা. . .কিন্তু সেটা কীভাবে বাস্তবায়িত করবে ও?'

'মালফির হাতে আছে লিবিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলোর নেতৃত্ব। মিশরের সাথে লড়াই করাই ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

'কোন প্রশ্ন ছাড়াই সে আমার প্রতিটি আদেশ মেনে নেবে?'

'আপনার আদেশে চলবে সে, তবে শর্ত একটাই-রামেসিস এবং তার সাম্রাজ্য ধ্বংস করবেন আপনি।'

'ঠিক আছে, কথা দিলাম। লিবিয়ান বন্ধু এবং আমার মাঝে মধ্যস্থতাকারী হবে তুমি। তার লোকেরা এখন থেকেই প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রস্তুত করতে শুরু করুক নিজেদের। মুহূর্তের নোটিসেই যেন যাত্রা শুরু করতে পারে সবাই।'

'মালফি প্রস্তুত থাকবে, মহামান্য। ফারাওয়ের সমস্ত অপমানের বদলা শোধ করতে বদ্ধপরিকর লিবিয়া।'

'ফিরে যেতে পারে সে, আমার কাছ থেকে বার্তা পৌঁছানো হবে ওর কাছে।'

কোন কথা না বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল লিবিয়ান লোকটা।

তেরো

সূর্য উদয় হয়েছে বহু আগেই, কিন্তু পাই-রামেসিসের রাজপ্রাসাদে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা। প্রতিদিনের মতোই কাজ করছে চাকর-বাকররা, কিন্তু কোন আওয়াজ করছে না একজনও। রাঁধুনি থেকে শুরু করে দাসী পর্যন্ত সবাই ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসুস্থতার কারণে রামেসিসের মেজাজ খিচড়ে রয়েছে, তাই সমস্ত প্রাসাদ আতঙ্কে চুপসে আছে যেন। সবচেয়ে বয়স্ক লোক, যিনি মহান শাসককে চেনেন বাল্যকাল থেকেই, তিনিও এমন মেজাজ অতীতে কখনও দেখেননি। রামেসিস যেন মুখ দিয়ে বজ্র ছুঁড়ে দিচ্ছেন, দাঁত ব্যথায় আক্রান্ত তিনি।

পঞ্চান্ন বছরে এই প্রথমবারের মতো শরীর তার নির্দেশ মানছে না। রাজবৈদ্যদের ওষুধে খুব বেশি উপকার পাননি। তাই এতটাই রাগান্বিত হয়েছেন যে চোখের সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। আহমেনি ছাড়া আর কেউ জানেন না, রামেসিসের রাগের মূল কারণ হচ্ছে: হিট্টি রাজধানীতে আহসাকে আটক করে রেখেছেন হাট্টুসিলি। মধ্যস্থতার বদলে কূটনীতিবিদকে বন্দী করে রেখেছেন হিট্টি সম্রাট।

সবার ভরসা এখন একজনের ওপর, রাজ্যের প্রধান চিকিৎসক। চিকিৎসা কাজ না করলে, ফারাওয়ের মেজাজ আরো খারাপ হবে।

ব্যথা সত্ত্বেও নিজের কাজ করে যাচ্ছেন রামেসিস, সামনে শুধুমাত্র আহমেনি। এই একটি লোকই বর্তমান পরিস্থিতিতে মিশরের ফারাওকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

'হাট্টুসিলি আমাদের অপমান করেছে।' সুস্পষ্টভাবে বললেন ফারাও।

'হয়তো কোন উপায় খুঁজছেন তিনি।' বললেন আহমেনি। 'তার কন্যার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও হাট্টুসিলির জন্য অপমানকর। কিন্তু হিট্টি সম্রাট হয়তো চাইছেন আবারো যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হোক।'

'বুড়ো শেয়ালটা দোষ আমার ঘাড়েই চাপাবে, জানি আমি।'

'আহসাও কুটিলতার আশ্রয় নিয়েছে। বাজি ধরে বলতে পারি, কোন পথে বেছে নেবে তা বুঝে পাচ্ছেন না হাট্টুসিলি।'

'ভুল বলেছ তুমি। আমার বিরুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবছে সে।'

'আহসার কাছ থেকে বার্তা পেলেই জানা যাবে আসল কাহিনী।'

'গোপন সংকেত থেকেই বোঝা যাবে, আহসা নিজেই থেকে গেছে নাকি ওকে আটকে রাখা হয়েছে।'

'আহসাকে বন্দি না করলে এতক্ষণে বার্তা চলে আসার কথা।'

দরজায় মৃদু টোকার আওয়াজ শোনা গেল।

'কারো সাথে দেখা করছি না আমি।' আদেশ দিলেন ফারাও।

'হয়তো প্রধান চিকিৎসক এসেছেন।' বাধা দিলেন আহমেনি, উঠে দাঁড়ালেন কে এসেছে দেখার জন্য।

দরজায় দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে প্রধান পরিচারক, পাছে খেপে যান মহারাজ।

'প্রধান চিকিৎসক এসেছেন,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'মহামান্যের কী আজ্ঞা হয়?'

লোকটা সরে দাঁড়াল একপাশে, ভেতরে প্রবেশ করল এক যুবতী। সদ্য ফোটা পদ্মের মতো মেয়েটির রূপ, বয়ে চলা নীলনদের মতো আকৃতি, বসন্তের বাতাসের মতো দোলা দেয় মনে। চুলগুলো হেলে আছে একপাশে, অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি নজরে পড়ছে। যুবতীর চোখগুলো যেন গ্রীষ্মের আকাশের মতো বিস্তৃত, নজর পরিষ্কার। নীলকান্তমণির হার মেয়েটির ক্ষীণ গলায়, কমলা রংয়ের রত্ন কোমরে এবং পায়ে। লিনেনের আলখাল্লার ভেতর দিয়ে উন্নত বুক, সুগঠিত নিতম্ব এবং লম্বা কমনীয় পায়ের আকার বোঝা যায়। মেয়েটির নাম নেফারেত; নামের অর্থ সুন্দর, নিখুঁত, গুণান্বিত। অন্য কী-ই বা হতে পারে এই রমণীর নাম! এমনকী আহমেনি, যিনি নারীসঙ্গ এড়িয়ে চলেন (তার ভাষ্যমতে এরা ধৈর্যহীন, এক ঘণ্টা বসে একটি হায়ারোগ্লিফের অর্থ বের করতেও অক্ষম), তিনিও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মেনে নিতে বাধ্য হলেন, নেফারতারির চেয়ে কোন অংশে কম সুন্দরী না এই যুবতী।

'এত দেরী হলো কেন?' অভিযোগ করলেন রামেসিস।

'ক্ষমা করবেন, মহামান্য। শহরের বাইরে এক বাচ্চা মেয়ের অস্ত্রচিকিৎসা করছিলাম আমি। হয়তো মেয়েটির জীবন বাঁচাতে সক্ষম হবো আমরা।'

'প্রাসাদের চিকিৎসকদের কোন ধারণাই নেই কী করছে ওরা।'

'বিজ্ঞানের মতো চিকিৎসাশাস্ত্রও একটি শিল্প। হয়তো আমার মতো শৈল্পিক আঁচড় দিতে এখনও শেখেনি।'

'সৌভাগ্যবশত ডাক্তার পারিয়ামাকু অবশেষে অবসর নিয়েছে। ওর রোগীগুলো এবার সুস্থ হতে পারবে।'

'আপনার যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'যন্ত্রণা অনুভবের সময় নেই, নেফারেত। যত দ্রুত সম্ভব, সুস্থ করে তোলো আমাকে।'

পুঁথি গুটিয়ে নিলেন আহমেনি, একটু আগে রামেসিসকে ওটাই দেখাচ্ছিলেন। নেফারেতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের অফিসের দিকে রওনা হলেন তিনি। চিৎকার চেঁচামেচি বা রক্ত কোনটাই সহ্য হয় না তার।

বিশিষ্ট রোগীকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গেল নেফারেত, যাতে নীরবে কিছুক্ষণ রোগের স্বরূপ যাচাই করতে পারে। চিকিৎসকদের প্রধান হওয়ার পূর্বে বেশ কয়েকটি বিদ্যা আত্মস্থ করেছে সে, দাঁতের চিকিৎসা থেকে শুরু করে অস্ত্রচিকিৎসা-সবই ওর নখদর্পণে। এমনকী চোখের সমস্ত রোগের প্রতিষেধকও জানা ওর।

'অভিজ্ঞ কোন দন্ত চিকিৎসকের চিকিৎসা নেওয়া উচিত আপনার, মহামান্য।'

'সেটা তুমি, অন্য কেউ নয়।'

'আমি একজন বেশ দক্ষ বিশেষজ্ঞ . . .'

'তুমি চিকিৎসা করবে এবং এখনই করবে। নয়তো তোমার চাকরি . . .'

'আমার সাথে আসুন, মহামান্য।'

প্রাসাদের চিকিৎসাখানা আলো এবং বাতাসে পরিপূর্ণ, সাদা দেয়ালে ওষধি গাছ-গাছড়ার ছবি।

আরামদায়ক আসনে বসে আছেন ফারাও, মাথা হেলান দিয়েছেন পিছনে, ঘাড়ের নিচে একটি বালিশ।

'চেতনানাশক হিসেবে সেটাউয়ের ভেষজ একটি ওষুধ ব্যবহার করব আমি।' ব্যাখ্যা করল নেফারেত। 'একটুও ব্যথা পাবেন না আপনি।'

'কোন্ ধরনের জটিলতা দেখছ?'

'দাঁতের গায়ে সংক্রমণ হয়েছে, ওখান থেকে ফোঁড়ার মতো হয়েছে মাড়িতে। ওটা শুধু পরিষ্কার করে দেব, দাঁত ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আক্রান্ত দাঁতের জন্য ধুনা এবং অন্যান্য কিছু খনিজ দিয়ে মণ্ড তৈরি করব আমি। ব্যথা কমানোর জন্য আরেকটি ওষুধ দেব; মূল উপাদান হচ্ছে গিরগিটি, মধু, স্ফটিক-চূর্ণ, ডুমুর ফল, শিমের মণ্ড, জিরা, তিতা আপেল, বাবলা গাছের কষ এবং গাছের রস।'

'এই ওষুধ কোথায় পেয়েছ তুমি?'

'পুরনো একটি বইতে; লেখক একজন বিজ্ঞ লোক, মহামান্য। এরপর আমার প্রিয় যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব।'

নেফারেতের লিনেনের ভেতর থেকে একটি গ্রানাইটের লকেট বের করল সে, বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী দিয়ে ধরল ওটা। সঠিক উপাদানের উপর ধরতেই ঘুরতে শুরু করল লকেট।

'তুমি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী, ঠিক আমার বাবার মতো।' মন্তব্য করলেন রামেসিস।

'এবং আপনিও, মহামান্য। শুনেছি আমি, কীভাবে মরুভূমিতে পানি খুঁজে পেয়েছিলেন আপনি। আজকের পর থেকে, মাড়ির সুরক্ষার জন্য বিশেষ একটি মিশ্রণ চিবুতে হবে আপনাকে। মিশ্রণটি ব্রাওনি, জুনিপার, সোমরস, ডুমুর এবং গিরগিটি দিয়ে তৈরি। উইলো গাছের রস খাবেন আপনি, ব্যথানাশক হিসেবে ভালো কাজে দেয়।'

'আর কী খারাপ সংবাদ রয়েছে আমার জন্য?'

'আপনার হৃদপিণ্ডের গতি এবং চোখের তারা বলে-ব্যতিক্রমী প্রাণশক্তিতে ভরপুর আপনার দেহ। তাই বেশিরভাগ রোগ সহজেই মোকাবিলা করতে পারেন। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে কমছে সেই ক্ষমতা, কিছুদিন পর ভোগাবে আপনাকে . . . এটা নিয়েই বেঁচে থাকবে হবে বাকি জীবন।'

'বুড়ো হওয়ার আগেই মরতে চাই আমি।'

'আপনিই মিশরের শান্তি এবং সম্প্রীতি, মহামান্য। মিশরের মানুষ আপনাকে বুড়ো হতে দেখতে চায়। যাজকরা একশো দশ বছর পর্যন্ত বাঁচে, তাই বলে সবাই। টাহ-হোটেপ এই বয়সেই ম্যাক্সিম লিখেছিলেন।'

হাসলেন ফারাও। 'তোমাকে দেখে এবং তোমার কথা শুনেই ব্যথা কমে যাচ্ছে।'

'এসব চেতনানাশকের কৃতিত্ব, মহামান্য।'

'তোমার স্বাস্থ্যনীতি কেমন কাজে লাগছে, নেফারেত?'

'দ্রুতই বাৎসরিক প্রতিবেদন দাখিল করব আমি। সব মিলিয়ে বেশ ভালো, কিন্তু জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য আরেকটু উন্নত করা উচিত। ওরাই বিপদ থেকে রক্ষা করে মিশর নগরী। চিকিৎসাখাতে দামী ওষুধ কেনার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। শুনলাম ধুনো আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে, ওটা ছাড়া চিকিৎসা করা অসম্ভব।'

'চিন্তার কোন কারণ নেই, ভালো মজুদ রয়েছে আমাদের।'

'চেতনানাশক কাজ করছে। আপনি তৈরি মহামান্য?' অগ্রসর হলো সে।

কাদেশের যুদ্ধে হাজার হিট্টির সাথে লড়াই করেছেন, একটুও আঁতকে উঠেননি। কিন্তু এখন মুখের ভেতর যন্ত্রপাতি ঢুকতে দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন তিনি।

রামেসিসের যুদ্ধরথের সাথে তাল মেলাতে হিমশিম খাচ্ছে সেরামানা। নেফারেতের ওষুধে সুস্থ হয়ে ওঠেছেন ফারাও, দ্বিগুণ উদ্যমে ছুটে চলছেন। শুধুমাত্র আহমেনি যত দুর্বলই হোক না কেন, রামেসিসের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন।

সাংকেতিক একটি বার্তা পাঠিয়েছেন আহসা, আশ্বস্ত হয়েছেন রামেসিস। রাষ্ট্র সচিবকে বন্দি করা হয়নি, মধ্যস্থতার জন্যই অনির্দিষ্টকালের জন্য ওখানে থাকতে হচ্ছে তাকে। আহমেনির যেমনটা ধারণা করেছিল, হিট্টি রাজাও আচমকা কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন না।

মিশরের নিচু অঞ্চল থেকে নেমে গেছে বন্যার পানি, গ্রীষ্মের শেষদিকে স্নিগ্ধ আবহাওয়া বিরাজ করছে। স্থানীয় গ্রামের খালের পাশ দিয়ে ছুটল ওরা। কেউ জানে না ফারাওয়ের একান্ত গোপনীয় কাজটি কী, এমনকী আহমেনিও না।

খালের সীমানা শেষে সরস একটি গাছ চিহ্নিত করলেন ফারাও।

'দেখো, সেরামানা। জীয়ন-গৃহের মতে, মিশরের সবচেয়ে প্রাচীন উইলো গাছ এটি। কাণ্ডের রস আমার দাঁতের ব্যথা ভালো করেছে। এজন্যই এসেছি ধন্যবাদ দিতে। তবে শুধু ধন্যবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি না আমি, নিজের হাতে পুরো পাই-রামেসিস জুড়ে লাগাব এই গাছ। সেই সাথে আদেশ দিচ্ছি, পুরো মিশর জুড়ে লাগিয়ে দেওয়া হোক উইলো। দেবতা এবং প্রকৃতি আমাদের যে আশীর্বাদ দিয়েছেন, তা দুই হাতে তুলে নিতে চাই আমি, ছড়িয়ে দিতে চাই গোটা রাজ্যে।'

'অন্য কোন রাজ্যে এমন দ্বিতীয় কোন সম্রাটের জন্ম হয়নি।' মনে মনে বলল সাবেক জলদস্যু।

চৌদ্দ

হিম শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে উঁচু আনাতোলিয়ান মালভূমিতে, হাট্টুসায় শরৎকালের শেষের দিকেই শীত পড়ে যায়।

হিট্টিরাজার আতিথেয়তা নিয়ে কোন অভিযোগ নেই আহসার। খাবারগুলো সুস্বাদু, যদিও আহামরি কিছু নয়। রাতে দু'জন হিট্টি মেয়েকে তার আমোদের জন্য পাঠানো হয়েছিল, ওরা-ও বেশ ভালো ছিল।

কিন্তু মিশরের কথা বারবার মনে পড়ছে আহসার। মিশর এবং রামেসিস। মহান শাসকের ছায়াতলে বাকিটা জীবন কাটাতে চান তিনি, যার জন্য এতদিন খেটেছেন; যার একটি নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ভয়াবহ সব বিপদে। মেমফিসের রাজ-শিক্ষালয়ে পড়ার সময়ই সত্যিকারের ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে ফারাওকে বেছে নিয়েছিলেন আহসা। এই গুণ শুধুমাত্র রামেসিসের আছে–এটাই ওর বিশ্বাস।

নিজ সভ্যতার জন্য সত্য তৈরি করেন রামেসিস। দিনের পর দিন, মা'তের প্রতিটি আইন, প্রতিটি কাজে সচেতন তিনি। পূর্বপুরুষদের মতো ফারাও নিজেও জানেন, আলস্য মানেই মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়া। এমন এক সঙ্গীতশিল্পী ফারাও, যিনি নানা বাদ্যযন্ত্রে নতুন সুর উৎপন্ন করতে পারদর্শী। দেবতাদের কাছ থেকে ক্ষমতা অর্জন করেছেন তিনি, বসে থেকে নয় বরং ন্যায়পরায়ণভাবে সংগ্রাম করে।

মা'তের আইন মেনে চললে, কোন ফারাও অত্যাচারী শাসকে পরিণত হবেন না। তার কাজ শুধু প্রজাদের মন জয় করা নয়, সেই সাথে ওদের স্বাধীনতা রক্ষা করাও। রামেসিসের এই রাজত্বকাল যেন সেই কথারই প্রতিনিধিত্ব করে।

লালা-কালো উলের আলখাল্লা পরে কূটনীতিবিদের কামরায় প্রবেশ করলেন হাট্টুসিলি।

'তুমি কী সন্তুষ্ট, আহসা?'

'অবশ্যই। ধন্যবাদ, মহামান্য।'

'শীতে আক্রান্ত?'

'না বললে বরং মিথ্যা বলা হবে। নীলনদের তীরের আবহাওয়া এই সময় অত্যন্ত সহনীয়।'

'প্রতিটি দেশেরই সুযোগ-সুবিধা আছে। হাট্টিকে আর পছন্দ করতে পারছ না তুমি?

'আমার বয়স হয়েছে, মহামান্য। ঘরে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি আমি।'

'তবে তোমার জন্য সুসংবাদ। মন পাল্টেছে আমার। আগামীকাল সকালেই মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারবে তুমি। কিন্তু একটি দুঃসংবাদও আছে। নিজের অবস্থানে অটুট আমি, দাবী থেকে সরছি না। রামেসিসের মহারাণী হবে আমার কন্যা।'

'যদি ফারাও মেনে না নেন?'

মিশরীয় কূটনীতিবিদের দিকে ঘুরলেন তিনি, 'গতকাল সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। যেহেতু আমার ভাই লোহা চেয়েছিলেন, তাই তার জন্য একটি উপহার আছে।'

আহসার দিকে ফিরে তাকালেন সম্রাট, লোহার ছোরা তুলে দিলেন হাতে।

'সুন্দর। তাই না? হালকা, সহজেই সামলানো যায়। আমার সেনাপতিকে এই ছোরাটা দেখিয়েছি আমি, কথা দিয়েছি দাবী মেনে না নিলে রামেসিসের মরদেহ থেকে খুঁজে এনে দেব।'

সেটের মন্দিরের পিছনে অস্ত গেল রক্তিম সূর্য, স্থাপনাটি পাই-রামেসিসের সবচেয়ে অদ্ভুত ভবন। ক্রুদ্ধ দেবতার বাড়ি ওটা; বিশৃঙ্খলা প্ররোচক, সাবেক হিকসস রাজধানীর সময় নির্মিত। তখন আঠারোতম বংশের প্রথম ফারাও বহিষ্কার করেছিলেন এশিয়ান আক্রমণকারীদের। এই দুর্ভাগ্যজনক স্থানকেও ইতিবাচক শক্তিতে বদলে দিয়েছেন রামেসিস, বিধ্বংসকারীদের সরিয়ে নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন ক্ষমতা।

এই নিষিদ্ধ অঞ্চলে শুধুমাত্র সেটের সন্তান চলাচলের দুঃসাহস দেখাতে পারে। ফারাওয়ের জন্য এইখান থেকে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হবে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন রামেসিস, ছোট ছেলে মেরেনেপটাহ অগ্রসর হলো।

'আমার কাজ শেষ, বাবা।'

'খুব দ্রুত কাজ করেছ তুমি।'

'পাই-রামেসিস থেকে মেমফিস পর্যন্ত প্রতিটি ব্যারাকে নজর বুলিয়েছি আমি।'

'কী দেখলে?'

'না মানে . . . '

'কর্মকর্তাদের কৃতিত্ব দেওয়া যায়?'

'না, মহামান্য।'

'কেন, মেরেনেপটাহ?'

'আমি দেখেছি ওদের, দুর্বল হয়ে গিয়েছে সবাই। কমান্ডাররা নিশ্চিত, শান্তি চুক্তি বজায় থাকবে আজীবন। তাই ঠিকমতো প্রশিক্ষণটাও হচ্ছে না। এত দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্রামে আছে সৈন্যবাহিনী যে ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই।'

'অস্ত্রাগারের অবস্থা কী?'

'পরিমাণ যথেষ্ট, কিন্তু মানে আশানুরূপ নয়। ঢালাইয়ের কারখানা অস্ত্র উৎপাদনের গতি কমিয়ে দিয়েছে বিগত কয়েক বছর। অনেকগুলো যুদ্ধরথ মেরামত করতে হবে।'

'দেখো কী করা যায়।'

'কয়েক জনের আত্মসম্মানে ঘা লাগতে পারে।'

'মিশরের ভাগ্য এখন হুমকির মুখে, ওসব ব্যাপার না। সত্যিকারের সেনাপ্রধানের মতো আচরণ কোরো, যেসব অফিসার অমনোযোগী হয়ে উঠেছে, তাদের অবসরে পাঠিয়ে দাও। বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ দাও সেসব জায়গায়, প্রয়োজনীয় অস্ত্রের যোগান নিশ্চিত করো। নিজের কাজ পুরোপুরি শেষ না করে আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসো না।'

বাউ করল মেরেনেপটাহ, রওনা হলো সদর-দফতরের দিকে। পিতা-পুত্রের মধ্যে এমন কথোপকথন অস্বাভাবিক; কিন্তু রামেসিস যে দুই ভূমির ফারাও... মেরেনেপটাহ তার সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী।

বারবার ঘুম টুটে যাচ্ছে সুন্দরী ইসেটের, যদিও তিনি যথেষ্ট সৌভাগ্যবতী। প্রতিদিন রামেসিসের দর্শন পান তিনি। পাশে থেকে রাজ্যশাসনে অংশও নিতে পারেন। সেই সাথে তার দুই সন্তান, খা এবং মেরেনেপটাহ-দুই জনেরই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

তবুও দুঃখ ভারাক্রান্ত হচ্ছে ইসেটের মন, একাকী লাগছে নিজেকে। মনে হচ্ছে এই সুখ যেন প্রাণশক্তি শুষে নিয়েছে তার। ঘুমহীন রাতের কারণ পরিষ্কার, নেফারতারি যেখানে শান্তি সেতু গড়েছেন, সেখানে সেই সেতু ভাঙার কারণ হবেন ইসেট! ঠিক ট্রোজান যুদ্ধের হেলেনের মতো, মিশর এবং হাট্টিদের দ্বন্দ্বের কারণ হবেন তিনি।

মেরেনেপটাহের নেতৃত্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে পাই-রামেসিস। সৈন্যদের অনুশীলনের পাশাপাশি অস্ত্র তৈরিও শুরু হয়ে গেছে।

রাণীর পরিচারিকা এগিয়ে এল, 'আপনার প্রসাধনী কখন নেবেন, মহামান্যা?

'ফারাও ঘুম থেকে উঠেছেন?'

'অনেক আগেই।'

'একসাথে দুপুরের খাবার খাচ্ছি আমরা?'

'উজির এবং কানানের সেনাপতির সাথে সারাদিনব্যাপী বৈঠকে থাকবেন তিনি, খবর পাঠিয়েছিলেন।'

'আমার আসন এবং বাহকদের খবর পাঠাও।'

'মহামান্যা, আপনার চুল এখনও আঁচড়ানো হয়নি। এমনকী সাজসজ্জাও শুরু হয়নি।'

'যা বলেছি করো। দ্রুত।'

বারোজন হাট্টাগোট্টা বাহকের কাছে ইসেট খুবই হালকা সওয়ারি। আহমেনির অফিসের দিকে রওনা হলো ওরা। মহারাণী ওদেরকে দ্রুত চলতে আদেশ দিয়েছেন, তাই একটু বাড়তি বকশিস এবং এক ঘণ্টার অতিরিক্ত বিশ্রাম আশা করছে তারা।

ব্যস্ত এক কর্ম-কক্ষের পাশ দিয়ে রওনা হলো বাহকরা, বিশজন লিপিকর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। আশেপাশে কেউ তাকাচ্ছে না পর্যন্ত, কাজের চাপেই হিমশিম খাচ্ছে সবাই। তাই ওদের মাঝখান দিয়ে যে মহারাণী গিয়েছেন, এই বিষয়টি লক্ষ্য-ই করেনি কেউ। আহমেনির অফিসে যখন প্রবেশ করলেন ইসেট, সচিব তখন রাজহাঁসের চর্বি মাখানো রুটি চিবুচ্ছিলেন। সেই সাথে রাজ-শস্যগোলার প্রধানের কাজের সমালোচনা লিখছিলেন।

অবাক হলেন রামেসিসের পাদুকাবাহক, 'মহামান্যা . . . '

'বসো, আহমেনি। তোমার সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

অফিসের দরজা বন্ধ করে হুড়কো টেনে দিলেন রাণী।

অসুস্থবোধ করছেন আহমেনি, নেফারতারিকে পছন্দ করতেন তিনি। তাই সবসময় বিরুদ্ধাচরণ করেছেন বর্তমান মহারাণীর। সেই সাথে কোন প্রকার সাজসজ্জা ছাড়া ইসেটকে দেখে কিছুটা অস্বস্তিও বোধ করছেন। মহারাণীর মুখ মলিন হয়ে আছে; চোখ নিষ্প্রাণ, মুখে প্রসাধনীর চিহ্নটিও নেই।

'তোমার সাহায্য ছাড়া পারব না আমি।'

'কীভাবে সাহায্য করব, বুঝতে পারছি না. . . '

'ওসব কথার জাল ছড়ানো বাদ দাও। আমি জানি, ফারাও আমাকে ত্যাগ করলেই বেঁচে যায় সবাই।'

'মহামান্যা!'

'আমি জানি। কোনকিছুই আর এই সত্য পাল্টাতে পারবে না। তুমি জানো দেশে কী ঘটছে, কী ভাবছে সবাই?'

'জানি, ভাবনাটা আপনার পছন্দ হবে না. . . '

'সত্যটা জানতে চাই আমি।'

'আপনি মহারাণী, দেশের মানুষ কী বলল তাতে কী আসে যায়?'

'সত্য বলো, আহমেনি।'

চোখ নামিয়ে নিল লিপিকার, হাতে ধরা পুঁথিতে নজর। 'মানুষকে বুঝতে হবে আপনার, মহারাণী। ওরা এখন শান্তিতে অভ্যস্ত।'

'তারা নেফারতারিকে ভালোবাসত, আমার প্রতি ততটা টান নেই। তাই তো বলতে চাইছ?'

'অস্বীকার করছি না, মহামান্যা।'

'রামেসিসকে বোলো, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছি আমি। তাই স্বেচ্ছায় সরে যেতে চাইছি।'

'তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

'সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাও, আহমেনি। অনুরোধ করছি।'

সুন্দরী ইসেটের আন্তরিকতায় অভিভূত হলেন সচিব। এই প্রথমবারের মতো তার কাছে মনে হলো, মিশরের মহারাণী হওয়ার উপযুক্ত তিনি।

পনেরো

'দেরী করছ কেন?' জানতে চাইলেন হাট্টুসিলি।

'কারণ আশা করছি-আপনার মত পাল্টাতে সক্ষম হবো।'

আকস্মিক দমকা বাতাস বয়ে গেল। হিট্টি সম্রাটের মাথায় টুপি, পরনে লাল-কালো উলের আলখাল্লা। মিশরীয় কূটনীতিবিদের পরনে ঢিলেঢালা বড় পোশাক, তবুও শীত অনুভব করছেন।

'অসম্ভব, আহসা।'

'একটি মেয়ের জন্য অযথা একটি যুদ্ধ শুরু করতে চাইছেন আপনি? উদাহরণ হিসেবে ট্রয় তো রয়েছেই। কেন খুনোখুনি করতে হবে? রাণীদের কাজ জীবন বাঁচানো, কেড়ে নেওয়া নয়।'

'ভালো যুক্তি। কিন্তু একজন মিশরীয়ের জন্য। হার স্বীকারের জন্য আমাকে ক্ষমা করবে না হাট্টি। যদি এইবারও পিছিয়ে যাই, তবে সিংহাসন হারাবো আমি।'

'কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না আপনাকে।'

'হিট্টি সৈন্যবাহিনীর জন্য অপমানকর, এমন কোনকিছুর কারণ আমি হলে বেঁচে থাকতে পারব না। আমরা যোদ্ধার জাত। মনে রেখো আহসা, আমার বদলে যে আসবে, সে আমার থেকেও অনেক বেশি জঘন্য হবে।'

'রামেসিস চাইছেন আপনার রাজত্ব দীর্ঘ হোক, মহামান্য।'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি আমি?'

'আমার সবচেয়ে প্রিয় রামেসিসের জীবনের কসম।'

দু'জন হেঁটে যাচ্ছেন রাজধানী প্রাচীরের দিকে, একটু পর পর রয়েছে ওয়াচ-টাওয়ার। আশপাশে সবসময় মোতায়েন রয়েছে সৈন্য।

'যুদ্ধ করতে করতে আপনি ক্লান্ত নন, মহামান্য?'

'সৈন্যসামন্ত আমার পছন্দ নয়। কিন্তু ওদের ছাড়া হাট্টির অস্তিত্ব নেই।'

'মিশর লড়াই চায় না। আমরা ভালোবাসি শিল্প এবং মন্দির তৈরি করতে। কাদেশের যুদ্ধ অতীতেই থাক না।'

'আহসা, আমাকে বলতে বাধ্য কোরো না, যে আমি মিশরীয় হয়ে জন্মালেই খুশি হতাম।'

'মিশর এবং হাট্টির মধ্যে নতুন কোন বিবাদ ধ্বংস ডেকে আনবে। দুই দেশই আমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। এমন হয় না, ধরুন বিবাহ ঠিকই হলো, ইসেটও রইল মহারাণীর জায়গায়?'

'আমি এখন পিছিয়ে যেতে পারব না, আহসা।'

নিম্নভূমির দিকে নজর মিশরীয় কূটনীতিবিদের, ঝড়ের দেবতা এবং সূর্য দেবীর মন্দির ওখানে।

'মানুষ বিকৃত স্বভাবের বিপজ্জনক জন্তু,' স্বগতোক্তি করলেন যেন তিনি। 'নিজের জাতকে নিজেরাই ধ্বংস করে দিচ্ছে ওরা। একবার যদি শুরু হয়, তবে থামে না ধ্বংসের আগ পর্যন্ত। কেন মানুষ নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে এতটা আগ্রহী?'

'কারণ মানুষ দেবতাদের থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।' উত্তর দিলেন হাট্টুসিলি। 'যখন সর্বশেষ সংযোগটিও ছিন্ন হবে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকবে না। হয়ে উঠবে বদ্ধ উন্মাদ, পিপড়ার মতো খুন করবে একে অন্যকে।'

'খুবই বিস্ময়জনক, মহামান্য। আপনি আমাকে মেনে নিতে বাধ্য করছেন, সারাজীবন মা'তের জন্য লড়েছি আমি। স্বর্গ এবং মর্ত্যের ভেতর সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি।'

'এবং এজন্যই তুমি রামেসিসের বন্ধু হতে পেরেছ, তাই না?' শীতল দমকা হাওয়া বয়ে গেল, বাড়িয়ে দিল শীত। 'ভেতরে যাই চলো, আহসা।'

'এ শুধু শুধু অপচয়, মহামান্য।'

'একমত আমি, কিন্তু আমি-তুমি কিছুই করতে পারব না। শুধু প্রার্থনা করি, হাট্টি এবং মিশরের দেবতা আমাদের সৎ বিশ্বস্ততার সাক্ষী হয়ে অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটাবেন।'

পাই-রামেসিসের নদী বন্দরে ভিড় জমেছে। মেমফিস, থিবস এবং অন্যান্য স্থান থেকে মালামাল এসেছে নৌকা দিয়ে। স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীদের উপচে পড়া ভিড়, দরদাম চলছে জিনিসপত্রের। বিক্রেতাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছে।

হাতা হাত রেখে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে উরি-টেশুপ এবং টানিত, দামী দামী জিনিসপত্রে ওদের নজর। পুরো পাই-রামেসিস যেন চলে এসেছে বাজারে। লাবণ্যময়ী ফনিশিয়ান হাসছে পরিচিত মেয়েদের দেখে, হিট্টি যুবরাজের পৌরুষে মুগ্ধ সবাই।

আশপাশে সেরামানার লোকবল অনুসরণ করতে না দেখে সন্তুষ্ট হলো উরি-টেশুপ। একজন সৎ নাগরিককে অযথা হয়রানি করা খুব বড় অপরাধ বলে গণ্য হয় এখানে। চাইলে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে রাজকুমার।

'কিছু জিনিস কিনতে পারি আমি?' করুণ স্বরে জানতে চাইল টানিত।

'দেখো, প্রিয়ে। যা ইচ্ছা, তাই করতে পারো তুমি।'

কেনাকাটা শুরু করল টানিত, দোকানের পর দোকানে দাঁড়াল সে। অবশেষে এসে দাঁড়াল রাইয়ার দোকানে, সীসার পানপাত্র, স্ফটিকের সংকীর্ণ ফুলদানি এবং রঙিন সুগন্ধি নিয়ে কর্মচারীর মুলোমুলি শুরু করল ফনিশিয়ান। অন্যদিকে উরি-টেশুপের দিকে অগ্রসর হলো সিরিয়ান ব্যবসায়ী।

'হাট্টুসা থেকে ভালো একটা খবর এসেছে, আহসা মধ্যস্থতা করতে ব্যর্থ হয়েছে। নিজের দাবী থেকে সরে আসেননি হাট্টুসিলি।'

'কথা কী পুরোপুরি শেষ?'

'ফিরে আসছে মিশরীয় কূটনীতিবিদ, একটি লোহার ছোরা উপহার পাঠিয়েছেন হাট্টুসিলি। প্রতিজ্ঞা করেছেন, রামেসিসকে হারানোর পর মৃত ফারাওয়ের কাছ থেকে ওটা উদ্ধার করবেন তিনি।

থামল উরি-টেশুপ, বলল অবশেষে, 'আমার স্ত্রীর কেনা জিনিসপত্রগুলো তুমি নিজে নিয়ে আসবে আজ রাতে।'

দিন দিন বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে সেটাউয়ের, তার নুবিয়ান স্ত্রী লোটাস কীভাবে নিজের যৌবন ধরে রাখছেন?

কোন ধরণের প্রলেপ বা কেশ-সুগন্ধি ব্যবহার করেন না নুবিয়ান নারী। হয়তো তার জাদুবিদ্যা ধরে রেখেছে এই রূপ, যা দেখলে এখনও মাথা ঘুরে যায় সেটাউয়ের। তার জন্য স্ত্রীর সাথে ভালোবাসায় অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত মজাদার একটি খেলা।

লোটাসের বুকে মুখ ডুবিয়ে দিলেন সেটাউ, হুট করেই চিন্তিত হয়ে গেলেন সঙ্গী।

'কোন আওয়াজ কানে এসেছে তোমার?'

'তোমার হৃদপিণ্ড, দ্রুত হয়ে গিয়েছে গতি . . . '

শান্ত হলেন লোটাস, অন্য কোন কিছুতে তাকে মনোযোগী হতেই দিচ্ছেন না সেটাউ। দু'জন দু'জনার ভেতর ডুব দিলেন তারা।

থমকে গেলেন আগন্তুক, ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের সময় খালি পাবেন বলেই ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু সেটাউ এবং লোটাস নিজেদের সংগৃহীত বিষ পাত্রের আশেপাশে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তাদের কাছে আছে রাজ-কোবরা, কালো কোবরা এবং হর্নড ভাইপারের বিষ। রাজ্যের প্রধান চিকিৎসকের সাথে মিলে গবেষণা করছেন তারা। ভোজ এবং সামাজিকতা এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করেন দু'জন, নিজেদের গবেষণা নিয়েই পড়ে থাকেন সবসময়। কারণ ওখানে সময় ব্যয় করলে হয়তো কয়েকজনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন।

দীর্ঘশ্বাস এবং হালকা শীৎকারে নিশ্চিত হলেন আগন্তুক, সেটাউ এবং লোটাস নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। পা টিপে টিপে বিষের একটি পাত্র তুলতে হবে তাকে, এরপর পালিয়ে গেলেই হবে। কিন্তু কোন পাত্রটি নিবেন মহিলা? অযৌক্তিক প্রশ্ন। সব বিষই সমান কার্যকরী। ব্যবহারে মানুষের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

এক, দুই পা, তিন পা... খালি পায়ে এগোচ্ছেন মহিলা। কয়েক পা সামনে গেলেই পৌঁছে যাবেন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

হঠাৎ একটি অবয়ব জেগে উঠল তার সামনে।

আতঙ্কিত আগন্তুক থমকে গেলেন, হালকা আলোতে রাজ-কোবরা চিনতে ভুল হলো না কোন। এতটাই ভয় পেয়েছেন তিনি, কোন আওয়াজ বের হলো না মুখ থেকে। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে পিছিয়ে গেলেন।

মনে হলো যেন কয়েক ঘণ্টা লাগল ওখান থেকে সরে আসতে। মেয়েটি সরে যেতেই, আবার ঘুমিয়ে পড়ল পাহারাদার কোবরা।

পুঁথি গুনলেন আহমেনি, বেয়াল্লিশটি, প্রতিটি প্রদেশের জন্য একটি। খাল এবং জলাধারের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ফলাফল ভিন্ন হতে পারে। মধ্যবর্তী ফাইয়ুম প্রদেশের বিশাল হ্রদকে ধন্যবাদ, ওখানে আগে থেকেই মজুদ আছে বেশ কয়েক ধরনের বৃক্ষ। তাই এগিয়ে থাকবে এই অঞ্চল। তবে রামেসিসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুরো রাজ্যেই লাগিয়ে দেওয়া হবে উইলো। ডাক্তারদের জন্য আগে থেকেই বাকলের রস সংগৃহীত করে রাখা হবে সবসময়।

অন্যান্য কাজের সাথে বাড়তি এই কাজটুকু যোগ হয়েছে আহমেনির, নিজের অধস্তনদের ওপর হতাশা ঝাড়ছেন তিনি। কিন্তু ফারাওয়ের আদেশ নিয়ে কখনও

কোন প্রশ্ন করেননি। তাও ফারাওয়ের পাদুকাবাহকের ভাগ্য ভালো, অন্তত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে না তাকে। মেরেনেপটাহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই সব দায়িত্ব সামলাচ্ছে।

সবগুলো প্যাপিরাসের পুঁথি তুলে রাখলেন তিনি। সন্ধ্যার প্রার্থনা সারতে আমনের মন্দিরে যাচ্ছিলেন রামেসিস, বাঁধা দিলেন সচিব।

'এক মিনিট সময় হবে কি, মহামান্য?'

'খুব জরুরি?'

'জরুরি না হলে আপনার পথ আটকাতাম না...'

'ঠিক আছে, বলো আহমেনি।'

'আমার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিলেন মহামান্যা ইসেট?'

'রাজ্যের কাজে আগ্রহ খুঁজে পাচ্ছে নাকি?'

'হাট্টিদের সাথে বিরোধের কারণ হতে চান না তিনি। সত্যি বলতে কি, তার আন্তরিকতা আমাকে টলিয়ে দিয়েছে।'

'যাক, অবশেষে ইসেট তোমাকে মুগ্ধ করতে পেরেছে। সত্যিই ঝুঁকির মুখে আছে গোটা রাজ্য।'

'খুবই গম্ভীর ছিলেন তিনি, মহামান্য। মহারাণীর ভয়, হিট্টিদের সাথে যুদ্ধের কারণে না পরিণত হন।'

'আমি নিজের সিদ্ধান্তে অটল, আহমেনি। আজ যদি হিট্টিদের ছাড় দেই, তবে অতীতের সমস্ত সংগ্রাম বিফলে যাবে। মহারাণীকে ত্যাগ করা মানে বর্বরতার দুয়ার খুলে দেওয়া। এই কাজে সুন্দরী ইসেটের কোন দোষ নেই। আসল খলনায়ক হচ্ছে সেই হাট্টুসিলি।'

ষোলো

হাট্টুসায় বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে যেন বরফ, মিশরীয় প্রতিনিধিদলের বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে। বরাবরের মতোই রাজকীয় পোশাকে আহসাকে বিদায় জানাতে এলেন হিট্টি সম্রাজ্ঞী।

'সম্রাট শুয়ে আছেন।' বললেন তিনি।

'আশা করি বড় কোন অসুস্থতা হয়নি তার?'

'হালকা ঠাণ্ডা। খুব বড় কোন সমস্যা নয়।'

'বলবেন তাকে, আশা করছি তিনি দ্রুতই সুস্থ হয়ে যাবেন।'

'আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, মধ্যস্থতা করা সম্ভব হলো না।' মেনে নিলেন পুডুহেপা।

'আমিও দুঃখিত, মহামান্যা।'

'রামেসিস কি মেনে নেবেন সময়মতো?'

'সে আশা করার অর্থ হবে বোকার স্বর্গে বাস করা–'

'এতটা হতাশ হতে আগে কখনও দেখেনি তোমাকে, আহসা।'

'এখন দুটো আশাই করতে পারি আমরা। হয় কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটোবে অথবা আপনি কিছু একটা করবেন। আপনার স্বামীকে একটু বোঝাতে পারেন না?'

'এখন পর্যন্ত সক্ষম হইনি... কিন্তু চেষ্টা করব।'

'মহামান্যা, একটি কথা বলতে চাই-না, থাক।'

'বলো।'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, বাদ দিন।'

কীভাবে বলবেন আহসা যে হাট্টি সম্রাজ্ঞী মন জিতে নিয়েছেন? এমন একজন নারীকেই জীবনসঙ্গিনী হিসাবে মনে মনে খুঁজে চলছিলেন তিনি। এখন পুডুহেপাকে এই কথা বলা একেবারেই অনুচিত।

সম্রাজ্ঞীকে আবার দু'চোখ ভরে দেখলেন আহসা, চেষ্টা করছেন মস্তিষ্কে চেহারাটি গেঁথে নিতে। এরপর বাউ করলেন তিনি।

'মন খারাপ কোরো না, আহসা। আপ্রাণ চেষ্টা করবো আমি, কথা দিচ্ছি।'

'আমিও তাই চেষ্টা করবো, মহামান্যা।'

দল যাত্রা শুরু করল, কিন্তু পিছনে ফিরে তাকালেন না আহসা।

খুব ভালো লাগছে সেটাউয়ের, স্ত্রীকে না জাগিয়ে বিছানা থেকে নামলেন তিনি। নগ্ন লোটাস শুয়ে আছেন বিছানায়, তার উপর থেকে চোখ ফেরানো দায়। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত: করলেন সেটাউ, অতঃপর রওনা দিলেন ল্যাবরেটরির দিকে। গতরাতে হর্নড ভাইপারের বিষ সংগ্রহ করেছেন দু'জন। নুবিয়ান প্রদেশের শাসক হওয়া সত্ত্বেও অতীত অভিজ্ঞতা ভুলে যাননি তিনি।

এক ক্রীতদাসীর সাথে পথে দেখা হলো তার। তাকে জাদুকর হিসাবেই চেনে এই মেয়ে, সাপ নিয়ে অবলীলায় নাড়াচাড়া করেন বলে ভয়ও পায়।

'আমি ক্ষুধার্ত, বাছা। জলদি কিছু শুকনো মাছ, দুধ এবং রুটি নিয়ে এসো।'

কাঁপতে কাঁপতে রওনা দিল ক্রীতদাসী।

বাগানে গেলেন সেটাউ, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন ঘাসের ওপর, বুক ভরে মাটির সোঁদা গন্ধ টেনে নিলেন। বুভুক্ষুর মতো খাওয়া-দাওয়া শেষ করলেন তিনি, চাবি নিয়ে খেলতে খেলতে রওনা দিলেন ল্যাবরেটরির দিকে।

কিন্তু কোথাও নিজের কাজের পোশাকটা খুঁজে পেলেন না! অ্যানটিলোপের চামড়ার তৈরি আলখাল্লা, সাপের বিষের প্রতিষেধকে বোঝাই। চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয় ওসব; তবে সুস্থ মানুষের শরীরে সাপের কামড়ের চেয়েও অধিক বিষাক্ত প্রভাব ফেলে। এই আলখাল্লা পরনে থাকলে, পুরো চলমান ওষুধের সিন্দুকে পরিণত হন তিনি। তখন যেকোন সংখ্যক অসুখের প্রতিষেধক দিতে পারেন সেটাউ।

তিনি এবং লোটাস যখন ভালোবাসা-বাসিতে ব্যস্ত, তখন নিচু আসনে সেই আলখাল্লা রেখেছিলেন। না, ওখানে তো নেই. . .অন্য কোথাও হয়তো। পাশের উপকক্ষ, ছোট হল, গোছলখানা, শৌচাগার-সবখানেই খুঁজলেন তিনি। কিন্তু ব্যর্থ হলেন।

শেষ একটি জায়গা-ই বাকি আছে, শোয়ার ঘর। অবশ্যই, ওখানেই রেখেছেন হয়তো সেই মহামূল্যবান আলখাল্লা।

উঠে পড়েছেন লোটাস, তাকে সোহাগ করলেন সেটাউ, 'প্রিয়তমা. . .কাল রাতে কোথায় রেখেছিলাম আমার আলখাল্লা?'

'আমি স্পর্শ-ও করিনি ওটা।'

ঘাবড়ে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন ব্যর্থ সেটাউ, 'উধাও হয়ে গিয়েছে তাহলে।'

আশা করছে সেরামানা, অন্তত এইবার হিট্টিদের সাথে লড়াইয়ে ওকে সাথে নিয়ে যাবেন রামেসিস। কয়েক বছর ধরেই সাবেক জলদস্যু নিজ হাতে আনাতোলিয়ান শত্রুদের গলা চিরতে চাইছে। কাদেশের যুদ্ধের সময়ও সার্ডিয়ান দৈত্যকে পাই-রামেসিসে থাকতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। রাজ-পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পড়েছিল ওর ওপর। তখন থেকেই যথেষ্ট মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে সে, যাতে ওর অবর্তমানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে পারে তারা। সেরামানার একটাই স্বপ্ন, যুদ্ধের জন্য যাত্রা করা।

সেটাউকে ব্যারাকে ছুটে আসতে দেখে অবাক হলো প্রশিক্ষণরত সার্ড। দু'জনের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি, তবে সবচেয়ে বড় মিল রামেসিসের প্রতি বিশ্বস্ততায়।

খালি হাতে কাঠের পুতুলকে ক্ষত-বিক্ষত করছিল সেরামানা, থামল সে।

'কোন সমস্যা, সেটাউ?'

'আমার মহামূল্যবান সম্পদ চুরি গেছে। কেউ একজন আমার আলখাল্লা চুরি করেছে!'

'কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?'

'নিশ্চিত কোন হিংসুটে চিকিৎসক। কিন্তু লোকটা জানে না কীভাবে ব্যবহার করতে হবে ওটা।'

'আরেকটু নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন?'

'যদি পারতাম!'

'কেউ একজন চাল চালছে। হয়তো নুবিয়াতে আপনার সুখ্যাতির জন্য। আপনাকে কেউ খুব অপছন্দ করে।'

'প্রাসাদ, ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি, ব্যবসায়ীদের কর্মশালা-সব খুঁজে দেখতে হবে-'

'শান্ত হন, সেটাউ। দু'জন লোক ঠিক করে দিচ্ছি আমি। কিন্তু যেহেতু সৈন্যবাহিনী গঠনের দিকে আমাদের পূর্ণ মনোযোগ, তাই আপনার আলখাল্লা ততটা গুরুত্ব পাবে না।'

'তুমি জানো, ওই আলখাল্লা কত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে?'

'শুনেছি আমি। কিন্তু নতুন আরেকটি বানিয়ে নেওয়া-ই বেশি ভালো না?'

'তোমার জন্য বলা সহজ, কিন্তু ওটাতেই অভ্যস্ত আমি।'

'অনুরোধ করছি, সেটাউ! হৈ-চৈ বাদ দিন, চলুন কিছু পান করা যাক। এরপর শহরের সবচেয়ে ভালো চামড়ার দোকানে নিয়ে যাব আপনাকে, এর চেয়ে বেশি কিছু করা আপাতত আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমি মজা করছি না, সেরামানা। চোরকে খুঁজে পেতে সাহায্য করো আমায়।'

মেরেনেপটাহের প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনটি পড়ছেন রামেসিস। সংক্ষিপ্ত হলেও বেশ পরিষ্কার কাজ করেছে সে। নিজের দক্ষতা প্রকাশ করেছে ছোট ছেলে। হাট্টি থেকে আহসা ফিরে আসার পর, হাট্টুসিলির সাথে সর্বশেষ মধ্যস্থতার চেষ্টা করবেন ফারাও। কিন্তু সম্রাট বোকা নন, ফারাওয়ের মতো তিনি নিজেও লড়াইয়ের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাখবেন।

রামেসিসের ধারণার চেয়েও অধিক ভালো অবস্থানে আছে মিশরীয় সৈন্যবাহিনী। নতুন নিয়োগকৃতদের প্রশিক্ষণের জন্য আনা হবে দক্ষ মার্সেনারি, তাহলে বাকিদের সাথে তাল মেলানো সহজ হবে। নতুন সৈন্যদের জন্য কারখানায় তৈরি হচ্ছে অস্ত্র। রামেসিসের নির্দেশ অনুযায়ী যেসব অফিসারদের সৈন্যদলের দায়িত্ব দিয়েছে মেরেনেপটাহ, হিট্টি শক্তি সহজেই হেরে যাবে তাদের কাছে।

রামেসিস নিজে দায়িত্ব নিলেন সৈন্যবাহিনীর প্রধানের, উত্তরে রওনা হবেন তিনি। তার অবস্থান দলের বাকিদের মধ্যে বাড়তি উদ্যম জাগিয়ে তুলবে।

শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে ভুল করছেন হাট্টুসিলি। জান বাজি রেখে লড়বে মিশর, বিস্মিত করে দেবে শত্রুকে। এইবার কাদেশের দুর্গ দখল করবেন রামেসিস।

নিজের উদ্বেগ বেড়ে-ই চলেছে দিনকে দিন, কীভাবে অগ্রসর হবেন তা বুঝতে পারছেন না ফারাও। নেফারতারি পাশে নেই বলে, দেবতাই এখন একমাত্র ভরসা।

মধ্য মিশরের হার্মোপোলিসে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেরামানাকে আদেশ দিলেন রামেসিস। দ্রুততম নৌকা ঘাটে ভিড়তেই এগিয়ে এলেন সুন্দরী ইসেট।

'আপনার সাথে যেতে পারি আমি?'

'প্রয়োজন নেই।'

'আহসার কাছ থেকে কোন বার্তা এসেছে?'

'শীঘ্রি ফিরে আসছে সে।'

'আমার অনুভূতি বুঝতে পারছেন, মহামান্য। আদেশ করুন, আমি মেনে নেব। নিজের চেয়ে মিশরের সুখ আমার কাজে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি, ইসেট। কিন্তু অবিচার করে সুখে থাকবে না মিশর।'

মরুভূমির কিনারায়, যেখানে মহান থোথের যাজকের সমাধি হয়েছে, ওখানে জন্ম নিয়েছে বিশাল এক তাল গাছ। কিংবদন্তি আছে, থোথের আবির্ভাব ঘটে এখানে। যারা নিজেদের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাদের সামনে দেখা দেন দেবতা। তাই একদিন একরাত ধ্যান করছেন রামেসিস, তাল গাছের গুঁড়িতে আসনে বসেছেন তিনি।

সন্ধ্যার আকাশ-বাতাস চিরে গেল তীক্ষ্ণ আর্তনাদে।

দশ গজ সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড কুকুরমুখো বেবুন, চোখাচোখি হলো ফারাওয়ের সাথে।

'আমার জন্য পথ খুলে দিন থোথ, আপনি এই স্বর্গ এবং মর্ত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দেবতা এবং মানুষের আইন উদ্ভূত হয়েছে আপনারই হাত ধরে, আপনিই সেই কথাগুলোকে দিয়েছেন ক্ষমতা। সঠিক পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করুন আমাকে, সেই পথ যা মিশরের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।'

ছোট ছোট পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো বেবুন, সূর্যের দিকে হাত তুলে আরাধনার ইঙ্গিত দিল। ফারাও নিজেও তাই করলেন, অন্ধ না হয়েও সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে তার।

স্বর্গ থেকে ভেসে এল থোথের কণ্ঠ, তাল গাছ এবং বেবুনের মুখ থেকে। কথাগুলো শুনে হৃদয়ঙ্গম করলেন ফারাও।

সতেরো

বৃষ্টি পড়ছে বেশ কয়েকদিন ধরে, কুয়াশার জন্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মিশরীয় দলের অগ্রযাত্রা। ভারী বোঝা নিয়ে কুয়াশার ভেতর দিয়ে পথ চলছে গাধা। দেবতা সেটের অবতার ভাবা হয় এই প্রাণীদের, ধারণা করা হয় এরা অক্ষয় প্রাণশক্তির অধিকারী। গাধা ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়।

উত্তর সিরিয়া ত্যাগের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন রাষ্ট্র সচিব। যত দ্রুত সম্ভব ফনিশিয়া পার হয়ে মিশরে প্রবেশ করতে চাইছেন। সাধারণত ভ্রমণ উপভোগ করলেও এইবার ভালো লাগছে না তার। দৃশ্যগুলো উদাস করে দিচ্ছে, অস্বস্তি হচ্ছে পাহাড় দেখে, নদী দেখে হচ্ছে অমঙ্গলের ভাবনা।

সেনাবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ সদস্য এই অভিযাত্রী দলের দায়িত্বে রয়েছে, লোকটা কাদেশের যুদ্ধে এক হাতে লড়েছে হিট্টিদের বিপক্ষে। আহসাকে ভালো করেই চেনে, সম্মানও করে। কূটনীতিবিদের গুপ্তচর হিসাবে দক্ষতা এবং বিস্তীর্ণ রাজ্যসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান প্রশংসার দাবিদার। সেই সাথে অভিজ্ঞ সহযাত্রী এবং চমৎকার বাকপটু বলেও সুখ্যাতি রয়েছে। যদিও আজ পুরোপুরি চুপ মেরে আছেন আহসা।

এক মেষের খোঁয়াড়ের সামনে থামল অভিযাত্রীদল, গরম করে নিল নিজেদের। অফিসার এসে বসল আহসার পাশে।

'অসুস্থতা অনুভব করছেন, মহামান্য?'

'নাহ, ক্লান্ত।'

'দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে আসার জন্য?'

'যতক্ষণ সিংহাসনে রয়েছেন রামেসিস, ততক্ষণ বেপরোয়া কোন কিছু ঘটা অসম্ভব।'

'হিট্টিদের চেনা আছে আমার। এরা রক্তপিপাসু পশু। কয়েক বছরের বিশ্রাম ওদের পাগল করে লড়াইয়ের জন্য।'

'তবে এইবার পরিস্থিতি আলাদা। মহারাণীকে নিয়ে শুরু হয়েছে সমস্যা। ঠিকই বলেছিলেন রামেসিস, নিজেদের সভ্যতার মূলভিত্তির সাথে আপোষ করা অনুচিত।'

'খুব একটা কূটনৈতিক শোনাচ্ছে না কথাটি!'

'অবসরে যাওয়ার সময় হয়েছে আমার। নিজেকে কথা দিয়েছিলাম, ভ্রমণ বিরক্তিকর হয়ে গেলেই আমি পদত্যাগ করব। সেই সময় চলে এসেছে।'

'আপনাকে কখনওই ছাড়বেন না মহান রামেসিস।'

'আমি ঠিক তার মতোই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার জায়গায় নতুন কাউকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে না। সব রাজ-সন্তানই সভাসদ হয়নি, কয়েকজন খুবই দক্ষ এইসব কাজে। আমার পেশায়, কৌতূহল ফুরিয়ে গেলেই বুঝতে হবে সময় শেষ। রাজনীতিতে আর আগ্রহ নেই আমার। এখন একমাত্র অভিপ্রায়, তাল গাছের ছায়ার নিচে বসে নীলনদ দেখা।'

'অবসাদের কারণে এমন সিদ্ধান্ত নয়তো?' জানতে চাইল কর্মকর্তা।

'এসবে আর নেই আমি, আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।'

'এটা আমারও শেষ অভিযান, এরপর শান্তি।'

'কোথায় থাকো তুমি?' জানতে চাইল কূটনীতিবিদ।

'কার্নাকের নিকট একটি ছোট শহরে। মায়ের বয়স হয়েছে বেশ, চাই তার শেষ দিনগুলো সুখে কাটুক।'

'বিয়ে-থা করেছ?'

'সময় মেলেনি।'

'আমিও না,' আক্ষেপ করল আহসা। 'তবে এখনও সময় আছে তোমার।'

'জীবনে বিয়ে করতে চাই না আমি, আশা করি দেবতারা ব্যাপারটাকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন. . .'

শুকনো কাঠে আগুন জ্বালালো বুড়ো যোদ্ধা, 'কিছু ভালো শুকনো মাংস এবং মদ আছে আমার কাছে।'

'এককাপ মদ হলেই চলবে আমার।'

'রুচি নেই আপনার, মহামান্য?'

'অনেক কিছুর উপরেই রুচি হারিয়ে ফেলেছি। হয়তো জ্ঞানের সঞ্চার হচ্ছে আমার মাঝে, এই রুচিহীনতা তারই লক্ষণ।'

অবশেষে থামল বৃষ্টি।

'আরেকটু পথ পাড়ি দিতে পারব আমরা।' বললেন আহসা।

প্রতিবাদ করল সঙ্গী, 'আরেকটু বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়ব। সবার বিশ্রাম দরকার।'

'তাহলে একটু ঘুমিয়ে নেই আমি।' বললেন আহসা, জানেন এই বিশ্রামটুকু কাজে লাগবে।

পাহাড়ের ঢালে সবুজ ওক বন, পাশ দিয়ে চলছে দল। সরু পথে পাশাপাশি দু'জন যাওয়াও সম্ভব নয়। আকাশে এখনও রয়েছে মেঘের আনাগোনা।

অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে আহসার, অনুভূতির নাম জানেন না। নীল নদের কল্পনা করে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছেন চিন্তা। ভাবছেন পাই-রামেসিসে নিজের বাড়ির কথা, ওখানে আছে কুকুর, বিড়াল, বানর ইত্যাদি। অবশেষে নিজের খেয়াল রাখতে পারবেন তিনি। হাত রেখেছেন লোহার ছোরাতে, রামেসিসের প্রতি হাট্টুসিলির উপহার। লোকটা যদি ভেবে থাকেন ফারাওকে ঘাবড়ে দিতে পারবেন, তবে ভুল ভাবছেন। রামেসিসকে হুমকি দিয়ে কোন লাভ নেই। অস্ত্রটা নদীতে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে তার, কিন্তু এই ছোরা আসলে সমস্যার প্রতীক।

একটা সময় আঞ্চলিকতা নিয়ে ভাবতেন আহসা, এখন ভাবছেন পুরোপুরি বিপরীত ধারায়। ঐক্য শুধু অত্যাচার সৃষ্টি করে, সুযোগসন্ধানীরা নিজেদের লাভ খুঁজে নিতে থাকে বদ্ধপরিকর। মানবতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন শক্ত হাতের সুশাসন, যা একমাত্র রামেসিসের পক্ষেই সম্ভব। তিনিই পারেন এই বোকা অলস মানুষগুলোকে স্বর্গের পথে নিয়ে যেতে। যদি এই দুনিয়াতে দ্বিতীয় রামেসিসের জন্ম না হতো, তবে কখনওই মানুষ এই দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেত না।

ফারাওয়ের হাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন আহসা। ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী রামেসিস, তিনি জানেন কোনটা সঠিক। কারণ তার ক্ষমতা এসেছে মন্দিরের গভীর থেকে, নিজের চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু প্রজাদের সুখ-শান্তির কথাই ভেবে যান তিনি। কয়েক সহস্রাব্দ ধরেই ফারাওয়ের আইন জয় করেছে প্রতিবন্ধকতা, মোকাবিলা করেছে সমস্ত সংকটের।

কূটনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পর, প্রাচীন লিপি সংগ্রহে মনোযোগী হবেন আহসা। প্রকৃতি, স্বর্গ, মর্ত্য সম্পর্কিত ফারাওদের সমস্ত তথ্য উপস্থাপন করবেন রামেসিসের কাছে। কোন বিশাল বৃক্ষের নিচে অথবা পদ্মফুল ফোটা পুকুর পাড়ে বসে রামেসিসের সাথে এসব আলোচনা করবেন তিনি।

খুবই সৌভাগ্যবান আহসা, রামেসিসের বন্ধু তিনি, সাহায্য করেছেন ফারাওকে হিট্টিদের প্রতিহত করতে. . .এর চেয়ে বেশি সম্মানের আর কী হতে পারে? কম করে হলেও একশো বার ভেবেছেন তিনি, মানুষের সংকীর্ণতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন নিয়ে। হতাশা-ই বেড়েছে শুধু। কিন্তু রামেসিস তাকে দেখিয়েছেন আলোর পথ, মৃত একটি বৃক্ষকে দিয়েছেন নতুন জীবন। এখন সেই বৃক্ষ পরিণত হয়েছে, হয়ে উঠেছে অবিনশ্বর।

হাসলেন আহসা। এই মৃত বৃক্ষই আজ জীবনের উৎস। এখানে পাখি বাসা বাঁধে, পোকামাকড় খাদ্য পায়। সমস্ত জীবের ভেতরে রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক। এই ফারাওরাই বা কে? প্রকাণ্ড কোন বৃক্ষ তো নয়, তবুও যেন ছুঁয়েছে স্বর্গ, খাদ্য এবং সুরক্ষা দিচ্ছে সবার। কখনওই মৃত্যু হবে না রামেসিসের, অতিপ্রাকৃতিক এক জ্ঞান তাকে দিয়েছে সুমহান সম্মান।

মন্দিরে খুব একটা সময় দেন না আহসা। রামেসিসের কাছাকাছি থাকার দরুন বেশ কয়েকটি রহস্য জেনেছেন তিনি, যেগুলো শুধু ফারাওদের জানার কথা। মৃত্যুর পরের জীবনটা আসলে কেমন? চেনা পৃথিবী ছেড়ে নতুন সেই জগতের রোমাঞ্চকর পরিভ্রমণ কেমন লাগবে?

খাঁড়া হয়ে উঠছে পথ, হাঁপাচ্ছে আহসার ঘোড়া। আরেকটু এগোলেই কানানের পথে নেমে যাবে ওরা, তারপর রওনা হবে মিশরের দিকে। ভাবতে পারেননি তিনি, নিজের জন্মভূমির এক পশলা রূপ এমনভাবে বিমোহিত করবে তাকে। হাট্টুসা থেকে রওনা হয়ে আনাতোলিয়ার জমিতে পৌঁছানোর পর, মাথার প্রথম সফেদ চুলটা আয়নায় লক্ষ্য করলেন আহসা। বুড়ো বয়স কাছিয়ে আসার চিহ্ন এটি।

ভ্রমণ, ঝুঁকি, বিপদ-এসবের জন্য তাকে কতটুকু মূল্য চুকাতে হয়েছে তা শুধুমাত্র নিজে জানেন আহসা। রাজ্যের প্রধান চিকিৎসক নেফারেত সেই ব্যথা সহ্য করার এবং বয়স নিয়ন্ত্রণের উপায় শিখিয়ে দিয়েছে শুধু। কিন্তু রামেসিসের মতো ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী নন তিনি। জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসছে তার, শেষ হয়ে আসছে আয়ু।

হঠাত ভেসে এল একটি আর্তচিৎকার, কেউ একজন আহত হয়েছে। ঝড়ের গতিতে ঘোড়া নিয়ে চক্কর দিলেন আহসা, পিছন থেকে ভেসে আসছে আহতদের করুণ বিলাপ। গাছ থেকে সঙ্গীদের উপর ঝরে পড়ছে তীর-বৃষ্টি। দুই পাশ থেকে ভোজবাজির মতো উদয় হলো লিবিয়ান এবং সিরিয়ান অস্ত্রধারী, হাতে ছোট তলোয়ার এবং বর্শা।

কয়েক মিনিটেই স্রেফ কচুকাটা হলো মিশরীয় দলের অর্ধেক সদস্য। বেঁচে থাকা মিশরীয়রা খুন করল অল্প কয়েকজন হামলাকারী। তলে দ্রুতই সংখ্যা কমতে লাগল।

‘পালান!’ আহসার দিকে তাকিয়ে চেঁচাল কর্মকর্তা, ‘ঘোড়া সোজা সামনে ছোটান।’

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলেন না আহসা, বের করে আনলেন লোহার ছোরা। এক তীরন্দাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি, গায়ের পোশাক দেখে সহজেই বোঝা যায় লোকটা লিবিয়ান। লোকটার গলা দুই ফাঁক করতে সময় লাগল না কূটনীতিবিদের।

'সাবধান. . .' বাক্য শেষ করার আগেই একটি ভারী তরবারি মাথা দুই ফাঁক করে দিল কর্মকর্তার, অস্ত্রধারীর বুকে লালচে লোমে ভর্তি।

ঠিক তখনই একটি তীর বুকে এসে বিঁধল আহসার, দম বন্ধ হয়ে এল তার। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লেন কূটনীতিবিদ।

লোমশ দৈত্য আহত আহসার দিকে এগিয়ে এল।

'উরি-টেশুপ. . .'

'হ্যাঁ, আহসা। অবশেষে ঋণশোধের সময় হয়েছে। তোমার কূটনৈতিক বুদ্ধির কারণেই আমার এই পতন। আজ তোমার শেষ দিন। শীঘ্রি আসবে রামেসিসের পালা। সে ভাববে, কাপুরুষ হাট্টুসিলি তোমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কেমন লাগল আমার বুদ্ধি?'

'কাপুরুষ তো. . .তুমি।'

লোহার ছোরা তুলে নিল উরি-টেশুপ, আহসার বুকে গেঁথে দিল। ঝামেলা শেষ। এখন শক্ত হতে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নয়তো নিজেদেরই খুন করে বসবে লিবিয়ানরা। ওদিকে রওনা দিল হিট্টি রাজকুমার।

রক্ত দিয়ে উরি-টেশুপের নাম লিখার মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই আহসার শরীরে। অবশিষ্ট শক্তিকণা এক করলেন তিনি, তর্জনী দিয়ে একটি হায়ারোগ্লিফ আঁকলেন নিজের আলখাল্লায়। এই চিহ্নের মানে বুঝতে পারবেন রামেসিস।

আশ্বস্ত হয়ে স্থির হলেন কূটনীতিবিদ, এইবার শান্তিতে মরতে পারবেন তিনি।

আঠারো

নিস্তব্ধ হয়ে আছে পুরো প্রাসাদ। হার্মোপোলিস থেকে ফিরে এসেই বুঝতে পারলেন রামেসিস, গুরুতর কিছু ঘটেছে। রাজসভাসদ অনুপস্থিত, সরকারি কর্মকর্তারা মাথা নামিয়ে বসে আছে অফিসে।

'আহমেনিকে নিয়ে এসো।' সেরামানাকে আদেশ দিলেন ফারাও, 'আমি ছাদে আছি।'

প্রাসাদের সর্বোচ্চ চূড়া থেকে নিজের রাজধানী দেখছেন ফারাও। মোজেসের সাহায্য নিয়ে এই নগরী গড়ে তুলেছেন তিনি। তাল গাছের নিচে সাদা বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, বাগানে আড্ডা দিচ্ছে মানুষ। কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর পতাকা টানানো, স্বর্গের প্রতিনিধিত্ব করছে যেন।

যেকোন মূল্যে শান্তি রক্ষার জন্য আদেশ দিয়েছেন দেবতা থোথ, যত বড় ত্যাগই স্বীকার করতে হোক না কেন রামেসিসকে। উচ্চাশার গোলকধাঁধায় নিজের দায়িত্ব খুঁজে নিয়েছেন তিনি। তার মনটাকে বিস্তৃত করে দিয়ে নতুন ইচ্ছার জন্ম দিয়েছে জ্ঞানের দেবতা। রা-এর আলোক সন্তান রামেসিস, সেই সাথে রাতে সূর্যের প্রতিনিধি থোথেরও সন্তান তিনি।

সাধারণের চেয়েও অধিক বিবর্ণ লাগছে আহমেনিকে, চোখজোড়াতে দুঃখের ছাপ।

'তুমি অন্তত সত্যটা লুকাছাপা ছাড়া বলো।'

'মারা গেছে আহসা, মহামান্য।'

পাথর হয়ে গেলেন রামেসিস, 'কীভাবে?'

'কানানের পথে অতর্কিত হামলা হয় প্রতিনিধিদলের উপর, এক মেষপালক লাশ খুঁজে পেয়ে স্থানীয় আইনরক্ষককে খবর পাঠায়। ওরা ওখানে গিয়ে চিহ্নিত করে আহসাকে।'

'ঠিকমতো চিহ্নিত করা হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ, মহামান্য।'

'কোথায় এখন সে?'

'দুর্গে। সবগুলো মৃতদেহ একসাথেই রাখা।'

'কেউ বেঁচে আছে?'

'না।'

'কোন প্রত্যক্ষদর্শী?'

'নেই।'

'সেরামানাকে পাঠানো হোক হামলার স্থানে, সূত্র খুঁজে বের করে নিয়ে আসবে সে। আহসা এবং তার প্রতিনিধিদল সমাহিত হবে মিশরের মাটিতে।'

সাথে মার্সেনারির দল নিয়ে দুর্গে রওনা দিল বিশালদেহী সার্ড। দুর্গ থেকে পাই-রামেসিসে ফিরে এসেই লাশটা সৎকারকর্মীর হাতে তুলে দিল সেরামানা।

ফারাওয়ের সামনে আহসাকে উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হলো।

বন্ধুকে কোলে তুলে নিলেন রামেসিস, শুইয়ে দিলেন প্রাসাদের একটি শয়নকক্ষে। দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে আছেন আহসা। চেহারা নির্মল, দেহে জড়ানো সাদা কাফন।

মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন ফারাও, পাশে আহমেনি এবং সেটাউ।

'কে খুন করেছে?' জানতে চাইলেন সেটাউ, চোখ করমচার মতো লাল।

'অবশ্যই খুঁজে বের করব আমরা।' বললেন ফারাও। 'সেরামানার জন্য অপেক্ষা করছি আমি।'

'আহসার শাশ্বত ঘর তৈরি,' জানালেন আহমেনি, 'মানুষ উপযুক্ত সম্মান দেবে, জীবন ফিরিয়ে দেবে দেবতারা।'

'আমার ছেলে খা আয়োজন করবে শেষকৃত্যের, প্রাচীন প্রার্থনা জপবে সে। আহসার কর্ম চলে যাক পরবর্তী জীবনে, পাতালের বিভীষিকা থেকে দেশপ্রেম রক্ষা করুক তাকে।'

'খুনিকে নিজের হাতে খুন করব আমি।' ঘোষণা করলেন সেটাউ। 'তার আগ পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই।'

কামরায় প্রবেশ করল সেরামানা।

'কী জানতে পারলে?'

'আহসার ডান কাঁধে প্রবেশ করেছিল তীর, তবে আঘাত ততটা গুরুতর ছিল না। এই জিনিস খুন করেছে তাকে।'

রামেসিসের হাতে ছোরাটা তুলে দিল সাবেক জলদস্যু।

'লোহা!' অবাক হলেন আহমেনি। 'হাট্টি সম্রাটের অলক্ষুণে উপহার! বার্তাটি পরিষ্কার। ফারাওয়ের বন্ধু কূটনীতিবিদকে খুন করেছেন তিনি।'

অতীতে কখনও আহমেনিকে এতটা রাগতে দেখেনি সেরামানা।

'তাহলে তো হয়েই গেল।' উপসংহার টানলেন সেটাউ। 'দুর্গে চুড়ি পরে বসে থাকুক হাট্টুসিলি। আমি নিজে ওখানে গিয়ে খুন করে আসব তাকে।'

'এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই।' বাঁধা দিল সার্ড।

'আবার বোলো না, প্রতিশোধ নিতে অক্ষম আমি।'

'আমি নিশ্চিত, যা বলেছেন তা করতে পারবেন আপনি, সেটাউ। কিন্তু খুনির পরিচয় নিয়ে সংশয় আছে আমার মনে।'

'এই লোহার ছোরা তো হিট্টিদের জিনিস-ই, তাই না?'

'অবশ্যই, কিন্তু আরো কিছু সূত্র খুঁজে পেয়েছি আমি।'

একটি ভাঙা পালক দেখাল সেরামানা, 'লিবিয়ান যুদ্ধ-পোশাকের অংশ।'

'হিট্টিদের সাথে এক হয়ে লড়াই করছে লিবিয়া? অসম্ভব।'

'যখন অশুভ শক্তি এক হয়,' বললেন আহমেনি, 'তখন কোনকিছুই অসম্ভব নয়। ঘটনা পুরোপুরি পরিষ্কার। হাট্টুসিলি তার পূর্ব-পুরুষদের মতো খেলা শুরু করেছে, ওর স্বপ্ন মিশরের ধ্বংস। এই স্বপ্ন সত্যি করার জন্য খোদ শয়তানের সাথে এক হতেও বাধবে না হিট্টি সম্রাটের।'

'আরো একটি বিষয়,' মন্তব্য করল সেরামানা। 'আহসাদের আক্রমণকারী দল খুবই ছোট, বড়জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছিল ওরা। সৈন্যবাহিনী নয়, বরং একদল লুটেরার মতোই মনে হয়েছে।'

'এটা শুধুমাত্র তোমার ব্যাখ্যা।' প্রতিবাদ করল আহমেনি।

'না, এটাই সত্য। আক্রমণস্থল ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেছি আমি। ওখানে শুধু ঘোড়ার খুরের ছাপ পেয়েছি, যুদ্ধরথের চাকার দাগ ছিল না।'

'তো?' জানতে চাইলেন সেটাউ। 'আহসাকে খুন করতে নির্দেশ দিয়েছে হাট্টুসিলি, এই ছোরাই সেই প্রমাণ। তার মেয়েকে বিয়ে করতে রামেসিস রাজী হননি বলে এই চাল চেলেছে হিট্টি সম্রাট। হত্যা করেছে ফারাওয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। যদিও আহসা ছিল শুধুমাত্র একজন কূটনীতিবিদ এবং মধ্যস্থতাকারী। কোনকিছুই পাল্টাতে পারবে না ওই বর্বর জাতির চিন্তা-চেতনা, বরাবরের মতোই হিংস্র ওরা।'

'মহামান্য,' বললেন আহমেনি, 'নৃশংসতা এবং যুদ্ধ ঘৃণা করি আমি। কিন্তু এই অপরাধের বিচার হতেই হবে। যতদিন না হিট্টিরা রয়েছে, ততদিন বিপদমুক্ত হবে না মিশর। আহসা নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।'

অভিব্যক্তিহীন হয়ে সবকিছু শুনলেন ফারাও, নিজের মনের আবেগ লুকিয়ে রাখতে কষ্ট হলেও বাইরে থেকে রামেসিসকে দেখে তা একদম বোঝার উপায় নেই।

'আর কিছু, সেরামানা?'

'না, মহামান্য।'

'মাটিতে কোন কিছু লিখেছে আহসা?'

'খুব একটা সময় পাননি তিনি, ছোরার আক্রমণে সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করেছেন।'

'ওর ব্যাগের কী অবস্থা?'

'চুরি হয়ে গেছে।'

'জামাকাপড়?'

'খুলে ফেলেছে সৎকারকর্মী।'

'পরনের জামাকাপড়গুলো নিয়ে এসো।'

'কিন্তু. . .এতক্ষণে ওসব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে হয়তো।'

'জলদি কোরো, নিয়ে এসো ওগুলো।'

সেরামানাকে কড়া ভাবে নির্দেশ দিলেন ফারাও। রক্তাক্ত আলখাল্লায় এমন কী আছে?

দ্রুত প্রাসাদ ত্যাগ করল সার্ডিয়ান দৈত্য, ঘোড়া ছুটিয়ে চলল শহরের বাইরে সৎকারকর্মীর উদ্দেশ্যে।

'আহসার পরিধেয়. . .' সৎকারকর্মীর কাছে জানতে চাইল সেরামানা।

'নেই আমার কাছে,' বলল লোকটা।

'কোথায় আছে?'

'ধোপার কাছে দেওয়া হয়েছে।'

'ধোপার বাড়ি কই?'

'খালের পাড়ে সর্বশেষ ঘরটি।'

ছুটল বিশালদেহী সার্ড। ঘোড়া নিয়ে দেয়াল টপকাচ্ছে, মাড়াচ্ছে অন্যের বাগান। পথচারীদের ভয় দেখিয়ে ছুটে চলছে সে। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে অবশেষে বিশ্রাম দিল ঘর্মাক্ত ঘোড়াকে, বাড়ির ভেতর ছুটে গেল সেরামানা।

'ধোপা কোথায়?'

জানালায় আবির্ভূত হলো এক মহিলা, 'খালের কিনারায়, কাজ করছে।'

দৌড়ে খালের কিনারায় গেল সেরামানা। আহসার আলখাল্লায় সাবান লাগানোর ঠিক আগ মুহূর্তে ধোপার চুলের ঝুঁটি ধরতে সক্ষম হলো সে।

আলখাল্লা এবং আলখাল্লায় রক্তের ছড়াছড়ি। কিন্তু আলখাল্লায় ছাপটা একটু আলাদা। কাঁপা কাঁপা হাতে কিছু একটা লিখে গেছেন আহসা।

'হায়ারোগ্লিফ,' ঘোষণা করলেন রামেসিস। 'এর কী মানে আহমেনি?'

'দুটো হাত দুই পাশে ছড়িয়ে, একপাশ নিচে. . .মানে না।'

'আমিও তাই বুঝেছি।'

'কোন নাম বা শব্দের শুরু হতে পারে. . .কী বোঝাতে চেয়েছে আহসা?'

সেটাউ, আহমেনি এবং সেরামানা-সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কথা শুরু করলেন রামেসিস, 'আহসা জানত, মৃত্যুর আগে অল্প কিছুক্ষণ সময় রয়েছে হাতে। একটির বেশি হায়ারোগ্লিফ লিখতে পারবে না সে। ও জানতো, আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবো। হাট্টুসিলিকেই দায়ী করব আমরা, সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করব। তাই আহসা মৃত্যুর আগে লিখে গেছে, না। না, হাট্টুসিলি আসল খলনায়ক নন।'

ঊনিশ

জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে আহসার শেষকৃত্য। চিতাবাঘের ছাল পরে সবগুলো প্রথা মানছে খা। মৃতের চোখ খোলা, কান এবং মুখের শুদ্ধি থেকে শুরু করে গিলটি করা অ্যাকাশিয়া গাছের কফিনে শোয়ান-কিছুই বাদ পড়েনি। সবশেষে প্রখ্যাত কূটনীতিবিদের শেষ শয্যাগৃহের দরজা নিজ হাতে বন্ধ করে দিলেন রামেসিস।

দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে যেন নেমে এল অখণ্ড নীরবতা। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেবলই ফারাও। বেদিতে তিনিই প্রথম পদ্ম, আইরিশ ফুল, এক খণ্ড রুটি এবং এক কাপ মদ রাখবেন। এসবই তার প্রয়াত বন্ধুর কা-এর নিমিত্তে।

বন্ধু. . .আচমকা মোজেসের কথা মনে হলো তার। নিজের স্বপ্নের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। আহসা পা রেখেছেন পরবর্তী জগতে। ছোট্ট হয়ে আসছে বাল্যবন্ধুদের তালিকা। মাঝে মাঝে আফসোস হয় তার, মনে হয়-বৃথাই রাজত্ব করছেন এতদিন হলো। সেটি, টুইয়া, নেফারতারি. . .এবং এখন আহসা। এদের জায়গায় আর কেউ নিতে পারবে না।

নেফারতারি এবং আহসা মিলেই হিট্টিদের সাথে মিশরের শান্তি চুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং সাহস ছাড়া তা কখনওই সম্ভব হতো না। হাট্টিও কখনও রাজি হতো না পুরনো রাগ গিলে ফেলতে। তবে কপাল ভালো, আহসার খুনি সম্ভবত কখনও কল্পনাও করেনি যে বন্ধুদের মাঝে বোঝাপড়া কতটা শক্তিশালী হতে পারে। মরণ দশাতেও শরীরের শেষ শক্তি কাজে লাগিয়ে বন্ধুর জন্য সত্যটা লিখে গিয়েছেন তিনি।

মহান রামেসিসের সাথে একাকী সাক্ষাৎ, নিঃসন্দেহে অনেক বড় সম্মানের ব্যাপারে। এমনকী তার ঔরসে জন্ম নেয়া সন্তান এবং সেনাপ্রধানের জন্যও। মেরেনেপটাহ স্টো বুঝতে পেরেছে। তাই চেষ্টা করছে নিজেকে শান্ত রাখার। জানে, পিতার অনুসন্ধিৎসু নজর এই মুহূর্তেও বিচার করছে ওকে।

'পিতা, আমি বলতে চাচ্ছি যে-'

'শব্দ খরচ করার দরকার নেই, মেরেনেপটাহ। আহসা আমার বন্ধু ছিল, তোমার না। সান্ত্বনা আমার দুঃখকে বিন্দুমাত্র হালকা করতে পারবে না। তাই কাজের কথায় এসো, আমার সেনাবাহিনী কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?'

'জি, মহামান্য।'

'এই মুহূর্ত থেকে, অসতর্কতাকে শিকেয় তুলে রাখতে হবে। অভাবনীয় এক পরিবর্তন আসতে চলেছে দুনিয়ায়, মেরেনেপটাহ। তাই নিজের এই দুনিয়াকে সুরক্ষিত রাখতে হলে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। সবসময় সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে।'

'আপনি কি তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন?'

'আহসার সাহায্যে আমরা একটা ফাঁদে পা দিতে দিতে বেঁচে গিয়েছি। আরেকটু হলেই শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করতাম আমরা। তবে পরিস্থিতি এখনও নাজুক। নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য হাট্টুসিলিকে মিশরের দিকে অগ্রসর হতেই হবে, তাও সেনা-সামন্ত নিয়ে।'

অবাক হয়ে গেল মেরেনেপটাহ। 'আমরা কিছুই করব না?'

'সে নিশ্চয়ই ভাবছে যে আমরা অগোছাল হয়ে আছি। নীল নদের শাখা নামক গোলকধাঁধায় ওরা পা রাখা মাত্র আমরা আক্রমণে যাব। আমাদের এলাকায় পা রাখলে, হিট্টিদের ঘোল খাওয়ানো কষ্টকর হবে না।'

মেরেনেপটাহকে অস্থির দেখাল।

'পরিকল্পনা পছন্দ হয়নি, বাছা?'

'তা না। তবে এই পরিকল্পনা. . .বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'

'নাকি বিপজ্জনক বলতে চাও?'

'আপনি আমার ফারাও। আপনার ইচ্ছাই আমার আদেশ।'

'মনের কথা বলো, মেরেনেপটাহ।'

'আপনার উপর আবার বিশ্বাস আছে, মহানুভব। যেমন আছে সমগ্র মিশরের।'

'তাহলে প্রস্তুত হও।'

এককালে জলদস্যু ছিল সেরামানা, তাই নিজের ইন্দ্রিয়ের উপরে রয়েছে ওর অগাধ বিশ্বাস। তার মন বলছে, সম্রাট হাট্টুসিলির সেনার হাতে পড়ে মারা যাননি আহসা। বরঞ্চ কোন পশুরূপী মানুষের শিকার হয়েছেন তিনি। যে পশুর উদ্দেশ্য অবশ্যই মহামান্য রামেসিসকে পঙ্গু করে দেয়া, তার বিশ্বাসভাজনদের সংখ্যাকে কমানো।

সেজন্যই ডেম টানিতের বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করছে সার্ড, উরি-টেশুপের জন্যই ওর এই প্রতীক্ষা।

বিকাল হবার কিছু আগেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে হিট্টি রাজকুমার। যে কালো ঘোড়ার পিঠে চড়েছে, সেটার গায়ে সাদা ছোপ ছোপ দাগ। কয়েকবার পেছনে ফিরে দেখে নিয়েছে, কেউ অনুসরণ করছে কিনা।

দারোয়ানের দিকে এগোল সেরামানা।

'আমি ডেম টানিতের সাথে দেখা করতে চাই।'

আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো এক কক্ষে সার্ডের সাথে দেখা করল বাড়ির মালকিন। তাকে দেখে সেরামানার মনে হলো, মহিলা শুকিয়ে গিয়েছেন।

'সরকারী কাজে এসেছ, সেরামানা?'

'নাহ, সামাজিকতা রক্ষার্থে। তবে আপনার উত্তরের উপরেই সব নির্ভর করছে।'

'তাহলে জিজ্ঞাসাবাদই তোমার উদ্দেশ্য!'

'তাও না। এসেছি এক সম্মানিত নাগরিকের সাথে কথা বলতে, যিনি আজকাল কুসঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'পারছেন, খুব ভালো করেই পারছেন। হাট্টি থেকে ফেরার পথে খুন হয়েছেন রাষ্ট্র সচিব আহসা, জানেন না?'

'খুন হয়েছেন. . .' আঁতকে উঠল টানিত। সেরামানার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বেশি কিছু করতে হবে না তাকে। একবার ডাক দিলেই ভেতরে প্রবেশ করবে লুকিয়ে থাকা চারজন লিবিয়ান দেহরক্ষী। কিন্তু রামেসিসের নিরাপত্তা প্রধানের কিছু হলে, ভুগতে হবে তাকেও। তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যাপারটা সামাল দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

'আপনার স্বামী বিগত দুই মাসে কী করেছে, কোথায় গিয়েছে-এসব তথ্য চাই আমি।'

'উরি-টেশুপ এই বাড়িতেই ছিল বেশিরভাগ সময়। নতুন বিয়ে হয়েছে আমাদের, এখনও ভালোবাসার প্রস্রবণ ফুরিয়ে যায়নি। মাঝে মাঝে শহরে হাঁটতে বেরোয়, বা যায় কোন শুঁড়িখানায়!'

'পাই-রামেসিস ছেড়ে বেরিয়েছে কখন এবং কখন ফিরে এসেছে?'

'আমার সাথেই ছিল সবসময়, রাজধানী ছেড়ে বেরোয়নি। পাই-রামেসিসে থাকতেই পছন্দ করে ও। আস্তে আস্তে অতীতকে কবর দিতে শুরু করেছে। তোমার-আমার মতোই, এখন সে ফারাওয়ের ভক্ত একজন প্রজা!'

'উরি-টেশুপ ঠাণ্ডা মাথার এক অপরাধী ছাড়া আর কিছুই না।' শক্ত কণ্ঠে বসল সেরামানা। 'যদি সে আপনাকে হুমকি দিয়ে থাকে তো আমাকে বলুন, নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা আমি নিজে করব। কর্তৃপক্ষ শয়তানটার একটা ব্যবস্থা করবে।'

ক্ষণিকের জন্য টানিতের মনে হলো, বাগানে গিয়ে লুকোয়। সেরামানার ওকে খুঁজে বের করবে, তারপর ওকে কানে কানে বলে দেবে লিবিয়ানদের কথা। আগের মতোই মুক্ত হয়ে যাবে ও। কিন্তু না. . .ও কাজ করার অর্থ হবে, চিরতরে উরি-টেশুপকে হারিয়ে ফেলা। তা হতে দিতে পারে না। এমন প্রেমিক আগে কখনও পায়নি টানিত। মনে হচ্ছে, উরি-টেশুপ নামের মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছে ভিড়ে।

'তুমি আমাকে আদালত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পার, সেরামানা। কিন্তু আমার জবাব পাল্টাবে না।'

'উরি-টেশুপ আপনাকে ধ্বংস করে দেবে, ডেম টানিত।'

হাসল মহিলা, সার্ড আসার কিছুক্ষণ আগের প্রেমলীলার স্মৃতি মনে পড়ে গিয়েছে। 'মিথ্যার বেসাতি শেষ হলে, আসতে পার।'

'আমি আপনাকে রক্ষা করতে চাই, ডেম টানিত।'

'আমি বিপদের মধ্যে নেই।'

'যদি কখনও মন পরিবর্তন করেন, তাহলে জানাতে ভুল করবেন না।'

বিশালদেহী সার্ডের ফোলা পেশিতে হাত বুলাল মহিলা। 'দেখতে শুনতে তুমি খারাপ না. . .কিন্তু আফসোস, প্রাণের সঙ্গীকে পেয়ে গিয়েছি আমি।'

সোনালি রঙের কলার, ল্যাপিস লাজুলির অলংকার এবং নীলকান্তমণির চুড়িতে দারুণ দেখাচ্ছে মিশরের মহারাণী, সুন্দরী ইসেটকে। মাথার মুকুটের শোভা বাড়াচ্ছে বড় বড় পালক, পরনে লিনেনের পোশাক আর পেছনে গোলাপি চাদর। আস্তে আস্তে পাই-রামেসিসের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। অবশ্যই পায়ে হেঁটে নয়, রথে চড়ে।

রাণীর ভ্রমণের খবর খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। অচিরেই তাকে এক পলক দেখার জন্য রাস্তার দুই পাশে ভিড় জমে গেল। তার রথে জোতা ঘোড়ার সামনে নানা রকম ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছে বাচ্চারা। এত কাছ থেকে রাণীকে দেখতে পেলে, সৌভাগ্য নেমে আসবে জীবনে। যুদ্ধের হুমকি সত্ত্বেও, রামেসিসের সিদ্ধান্ত জনমনে উল্লাসের জন্য দিয়েছে। যাই হোক না কেন, সুন্দরী ইসেটকে পরিত্যাগ করতে পারেন না তিনি।

সম্ভ্রান্ত পরিবারে বড় হয়েছেন ইসেট, তাই সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে তিনি আনন্দ পান। পাই-রামেসিসের সবাই তার পক্ষ নিয়েছে। রথ-চালকের আপত্তি সত্ত্বেও, গরীব এলাকাগুলোতে ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইসেট। সেখানকার অধিবাসীরা ভালোবেসে বরণ করে নিয়েছে তাকে।

সত্যিই, অন্য কারো চোখে নিজের প্রতি ভালোবাসা দেখার কোন তুলনা হয় না!

প্রাসাদে ফিরে এসেই, বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি। ভালোবাসার মদিরায় চুমুক দিয়ে যেন মাতাল হয়ে পড়েছেন; জনগণের বিশ্বাস, তাদের স্বপ্নের ঘ্রাণে আকুল হয়ে উঠেছে তার মন। ঘর থেকে বেরিয়ে ইসেটের উপলব্ধি হয়েছে-এই সব মানুষের রাণী তো কেবলই তিনি।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাথে রাতের খাবারের সময় রামেসিস ঘোষণা করলেন, যুদ্ধ সমাগত। ইসেটকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল সে সময়। নেফারতারির সমান হতে না পারলেও, সভাসদদের সম্মান কেড়ে নেবার মতো মহিলায় ভাস্বর হয়ে উঠছেন তিনি দিন কে দিন। নিজেও বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। রামেসিস যতদিন আছেন, হাত্তি ততদিন মিশরের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। উপস্থিত সবার মন ভরে উঠল তার এ কথায়।

প্রাসাদের ছাদে, অনেকক্ষণ পর, একাকী হবার সুযোগ পেলেন ফারাও এবং ফারাও-পত্নী। শহরের দিকে চেয়ে, স্ত্রীকে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরলেন রামেসিস।

'আজ রাতে তুমি ছিলে অনন্যা, ইসেট।'

'সবশেষে কী তাহলে আপনাকে আমি গর্বিত করতে পেরেছি?'

'তোমাকে আমিই রাজরাণী হিসেবে বরণ করে নিয়েছি ইসেট। বলতেই হয়, ভুল করিনি কোন।'

'হাত্তিদের সাথে আলোচনা কী একেবারেই ভেস্তে গিয়েছে?'

'আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

সুন্দরী ইসেট তার স্বামী, রামেসিসের কাঁধে মাথা রাখলেন।

'আমি জানি, যা-ই ঘটুক না কেন, জয় হবে কেবলই আপনার।'

বিশ

বড় অস্থির দেখাচ্ছে খাকে।

'যুদ্ধ. . .কিন্তু কেন?'

'মিশরকে রক্ষা এবং তোমাকে বিনা সমস্যায় থোথের বই খুঁজতে দেবার জন্য।'

'হিট্টিদের সাথে কি কোনভাবেই পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না?'

'ওদের সৈন্য এরইমধ্যে আমাদের উত্তরদিকের প্রদেশগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছে। আমাদেরও সময় হয়েছে নড়ে-চড়ে বসার। মেরেনেপটাহের সাথে যাচ্ছি আমি। তাই এখানকার সবকিছু সামলাবার দায়িত্ব থাকতে তোমার উপরে।'

'বাবা! আপনার জায়গায় আমি কোনদিনই বসতে পারব না। এমনকী অস্থায়ীভাবেও না।'

'পারবে খা। আহমেনি তো থাকছেই।'

'যদি আমার ভুল হয়?'

'প্রজাদের সুখের দিকে নজর রাখো, ভুল হবে না।'

রথে উঠে পড়লেন রামেসিস। তার পেছনে আসবে মেরেনেপটাহ এবং চারটি প্রধান ব্যাটেলিয়নের প্রধানরা।

রওয়ানা দেবার ইঙ্গিত দিতে যাবেন, এমন সময় এক আরোহী ছুটে এসে প্রবেশ করল প্রাঙ্গণে।

ঘোড়া থেকে নেমে রামেসিসের দিকে ছুটে এল সেরামানা।

'মহামান্য, আপনার সাথে এখুনি কথা বলতে হবে আমাকে।'

নিরাপত্তা প্রধানকে প্রাসাদের উপর নজর রাখতে বলেছিলেন ফারাও। তিনি জানেন, তার এই আদেশে কষ্ট হয়েছে বিশালদেহী সার্ডে। বহু বছর ধরে অপেক্ষায় আছে বেচারা; হিট্টিদের রক্তের রঙ কী-তা জানার বড় আগ্রহ তার। কিন্তু খা আর ইসেটকে অন্য কার হাতে ছেড়ে নিশ্চিন্ত হবেন রামেসিস?

'যা বলেছি তা বলেছি, সেরামানা। তোমাকে পাই-রামেসিসে থাকতে হবে।'

'আমার ব্যাপারে না, মহানুভব। কথা না বাড়িয়ে দয়া করে আসুন।' সার্ডকে দেখে মনে হচ্ছে, ভূত দেখেছে বুঝি!

'কী হয়েছে?'

'আসুন, মহামান্য। আমার সাথে আসুন. . .'

রামেসিস নির্দেশ দিলে মেরেনেপটাহকে, রওয়ানা দিতে দেরী হবে-এ কথা যেন তার জেনারেলদের জানিয়ে দেয় সে।

সেরামানার ঘোড়ার পিছু পিছু প্রাসাদের দিকে দৌড়াতে লাগল রামেসিসের রথ।

হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত পরিচারিকা, গৃহপরিচারিকা এবং অন্যান্য ভৃত্যরা। সবাই কাঁদছে অঝোর ধারায়।

সুন্দরী ইসেটের শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সেরামানা। দুঃখ এবং বিভ্রান্তি, দুটোই একসাথে খেলা করছে সার্ডের চেহারায়।

ভেতরে প্রবেশ করলেন রামেসিস।

লিলি ফুলের গন্ধে ভরে আছে ঘরের ভেতরটা, দুপুরের সূর্য তার উজ্জ্বলতাকে ম্লান করেনি এক বিন্দু। সুন্দরী ইসেট, রাজকীয় পোশাক এবং নীলকান্তমণির মুকুট পরে শুয়ে আছেন বিছানায়। দুই পাশে ছড়িয়ে আছে তার দুই হাত, চোখজোড়া খোলা।

সিকামোর গাছের নির্মিত টেবিলে পড়ে আছে অ্যান্টিলোপের চামড়া দিয়ে বানানো আলখাল্লা-সেটাউয়ের সেই আলখাল্লা, যেটা চুরি হয়েছিল।

'ইসেট. . .'

সুন্দরী ইসেট, রামেসিসের প্রথম প্রেম, খা এবং মেরেনেপটাহের মা, যে রাণীর সম্মান রক্ষার্থে পুরো মিশর রাজি ছিল যুদ্ধে লিপ্ত হতে. . .সেই সুন্দরী ইসেট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মৃত্যুর পরবর্তী জগতের দিকে।

'আমাদেরকে যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাতে, আত্মাহুতি দিয়েছেন রাণী।' ব্যাখ্যা করল সেরামানা। 'সেটাউয়ের আলখাল্লা থেকে বিষ নিয়ে পান করেছেন। কন্টকমুক্ত করেছেন শান্তির পথ।'

'তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, সেরামানা!'

এবার এগিয়ে এলেন আহমেনি। 'রাণী সাহেবা একটা চিঠি লিখে গিয়েছেন। ওটা পড়েই আপনার খোঁজে পাঠালাম সেরামানাকে।'

প্রথার প্রতি সম্মান দেখিয়ে, মৃতার চোখ বন্ধ করলেন না রামেসিস। খোলা চোখ এবং উজ্জ্বল চেহারা নিয়েই পরজীবনকে মোকাবিলা করাতে হবে তাকে!

রাণীদের উপত্যকায় রাখা হলো সুন্দরী ইসেটের মৃতদেহ, নেফারতারির সমাধির চাইতে অনেকাংশে সাধারণ একটা সমাধিতে স্থান হলো তার। রামেসিস নিজ হাতে পরিচালনা করলেন সমস্ত আচার। বিশেষভাবে নিয়োজিত যাজক এবং যাজিকাদের প্রার্থনার দ্বারা সদা জাগ্রত রাখা হবে রাণীর কা-কে।

সতেরো বছর বয়সে, ইসেটের মেমফিসের বাড়িতে একটা সিকামোর গাছ লাগিয়েছিলেন রামেসিস। সেটারই একটা ডাল আলতো করে শুইয়ে দিলে শবাধারের উপরে। তাদের যৌবনের স্মৃতিবাহী এই নিদর্শন নিঃসন্দেহে ইসেটের আত্মাকে রাখবে সমুন্নত।

আচার শেষে, রামেসিসের সাথে দেখা করার আবেদন জানালেন আহমেনি এবং সেটায়। উত্তর না দিয়েই কাছের একটা ঢাল বেয়ে উপরে উঠলেন ফারাও। তাকে অনুসরণ করলেন অন্য দুইজন।

চড়াই পথ, তার উপর আবার বালু দিয়ে ঢাকা. . .রামেসিসের দ্রুত পদক্ষেপ তো আছেই। আহমেনির মনে হলো, কেউ বুঝি তার ফুসফুসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কোনক্রমে উপরে উঠে দেখেন, রাণীদের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছেন ফারাও। ওখানেই শুয়ে আছে তার দুই অক্ষয় প্রেম-নেফারতারি এবং ইসেট।

চুপ করে আছেন সেটাউ, তিনিও দেখছেন মনলোভা দৃশ্যটাকে। পাথরের উপরে বসে পড়লেন আহমেনি, হাত দিয়ে মুছলেন কপালের ঘাম। সাহস করে ফারাওয়ের ধ্যান ভাঙালেন তিনি, 'মহামান্য, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয়ে আপনার মনোযোগ দরকার।'

'দেবতাদের প্রিয় এই জায়গার রূপ-সুধা পান করার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের প্রাত্যহিক প্রার্থনার কারণেই প্রতিদিন নতুন করে জন্মায় এই দেশ। আর সবই অর্থহীন।'

'নতুন করে জন্মাবার অবস্থা তো থাকতে হবে মিশরের! ফারাও যদি তার প্রজাদের অগ্রাহ্য করেন, তাহলে দেবতারা পরিত্যাগ করবেন মিশরকে।'

সেটাউয়ের ভয় হলো, আহমেনির কড়া কথায় না রামেসিস আবার রেগে ওঠেন। কিন্তু কিছুই করলেন না ফারাও, তাকিয়ে রইল সামনের দিকে।

'এবার কী বিপদ সামনে এনেছ, আহমেনি?'

'হাট্টুসিলি, হিট্টিদের সম্রাটের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি আমি। তাকে জানিয়েছি সুন্দরী ইসেটের মৃত্যুর খবর। দেশ নিমজ্জিত দুঃখে, এমনসময় যুদ্ধের প্রশ্নই ওঠে না।'

'ইসেটকে কেউ রক্ষা করতে পারত না,' যোগ করল সেটাউ। 'নানা ধরনের বিষ মিশিয়ে সেটাকে পান করেছেন রাণী। যাই হোক, ওই জঘন্য আলখাল্লাটা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি, রামেসিস।'

'তোমাকে আমি দায়ী মনে করি না, সেটাউ। ইসেট তাই করেছে যেটাকে সে মিশরের জন্য উপকারী বলে মনে করেছে।'

উঠে দাঁড়াল আহমেনি। 'ঠিক-ই করেছেন তিনি, মহামান্য।'

কষ্ট পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ফারাও। 'এই কথা বললে কী করে, আহমেনি?'

'আপনার রাগকে আমি ভয় পাই, মহামান্য। কিন্তু মনের কথাটা বলবই: শান্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্যই নশ্বর এই দুনিয়া ছেড়েছেন ইসেট।'

'তোমার কী মত, সেটাউ?'

আহমেনির মতো, সেটাউ নিজেও রামেসিসের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিজের উপর অনুভব করল। তবে তিনিও সিদ্ধান্ত নিলেন, সত্যিটাই বলবেন। 'আপনি যদি ইসেটের আবেদনকে কানে না তোলেন, তাহলে তার দ্বিতীয়বার মৃত্যু হবে। ব্যর্থ হবে তার আত্মত্যাগ।'

'তো আমাকে কী করতে বলো তোমরা?'

'হিট্টি রাজকুমারীকে বিয়ে করুন।' ঘোষণা করলেন যেন আহমেনি।

'এখন তো আর কোন বাধা নেই।' সেটাউ যোগ করলেন।

হাত মুঠো করলেন রামেসিস। 'তোমাদের ওই বুকের ভেতরে কী হৃদয় বলতে কিছু নেই? ওখানে কি পাথর ঢুকিয়ে রেখেছ? ইসেটের লাশ এখনও ঠাণ্ডা হয়নি পর্যন্ত! এদিকে আমাকে আবার বিয়ে করতে বলছ?'

'আপনি কোন সাধারণ বিপত্নীক নন।' সরাসরি বলল সেটাউ। 'আপনি মিশরের ফারাও। আপনার দায়িত্ব শান্তি রক্ষা করা, প্রজাদের সুরক্ষা দেয়া। আপনার ব্যক্তিগত চাহিদা বা ইচ্ছার কোন মূল্যই নেই মানুষের কাছে। তারা শুধু চায়-আপনি প্রজ্ঞার সাথে তাদের শাসন করবেন।'

'ফারাওয়ের প্রধান রাণী হবে এক হিট্টি রাজকন্যা. . .ব্যাপারটা কেমন কেমন হয়ে যাবে না?'

'একদম না,' আহমেনিও যোগ দিল। 'এছাড়া আমাদের দুই দেশকে একত্রিত করার আর কোন উপায় আছে? আপনি রাজি হলে, যুদ্ধের আর কোন সম্ভাবনা থাকবে না। ভেবে দেখুন, আপনার বাবা সেটি এবং আপনার মা টুইয়া এই অবস্থানে থাকলে কী করতেন? আমার কোন সন্দেহ নেই, তারা এমনটা হতে দেখে খুশিই হবে। আর আহসা? আহসার প্রাণ দেবার কি কোন অর্থ নেই?'

'তুমি রাজনীতিবিদের মতো কথা বলছ, আহমেনি।'

'আমি এক নগণ্য লিপিকার, তাও আবার ভগ্ন স্বাস্থ্যের। খুব একটা বুদ্ধিমান নই। তবে হ্যাঁ, আমি মহান এক ফারাওয়ের পাদুকা-বহনকারী। ওই পাদুকাগুলোকে রক্তে ভিজতে দেখার ইচ্ছা নেই আমার।'

'মা'তের আইন বলে, আপনাকে মহসরাণীর সাথে মিলে মিশে রাজত্ব করতে হবে,' সেটাউ জানালেন। 'তাই এই বিদেশিকে বিয়ে করলে আপনার কোন ক্ষতিই হবে না।'

'কিন্তু এই মেয়েকে যে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছি!'

'আপনার জীবন আপনার হাতে নেই, রামেসিস। মিশর আপনার কাছে এই কোরবানি চায়।'

'তোমরাও চাও, আমার বন্ধুরা।'

এক সাথে মাথা নাড়লেন আহমেনি এবং সেটাউ।

'আমাকে একা থাকতে দাও, অনেক কিছু ভাবতে হবে।'

রাতটা শৈলশিরার উপরেই কাটিয়ে দিলেন রামেসিস। সকালের আলো নিজের মাঝে টেনে নিয়ে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মৃতদের উপত্যকার দিকে। তারপর যোগ দিলেন অন্যদের সাথে। বিনাবাক্য ব্যয়ে, রথে উঠলেন তিনি। রামেসিয়াম, তার শাশ্বত মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন পূর্ণ গতিতে।

নেফারতারির জন্য প্রার্থনা সেরে, নিজ প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেলেন ফারাও। চুপচাপ বসে ভাবলেন দীর্ঘক্ষণ; দুধ, ডুমুর এবং তাজা রুটি খেয়ে পেট ভরালেন। তাকে দেখে মনে হলো, অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে তাজা হয়ে উঠেছেন। মনঃস্থির করে নিয়ে, আহমেনির কক্ষের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। ব্যস্ত লিপিকার তখন তার সঙ্গীর সাথে তথ্য বিনিময়ে ব্যস্ত।

'সবচেয়ে দামী প্যাপিরাস যোগাড় করো। তারপর আমার ভাই, হাট্টির সম্রাটকে চিঠি লিখবে একটা।'

'কী লিখব তাতে?'

'লিখবে যে আমি তার কন্যাকে আমার মহারাণী বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

একুশ

শক্তিশালী মদের তৃতীয় পাত্রটাও এক চুমুকে শেষ করে ফেলল উরি-টেশুপ।

'আপনি আজকাল পানের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন।' মন্তব্য করল রাইয়া।

'মিশরের আশীর্বাদগুলোকে উপভোগ করতে শেখনি তুমি। যাই হোক, কেউ অনুসরণ করেছিল?'

'জি না, দুশ্চিন্তা করবেন না।'

ফনিশিয় মহিলার বাড়িতে কখনওই মধ্যরাতের আগে আসে না সিরিয়ান লোকটা। কেউ যে তাকে দেখেনি, সে বিষয়ে নিশ্চিত।

'এই আচমকা আগমনের কারণ?'

'গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, মহামান্য, খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'যুদ্ধ শুরু হয়েছে।'

'না, মহামান্যা। মিশর এবং হাট্টির মাঝে কোন যুদ্ধই হবে না।'

পান পাত্র ছুঁড়ে ফেলে সিরিয়ান লোকটার কলার আঁকড়ে ধরল উরি-টেশুপ।

'কী সব বলছ? আমারা তো প্রস্তুতই ছিলাম!'

'সুন্দরী ইসেট মারা গিয়েছেন, রামেসিস তাই হাট্টুসিলির মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

অপরাধ-সঙ্গীকে ছেড়ে দিল উরি-টেশুপ। 'মিশরের রাণী হতে যাচ্ছে এক হিট্টি. . .অচিন্তনীয়ঃ ভুল হচ্ছে তোমার, রাইয়া!'

'না, মহানুভব। এই খবর রাজপ্রাসাদ থেকেই আনা হয়েছে। শুধু শুধু আহসাকে খুন করেছেন।'

'ওই জঘন্য টিকটিকির একটা ব্যবস্থা করা জরুরি হয়ে পরেছিল। আমাদের হাত আর বাঁধা নেই। রামেসিসের উপদেষ্টাদের আর কেউ আহসার মতো চালু না।'

'আমরা হেরে গিয়েছি, মহামান্য। নতুন করে বইতে শুরু করেছে শান্তির হাওয়া।'

'গর্দভ কোথাকার! যে মহিলা রামেসিসের মহারাণী হতে যাচ্ছে, তাকে চেন? সে-ও হিট্টি, রাইয়া। সত্যিকারের এক হিট্টি রাজকুমারী। জন্ম থেকে অহংকারী, চতুর এবং অবাধ্য!'

'মেয়েটা আপনার শত্রু, হাট্টুসিলির মেয়ে।'

'সেই সাথে আমার রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়ও। তবে সবচেয়ে বড় কথা, সে একজন হিট্টি। কোন মিশরীয়ের সামনে সে মাথা নত করবে না। তা সে ফারাও-ই হোক না কেন। এই আমাদের সুযোগ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাইয়া। মদের নেশায় মাথা পুরো নষ্ট হয়েছে যোদ্ধা রাজপুত্রের।

'আপনার এখন মিশর ত্যাগ করা উচিত।' পরামর্শ দিল সে।

'যদি নতুন রাণী আমাদের পক্ষে হয়, রাইয়া? তাহলে প্রাসাদের প্রাণকেন্দ্রে পাব এক মিত্রকে।'

'আপনি দিবা-স্বপ্ন দেখছেন, মহামান্য।'

'নাহ। নিয়তির ইঙ্গিত এই বিয়ে। এর পূর্ণ সুবিধা নেব আমি!'

'আপনি হতাশ হবেন বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

মদের চতুর্থ পাত্রটা মুখে তুলল উরি-টেশুপ। 'একটা ছোট্ট ব্যাপার আমাদের মাথায় ছিল না, রাইয়া। কিন্তু সময় আছে এখনও। লিবিয়ানদের ব্যবহার করতে হবে।'

আচমকা কেঁপে উঠল একটা পর্দা। সিরিয়ান ব্যবসায়ী সেদিকে আঙুল তুলে দেখাল। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে ওটার কাছে পৌঁছে গেল উরি-টেশুপ। আচমকা পর্দা সরিয়ে জাপ্টে ধরল কাঁপতে থাকা টানিতকে।

'আড়ি পেতে শুনছিলে?'

'না, না। তোমাকে খুঁজতে এসেছিলাম...'

'তোমার কাছে আমাদের কোন বিষয়ই গোপনীয় না প্রিয়। কেননা তুমি কখনওই আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।'

'করতে চাই-ও না! আমি প্রতিজ্ঞা করছি।'

'বিছানায় ফিরে যাও, আমি আসছি।'

টানিতকে ফিরিয়ে দিয়ে, অল্প কয়েকটা শব্দে রাইয়াকে নির্দেশ দিল উরি-টেশুপ।

পাই-রামেসিসের প্রধান কামারশালাটা অত্যন্ত ব্যস্ত। এখনও তলোয়ার, বর্শা এবং ঢাল বানাচ্ছে ওটা। ফারাওয়ের সাথে হিট্টি রাজকন্যার বিয়ে হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত, যুদ্ধের প্রস্তুতি থামবে না। এক কর্মচারী, বেশ দক্ষ, প্রাসাদ থেকে পাঠানো লোহার একটা ড্যাগারের প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়ল!

ধাতুটার মান, ড্যাগারের প্রস্থ, হাতের সাথে মানিয়ে যাওয়া-সব মিলিয়ে অসাধারণ এক সৃষ্টি। এই জিনিসের নকল করাটা যেন-তেন কাজ হবে না।

কয়েকবার চেষ্টা করতে হবে। এরইমাঝে বেচারার জিভ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করেছে, কাজে নেমে পড়ার আর তর সইছে না।

'তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে একজন।' জানাল এক আর্দালি।

আগন্তুক আসলে গতানুগতিক দেখতে একজন মার্সেনারি।

'কী চাই?'

'প্রাসাদ থেকে পাঠানো হয়েছে, ড্যাগারটা ফেরত চান ওনারা।'

'লিখিত আদেশ এনেছ?'

'অবশ্যই।'

'দেখাও তাহলে।'

কোমরে বাঁধা চামড়ার থলে থেকে একটা কাঠের ফলক বের করে আনল মার্সেনারি, দেখাল কর্মচারীকে।

'এগুলো তো হায়ারোগ্লিফ নয়!'

কথা শেষ হবার আগেই মাপা একটা ঘুষি বসাল রাইয়ার ভাড়া করা লিবিয়ান সৈন্য। ফলক এবং ড্যাগার তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কামারশালা থেকে।

লম্বা সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর, সেরামানা নিশ্চিত হলো যে কর্মচারী লকটা আসলে চোরের সাথে কোনভাবেই সম্পর্কিত নয়। হতে পারে, চোর বাবাজী আসলে কোন ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা। মিশরের সেনাবাহিনীতে এমন লোকের অভাব নেই।

'অথবা উরি-টেশুপের টাকা খাওয়া লোকও হতে পারে।' আহমেনিকে জানাল সার্ড লোকটা।

পাত্তা না দিয়ে নিজের কাজ করে চললেন লিপিকার। 'প্রমাণ আছে কোন?'

'আমার অন্তরাত্মা বলছে।'

'এসবের পেছনে সময় নষ্ট করার দরকার আছে। উরি-টেশুপ এখন যথেষ্ট ধনী, ওর না হলেও অন্তত ওর স্ত্রীর পয়সা আছে। শুধু শুধু হাট্টুসিলির ড্যাগার চুরি করতে যাবে কেন?'

'কেননা সে রামেসিসের ক্ষতি করার নতুন কোন পথ ভেবে রেখেছে।'

'এই মুহূর্তে হিট্টিদের সাথে মিশরের যুদ্ধ লাগার কোন সম্ভাবনাই নেই। তুমি বরং আহসার হত্যাকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাও। কোন অগ্রগতি?'

'এখনও না।'

'রামেসিস কিন্তু খুনির পরিচয় জানতে চাইছেন।'

'ওই খুন এবং এই চুরি, দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমার যদি কিছু হয়, তাহলে উরি-টেশুপকে ঝুলিয়ে দিয়েন।'

'তোমার আবার কী হবে?'

'আমাকে এখন লিবিয়ানদের ডেরায় নাক গলাতে হবে, নইলে কোন অগ্রগতি হবে না। ধরা পড়লে. . .বুঝতেই পারছেন, আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না।'

'তুমি ফারাওয়ের নিরাপত্তা প্রধান! তোমাকে স্পর্শ করার সাহসও কারো হবে না!'

'রাষ্ট্র সচিবকে খুন করার সাহস কিন্তু কারো না কারো হয়েছে।'

'অন্য কোন পথ নেই? নিরাপদ পথ?'

'নাহ, আহমেনি।'

লিবিয়ান মরুভূমির ঠিক কেন্দ্রে, যেকোন মরূদ্যান থেকেও অনেক দূরে মালফির তাঁবু। অবশ্য তাঁবু না বলে ওটাকে অস্থায়ী দুর্গ বলাই ভালো। বিশ্বাসী কিছু লোক দিন-রাত পাহারায় থাকে। গোত্র প্রধান লোকটা এই মুহূর্তে খেজুর খাচ্ছে আর থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছে দুধে। মদ বা বিয়ারে কোনদিন হাতও লাগাননি সে, ওগুলোকে শয়তানী তরল বলে বিশ্বাস করে।

মালফির ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর দলে আছে ওর নিজের গ্রামের লোকজন। মালফির সাহায্য না পেলে সবাই গরীব চাষা হিসেবেই দিন গুজরান করে দিত। এখন পেটে-পুরে খেয়ে আর মন ভরে পরে, হাতে তুলে নিয়েছে তলোয়ার, বন্দুক আর বর্শা। বলতে গেলে মালফির উপাসনা করে এরা। ওদের কাছে লোকটা হচ্ছে মরুভূমির প্রেত, যে কিনা চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র; আঙুল যার তলোয়ারের চাইতেও ধারাল, এবং যার মাথার পেছনেও সবসময় নজর থাকে।

'মহামান্য, লড়াই বেঁধেছে!' পানি বাহক এসে জানাল মালফিকে।

উঠে দাঁড়াল মালফি, ঢিমে তালে। চারকোনা মুখের অনেকটায় ঢাকা পড়েছে সাদা পাগড়ীতে, চওড়া কপাল যদিও। আস্তে-ধীরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সে।

এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে পঞ্চাশের চাইতেও বেশি মানুষ। নকল অস্ত্র ব্যবহার করছে, শিখছে খালি হাতে মারামারিও। মাঝ দুপুরের উত্তপ্ত সূর্যের প্রভাবের সামনে খুব কম মানুষই এমন কড়া প্রশিক্ষণ সইতে পারে।

সম্ভাব্য যে কাজের জন্য এদেরকে প্রস্তুত করা হচ্ছে, তার জন্য এই প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। রামেসিসের সেনার সামনে দাঁড়াতে হবে এদের। ফারাওদের হাতে বছরের পর বছর ধরে অপমানিত হয়ে আসছে মালফির দেশের মানুষেরা। শতাব্দী

প্রাচীন এই রাগ, এখনও টগবগ করে জ্বলে লিবিয়ানদের মনে। মরুভূমির গোত্রদের এক করতে না পারলে, প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব না।

ওফির, মালফির বড় ভাই, কালু জাদু প্রয়োগ করে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিল। সেই সাথে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল হিট্টি গোয়েন্দাদের একটা গোপন দল চালাবার ভার। প্রাণ দিয়ে নিজের ব্যর্থতার মাশুল গুনতে হয়েছে তাকে। ভাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মালফি। এক এক করে মরুভূমির সব গোত্রকে জড়ো করতে চাইছে সে।

হিট্টি রাজকুমার, উরি-টেশুপের সাথে দেখা হওয়াটা মালফির জন্য আশীর্বাদ। এমন শক্তিশালী মিত্র সাথে থাকলে, লিবিয়ানদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে। শতাব্দী ধরে বয়ে চলা লজ্জা আর রাগের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে মালফি।

এক রুক্ষ যোদ্ধা, অস্বাভাবিক নৃশংসতার সাথে দুই প্রতিপক্ষকে পেটাচ্ছে। লোকটা যেন ভুলেই গিয়েছে যে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে সে। প্রতিপক্ষের দুইজনই এই যোদ্ধার চাইতে লম্বা, হাতে বর্শাও আছে। মালফিকে আসতে দেখে, ভাব বেড়ে গেল যোদ্ধার। এক প্রতিপক্ষের মাথার উপর পা রেখে, মুচকি হাসল লোকটা।

আলখাল্লার ভেতর থেকে লুকানো ছোরা বের করে এনে, যোদ্ধাটার গলায় সেঁধিয়ে দিল মালফি।

বন্ধ হয়ে গেল হাতাহাতি, সবাই তাকাল ওর দিকে।

'প্রশিক্ষণ আবার শুরু করো, বেহুদা ঝামেলা করো না কেউ।' নির্দেশ দিল মালফি। 'আর মনে রেখ এই শিক্ষা, শত্রু যেকোন মুহূর্তে, যেকোন রূপে আসতে পারে।'

বাইশ

পাই-রামেসিসের প্রাসাদের সভাকক্ষ যে কাউকে তাজ্জব করার ক্ষমতা রাখে। এমনকী যেসব সভাসদেরা আগেও এর বিশাল সিঁড়ি বেয়ে উঠেছেন, তারাও প্রত্যেকবার সেই প্রথম অভিজ্ঞতার মতোই হতবাক হয়ে যান। প্রধান দরজায় লেখা আছে রামেসিসের রাজ্য-অভিষেকের সময় বরণ করে নেয়া নাম। সেই সাথে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে দুই ভূমির উপর তিনি রাজত্ব করেন, তাদের সাথে মহাবিশ্বের সম্পর্কের একটা প্রতিকৃতি।

তবে হ্যাঁ, সচরাচর পূর্ণ সভা বসে না এখানে। কেবলমাত্র মিশরের ভাগ্যে সুদূর বিস্তারী প্রভাব ফেলতে পারে, এমন কোন ঘটনা ঘটলে বা তার সম্মুখীন হলে রামেসিস সবাইকে এক হবার নির্দেশ দেন। তাই স্বভাবতই, ভারী হয়ে আছে পরিবেশ। গুজব যদি সত্যি হয় তো হিট্টি সম্রাট এখনও সৈন্য ফিরিয়ে নেননি। তার কন্যাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে, রামেসিস তাকে ভয়াবহভাবে অপমান করেছেন। ফারাও প্রস্তাব মেনে নিলেও, তাতে তৃপ্ত হয়নি হাট্টুসিলির মন।

রামেসিসকে তার স্বর্ণ-নির্মিত সিংহাসনের দিকে এগোতে দেখে, চুপ হয়ে গেল সবাই। ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হয় সিংহাসনের দিকে। একদম শেষ ধাপে খোদাই করা হয়েছে অসাধারণ এক দৃশ্য। দেখানো হয়েছে, পাতাল থেকে উঠে আসা এক শত্রুকে দুই চোয়ালের মাঝে ধরে রেখেছে একটা সিংহ। বোঝানো হয়েছে, মা'তের আইনের ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভারসাম্যকে প্রায়শই ভণ্ডুল করতে চায় অন্ধকারের শক্তি।

ফারাও পরে আছেন তার দ্বৈত-মুকুট। সাদা অংশটা মিশরের উচ্চভূমির শাসক হিসেবে, লালটা নিম্নভূমির। ঠিক মাঝখানে বসে আছে এক মেয়ে-কোবরা। ইউরিয়াসের মতো এখানেও সে বিষ ছিটাচ্ছে অন্ধকারের শক্তির দিকে। ডান হাতে রামেসিস ধরে আছেন 'জাদু' নামের রাজদণ্ড, দেখতে অনেকটা মেষপালকের লাঠির মতো। কেননা যেভাবে একজন মেষ তার পালের উপর নজর রাখে, তেমনি ফারাও নজর রাখেন তার প্রজাদের উপর। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা চিত্রকর্মের উপর নজর পড়ল ফারাওয়ের। ওতে দেখা যাচ্ছে, এক যুবতী নারী ধ্যান করছেন। অবয়বটা নেফারতারির। যিনি মৃত্যুর ওপাড় থেকে রামেসিসের শাসনকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন।

কিন্তু অতীত রোমন্থনের সুযোগ নেই ফারাওয়ের হাতে। যখন রাষ্ট্র নামক জাহাজ এগিয়ে যেতে থাকে, তখন সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন যে এক মুহূর্তের জন্যও অমনোযোগী হতে পারে না।

'আপনাদের সবাইকে ডেকে আনা হয়েছে; কারণ আপনাদের মাধ্যমে আমি সারা দেশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর পৌঁছে দিতে চাই। রাজধানীর বাতাসে অদ্ভুত সব গুজব ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই আমি সত্যটাকে ছড়িয়ে দেবার ব্রত করেছি।'

একেবারে পেছনে, অন্যান্য লিপিকরদের সাথে বসে ছিলেন আহমেনি। এমন ভান করছিলেন যেন ছোট কোন পদে আছেন তিনি। উপস্থিত জনসাধারণের মনোভাব বোঝার জন্য অবশ্য এই জায়গার বিকল্প নেই। সেরামানা সবার সামনের সারিতেই আছে। ঝামেলার আভাস পাওয়া মাত্র সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেটাউ তার নির্ধারিত জায়গাতেই আছেন, নুবিয়ার প্রাদেশিক শাসন কর্তার বাঁয়ে।

নিু রাজ্যের এক প্রশাসক সামনে এগিয়ে এল। ফারাওয়ের সামনে বাউ করে জানতে চাইল, 'আমি কি কিছু কথা বলতে পারি, মহামান্য?'

'অবশ্যই।'

'আহসা কি আসলেই হাট্টুসায় বন্দি হয়ে আছেন? হিট্টিদের সাথে শান্তি চুক্তি কী ভঙ্গ হয়েছে?'

'আমার বন্ধু, আহসা, পাই-রামেসিসে ফিরে আসার পথে খুন হয়েছে। তবে এখন মিশরের মাটিতে পরম শান্তিতে শুয়ে আছে সে। তার খুনের ঘটনার তদন্ত চলছে এখনও। আমার কোন সন্দেহ নেই, অচিরেই আমরা অপরাধীদের পাকড়াও করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে সমর্থ হবো। হিট্টিদের সাথে শান্তি চুক্তির অনেকাংশেই আহসার বদৌলতে পাওয়া। একে-অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরার যে প্রস্তাবে আমরা সম্মত হয়েছিলাম, সেটা বলবত আছে এবং থাকবে।'

'মহামান্য. . .আমরা কি জানতে পারি, পরবর্তী মহারাণী কে হতে চলেছেন?'

'হাট্টির সম্রাট, হাট্টুসিলির কন্যা।'

গুঞ্জন উঠল চারপাশে। অনেকক্ষণ পর একজন সেনাপ্রধান কথা বলার অনুমতি চাইলেন।

'মহামান্য, ব্যাপারটা অনেক বড় পরাজয় হয়ে গেল না?'

'মহারাণী ইসেট যতদিন জীবিত ছিলেন, হাট্টুসিলির প্রস্তাব ততদিন আমি নাকচ করে এসেছি। এখনকার পরিস্থিতিতে, মিশরবাসীর শান্তি রক্ষার্থে এই বিয়ের চাইতে ভালো আর কোন পদক্ষেপ নেই।'

'আমাদের কি হিট্টি সেনাবাহিনীকে আমাদেরই মাটিতে জায়গা করে দিতে হবে?'

'না, সেনাপ্রধান। শুধু একজন হিট্টি রাজকন্যাকে মেনে নিতে হবে।'

'বেয়াদবি ক্ষমা করবেন, মহানুভব, কিন্তু মিশরের সিংহাসনে একজন হিট্টি রমণী বসবেন? আনাতোলিয়ার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে মারা গিয়েছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি অসম্মান করা হবে না ব্যাপারটা? আপনার পুত্র মেরেনেপটাহের কারণে, আমরা লড়াই করতে প্রস্তুত। অস্ত্র-শস্ত্রও কম নেই। হিট্টিদেরকে আমরা ভয়ও পাই না। তাই বলছি কী, ওদের এই অসম্ভব দাবীর সামনে মাথা নত না করে, আমাদের উচিত ওদের মুখোমুখি হওয়া।'

অফিসার লোকটার খোলাখুলি কথা বলা দেখে মনে হচ্ছে, লোকটা নিজের পদ হারাবে।

'আপনার মন্তব্যে যুক্তি আছে।' রামেসিস মন্তব্য করলেন। 'কিন্তু আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক নেই। মিশর যদি আক্রমণ চালায়, তাহলে আমরাই শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করব। এটা কি কোন ফারাওয়ের আচরণ হতে পারে?'

পিছিয়ে গেলেন সেনাপ্রধান, উপস্থিত লোকজন সম্রাটের সাথে একমত বলে মনে হলো। এবার এগিয়ে এলেন খালসমূহের পরিদর্শক।

'যদি হিট্টি সম্রাট তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তার কন্যাকে মিশরে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে? এই আচরণ কি অসম্মানকর হবে না, মহামান্য?'

উত্তর দেয়ার জন্য এগিয়ে এল মেমফিসের প্রধান যাজক, ফারাও-পুত্র খা। 'মহামান্য সম্রাট কি আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার অনুমতি দেবেন?'

মাথা নেড়ে সায় জানালেন রামেসিস।

'আমার মনে হয়,' ফারাওয়ের বড় পুত্র মুখ খুললেন। 'রাজনীতি এবং কূটনীতি, কেবল মাত্র এই দুয়ের উপর নির্ভর করে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া একেবারেই উচিত না। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা এবং মা'তের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে মাথায় রাখতে হবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও। রাজত্বের ত্রিশতম বছরে, মহান রামেসিস তার জয়ন্তী-ভোজনোৎসব পালন করেছেন। এরপর থেকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, নিজের শক্তিকে তার কিছুদিন পরপরই পূর্ণ করে নিতে হবে। তেত্রিশতম বৎসরে তাই আমরা তার দ্বিতীয় জয়ন্তী-ভোজনোৎসব পালনের পরিকল্পনা করছি। তখনই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, আপনাদের সবার প্রশ্নের উত্তরও মিলবে।'

'জটিল এবং ব্যয়বহুল এক পরিকল্পনা।' খাজাঞ্চি আপত্তি করলেন। 'কিছুদিন পরে করলে হয় না?'

'অসম্ভব,' মন্তব্য করল খা। 'পুরাতন পুঁথি পড়ে এবং তারার গণনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি: দুই মাসের মাঝেই জয়ন্তী-ভোজ অনুষ্ঠিত হতে হবে।'

উত্তর-পূর্বদিকে কয়েকটা দুর্গের দায়িত্বে থাকা কমাণ্ডারের মনে হলো, তারও কিছু বলা দরকার। প্রথমই থেকেই তিনি যোদ্ধা, অভিজ্ঞ মানুষ। সেই সাথে প্রভাবশালী

এবং অনেক প্রভাবশালীর সাথে ওঠা-বসাও আছে। 'প্রধান যাজকের পদবীর প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই, এর মাঝেই যদি হিট্টিরা আক্রমণ করে বসে তো কী হবে? যখন হাট্টুসিলি জানবেন যে তার মেয়ের বিয়ের দিকে না তাকিয়ে আমরা এই ভোজের আয়োজন করছি, তখন কি তিনি অপমানিত হবেন না? আক্রমণ করে বসেন যদি? ফারাও তো তখন উৎসব নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, আমাদেরকে পরিচালনা করবে কে?'

'ধর্মীয় আচারই পারে আমাদেরকে রক্ষা করতে।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল খা। 'যেমনটা বরাবরই করে এসেছে।'

'একজন যাজকের তা মনে হওয়া অসম্ভব না। তবে একজন সৈন্য কিন্তু ব্যাপারটা দেখে ভিন্ন চোখে। হাট্টুসিলি আমাদেরকে আক্রমণ করতে চান না, কারণ তিনি রামেসিসকে ভয় পান। তিনি জানেন, আমাদের ফারাও অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটাতে পারেন। ফারাও যদি সামনে থেকে নেতৃত্ব না দেন, তাহলে হিট্টি সম্রাট নিঃসন্দেহে আক্রমণ চালিয়ে বসবেন।'

'মিশরের সুরক্ষা লুকিয়ে আছে জাদুর জগতে।' খা হাল ছাড়তে রাজি নয়। 'আমাদের শত্রু হিট্টিরাই হোক, অথবা অন্য কেউ, অশুভের পাঠানো শক্তি বই কিছু নয়। মনুষ্য কোন বাহিনী তাকে থামাতে পারবে না। ভুলে গেলেন, আমনই আমাদের মহান ফারাও রামেসিসকে শক্তি প্রদানের মাধ্যমে কাদেশের যুদ্ধে জয়ী করেছিলেন?'

এই যুক্তিতে কাজ হলো, আর কোন সেনানায়ক আপত্তি করলেন না।

'আমিও উৎসবে যোগ দিতে চাই,' জানাল মেরেনেপটাহ। 'নাকি ফারাওয়ের বদলে সীমান্তে টহল দেব?'

'আরো দুইজন রাজ-সন্তানকে সাথে নিয়ে তুমি সীমান্তে থাকবে. . .পুরো উৎসবের সময়টুকুতে।'

রামেসিসের আদেশ উপস্থিত জনসাধারণকে আশ্বস্ত করল। কিন্তু একজন যাজক আচমকা সামনে চলে এল। লোকটার মাথা কামানো, লম্বাটে চেহারা। 'মহামান্য অনুমতি দিলে, আমি প্রধান যাজককে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

আপত্তি করলেন না ফারাও।

'কোথায় এই জয়ন্তী-ভোজ অনুষ্ঠানটা পালন করার পরিকল্পনা করেছেন?'

'পাই-রামেসিসের মন্দিরে।'

'মহামান্য ফারাও কী দেবতাদের অনুমতি পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে কে?'

'সেটির অমর আত্মা।'

'ফারাও যে ঐশ্বরিক শক্তি পান, সেই আলো কোত্থেকে আসে?'

'সেই আলো নিজেই জন্মায়, ফারাওয়ের অন্তরে পুনর্বার তৈরি হতে থাকে।'

খাকে প্রশ্ন করা বাদ দিল যাজক, বুঝতে পারছে যে ফারাও-পুত্র তৈরি হয়েই এসেছে। মুখ গোমড়া করে রামেসিসের দিকে ফিরল সে।

'প্রধান যাজকের যোগ্যতা সত্ত্বেও আমার ধারণা, এই উৎসব পালন করা সম্ভব হবে না।'

'কেন?' হতবাক হয়ে গেল খা।

'কেননা মহারাণী এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। অথচ মহামান্য ফারাও বিপত্নীক, এখনও হিট্টি রাজকন্যাকে বিয়ে করেননি। আর তাছাড়া, বিদেশি একজন নারী আমাদের প্রথা সম্পর্কে জানেই বা কী?'

উঠে দাঁড়ালেন রামেসিস। 'ফারাও যে এই সমস্যার ব্যাপারে অবগত নন, তা তোমাকে কে বলল?'

তেইশ

সেই ছোট বেলা থেকেই চামড়া নিয়ে কাজ করছে টেচঙ্ক। ওর বাবা লিবিয়ান। গবাদি পশু চুরির অপরাধে কয়েক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল লোকটার, পাকড়াও করেছিল মিশরিয় রক্ষী বাহিনী। তবে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে সে। ফারাওয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন ইচ্ছাই নেই ওর। প্রথমে বুবাস্টিস, এবং পরে পাই-রামেসিসে কাজ করে নাম কামিয়েছে। বয়স এখন তার পঞ্চাশের কাছাকাছি, আফসোস মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মোটা এবং সুখী হয়েছে বটে, কিন্তু তার কারণ মাতৃভূমি লিবিয়ার দিকে না তাকিয়ে মিশরের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেয়া। ত্রিশজন কর্মচারী কাজ করে ওর অধীনে, লিবিয়ানদের জন্য সবসময় খোলা থাকে ওর দরজা। অচিরেই সে পরিণত হলো তার মতো লিবিয়ান ভাগ্যান্বেষীদের আশ্রয়স্থলে। এদের মাঝে বেশ কয়েকজন তো খুব সহজেই মিশরে আস্তানা গেঁড়ে বসল! কিন্তু অন্যরা কোনভাবেই মিশরকে নিজেদের দেশ বা কর্মস্থল ভাবতে রাজি হয়।

কিন্তু এখন অজানা এক আতঙ্ক ভর করেছে মিশরে, ভয় পাচ্ছে বেচারা টেচঙ্ক। মিশরের পতন চায় না বটে, তবে লিবিয়ান কাউকে ফারাও হিসেবে দেখতে পেলে আপত্তিও করবে না কোন। অথচ সেজন্য প্রথমে চাই, রামেসিসকে পথ থেকে হটিয়ে দেয়া. . .

মনকে শান্ত করার জন্য কাজে মন দিল টেচঙ্ক। ছাগল, ভেড়া, অ্যান্টিলোপ এবং অন্যান্য পশুদের চামড়ার একটা চালান এসেছে। ওগুলোকে শুকিয়ে, লবণ মাখাবার পর, দক্ষ একদল কর্মী মাটি মাখিয়ে দেবে। প্রস্রাব, পাখির পায়খানা এবং গবাদি পশুর মল মাখিয়ে নরম করা হবে তারপর। প্রচণ্ড বাজে দুর্গন্ধের জন্ম হয় সেই সময়। কর্তৃপক্ষ তাই প্রায়শই এসে হানা দেয় কর্মশালায়।

তবে তেল এবং অ্যালাম ব্যবহার করে তাড়াতাড়িও সারা যায় কাজটা। চামড়া নরম করার জন্য অনেক সময় দুইবার ভেজাতে হয় তেলে। কিন্তু টেচঙ্ক তাড়াতাড়িতে ভোলার মানুষ না। এজন্যই সে এতটা সফল। অবশ্য ট্যানিং-এর পর, চামড়া কাটার কাজেও লিবিয়ান লোকটা এক প্রতিভা। টেচঙ্কের কারখানা থেকে বের হয় ব্যাগ, কুকুরের কলার, চাবুক, দড়ি, পাদুকা, ছোরা এবং ড্যাগারের জন্য খাপ, মাথার টুপি, তূণীর, ঢাল এবং আরো অনেক কিছু।

অর্ধ-চন্দ্রাকার একটা ছোরা নিয়ে, উঁচু মানের একটা অ্যান্টিলোপ-চামড়া কাটছে টেচঙ্ক। এমন সময় বিশালদেহী এক দানব এসে প্রবেশ করল কারখানায়।

সেরামানা, রামেসিসের রক্ষী দলের প্রধান. . .অবাক হয়ে নিজের হাত কেটে ফেলল টেচঙ্ক। আঁতকে উঠল বেচারা, রক্ত ঝরছে। এক সহকারীকে চামড়া থেকে রক্ত পরিষ্কার করার নির্দেশ দিয়ে, ক্ষতস্থানটা ধুয়ে ফেলল সে। তারপর ওতে মধু লাগাল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশালদেহী সার্ডিনিয়ান, দেখছে সবকিছু। কিছুক্ষণ পর, তার সামনে এসে বাউ করল টেচঙ্ক।

'ক্ষমা করবেন, আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আমারই দোষে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল. . .'

'তাই নাকি! আমি তো জানতাম, তুমি ছোরা হাতে দারুণ দক্ষ।'

ভয়ে কাঁপছে টেচঙ্ক। লিবিয়ান যোদ্ধার রক্ত বইছে ওর দেহে। তাই যেকারো রক্তচক্ষু ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা ওর থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেরামানা যে একাধারে প্রাক্তন জলদস্যু, একজন সার্ড এবং বিশালদেহী!

'আপনার জন্য কিছু করতে পারি?'

'সেরা চামড়া দিয়ে বানানো একটা কব্জি-বন্ধনী দরকার ছিল। আজকাল কুড়াল তুলতে গিয়ে ব্যথা পাই।'

'আপনাকে বেশ কিছু মডেল দেখাতে পারব।'

'শুনেছিলাম, আপনার সেরা মডেলগুলো পেছনের ঘরে থাকে?'

'না, মানে-'

'আমি জানি থাকে, টেচঙ্ক। চলুন, যাওয়া যাক।'

'অবশ্যই।'

কুল কুল করে ঘামছে টেচঙ্ক। সেরামানা কিছু টের পায়নি তো? নাহ, তা কী করে হয়! নিজেকে সামলাতে হবে, ভাবল লিবিয়ান। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হচ্ছে। মিশরে চলে আইনের শাসন; সার্ড লোকটা বিশালদেহী হলেও, ওর বিরুদ্ধে চাইলেই সহিংসতা ব্যবহার করতে পারবে না।

সেরামানাকে পথ দেখিয়ে পেছনের দিকে নিয়ে এল চামড়া-শিল্পী। এখানে ও সেসব জিনিস রাখে, যেগুলো কোনদিন বিক্রি করার ইচ্ছা নেই ওর। তাদের মাঝে লাল চামড়ার একটা কব্জি-বন্ধনীও আছে।

'আপনি কি আমাকে ঘুষ দিতে চাইছেন, টেচঙ্ক?'

'অবশ্যই না!'

'এই জিনিস তো রাজাদের হাতে মানায়!'

'আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।'

'দারুণ দক্ষ শিল্পী আপনি, টেচঙ্ক। ভালোই ব্যবসা করছেন। বিশাল আপনার গ্রাহকের তালিকা। কিন্তু. . .আফসোসের কথা!'

আবারো আঁতকে উঠল লিবিয়ান। 'আমি বুঝলাম না. . .'

'কেন শুধু শুধু এসব ঝুঁকিতে ফেলছেন?'

'ঝুঁকিতে ফেলছি?' বোকার মতো বলল লিবিয়ান।

অসাধারণভাবে নির্মিত একটা বাদামী চামড়ার ঢালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল সেরামানা, 'বলতে কষ্টই হচ্ছে, আপনি বড়-সড় এক বিপদে পড়েছেন।'

'কিন্তু কেন?'

'এটা চিনতে পারেন?' স্ক্রোলের খাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এমন একটা চামড়ার ঘনক বের করে আনল ফারাওয়ের দেহরক্ষী। 'আপনি বানিয়েছেন না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু-'

'হ্যাঁ? নাকি না?'

'ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি। ওটা আমিই বানিয়েছি।'

'কার নির্দেশে?'

'প্রধান মন্দিরের এক যাজকের নির্দেশে।'

মুচকি হাসল সার্ড। 'আপনি একজন সৎ মানুষ, টেচঙ্ক। আমি আগে থেকেই জানতাম।'

'আমার যে লুকাবার কিছুই নেই, জনাব।'

'তবে একটা ভুল করে ফেলেছেন আপনি।'

'কী?'

'এই খাপটা ব্যবহার করে বিদ্রোহ-মূলক একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।'

লিবিয়ানের মনে হলো, ওর দুনিয়া ছোট হয়ে আসছে। 'এটা. . .এটা. . .'

'কোন না কোন ভাবে পালটে গিয়েছিল হয়তো।' ব্যাখ্যা করল সেরামানা। 'যাজক অবাক হয়ে দেখলেন, এতে রামেসিসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার জন্য লিবিয়ানদের প্রতি আহ্বান সম্বলিত একটা চিঠি রাখা।'

'না, না. . .তা অসম্ভব!'

'আপনি স্বীকার করছেন যে এই খাপটা আপনার বানানো। তার অর্থ এই দাঁড়ায়, বার্তাটাও আপনারই লেখা।'

'না, জনাব। কসম খেয়ে বলছি, ও চিঠি আমি লেখিনি!'

'আপনার কাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, টেচঙ্ক। এসব ঝামেলায় আপনার এই বয়সে জড়ানো উচিত হয়নি। এমন পাগলামী যে কেন করতে গেলেন!'

'জনাব, আমি-'

'দয়া করে কোন মিথ্যা কথা বলবেন না, নইলে পরকালেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। আপনি বিপথ-মুখো হয়েছিলেন, জনাব। তবে আমার বিশ্বাস আপনাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভুল পথে নেয়া হয়েছে। এমন ভুল আমাদের যে কারো হতে পারে।'

'এসবই আসলে ভুল বোঝাবুঝি। আমি-'

'শুধু শুধু কথা খরচ করবেন না, টেচঙ্ক। আমার লোকরা মাসখানেক হলো আপনার উপর নজর রাখছে। আমি জানি, আপনার এই কর্মশালায় লিবিয়ান বিদ্রোহীরা থাকে।'

'না, জনাব! কোন বিদ্রোহীর জায়গা নেই আমার এখানে। শুধু ভাগ্যহারা লিবিয়ানরাই থাকে। আর এটাই কী স্বাভাবিক আচরণ নয়?'

'নিজের ভূমিকা ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি না থাকলে, কোন গোপন নেটওয়ার্কই গড়ে উঠতে পারত না।'

'আমি একজন সৎ ব্যবসায়ী, আমি-'

'তাহলে আরকী, চলুন তবে-রক্ষী বাহিনীর কাছে যাওয়া যাক। আমার কাছে যা প্রমাণ আছে, তা দিয়ে আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলানো সম্ভব। নিদেনপক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো হবে। উজিরকে শুরু এই খাপটা দেখাতে হবে, আপনার গ্রেফতারী পরোয়ানা মিলতে দেরী হবে না। জনসম্মুখে বিচার করে সাজা দেয়া হবে আপনাকে।'

'কিন্তু আমি যে নিরপরাধ!'

'সেটা আপনার দাবী। তবে প্রমাণ কিন্তু ভিন্ন গল্প শোনায়। ফাঁদে আটকে গিয়েছেন আপনি, টেচঙ্ক। এখন শুধু একজন মানুষ আপনার উপকার করতে পারে। আর সেই একজন মানুষ হচ্ছি আমি।'

'কী...কী করলে আপনার সাহায্য পাব?'

চামড়ার ঢালটায় হাত বুলালো সেরামানা।

'মানুষ যে পর্যায়েই উন্নীত হোক না কেন, তার মনে কিছু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে। আমিও ব্যতিক্রম নই, কামাই ভালোই। ঘর-বাড়িও আরামদায়ক, নারীর সান্নিধ্য নিয়ে কোন অনুযোগ নেই। কিন্তু আমার কিছু উপরি দরকার. . .বুড়ো বয়সের জন্য। আমি চুপ করে থাকব. . .তবে সেজন্য আপনার আমাকে খুশি করতে হবে, টেচঙ্ক।'

'কত?'

'ভুলে যাবেন না, যাজকের মুখও বন্ধ করাতে হবে আমার। আপনি যা দেবেন, তার অনেকটাই ওই ব্যাটার পেটে যাবে।'

'এর বিনিময়ে কি আপনি আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবেন?'

'আমার কাজটাও তো বাঁচাতে হবে।'

'আর কী চান আপনি?'

'যে লিবিয়ান লোকগুলো আহসার খুনের জন্য দায়ী, তাদের নাম।'

'ওই ব্যাপারে আমার কোন ধারণাই নেই!'

'হয়তো কথাটা সত্যি! তবে আপনি চাইলে যে আমাকে খোঁজ নিয়ে জানাতে পারবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার খবরী হোন, টেচঙ্ক। আখেরে লাভ আপনারই হবে।'

'যদি আমি না পারি।'

'তাহলে. . .' হুমকিটা শেষ করল না সেরামানা। 'আমি জানি যে আপনি পারবেন। যাই হোক, এসেছিলাম আনুষ্ঠানিক কাজে। একশো ঢাল এবং খাপের বায়না করতে। প্রাসাদে এলে আমার খোঁজ করবেন দয়া করে।'

চলে গেল সেরামানা, পেছনে রেখে গেল বিভ্রান্ত টেচঙ্ককে। আহমেনির কথা মতো সার্ড লোকটা নিজেকে টাকার লোভী বলে উপস্থাপন করেছে। যে সোনা পেলে নিজের ফারাওয়ের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। টেচঙ্ক যদি টোপ গেলে, তাহলে কথা বলতে ভয় পাবে কম। সেই সাথে সেরামানার অনুসন্ধানের জন্যও অনেক তথ্যের জোগান দিতে পারবে।

চব্বিশ

রাজত্বের তেত্রিশতম বছরে এসে, থিবসের শীতকালটা বেশ নমনীয়ই মনে হলো রামেসিসে। মেঘহীন, পরিষ্কার নীল আকাশ; শান্ত নীল নদ এবং তার তীর ঘেঁষে সবুজের সমারোহ। এক গ্রাম থেকে ফসল নিয়ে আরেক গ্রামের দিকে যাচ্ছে গাধার দল। দুধে ফুলে ওঠা ওলান নিয়ে রাখালদের তাড়া খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে গাভীর পাল। বাড়ির দরজার সামনে বসে পুতুল নিয়ে খেলছে মেয়েরা। এদিকে বল নিয়ে দৌড়াদৌড়িতে নাম লিখিয়েছে যেন সব কমবয়সী ছেলের দল. . .অদ্ভুত এক শান্তি বিরাজ করছে মিশরের উপরে; যেন কোন দিনই পরিবর্তন ঘটবে না কোন কিছুর।

দৃশ্যটাকে প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন রামেসিস। শাশ্বত মন্দিরগুলো নীলের পশ্চিম পাড়ে বানিয়ে, দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তার পূর্ব পুরুষেরা। গুনরাহ-এ অবস্থিত মন্দিরে সকালের নানা আচার পালন করার পর, ছোট প্রার্থনা কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন ফারাও। মহান সেটির অমর কা এই গুনরাহ-এই বাস করে। প্রার্থনা কক্ষের দেয়াল খোদাই করা প্রতিটা হায়ারোগ্লিফে রয়েছে তার পিতার আত্মা। নীরবতার মাঝে ডুব দিয়ে যেন ফারাও শুনতে পাচ্ছিলেন তার পিতার কণ্ঠ।

বিশাল প্রাঙ্গণ ধরে সূর্যের নরম আলো গায়ে মেখে এগোচ্ছিলেন ফারাও, আচমকা দেখতে পেলেন-একদল যাজিকা গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এসেছে। মেরিটামন তার পিতাকে দেখা মাত্রই দলটা থেকে আলাদা হয়ে গেল। কাছে এসে বাউ করল সে।

দিন যাচ্ছে, আর একটু একটু করে অবিকল নেফারতারি ফুটে উঠছেন মেয়েটার মাঝে। আদর করে বুকের মাঝে মেয়েকে টেনে নিলেন রামেসিস। আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলেন তারা; স্ফিংক্স, অ্যাকাশিয়া আর ঝাউ গাছের ছায়ায়।

'বাইরের দুনিয়ার খবর রাখ?'

'না, বাবা। আমি জানি যে আপনি মা'তের সেনা হয়ে অন্ধকার এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। আর কিছু জানার দরকার কী? পার্থিব দুনিয়ার নোংরা গুজব আমাদের এই মন্দিরের চার দেয়ালের ভেতর প্রবেশ করতে পারে না।'

'যদি ভাগ্য হস্তক্ষেপ না করত, তাহলে তোমার মা-ও এই জীবন যাপন করতেন।'

'আমার মায়ের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক কি আপনিই ছিলেন না?'

'ফারাওয়ের দুর্ভাগ্য। তার অন্তর সবসময় মন্দিরে থাকলেও, বাইরের পৃথিবীতেই তাকে বাস করতে হয়। মেরিটামন, আমাকে মিশরের শান্তি রক্ষা করতে হবে। এজন্য সম্ভবত সম্রাট হাট্টুসিলির কন্যাকে বিয়েও করতে হবে।'

'সে-ই কি মহারাণী হবে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু বিয়ের আগেই আমাকে জয়ন্তী-ভোজের উৎসব পালন করতে হবে। তাই এখন আমাকে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে তোমার অনুমতির প্রয়োজন।'

'সরকারী কাজে আমার অংশ নেয়ার ইচ্ছা নেই, আপনি তো তা ভালো করেই জানেন।'

'স্থানীয় একজন মহারাণী ছাড়া, এই উৎসবের আচারাদি পালন করা সম্ভব না। তুমি সেই দায়িত্ব পালন করবে?'

'আমাকে তাহলে চিরকালের জন্য থিবস ছেড়ে পাই-রামেসিসে যেতে হবে?'

'আনুষ্ঠানিকভাবে তুমিই হবে মিশরের রাণী। কিন্তু চাইলে এই জীবনেও ফিরে আসতে পারবে।'

'ভবিষ্যতে আমাকে জনসম্মুখে আসতে হবে না আর?'

'আমার জয়ন্তী উৎসবে তোমার সাহায্যের দরকার হবে। মারা যাবার আগ পর্যন্ত তিন-চার বছর অন্তর তা উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাবা। চাইলেই তুমি অস্বীকৃতি জানাতে পারো, মেরিটামন।'

'কিন্তু. . .আমিই কেন?'

'কেননা এতগুলো বছরের ধ্যানের ফলে তুমি মানসিক এবং আত্মিরিকভাবে সেই ক্ষমতা ধারণের যোগ্য হয়েছ।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মেরিটামন, মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে।

'অনেক বড় কাজ, বাবা। কিন্তু ফারাওয়ের আদেশ শিরোধার্য।'

সময় ভালো যাচ্ছে না সেটাউয়ের। নুবিয়া থেকে অনেক দূরে আছেন তিনি, তাই নিজেকে কেন যেন নির্বাসিত বলে মনে হচ্ছে। তবে কাজের কোন কমতি নেই। রাতে গ্রামের দিকে যান লোটাস, নিয়ে আসেন অসাধারণ সব সাপের নমুনা। ওগুলো থেকে পাওয়া বিষ নানা রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজে আসে। রাজকীয় গবেষণাগারে যেন নতুন করে জীবন দান করেছে ওগুলো। তাছাড়া আহমেনির পরামর্শ অনুসারে পাই-রামেসিসে থাকার এই দিনগুলোতে দক্ষতার সাথে প্রশাসনের নানা দিক সামলানো শিখে নিচ্ছেন তিনি। বুঝতে পারছেন সেটাউ, নুবিয়ার জন্য

জন্য অনুদান সংগ্রহ করার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে আসলে কাজ হবার কথা না। তাই আস্তে আস্তে নিজের চাহিদা উপস্থাপনের পদ্ধতিতেও এনেছেন পরিবর্তন। ফলাফল? আশাপ্রদ।

সরকারের যে দফতর ব্যবসা-সংক্রান্ত জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তার প্রধানের অফিস থেকে খুশি মনে বেরিয়ে আসছেন তিনি। লোকটা তাকে নতুন তিনটা মালবাহী জাহাজ দেয়ার ওয়াদা করেছে। আচমকা খা পড়ে গেল সামনে। ছেলেটার চেহারা কালো হয়ে আছে।

'কোন সমস্যা?'

'জয়ন্তী-ভোজের ব্যবস্থা করতে গেলে, সারাক্ষণ সেদিকেই মনোযোগ দিতে হয়ে। কিন্তু কেবলই কিছু বাজে সংবাদ পেলাম। মন্দিরে রশদ সরবরাহ পরিদর্শনকারীর মতে, তাদের কাছে কিছুই নেই! অথচ যথেষ্ট পরিমাণে পাদুকা, লিনেন এবং অ্যালাবাস্টারের পাত্র থাকার কথা ছিল। আমার সব হিসাব ভণ্ডুল হয়ে গেল।'

'কোন ব্যাখ্যা দেয়নি?'

'সে তো ছিলই না, কোথায় জানি গিয়েছে! তার স্ত্রী চিঠি লিখে জানালেন।'

'দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে না সে। আমি ছোটখাটো কর্মকর্তা, কিন্তু আমিও এমন কাজ করতাম না কখনওই! চলো, আহমেনির কাছে যাই।'

হাঁসের রান চিবাচ্ছেন আহমেনি, সেই সাথে পড়ছেন খায়ের অভিযোগের পাত্র সেই পরিদর্শকের পাঠানো প্রতিবেদন।

রামেসিসের ব্যক্তিগত সহকারীর সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগল না।

'কোথাও কোন কিন্তু আছে। খা-এর এই বাড়তি রশদ পাওয়ার মাঝে আমি কোন সমস্যা দেখছি না। আমার হিসাব অনুসারে, সেসব পাঠাতেও কোন সমস্যা হবার কথা না। নাহ, ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না. . .একদম না।'

'পরিদর্শকের হিসাবে ভুল হতে পারে না?'

'তা পারে। কিন্তু আমার হিসাবে পারে না। মিলিয়ে দেখলাম তো।'

'পুরো উৎসবের উপরেই কিন্তু এর একটা প্রভাব পড়বে,' প্রধান যাজক বলল। 'দেব-দেবীদের জন্য যদি সবচেয়ে ভালো লিনেন, চন্দন এসবের ব্যবস্থা না করা যায়-'

'আমি এখুনি সবকিছু হিসাব করে দেখছি।' ঘোষণা করলেন যেন আহমেনি।

'একজন লিপিকারের মাথা থেকে এ ছাড়া আর কী বুদ্ধি বেরোবে?' মন্তব্য করলেন সেটাউ। 'সবকিছু হিসাব করে দেখতে অনেক সময় লেগে যাবে। অনানুষ্ঠানিকভাবে এগোন যাক। তোমার সহকারীর নাম বলো, বাকিটা আমি দেখছি।'

ভ্রু কুঁচকে তাকালেন আহমেনি। 'আইনের সাথে লুকোচুরি খেলা হয়ে যায়. . .আর তাছাড়া ব্যাপার যদি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়?'

'নির্ভরযোগ্য কিছু সাহায্যকারী আছে আমার। শুধু শুধু কথা খরচ করো না তো। যা বলছি, তা লিখে দাও, আহমেনি।'

মেমফিসের উত্তরে, গুদামঘরের এলাকায়, দক্ষতার সাথে সব পরিচালনা করছে ডেম চেরিস। ছোটখাটো হলেও, আকর্ষণীয়া এক রমণী সে; সেই সাথে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞও। খচ্চর-চালকদের নির্দেশনা দিচ্ছে সে, বাঁধাই-ছাদাইকারীরাও বাদ যাচ্ছে না, সেই সাথে রশিদ মিলিয়ে দেখা তো আছেই। দরকারে-অদরকারে হাতের ছড়িটা নাড়াচ্ছে বারবার।

এমন শক্ত মানসিকতার মহিলাই পছন্দ সেটাউয়ের। কয়েকদিন ধরে দাড়ি কামাননি তিনি, চুল উস্কো-খুস্ক। পরনের আলখাল্লাটা আগের চাইতেও বেশি জীর্ণ। ডেম চেরিসের নজরে আসতে বেশি সময় লাগল না তার।

'এখানে ভিক্ষা করা যাবে না।' সাবধান করে দিল মহিলা।

'আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই।'

'ওসবের সময় নেই, খুব ব্যস্ত আছি।'

'আপনার কাজের ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি।'

ক্রূর হাসি হাসল মহিলা। 'মেয়েমানুষকে সবার উপরে দেখে খারাপ লাগছে।'

'নাহ, শুধু জানতে চাই, আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে কিনা।'

কালো চোখগুলোতে বিস্ময় খেলে গেল। এরকম এক ভবঘুরের তো এভাবে প্রশ্ন করার কথা না!

'কে আপনি?'

'কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সহকারী হিসাবরক্ষক।'

'ক্ষমা করবেন, আমি বুঝতে পারিনি। আপনার পোশাক দেখে...'

'অসুবিধা নেই। আমার ঊর্ধ্বতনরাও পছন্দ করেন না। তবে নিজের কাজে সফল বলে, বেশি একটা ঘাটানও না।'

'অনুমতির কথা জানতে চাইছিলেন, আমি কি আপনার অনুমতিপত্র দেখতে পারি?'

'অবশ্যই।'

প্যাপিরাসের খণ্ডটায় সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই আছে। এমনকী উজিরের সিলও বাদ পড়েনি।

কয়েকবার করে কাগজটা পড়লেন ডেম চেরিস। এই সহকারী হিসাবরক্ষককে গুদামঘরের সবকিছু দেখার পূর্ণ অনুমোদন দেয়া হয়েছে!

'অবশ্য আমাকে বলা হয়েছিল, এই কাগজটা আপনার স্বামীকে দেখাতে।'

'তিনি শহরে নেই।'

'এসব দেখা কি তার দায়িত্ব নয়?'

'আমার শাশুড়ির বয়স অনেক, তাকে দেখতে গিয়েছেন।'

'তাই নিজের সুন্দর ঘাড়ে দায়িত্বটা নিয়ে নিয়েছেন আপনি, তাই না?'

'এই কাজের সবকিছুই আমার জানা।'

'একটা বড় ধরনের সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের সামনে, ডেম চেরিস। আপনি বলেছেন, জয়ন্তী-ভোজের জন্য দরকারি রশদের যোগান দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব না!'

'আসলে. . .আদেশটা হঠাত করেই এসেছে. . .অপ্রাপ্যতাও একটা কারণ।'

'ব্যাখ্যা করতে পারবেন?'

'আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানি না। তবে শুনেছি যে আরেকটা জায়গায় রশদ পাঠানো হয়েছে।'

'কোন জায়গা?'

'আমাকে বলা হয়নি।'

'কার অনুমতিক্রমে?'

'তা-ও জানি না। তবে আমার স্বামী ফিরে এলে আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।'

'আগামীকাল সকালে আমি আপনাদের হিসাব দেখতে চাই, গুদামঘরও ঘুরে দেখব।'

'আগামীকাল কিছু কাজ ছিল, তাছাড়া-'

'মনে রাখবেন, ডেম চেরিস। আমি বিশেষ নির্দেশে এসেছি। আমাকে যত দ্রুত সম্ভব একটা প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। আপনার সব হিসাবের খাতা আমাকে দেখাবেন।'

'কোত্থেকে শুরু করতে হবে, তাই তো বুঝতে পারবেন না!'

'আমি ব্যবস্থা করে নেব। আগামী কাল দেখা হচ্ছে তাহলে, ডেম চেরিস।'

পঁচিশ

নষ্ট করার মতো একটা মুহূর্ত হাতে নেই ডেম চেরিসের। আরো একবার তার নির্বোধ স্বামী ফারাওয়ের আদেশ পাওয়া মাত্র গণ্ডগোল বাধিয়ে ফেলেছে। যখন লোকটা জানিয়েছিল যে কী উত্তর সে লিখে পাঠিয়েছে, তখন খেপে বোম হয়ে গিয়েছিল মহিলা। কিন্তু কিছুই যে করার ছিল না। উত্তর নিয়ে ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল বার্তাবাহক. . .

সাথে সাথে স্বামীকে থিবসের দক্ষিণে অবস্থিত এক গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিল চেরিস। আশা ছিল, এসব নিয়ে আর কেউ ঘাঁটাবে না। প্রাসাদও অন্য কোথাও থেকে রশদের ব্যবস্থা করে নেবে।

কপাল মন্দ, সরকারের এমন আচরণ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। দেখতে যেমনই দেখাক না কেন, এই সহকারী হিসাবরক্ষক লোকটা বেশ চালু এবং নিজের কাজে দক্ষ বলেই মনে হলো। একবার ভেবেছিল চেরিস, পয়সা দিয়ে কিনে নেবে। কিন্তু কাজটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। তাই বিকল্প পথে এগোতে হচ্ছে ওকে। দিনের কাজ শেষে, চারজন লোককে থেকে যাবার নির্দেশ দিয়েছে সে। হ্যাঁ, অনেক কিছু হারাতে হবে। তবে হাতকড়া এড়াতে হলে এর কোন বিকল্প নেই।

'মাঝরাতের সময় এখানে আসবে।' উপস্থিত চারজনকে নির্দেশ দিল চেরিস। 'প্রধান গুদামের বাঁ দিকের ঘরটায় একসাথে প্রবেশ করতে হবে তোমাদের।'

'কিন্তু ওটা তো সবসময় বন্ধ থাকে।' আপত্তি জানাল একজন।

'তোমাদের জন্য খুলে রাখা হবে। ওখানকার সবকিছু নিয়ে প্রধান গুদামে রাখতে হবে তোমাদের। সাবধান, কোন শব্দ যেন না হয়।'

'মালকিন, কাজের সময়টা অদ্ভুত।'

'এই একরাতের জন্য তোমাদের প্রত্যেককে এক সপ্তাহের বেতন দেয়া হবে। কাজ ভালো হলে বোনাসও।'

চারজনের মুখেই হাসি দেখা গেল।

'তবে আরেকটা কথা, এই রাতের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলবে তোমরা। বোঝা গিয়েছে?' ডেম চেরিসের কণ্ঠে হুমকির সুর প্রকট।

'অবশ্যই, মালকিন।'

গুদামঘরের এলাকাটা একেবারেই জনশূন্য। মাঝে মাঝে কেবল কুকুরের ডাক শুনে বোঝা যাচ্ছে, রক্ষীবাহিনীর কেউ টহল দিচ্ছে।

চার দশাসই লোক লুকিয়ে আছে একটা বিশালাকার দালানের ভেতরে। ভারী ভারী মাল দিয়ে ভর্তি হয়ে আছে ওদের স্লেজ। বিয়ার এবং তাজা রুটি দিয়ে নাস্তা সেরে, একজন একজন করে ঘুমিয়ে নিল তারা।

একেবারে গভীর রাতে, ডেম চেরিসের কণ্ঠ এল ওদের কানে। 'ওঠো, আমার সাথে এসো।'

কাঠের হুড়কা খুলে রেখেছে সে, সেই সাথে কাদা দিয়ে আটকানো দরজাও খুলে ফেলেছে। সবাই জানে, এই দালানটায় রাখা হয় মন্দিরের জন্য ব্যবহার্য তামা। আসল চিত্র কিন্তু অন্যরকম। যাই হোক, কোন প্রশ্ন না করে কাজে নেমে পড়ল লোকগুলো। একশো বোতল দামী মদ, সাড়ে চারশো গজের বেশি লিনেন, ছয়শো জোড়া পাদুকা, অনেকগুলো রথ, তেরোটা লোহার আকরিক, তিনশো গাঁট পশম এবং একশো অ্যালাবাস্টারের কাপ রয়েছে ভেতরে।

স্লেজে মাল তোলা প্রায় শেষ, এমন সময় অন্ধকার ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সেটাউ। এতক্ষণ চুপচাপ সব দেখছিলেন।

'চেষ্টাটা ভালো ছিল, ডেম চেরিস।' শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'সরকারের কাছ থেকে চুরি করা সবকিছু ঠিকমতোই ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বেশ দেরী হয়ে গিয়েছে।'

মাথা গরম করল না ছোটখাটো মহিলা। 'ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করুন, আপনাকে খুশি করে দেয়া হবে।'

'খুশি আমি তখনই হবো, যখন আপনি আপনার ব্যবসায়িক সহযোগীর নাম বলবেন। মন্দিরের এসব সম্পত্তি কে বাইরে বিক্রি করে দেয়?'

'সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

'মুখ খুলুন, ডেম চেরিস।'

'আপনাকে নাহয় অংশীদার বানিয়ে নিলাম।'

'আমি ওভাবে কাজ করি না।'

'আপনি একা. . .আমার সাথে রয়েছে আরো চারজন।'

'ভুল করছেন আপনি, আমার একজন সহযোগী আছেন।'

আচমকা দেখা গেল লোটাসকে। বক্ষ তার উন্মুক্ত, কোমরে জড়িয়ে রেখেছেন ছোট্ট একটা প্যাপিরাসের বন্ধনী। হাতে দেখা যাচ্ছে একটা নলখাগড়ার বাক্স, চামড়া দিয়ে ঢাকা।

হেসে ফেলল ডেম চেরিস। 'একে দিয়ে আর আপনার কী সাহায্য হবে?'

'আপনার গুণ্ডাদের সামলান।' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন সেটাউ।

'পাকড়াও করো এদের।' আদেশ দিল চেরিস।

বাক্সটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখলেন লোটাস, ওটার ঢাকনা খুলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চারটি উত্তেজিত পাফ অ্যাডার সাপ। হিস হিস শব্দ করছে সবগুলোই।

ডানে-বাঁয়ে আর তাকাল না চার বিশালদেহী, সাথে সাথে লেজ তুলে পালাল।

সাপগুলো ঘিরে ধরল ডেম চেরিসকে, বেচারির চেহারা ভয়ে সবুজ হয়ে গিয়েছে।

'মুখ খোলাটাই আপনার জন্য ভালো হবে,' পরামর্শ দিলেন সেটাউ। 'এই সাপগুলোর বিষ কিন্তু খুবই মারাত্মক। আপনাকে খুন না করলেও, ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বারোটা বাজাবে।'

'সব বলব আমি।' কথা দিল মহিলা।

'কার মাথা থেকে এই চুরির ফন্দি বেরিয়েছে?'

'আমার. . .আমার স্বামীর।'

'সাপগুলোকে কী ছেড়ে দেব?'

'ঠিক আছে, বাবা। আমার এবং আমার স্বামীর।'

'কতদিন ধরে চলছে এসব?'

'দুই বছরের কিছু বেশি হবে। জয়ন্তী-ভোজ না হলে, কেউ টেরও পেত না।'

'মন্দিরের লিপিকারদের নিশ্চয়ই কিনে নিতে হয়েছে আপনাকে?'

'হ্যাঁ, কাজটা সহজই ছিল। আমার স্বামীর দুটো খাতা আছে। নানা ধরনের জিনিস বিক্রি করি আমরা। এবার যে চালানটা যাচ্ছে, সেটা বেশ বড়-সড়।'

'আপনার খরিদ্দার কে?'

'এক ব্যবসায়ী নাবিক, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত।'

'নাম?'

'জানি না।'

'তাহলে বর্ণনা দিন।'

'লম্বা, দাড়িঅলা; চোখ বাদামী, বাঁ হাতে লম্বা কাটা দাগ আছে।'

'দাম সে-ই চুকায়?'

'হ্যাঁ। কখনও রত্ন দেয়, কখনও স্বর্ণ।'

'চালান কবে পাঠাবার কথা ছিল?'

'আগামীকালের পরের দিন।'

'তাহলে তো,' মুচকি হেসে বললেন সেটাউ। 'জলদিই লোকটার সাথে দেখা হচ্ছে।'

নীল নদে শান্ত একটা দিন কাটিয়ে পোতাশ্রয়ে ভিড়েছে বার্জটা। বয়ে এনেছে কাদামাটির তৈরি বিশাল বিশাল সব পাত্র; মিশরের মধ্যাঞ্চলের কুমারদের আশ্চর্য জ্ঞানের কারণে, সহজেই বছর ভর ওতে সুপেয় পানি রাখা যায়। তবে এই বার্জের পাত্রগুলো খালি। কেননা ওতে ভরেই, ডেম চেরিসের কাছ থেকে কেনা মালগুলো নিয়ে যাবে ক্যাপ্টেন।

ব্যবসা করেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সে, অন্যান্য কর্মচারীরা তাকে পেশাদার বলেই জানে। একেবারে পরিষ্কার তার অতীত ইতিহাস। কোন দুর্ঘটনা নেই, বিদ্রোহ নেই; এমনকী একবারও তার মাল সাপ্লাই দিতে দেরী পর্যন্ত হয়নি! তবে বয়সের সাথে বেড়েছে রুচি, সেই সাথে মেয়েমানুষের লোভ। খরচের পাল্লা তাই ভারী হয়েছে দিন কে দিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই বাধ্য হয়েছে চোরাচালানে।

ক্যাপ্টেনের মতোই গোছানো কাজ করে ডেম চেরিস। তাই এসেই খবর পেয়েছে, মালগুলো তৈরি আছে। প্রায় সবার অলক্ষ্যেই এবারও তুলে নেয়া যাবে মালগুলো।

তবে জানে, মাল কেনার সময় দর কষাকষি করতে হবে ওকে। ঝামেলায় পড়ে গিয়েছে ক্যাপ্টেন। ডেম চেরিস ক্রমশই বাড়িয়ে যাচ্ছে মালের দাম, এদিকে ক্রেতাও ক্রমশ কমিয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেকও লেগে যেতে পারে।

চেরিসের বাড়ির দিকে রওনা দিল সে; ওদের চুক্তি মোতাবেক ব্যালকনি থেকে হাত নাড়ল মহিলা। এর অর্থ-কোন ঝামেলা নেই।

প্রাঙ্গণ পার হয়ে এগিয়ে গেল ক্যাপ্টেন, প্রবেশ করল ভেতরের কক্ষে। ওতে নীল রঙ করা দুটো থাম আর দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা বেঞ্চ ছাড়া আর কিছু নেই।

সিঁড়ি থেকে ভেসে এল ডেম চেরিসের পদশব্দ। তার সাথেই নিচে নেমেছে অনিন্দ্য সুন্দরী এক নুবিয়ান মহিলা।

'আপনার সাথে এ কে?'

'স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, ক্যাপ্টেন। নড়বেন না,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে বললেন সেটাউ। 'আপনার পেছনেই একটা কোবরা দাঁড়িয়ে আছে!'

'কথা সত্য,' নিশ্চিত করল ডেম চেরিস।

'তুমি কে?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন

'ফারাওয়ের লোক। আমার কাজ তোমাদের বেআইনি ব্যবসা বন্ধ করা। কিন্তু তোমার নেতা কে, সেটাও জানা দরকার।'

অভিজ্ঞ নাবিকের মনে হলো, কোন এক দুঃস্বপ্নে আটকা পড়েছে।

'কে আছে সবার উপরে?' আবারো জানতে চাইলেন সেটাউ।

নাবিক জানে, দলনেতাকে ধরিয়ে দিতে বলছে লোকটি।

'মাত্র একবার দেখা হয়েছে আমাদের।'

'নাম জানো?'

'আ. . .আহমেনি।'

হতবাক সেটাউ ঘুরে ক্যাপ্টেনের সামনে এসে দাঁড়াল। 'বর্ণনা দাও!'

অবশেষে প্রশ্নকর্তার চেহারা দেখতে পেল ক্যাপ্টেন। ধরে নিল, পেছনে আসলে কোন সাপ-টাপ নেই। তাই সাহস করে ঘুরে তাকাল সে। সাথে সাথে একটা কোবরা ছোবল বসাল বেচারার গলায়। ব্যথা এবং বিস্ময়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে।

এদিকে সুযোগ বুঝে প্রাঙ্গণের দিকে দৌড় লাগল ডেম চেরিস।

'না!' চিৎকার করে উঠল লোটাস। কিন্তু তার আগেই আরেকটা কোবরা সুন্দরী মহিলার পায়ে কামড় বসিয়ে দিল। খুব অল্পই সামনে এগোতে পারল মহিলা, তারপর সে-ও মাটিতে আছড়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

'ওদের বাঁচাবার কোন উপায় নেই!' দুঃখের সাথে বলল লোটাস।

'এরা তাদের দেশের কাছ থেকে চুরি করেছে।' স্ত্রীকে মনে করিয়ে দিলেন সেটাউ। 'পরকালেও এত সহজে ছাড়া পাবে না।'

বসে পড়লেন সেটাউ, দুই হাত দিয়ে মাথা খামচে ধরেছেন। 'তাই বলে আহমেনি এসবের সাথে জড়িত! আমি তো কল্পনাও করতে পারছি না।'

ছাব্বিশ

সম্রাট হাট্টুসিলির পাঠানো চিঠিটা কূটনীতির এক দারুণ নিদর্শন। বার দশেক মনোযোগ দিয়ে পড়ার পরও, ওটার পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হননি রামেসিস। হিট্টি সম্রাট কি যুদ্ধ চান? নাকি শান্তি? এখনও কি নিজের মেয়ের সাথে রামেসিসের বিয়ে দিতে চান তিনি? নাকি সম্মান বাঁচাবার উপায় খুঁজছেন কোন?

'এই চিঠির অর্থ কিছু বুঝে এল, আহমেনি?'

আগের চাইতেও শুকিয়ে গিয়েছেন যেন ফারাওয়ের সহকারী। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার খাওয়া-দাওয়া করেন তিনি। ওগুলো যে কোথায় যায়, কে জানে! অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, প্রধান বৈদ্য নেফারেত আহমেনিকে সুস্থ বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু সেই সাথে পরিশ্রমের হার কমাবার পরামর্শও দিয়েছে।

'আমাদের এখন আহসার দরকার ছিল। এই ঘোর-প্যাঁচঅলা চিঠির মর্ম একমাত্র সে-ই উদ্ধার করতে পারত।'

'তা ঠিক। তবে আমি তোমার মত জানতে চাইছি।'

'আশাবাদী হতে মন চায়। মনে হচ্ছে, হাট্টুসিলি আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাইছেন। আপনার জয়ন্তী-ভোজ শুরু হবে আগামীকাল। আশা করা যায়, ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপে আপনার মনে সঠিক সিদ্ধান্তটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।'

'দেব-দেবীদের সাথে সময় কাটাতে পারব, ভেবেই ভালো লাগছে।'

'হুম, অসাধারণ কাজ দেখিয়েছে খা।' প্রশংসা করলেন আহমেনি। 'ঠিকমতোই হবে সবকিছু। শুনেছেন নাকি? সেটাউ খুব সহজেই মন্দিরে তছরুপ করা চোরদের পাকড়াও করেছে? চুরি হওয়া জিনিসগুলো এখন পাই-রামেসিসে!'

'আর চোরদের কী খবর?'

'দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মারা গিয়েছে। উজিরের সামনে পেশ করা হবে কেসটা।'

'আমি তাহলে যাই, বিশ্রাম নেই।'

'আপনার কা, আপনার সঙ্গী হোক, মহামান্য। যেন আপনার আশীর্বাদ পতিত হতে থাকে মিশরের উপর।'

গ্রীষ্মের বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এসেছে, রাত তাই এখন উষ্ণ এবং পরিষ্কার। অন্য সবার মতোই, প্রাসাদের ছাদে, তারার নিচে ঘুমাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রামেসিস। নলখাগড়ার সাধারণ একটা মাদুরে শুয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ওখানেই কোথাও রয়েছে তার আগে আসা ফারাওদের আত্মা। থেকে থেকে চকমকিয়ে উঠে আলো ছড়াচ্ছেন তারা।

পঞ্চান্ন বছর বয়স হয়েছে রামেসিসের, এর মাঝে তেত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে মিশরের সিংহাসনে বসে। আজকাল প্রায়শই বসে বসে নিজের নেয়া সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করেন ফারাও। আগে কখনও পিছু ফিরে দেখার সময় হয়নি তার, কেবল এগিয়েই গিয়েছেন। অসম্ভব বলে যে কিছু একটা আছে, তা-ই যেন জানা ছিল না। হ্যাঁ, আজও কমেনি সেই উদ্যমের ছটা। কিন্তু আগের মতো চোখ বন্ধ করে সামনের দিকে ছুটে চলাও যে আজ সম্ভব না। মিশরের ফারাও হবার অর্থ- নিজের ইচ্ছামতো দেশকে চালানো নয়। মা'তের আইন এখানে ফারাওয়ের ইচ্ছার চাইতেও অধিক মূল্য রাখে, কেননা তিনি তো দেবীরই ভৃত্য।

যুবক রামেসিসের স্বপ্ন ছিল নতুন এক সমাজ গড়ে তোলার, মানুষের হৃদয় ও মননে যেন আসে পরিবর্তন। সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন ছিল তার চোখে। বয়স যত বেড়েছে, আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এসেছে সেই স্বপ্নের আভা। মানুষ আগে যা ছিল, সবসময় তেমনটাই থাকবে। মিথ্যা এবং অশুভে গা ডুবিয়ে থাকা এক প্রজাতি; দর্শন, ধর্ম বা সরকার-কোন কিছুই তাকে টেনে তুলতে পারবে না. . .পারবে না তাদের স্বভাবে পরিবর্তন আনতে। কেবল মাত্র সুশাসনের অনুসরণ এবং মা'তের আইন প্রতিষ্ঠাই বিশৃঙ্খলাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

এসবই তাকে শিখিয়েছেন সেটি, তার পিতা। মহান সেই ফারাওয়ের শিক্ষাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছেন তিনি। অন্যতম সেরা একজন ফারাও হবার রামেসিসের যে ইচ্ছা, দুই ভূমির নিয়তিতে ভূমিকা রাখার যে অদম্য কামনা ছিল একদা-সেসব এখন আর মনেও আসে না। জীবন নিয়ে অতৃপ্তি নেই তার, নেই কোন চাওয়া-পাওয়া। তবে হ্যাঁ, এখন একটা চাহিদা বাকি আছে তার।

মিশরের সেবা করা।

মাতাল হয়ে গিয়েছেন সেটাউ, তাই বলে মদের পাত্র হাত থেকে নামাননি। টলতে টলতে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'ঘুমিয়ো না, লোটাস! বিশ্রাম নেবার সময় নেই। আমাদেরকে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।'

'একই কথা তো কয়েক ঘণ্টা ধরে বলছ!'

'কিন্তু তুমি তো শুনছ না। আমরা সত্যিটা জানি। জানি যে আহমেনি নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে। আমি ওই ছোট্ট লিপিকারকে ঘৃণা করি। আত্মাকে শাস্তি দেয়া দেবতাদের হাতে ওকে পড়তে দেখলে আমি খুশি হব. . .কিন্তু. . .কিন্তু আহমেনি যে আমার বন্ধু! রামেসিসেরও বন্ধু। আমরা মুখ বন্ধ রাখলেই, ওকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না।'

'তোমার কি মনে হয়, ডেম চেরিসের কর্মকাণ্ডের সাথে রামেসিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোন সম্পর্ক আছে?'

'আমাদের ভেবে-চিন্তে এগোতে হবে. . .যদি আমি সম্রাটের সাথে দেখা করতে যাই. . .না, না। সেকাজ আমি করতে পারি না। তার জয়ন্তী-ভোজে বাগড়া দিতে পারব না। কিন্তু যদি উজিরের কাছে যাই. . .লোকটা প্রথমেই আহমেনিকে গ্রেফতার করবে! এদিকে তুমিও বুদ্ধি-টুদ্ধি দিচ্ছ না!'

'ঘুমাও তো। বিশ্রাম নিলে, মাথা আবার কাজ করতে শুরু করবে।'

'শুধু মাথা খাটালেই হবে না, শরীরকেও খাটাতে হবে! ঘুমালে সেই কাজ করব কীভাবে, শুনি? ওহ, আহমেনি. . .এ তুমি করলে কী করে, আহমেনি?'

'অবশেষে সঠিক প্রশ্নটা করলে।' শুষ্ক কণ্ঠে বললেন লোটাস।

মূর্তির মতো সটান হয়ে দাঁড়াল সেটাউ, তাকাল সুন্দরী স্ত্রীর দিকে। 'কী বলতে চাও?'

'ঘুমকে চিরতরে বিদায় জানাবার আগে নিজেকে প্রশ্ন করো, আহমেনি আসলে করেছেটা কী?'

'সব তো একেবারেই পরিষ্কার। বার্জের ক্যাপ্টেন তো সরাসরিই ওর নাম বলল। ব-দ্বীপের সবগুলো মন্দির থেকে জিনিস-পত্র চুরি করছে কেউ একজন। আর সেই ব্যক্তিটি হলো আহমেনি. . .আমার বন্ধু আহমেনি!'

একাই ঘুমাচ্ছে সেরামানা। ক্লান্তকর একটা দিন শেষে, বিছানায় এসেই ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারা। জয়ন্তী-ভোজের নিরাপত্তা সংক্রান্ত এটা-সেটা অনেককিছু দেখতে হয়েছে বেচারাকে। তাই শয্যা-সঙ্গিনী, সিরিয়ান মেয়েটার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে গেল ওর।

বিশালদেহী সার্ড পশুর মতোই আড়মোড়া ভাঙল। তারপর এক দৌড়ে চলে গেল হলে, দেখতে পেল-ওর পরিচারক বেহেড মাতাল সেটাউয়ের সাথে হাতাহাতি করছে।

'এখুনি অনুসন্ধানে নামতে হবে!'

পরিচারককে একদিকে সরিয়ে দিল সেরামানা। সেটাউয়ের আলখাল্লার কলার ধরে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে এল সে, তারপর মাথার উপর ঢেলে দিল ঠাণ্ডা পানি।

'আরে আরে. . .'

'পানি ঢেলেছি। দেখে মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ পানি জাতীয় কিছু মুখে দেন না আপনি।'

বিছানায় বসে পড়লেন সেটাউ। 'তোমার সাহায্য দরকার।' বললেন তিনি।

'আপনার ওই জঘন্য সাপগুলো আরেকজনকে কামড়েছে নাকি?'

'নাহ। আমাদের অনুসন্ধানে নামতে হবে।'

'কীসের অনুসন্ধান?'

'আহমেনির ধন-সম্পদের।' হড়বড় করে বলে ফেললেন সেটাউ।

'মানে?'

'আহমেনি কোথাও না কোথাও বিপুল পরিমাণে ধন-সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে।'

'কী গিলেছেন, সেটাউ? সাপের বিষের চাইতে ভারী কিছু মনে হচ্ছে!'

'আহমেনি চোরাই মালের কারবারে যুক্ত। তারচেয়ে খারাপ কথা হলো, ওর এসব কর্মকাণ্ড সরাসরি রামেসিসের জন্য হুমকি!'

'ঝেড়ে কাশুন, জনাব।'

এলোমেলোভাবে সবকিছু খুলে বললেন সেটাউ, তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই বাদ গেল না।

'আপনি ওই বার্জের ক্যাপ্টেনের মতো এক অপরাধীর কথা বিশ্বাস করে বসে আছেন?' সেরামানা হেসে ফেলল। 'লোকটা তো ওই অবস্থায় বাঁচার জন্য যে কারো নাম বলতে পারে।'

'নাহ, সত্যি বলেছে বলেই মনে হলো।' প্রতিবাদ করলেন সেটাউ।

'আহমেনি. . .' হতবাক হয়ে গেল সেরামানা। 'ওর মতো একজন ফারাও এবং মিশরের বিরুদ্ধাচরণ করছে! অবিশ্বাস্য, আমি তো তাকে সন্দেহই করতে পারতাম না!'

'আমাকে পারতে?'

'আহা, কথা ধরছেন কেন? অবাক হবার কী আছে এতে? আমরা যে আহমেনিকে নিয়ে কথা বলছি!'

'যাই হোক, আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।'

'অনুসন্ধান! বলা খুব সহজ। জয়ন্তী-ভোজ হতে যাচ্ছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন তুঙ্গে। আহমেনির চোখের আড়ালে যেখানে কিছুই হয় না, সেখানে আমরা কীভাবে ওরই বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালাব? তিনি যদি কোন দুর্নীতি করেও থাকেন, আমরা বের করার আগেই তার সব প্রমাণ মিটিয়ে ফেলবেন। শক্ত প্রমাণ ছাড়া তার বিরুদ্ধে যাবার সাহস আপনার আছে?'

দুই হাত দিয়ে মাথা আঁকড়ে ধরলেন সেটাউ। 'লোটাস আর আমি সাক্ষী, ক্যাপ্টেন লোকটা আর কারো নাম মুখেও নেয়নি।'

আহমেনির মতো লোক যদি দুর্নীতিবাজ হয়, তাহলে মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলব-ভাবল সেরামানা। শুধু তাই নয়, সেটাউয়ের কথা মতো আহমেনি নাকি রামেসিসের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত!

'আমি মনে হয় মাতাল হয়ে গিয়েছি,' স্বীকার করলেন সেটাউ। 'কিন্তু তোমাকে সবকিছু বলেছি আমি। এখন মাত্র তিনজন জানে এই খবর।'

'আমি না জানলেই খুশি হতাম।'

'এখন আমরা কী করব সেরামানা?'

'প্রাসাদে আহমেনির নিজস্ব ঘর আছে, তবে তিনি সাধারণত কক্ষেই ঘুমান। তাকে কৌশলে ওখান থেকে বের করে এনে খুঁজে দেখতে হবে। স্বর্ণ বা রত্ন লুকিয়ে রাখলে, কিছু না কিছু খুঁজে পাবই। ওর পেছনে লোক লাগিয়ে রাখব, কে আসে না আসে তা-ও দেখব। যদি আপনার কথা সত্য হয়ে থাকে, আজ হোক বা কাল, সন্দেহজনক কেউ না কেউ ওর সাথে দেখা করতে আসবেই। কেবল আমার লোকেরা ভুল না করলেই হয়।'

'রামেসিসের কথা আমাদের ভাবতে হবে, সেরামানা।'

'তার কথা না ভাবলে, এসব কেন করছি, সেটাউ?'

সাতাশ

রামেসিসের জন্য প্রার্থনা করে সকাল বেলা কাটিয়ে দিল সারা মিশর। এতদিন ধরে রাজত্ব করার পর, তিনি ঠিকমতো দেব-দেবীদের প্রদান করা শক্তি আত্তীকরণ করতে পারবেন তো?

পাই-রামেসিসের মন্দিরে, খা দেখে-শুনে সব দেবতা এবং দেবীর মূর্তি এক করেছে। ফারাওয়ের জয়ন্তী-ভোজ যতদিন ধরে চলবে, ততদিন ধরে ওখানেই থাকবে ওগুলো।

সূর্যোদয়ের সময় তৈরি হতে হতে রামেসিস ভাবলেন আহমেনির কথা! এই দিনগুলো নিশ্চয়ই বেচারার খুব লম্বা বলে মনে হয়। এই জয়ন্তী-ভোজের সময় ফারাওয়ের কাছে আসতে দেয়া হয়নি তাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, এমন সব ঘটনাকে কেবল লিপিবদ্ধ করে রাখতে পেরেছেন তিনি।

দ্বৈত মুকুট মাথায় দিয়ে, লিনেনের একটা আলখাল্লা পরলেন রামেসিস। সেই সাথে রইল গিলটি করা কোমর-বন্ধনী এবং পায়ে সোনার পাদুকা। এসব নিয়েই তিনি এসে উপস্থিত হলেন প্রাসাদের দোরগোড়ায়।

দুই রাজ-সন্তান তাকে দেখে বাউ করল। মাথায় ওদের পরচুলা, লম্বা হাতের পোশাক পরে আছে। হাতে ধরে আছে দুটো দণ্ড, মাথাটা ভেড়ার মাথার আদলে বানানো। আমন, লুক্কায়িত দেবতার অনেকগুলো অবতারের একটা এই ভেড়া।

ফারাওয়ের সামনে সামনে হাঁটল দুই রাজ-সন্তান, প্রবেশ করল মন্দিরে। শেয়াল-মুখোশ পরিহিত দুইজন যাজক এগিয়ে এসে বরণ করে নিল ফারাওকে। চারজনের একজন এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল দক্ষিণের পথ, আরেকজন উত্তরের। লম্বা লম্বা স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা হলঘর ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। একটা প্রকোষ্ঠের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন রামেসিস, তারপর একাই ওটায় প্রবেশ করে পোশাক পালটে পরে নিলে লিনেনের আলখাল্লা। বাঁহাতে ধরে ছিলেন রাখালের দণ্ড, ডান হাতে শোভা পাচ্ছিল তিন মাথাঅলা আরেকটা রাজদণ্ড। পাতালে, পৃথিবীতে এবং স্বর্গে-তিন জায়গায় ফারাওয়ের তিনবার জন্ম নেয়ার প্রতীক ওটা।

জীবনে পরীক্ষা কম দেননি রামেসিস। উন্মত্ত ষাঁড়ের সাথে লড়াই করেছেন, একা হাতে সামলেছেন কাদেশের যুদ্ধক্ষেত্র; কিন্তু এই জয়ন্তী-ভোজ তার জন্যও নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়ে এসেছে। অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এখানে। মরতে হবে

রামেসিসের আত্মাকে; দেব-দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে, তাদের ভালোবাসাকে সঙ্গী করে ঘটাতে হবে পুনরুত্থান।

শেয়াল-মুখো দুই যাজক এবার ফারাওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন একটা খোলা প্রাঙ্গণে, ঠিক যেমনটা সাক্কারার করেছিলেন ফারাও জোসের। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল খায়ের কাজ এটা, বুঝতে পারলেন রামেসিস। আচমকা দেখতে পেলেন তার মেয়েকে।

মেরিটামন, নেফারতারির কন্যা, যেন প্রাক্তন মহারাণীকে নিজের মাঝে ফুটিয়ে তুলেছে! সাদা আলখাল্লা, সোনার কলার, আর মুকুট পরে সেজেছে সে। মুকুটের সাথে লেগে থাকা বড়বড় দুই পালক যেন জীবন এবং আইনের প্রতিনিধিত্ব করে। ফারাওয়ের পেছনে স্থান নিল সে; ওখান থেকেই এই আচারের প্রতিটা ধাপে রক্ষা করবে ফারাওকে, গান এবং মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে।

দেবতাদের মূর্তিকে আরো ভালোভাবে যেন দেখা যায়, সেজন্য আলো জ্বালাল খা। সেই সাথে জ্বালানো হলো ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রকোষ্ঠ এবং বিজয়ী হয়ে ফিরে এলে রামেসিস যে সিংহাসনে গিয়ে বসবেন, সেখানেও। সেটাউ, আহমেনি, কার্নাকের প্রধান যাজক, নেফারেত এবং রাজকীয় সন্তানের সাহায্য করবেন ওকে।

নিজেকে সামলে নিয়েছেন সেটাউ, এখন আর আহমেনির ব্যাপারে অনুসন্ধান করার ইচ্ছা নেই তার। রামেসিসের আত্মাকে পুনরায় শক্তিশালী করার কাজেই এখন তার মন। এতটাই দক্ষতার সাথে সবকিছুর ব্যবস্থা করেছে খা যে অনুষ্ঠানের দিনগুলো যেন ঘণ্টার গতিতে পার হলো!

পোশাকের কারণে আস্তে আস্তে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি, প্রতিটা বেদিতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা খাবারের ভেট চড়ালেন। প্রত্যেক দেবতার সামনে পূজা করলেন, তিন দিন ধরে চলল পূজা-বলী-মন্ত্রপাঠ। মিশরের মানুষ এবং মহান দেবতাদের মাঝে সংযোগ স্থাপনের সেতু হলেন মহান ফারাও।

জয়ন্তী-ভোজের শেষ দিনটা যেন কেবলই উৎসবের দিন। মিশরের প্রতিটা শহর. . .প্রতিটা গ্রামে ছড়িয়ে গেল রামেসিসের সফলতার খবর।

সকাল হতেই একটা আসনে উঠে বসলেন ফারাও। ওটাকে বয়ে নিয়ে চলল তার সবচেয়ে উচ্চ পদে আসীন কর্মকর্তারা। আহমেনির কষ্ট হলেও, নিজে থেকেই জোর করলেন এতে অংশ নেবার জন্য। চার দিকেই কিছুদূর বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো

তাকে। প্রত্যেক দিকেই তিনি ছুঁড়ে দিলেন একটা করে তীর। জানালেন বিশ্বকে, পুরোটা জুড়েই চলবে তার রাজত্ব!

এরপর বসলে একটা সিংহাসনে, ওটার নিজের দিক সাজানো হয়েছে বারোটা সিংহের কাটা মাথা দিয়ে। ঘোষণা করলেন তিনি, মা'তের আইন চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে অশুভের কণ্ঠস্বর।

অতঃপর এল পূর্বসূরিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পালা। যারা তার আগে চলে গিয়েছেন, তাদের সন্তুষ্টির উপরেই নির্ভর করছে মিশরের সমৃদ্ধি। এমনকী সেটাউ, যিনি নিজেকে রুক্ষ মনের মানুষ বলে দাবী করেন, অশ্রু লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। এর আগে রামেসিসকে কখনওই এতটা মহান মনে হয়নি. . .

. . .এই রামেসিসের মতো মহান ফারাও-ও এর আগে কখনও আসেননি।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, বিশাল এক টাওয়ারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত প্রজাদের দর্শন দিচ্ছেন তিনি।

সাথে সাথে আনন্দে ফেটে পড়ল উপস্থিত জনতা। তাকে ফারাও হিসেবে চায় সবাই। তার কথাই জীবন, তার কাজেই স্বর্গ নেমে আসবে ভূমিতে। নীল নদ বইবে আগের মতো, প্রাণদায়ী প্লাবনে ভরিয়ে তুলবে প্রতিটা ক্ষেতের উর্বরতা; সুপেয় পানি এবং সুস্বাদু মাছের রইবে না কোন অভাব। দেবতাদের আশীর্বাদে তৃপ্ত হবে সবার অন্তর।

রামেসিসকে ধন্যবাদ, কেননা তার জন্যই ফসলে ভরা থাকবে গোলা. . .

. . .তার জন্যই আরো সমৃদ্ধ হবে মিশরের ভবিষ্যৎ।

আটাশ

দুই মাস এবং আরো এক দিন।

দুই মাস ধরে ক্লান্তিকর অনুসন্ধান চালাবার পর, একটা সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে সেরামানা। লোক খাটাতে কার্পণ্য করেনি বিন্দুমাত্র। নিজের সেরা গোয়েন্দা, অভিজ্ঞ মার্সেনারি-সবাইকে লাগিয়েছে আহমেনির পেছনে। লোকটার সন্দেহ উদ্রেক না করে খুঁজে দেখেছে পুরো ঘরটাকেও। সার্ড আগেই জানিয়ে দিয়েছিল তাদের, ধরা পড়লে সে দায় স্বীকার করবে না। আর যদি সেরামানাকে জড়াবার চেষ্টা করে, তাহলে নিজ হাতে গলা টিপে মারবে। বোনাস দেবারও প্রতিজ্ঞা করেছে সে-বাড়তি ছুটি এবং ভালো খাবার।

আহমেনিকে তার কাজ করার ঘর থেকে দূরে রাখাটাই হয়েছে বেশি কষ্টকর। তবে লোকটা ফাইয়ুমে একেবারে শেষ মুহূর্তে পরিদর্শনে যেতে বাধ্য হওয়ায়, কপাল খুলে গিয়েছে সেরামানার। কিন্তু আফসোস, কিছুই পায়নি খুঁজে। সারা দিন, সারা রাত কাজ করেন আহমেনি; খান ইচ্ছা মতো, কিন্তু ঘুমান খুবই কম। তার দর্শনপ্রার্থীদের সবাই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা।

সার্ডের বিফল অনুসন্ধানের খবর শুনে সেটাউ একবার ভাবলেন, ভুল শোনেননি তো সেদিন? তবে তিনি আর লোটাস, দুইজনেরই পরিষ্কার মনে আছে সব। ক্যাপ্টেন লোকটা আসলে আহমেনির নাম উচ্চারণ করেছিল। ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া সম্ভব না।

অনুসন্ধান বন্ধ করে দিতে চায় সেরামানা। ওর লেলিয়ে দেয়া গোয়েন্দারা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছে, আরেক কয়েকটা দিন এই কাজে লেগে থাকলে ভুল করে বসবেই বসবে।

দুই মাস এক দিনের মাথায় প্রাক্তন জলদস্যুর সব ভয় সত্যে রূপ নিল। দুপুরের কিছুক্ষণ পরেই অদ্ভুত এক লোক এল আহমেনির সাথে দেখা করতে। কক্ষে একাই ছিলেন ফারাওয়ের সহকারী। আগন্তুক লোকটা দেখতে রুক্ষ, এক চোখ কানা এবং গাল ভর্তি তার দাড়ি।

পাই-রামেসিসের পোতাশ্রয় পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল সেরামানার লোক, লোকটাকে একটা বার্জের ক্যাপ্টেন হিসেবে সনাক্ত করতে তার সময় লাগল না।

'তুমি নিশ্চিত?' সেটাউ জিজ্ঞাসা করলেন সেরামানাকে।

'অবশ্যই, এখন আর কোন সন্দেহ নেই।'

সত্যি সত্যি চোরাচালানকারীদের সাথে হাত মিলিয়েছে আহমেনি। সরকারের কার্য-প্রণালীর ব্যাপারে এই আহমেনির চাইতে ভালো আর কেউ জানে না; সেই জ্ঞানকে এখন তিনি নিজের কাজে লাগাচ্ছেন! তারচেয়ে বড় কথা, ব্যাপারটা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ না. . .

'অনেকদিন সময় নিয়েছেন আহমেনি। কিন্তু অবশেষে দলের একজনের সাথে যোগাযোগ করেছেন।'

'আমার এখনও বিশ্বাস হতে চাইছে না।'

'আমি দুঃখিত, সেটাউ। তবে রামেসিসকে আমার এই খবর জানাতেই হবে।'

'দুর্দশার কথা ভুলে যান,' সম্রাট হাট্টুসিলি, ফারাওকে চিঠি লিখেছেন। **'অস্ত্রের ভয় দেখানো বন্ধ করে আসুন, আমরা একটু শ্বাস নেই। আপনি আসলে আলোর সন্তান নন, দেবতা সেটের সন্তান! তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে হিট্টিদের দেশকে বর হিসেবে দিতে চেয়েছেন! হিট্টিরা কি এরই মাঝে আপনার পদতলে নেই?'**

আহমেনিকে ফলটা দেখালেন রামেসিস।

'নিজেই পড়. . .সুরের পরিবর্তনটা টের পাচ্ছ?'

'শান্তিকামীদের দলটা মনে হয় জিতে যাচ্ছে; সন্দেহ নেই, পুডুহেপার কাজ এটা। মহামান্য, এখন আপনারও এগিয়ে যাওয়া উচিত। হিট্টি রাজকুমারীকে মিশরের রাণী হিসেবে বরণ করে নেয়ার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠাবার এটাই উপযুক্ত সময়।'

'প্রশংসা করে একটা চিঠি লেখো, আমি সিল বসিয়ে দিচ্ছি। আহসা অহেতুক মারা যায়নি; কূটনীতির এই অলৌকিক ফল ওকে অমর করে রাখবে।'

'আমি তাহলে যাই, লিখে নিয়ে আসি।'

'নাহ, এখানেই লেখ। আমার আসনে বসেই লেখ।'

'আমি, ফারাওয়ের আসনে বসব? অসম্ভব!'

'ভয় পাচ্ছ?'

'অবশ্যই পাচ্ছি! এরচেয়ে কম দুঃসাহস দেখাবার জন্যও দেবতারা মানুষকে শাস্তি দিয়েছেন।'

'তাহলে চলো, ছাদে যাই।'

'কিন্তু চিঠিটা. . .'

'পরে লিখলেও চলবে।'

ছাদের উপর থেকে যে দৃশ্যটা দেখা যায় তা শ্বাসরুদ্ধকর। রামেসিসের রাজধানী, অসাধারণ এবং শান্ত, রাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'আমরা যে শান্তি চাচ্ছিলাম, তা প্রায় হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। তাই না, আহমেনি? বিরল কোন ফলের মতো তাকে উপভোগ করা উচিত। কিন্তু কেন যেন মানুষ কেবলই চায় এসবে বাগড়া দিতে। অনেক কষ্টে, অনেক রক্তের বিনিময়ে পাওয়া শান্তির ভারসাম্যকে নষ্ট করে ফেলতে। কেন, আহমেনি?'

'আমি জানি না, মহামান্য।'

'এই প্রশ্নটা কখনও নিজেকে করোনি?'

'সময়ই পাইনি! আর তাছাড়া, ফারাও তো আছেন-ই। আমার সব প্রশ্নের উত্তর তার কাছে মজুদ আছে।'

'সেরামানা এসেছিল।' অবশেষে বললেন রামেসিস।

'কেন?'

'তোমার কাছে আসা এক আগন্তুকের ব্যাপারে কথা বলতে।'

আহমেনিকে চিন্তিত মনে হলো না। 'কার কথা বলছেন?'

'সে কথা নাহয় তুমিই আমাকে বলো।'

কিছুক্ষণ ভাবলেন লিপিকার। তারপর বললেন, 'নিশ্চয়ই অঘোষিত ভাবে আমার কক্ষে এসে উপস্থিত হওয়া নাবিকের কথা বলেছে? আমি এই ধরনের লোকের সাথে সাধারণ দেখা করি না। পোতাশ্রয়ের কর্মচারী এবং দেরীতে মাল আসার ব্যাপারে অভিযোগ করছিল. . .প্রহরী ডেকে তাড়াতে হয়েছে।'

'আগে কখনও লোকটাকে দেখনি?'

'নাহ, সেদিনের পরেও আর দেখিনি। কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন?'

রামেসিসের নজর সেটের নজরের মতোই তীক্ষ্ণ হয়ে এল। 'আমার সাথে কখনও মিথ্যাচার করেছ, আহমেনি?'

'না, মহানুভব! কখনও করবও না। ফারাওয়ের জীবনের কসম!'

প্রায় অসীম সময় ধরে স্থায়ী হওয়া কয়েকটা মুহূর্তের জন্য, দম নেয়া বন্ধ করলেন আহমেনি। তিনি জানেন, রামেসিস তাকে পরীক্ষা করছেন। এখনই সিদ্ধান্ত নেবেন।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, আহমেনি।'

'তাহলে আমার উপর নজর রাখা হচ্ছিল কেন?'

'মন্দিরের গুদামঘর থেকে মাল সরাবার অভিযোগ এসেছে তোমার বিরুদ্ধে। যেন নিজে অনেক ধন-সম্পদের মালিক হতে পারো।'

'ধন-সম্পদ দিয়ে আমি কী করব?'

'আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে। শান্তি হাতের মুঠোয়, তারপরও আমাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।'

আহমেনিকে জড়িয়ে ধরলেন সেটাউ, এদিকে বিড়বিড় করে কী সব যেন অজুহাত দিচ্ছে সেরামানা।

'আহ, কী শান্তি! ফারাও তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা দিয়েছেন!'

'কিন্তু তোমরা দুইজন আমাকে সন্দেহ করেছিলে?' চোখ বড় বড় করে জানতে চাইলেন লিপিকার। ফারাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, দৃশ্যটা দেখছেন একমনে।

'স্বীকার করছি, খারাপটাই সন্দেহ করেছিলাম।' বললেন সেটাউ। 'তবে আমার চিন্তায় ছিল কেবল রামেসিসের নিরাপত্তা।'

'তাহলে ঠিকই করেছ। আবারো যদি আমার উপর সন্দেহ হয়, তাহলে এই কাজটাই কোরো। রামেসিসের নিরাপত্তার উপরে আর কোন কিছুরই প্রাধান্য নেই।'

'কেউ একজন মহানুভবের চোখে আহমেনিকে নিচু করতে চেয়েছে।' সেরামানা বলে উঠল। 'আমার ধারণা, এই লোকটার সাজানো-গোছানো ব্যবসাতেই ছাই ঢেলে দিয়েছেন সেটাউ।'

'আমি সবই শুনতে চাই।' আহমেনির কথা শুনে তাকে পুরো ঘটনা জানালেন সেটাউ এবং সেরামানা।

'এই চোরাচালানকারী দলটার প্রধান আমার নাম ব্যবহার করেছে।' বললেন লিপিকার। 'বার্জের ওই মৃত ক্যাপ্টেনের কাছে নিজেকে সেই নামেই পরিচয় দিয়েছে। আমার কাজ এবং সততার উপর সন্দেহ নিক্ষেপ করতে চেয়েছে কেউ। আরেকজন ক্যাপ্টেনকে আমার কাছে পাঠালেই, তোমরা আমাকে অপরাধী বলে ধরে নিতে এবং নিয়েছ। আমাকে সরাতে পারলে, প্রশাসন খোঁড়া হয়ে যাবে!'

আচমকা নড়ে উঠলেন রামেসিস। 'আমার কাছের উপদেষ্টাদের দিকে কাদা নিক্ষেপ করা আসলে আমাকে অপমান করারই নামান্তর। কেউ একজন মিশরের সাথে হাট্টির যে সম্পর্ক, সেটা ভণ্ডুল করার প্রয়াসে আছে। সাধারণ চুরির মামলা না এটা। এই পরিকল্পনা যার মাথা থেকে বেরিয়েছে, তাকে থামাতেই হবে।'

'সেজন্য প্রথমেই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমার কাছে আসা লোকটাকে।' পরামর্শ দিলেন আহমেনি।

'আমি কাজে লেগে পড়ছি,' বলল সেরামানা। 'লোকটা আমাদেরকে সরাসরি দলের প্রধানের কাছে নিয়ে যাবে।'

'আমি সেরামানাকে সাহায্য করব।' প্রস্তাব দিলেন সেটাউ। 'আহমেনির প্রতি এইটুকু আমার দায়িত্ব বনে গিয়েছে।'

'দেখে-শুনে পা ফেল,' সাবধান করে দিলেন রামেসিস। 'আমি এই চক্রের প্রধানকে চাই।'

'যদি সে উরি-টেশুপ হয়?' আচমকা বলে উঠল সেরামানা। 'লোকটা প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে আছে।'

'অসম্ভব,' আপত্তি জানালেন আহমেনি। 'আমাদের মন্দিরগুলোতে কীভাবে রশদ পাঠানো হয়, কীভাবে ওগুলো সংরক্ষণ করা হয়-এসব তার জানার কথা না।'

রামেসিসের সাথে চাচা হাট্টুসিলির মেয়ের বিয়েতে কি ঝামেলা পাকাতে চাইছে উরি-টেশুপ? যে চাচার কাছে রাজত্ব খুইয়েছে, তার ক্ষতি করার এটা একটা পন্থা. . .দেহরক্ষীর কথায় যুক্তি খুঁজে পেলেন ফারাও।

'উরি-টেশুপের সাথে এসব বিষয়ে জ্ঞান রাখে, এমন কেউ যোগও তো দিতে পারে।' হাল ছাড়তে রাজি নয় সেরামানা।

'আলোচনা অনেক হলো,' রামেসিস সবাইকে থামিয়ে দিলেন। 'সময় নষ্ট না করে, কাজে নেমে পড় সবাই। আহমেনি, আমি তোমাকে প্রাসাদের ভেতর নতুন কয়েকটা কক্ষে স্থানান্তরিত করছি।'

'কেন?'

'কারণ তুমি আনুষ্ঠানিকভাবে আজ থেকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। আমি চাই, চক্রের নেতা ভাবুক যে ওর পরিকল্পনা সফল হয়েছে।'

উনত্রিশ

শক্তিশালী, বরফ-শীতল বাতাস বইছে হাট্টুসার দুর্গে। হিট্টি সাম্রাজ্যের রাজধানী এই শহরটা। আনাতোলিয়ার উচ্চভূমিতে অবস্থিত নগরীতে আচমকা শীতে রূপ নিয়েছে শরৎকাল। বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত হয়ে আছে রাস্তা, ব্যবসায় বাধা-সৃষ্টি হচ্ছে। সম্রাট হাট্টুসিলি, শীতের প্রকোপে টিকতে না পেরে আগুনের পাশে এসে বসে আছেন; হাতে তার একমাত্র মদ।

রামেসিসের কাছ থেকে এই মাত্র পাওয়া চিঠিটা তাকে খুশি করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে আর কখনও মিশর এবং হাট্টির মাঝে যুদ্ধ হবে না। অস্ত্রের ঝলকানি দেখাতে আপত্তি নেই হাট্টুসিলির, তবে কূটনীতিকে অনেক বেশি পছন্দ করেন। বয়স হচ্ছে হাট্টির, যুদ্ধে এখন সাম্রাজ্যের রুচি নেই। রামেসিসের সাথে শান্তি চুক্তির পর, হিট্টিরাও শান্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ঝড়ের দেবতার পূজা করতে গিয়েছিলেন পুডুহেপা, ফিরে এলেন অবশেষে। সুন্দরী এবং অভিজাত এই রমণী যে কারো মনে কাঁপন ধরিয়ে দিতে সক্ষম। এমনকী জেনারেলরাও তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে ভয় পায়।

'কোন খবর?' অস্থির ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন হাট্টুসিলি।

'ভালো কিছু না। ঝড় আরো বাড়বে, তাপমাত্রাও কমবে ক্রমশই।'

'আমার কাছে অবশ্য ভালো খবর আছে!' পাই-রামেসিস থেকে আসা প্যাপিরাসটা দেখালেন সম্রাট।

'রামেসিস অবশেষে রাজি হয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ওর মেয়ে অবশ্য প্রতীকী মহারাণী হয়ে জয়ন্তী-ভোজে দায়িত্ব পালন করেছে। এখন যেহেতু অনুষ্ঠান শেষ, তাই চিঠি লিখে তার সম্মতি জানিয়েছেন আমাদের প্রিয় ভাই। দুই ভূমির রাণী হবে এক হিট্টি নারী. . .আমি এমন দিন দেখতে পাব, সেই কল্পনাও করিনি!'

হাসলেন পুডুহেপা। পরক্ষণেই মলিন বদনে যোগ করলেন, 'কিন্তু আবহাওয়া আমাদের বিরুদ্ধে।'

'একদিন না একদিন তো ভালো হবেই আবহাওয়া।'

'লক্ষণ অশুভ।'

'আমাদের মেয়েকে যদি দেরী করে পাঠাই, তাহলে রামেসিস সেটাকে কোন চালাকি ভাবতে পারেন।'

'তাহলে আমরা কী করব, হাট্টুসিলি?'

'তাকে সব কিছু জানিয়ে, সাহায্য চাইব। মিশরের জাদু অদ্বিতীয়। আমরা সেটা ব্যবহার করে আবহাওয়াকে শান্ত করতে পারি। এক কাজ করি, একসাথে বসে তাকে চিঠি লিখি?'

মাথা কামানো, চেহারা শক্ত করে করে হাঁটছে খা। দেখে মনে হচ্ছে, প্রতিটা পদক্ষেপ আর্তনাদ করে উঠছে ওর দেহের জোড়াগুলো। সাক্কারার বিশাল নেক্রোপলিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। জীবিতদের সাথে থাকার চাইতে, এখানে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সে। টাহের প্রধান যাজক হওয়ায়, রামেসিসের প্রথম সন্তান খুব কমই মেমফিসের বাইরে পা রাখে। তবে পিরামিড তাকে মুগ্ধ করে। গিজায় অবস্থিত, খুফু, খেফেরান এবং মেনকুরের জন্য বানানো তিন পিরামিড তার বড়ই প্রিয়।

কিছু একটা বিরক্ত করছে মেমফিসের প্রধান যাজককে। ফারাও জেসারের বিশাল নির্মাণের কাছেই অবস্থিত উইনিসের পিরামিড। ওটার সংস্কার করা খুব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চম রাজবংশের শেষ দিকে বানানো পিরামিডটার বয়স সহস্র বছরের বেশি। পবিত্র এই স্মৃতিবাহী স্থাপনার উপর দিয়ে গিয়েছে অসংখ্য ঝড়-ঝাপ্টা।

সাক্কারায় প্রধান যাজক খা আসে পূর্ববর্তীদের আত্মার সাথে যোগাযোগ করতে। তাদের চিরন্তন আবাসের নানা প্রকোষ্ঠে লেখা হায়ারোগ্লিফ থেকে মা'তের আইনকে সমুন্নত রাখা মহান সত্তাদের জীবন-কাহিনী পড়ে।

টাহের প্রধান যাজক উইনিসের পিরামিডের পাশ দিয়ে হাঁটছিল, এমন সময় পিতাকে তার দিকে আসতেই দেখল।

'এখানে এসেছ কেন, খা?'

'আপাতত পুরাতন যেসব পিরামিডের সংস্কার দরকার, সেগুলো পরিদর্শন করছি।'

'থোথের বই খুঁজে পেয়েছ?'

'নাহ, কিছু সূত্র পেয়েছি কেবল. . .তবে আমি হাল ছাড়ছি না। এই সাক্কারায় এমন সব গুপ্তধন আছে, যা নিয়ে ঘাঁটতে গেলে জীবন শেষ হয়ে যাবে।'

'তোমার বয়স মাত্র আটত্রিশ। মহান টাহ-হোটেপ একশো দশ বছরে প্রথম তার বাণী লিখতে শুরু করেন।'

'এই পবিত্র জায়গায়, হে আমার পিতা, অনন্ত এসে পান করেছে সময়-সুধা। আর নিজে পরিণত হয়েছে জীবন্ত পাথরে। এই প্রকোষ্ঠ, এই হায়ারোগ্লিফ, এই

সত্তারা আসলে জীবনেরই রহস্য বয়ে চলছেন. . .আমাদের সভ্যতা এর চাইতে বেশি আর কী দিতে পারে?'

'কখনও কি পার্থিব জগতের ব্যাপারে ভাবো না, বাছা?'

'কী দরকার, যখন আপনারই রাজত্ব চলছে?'

'সময় বয়ে চলছে, খা। একদিন আমিও চলে যাবে নিশ্চুপ দেশে।'

'মহানুভবের কা-কে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। প্রতি তিন বছর পরপর আমি কাজটা করতে চাই।'

'তুমি যে প্রশাসন, অর্থনীতি, সেনাবাহিনী-এসবের ব্যাপারে কিছুই জান না. . .'

'আমার জানার ইচ্ছা হয় না। প্রথার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই আমাদের সমাজের মূল ভিত্তি, তাই নয় কী? আমাদের প্রজাদের খুশি তার উপরেই নির্ভর করে। প্রতিদিন আমি আরো বেশি করে আমার ধর্মীয় দায়িত্বে প্রতি বেশি করে মন দিতে চাই। আমি কী ভুল পথে এগোচ্ছি, পিতা?'

উইনিসের পিরামিডের দিকে তাকালেন রামেসিস। 'সেরাটাকে খুঁজে বের করার আকাঙ্ক্ষা কখনওই ভুল হতে পারে না। কিন্তু ফারাওকে যে মাঝে মাঝে মাটিতেও নেমে আসতে হয়। নইলে অশুভের শক্তিকে রুখবে কে? ফারাও যদি তা না করেন, তাহলে অনুষ্ঠানেরই বা কী দরকার?'

প্রাচীন একটা পাথরের উপর হাত বুলাল খা, যেন ওটা তার চিন্তাকে খোরাক যোগাচ্ছে। 'তাহলে আমি কীভাবে ফারাওয়ের সেবা করব?'

'হাত্তি সম্রাট তার মেয়েকে পাঠাচ্ছেন, আমার স্ত্রী হবার জন্য। তাদের ওখানে আবহাওয়া খুবই খারাপ রূপ ধারণ করেছে। তাই রওনা হতে পারছে না দলটা। হাট্টুলিসি অনুরোধ জানিয়েছেন, আমাদের জাদুকররা যেন দেবতাদের সন্তুষ্ট করে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায়। যে বইতে ওই কাজ করার পদ্ধতি লেখা আছে, সেটা খুঁজে বের করো।'

বার্জের ক্যাপ্টেন, রারেক, এমন এক গর্ত খুঁজে পেয়েছে যেখানে সেঁধালে কেউ ওকে খুঁজে পাবে না। প্রাসাদে ঢুকে ওই মলিন-মুখো লিপিকারের সামনে আবোল-তাবোল বকার পর, পাই-রামেসিসের এশিয়া অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে সে। ওকে তেমনটাই করতে বলা হয়েছে। থাকতে একটু কষ্ট হলেও, তিন মাস নীল নদে জাহাজে কাটাবার চাইতে ভালো।

অর্থদাতাকে সব জানিয়েছে রারেক, লোকটাকে ওর কাজে খুশি বলেই মনে হয়েছে। পরিকল্পনামাফিক ঘটেছেই সবকিছু। সমস্যা একটাই, লোকটার দাবী-

রারেককে দাড়ি কামাতে হবে। অথচ অগোছালো দাড়িটাকে নিজের পুরুষত্বের প্রমাণ বলে মনে করে নাবিক। কিন্তু আপত্তি জানিয়েও লাভ হয়নি কেন। আসলে নিজের নিরাপত্তা হুমকি মুখে বলে খুব একটা আপত্তি করেওনি সে। ছদ্মনামে কামানো গাল নিয়ে অচিরেই পানিতে ভাসবে ও, সবার দৃষ্টির অলক্ষ্যে চলে যাবে।

একটা ছোট্ট সাদা বাড়ির উপরতলায় ঘুমিয়ে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেয় ও। মালকিন ডেকে তোলে যখন পানি-বাহক ছেলেটা আসে, তখন। মাঝে মাঝে পেঁয়াজ আর রসুন ভর্তি রুটি এনে দেয় মহিলা।

'নাপিত কিন্তু চত্বরে বসে আছে।' সকাল হতেই ঘোষণা করল সে।

আড়মোড়া ভাঙল নাবিক। দাড়ি ছাড়া মেয়েদেরকে পটানো কঠিন হবে। তবে কপাল ভালো, দেহের অন্য এক অঙ্গ দিয়ে সেই অসুবিধা সামাল দেয়া যাবে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে।

নিচের ছোট্ট চত্বরে, নাপিত ব্যাটা কাজ করছে। সূর্যের হাত থেকে খদ্দেরদের রক্ষা করছে একটা ছাউনি মতো টানিয়েছে সে। ওটার নিচে বসিয়েছে দুটো টুল; একটা লম্বা, ওর নিজের জন্য; আর খাটোটায় বসবে খদ্দের।

দশজনের মতো পুরুষ এখনই দাঁড়িয়ে গিয়েছে লাইনে। সময় লাগবে বুঝে তিনজন পাশা খেলায় মত্ত। বাকিরা একটা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। নিজেও ঘুমাবার সিদ্ধান্ত নিল রারেক। কিন্তু মালকিনের কথা টুটে গেল তন্দ্রা।

'তাড়াতাড়ি যাও, নইলে সবার শেষে পড়বে।'

পালাবার আর কোন পথ নেই দেখে, ঘুম ঘুম চোখেই নিচে চলে গেল রারেক। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, টুলে বসার সুযোগ মিলল।

'কী করব?' জানতে চাইল নাপিত।

'সব ফেলে দাও।'

'এত সুন্দর দাড়ি কাটার কী দরকার?'

'তোর তাতে কী ব্যাটা?' খেপে উঠল রারেক।

'তোমার যা ইচ্ছা। বিনিময়ে কী দেবে?'

'একজোড়া পাদুকা আর প্যাপিরাসের একটা স্ক্রোল।'

'অনেক বড় কাজ।'

'রাজি না হলে থাক, আমি অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেব।'

'আরে নাহ, তা বলেছি নাকি।'

সাবান পানি দিয়ে রারেকের দাড়ি ভিজিয়ে নিল নাপিত, তারপর নিজের বাঁ গালে ঠেকিয়ে দেখে নিল ক্ষুরের শান। পরমুহূর্তেই ওটা ঠেসে ধরল নাবিকের গলায়।

'যদি পালাতে চাও, অথবা মিথ্যা বলো, তাহলে তোমার গর্দান যাবে, রারেক।'

'কে...কে তুমি?'

চামড়ায় আলতো করে আঁচড় দিলেন সেটাউ, রক্ত এসে ভিজিয়ে দিল বুকের সামনের দিকটা। 'আমি এমন একজন, যে মুখ না খুললে তোমাকে খুন করবে।'

'যা ইচ্ছা প্রশ্ন করো!'

'বাঁ হাতে ক্ষত আছে, এমন কোন বাদামী চোখের বার্জ ক্যাপ্টেনের সাথে পরিচয় আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ডেম চেরিসকে চেন?'

'তার হয়ে কাজ করেছি।'

'চোরাচালানি?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের প্রধান কে?'

'তার নাম আহমেনি।'

'আমাকে নিয়ে চল লোকটার কাছে।'

ত্রিশ

মুখে হাসি নিয়ে রামেসিসের সাথে দেখা করতে এল খা।

'হেলিওপোলিসের জীয়ন-গৃহের গ্রন্থাগারে তিন দিন-তিন রাত কাটিয়েছি আমি। মহানুভব, হাট্টির খারাপ আবহাওয়া থামিয়ে দিতে পারবে, এমন মন্ত্র লেখা বইও খুঁজে পেয়েছি। দেবী সেখমেতের আদেশে, আবহাওয়ার এই ভগ্ন দশা।'

'তাহলে এখন করনীয় কী?'

'সেখমেতকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনবরত মন্ত্রপাঠ করতে থাকা। তাহলেই তিনি ফিরিয়ে নেবেন তার অভিশাপ, সূর্য হাসবে হাট্টিকে লক্ষ্য করে। দেবীর যাজক-যাজিকাদের এরই মাঝে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।'

কথা শেষে খা বিদায় নিচ্ছে, এমনসময় এসে উপস্থিত হলো মেরেনেপটাহ। দুই ভাই একে-অন্যকে দেখে আনন্দে কোলাকুলি করল।

সন্তানদের দেখলেন ফারাও। কতটা আলাদা, আবার কী সুন্দরভাবেই না একে অন্যের পরিপূরক! খা তার নিজের মতো করে সচিবের কাজ করেছে, চাইলেই সে প্রশাসনের দায়িত্ব নিতে পারে। এদিকে মেরেনেপটাহের আছে আদেশ দেয়া এবং সেটা বাস্তবায়ন করাবার ক্ষমতা। ওদের সৎ-বোনের ব্যাপারটা অবশ্য ভিন্ন। এতদিনে থিবসে, ধর্মীয় জীবনে ফিরে যাবার কথা তার।

তিনজন অসাধারণ সন্তান দেবার জন্য দেবতাদের কাছে কৃতজ্ঞ রামেসিস। যার যার মতো করে প্রত্যেকেই মিশরীয় সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। নেফারতারি এবং ইসেট, ওদের মায়েরা, শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারবে।

বাউ করল মেরেনেপটাহ। 'আমাকে ডেকেছিলেন, প্রভু?'

'হাট্টুসিলি এবং পুডুহেপার কন্যা হিট্টি রাজধানী থেকে পাই-রামেসিসের দিকে রওনা দিচ্ছে। তুমি তো জানেই, তাকে বিয়ে করে মহারাণী বানাতে হবে আমাকে। হাট্টির সাথে মিশরের চুক্তি আরো শক্তিশালী হবে এতে। তবে এই চুক্তি কিছু কিছু দলের কাছে কাম্য না-ও হতে পারে। তোমার কাজ হলো, হিট্টি সাম্রাজ্য থেকে বেরোন মাত্র রাজকুমারীর নিরাপত্তা বিধান করা।'

'আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। কয়জনকে নেব সাথে?'

'যতজন দরকার হয়।'

'বড় বাহিনী নিয়ে লাভ হবে না। গতি কমে যাবে বরং। একশো দক্ষ সৈন্য নিয়ে যায়, যারা এলাকাটাকে চেনে। সেই সাথে নেব কিছু দূত, যেন বিপদে পড়লে খবর দেয়া যায়। এমনিতেও আপনাকে মাঝে-মধ্যে খবর পাঠাতেই হবে।'

'তোমার এই অভিযান. . .এই দায়িত্ব কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মেরেনেপটাহ।'

'আমি আপনাকে হতাশ করব না, পিতা।'

সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে হাট্টুসায়, মনে হচ্ছে যেন শহরের নিচু অংশটা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

সম্রাজ্ঞী পুডুহেপার বক্তব্য ভয় কিছুটা কমে এল জনসাধারণের। তিনি জানালেন, হাট্টির যাজকরা তো বটেই, মিশরের জাদুকররাও এই সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এই বক্তব্যের কয়েকঘণ্টা পরেই থেমে গেল বৃষ্টি, আকাশে যদিও কালো মেঘ ভাসছে। তবে দক্ষিণ দিকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। রাজকুমারী হয়তো রওনা দেবার সুযোগ পাবেন। মেয়ের কক্ষে গেলেন সম্রাজ্ঞী।

পঁচিশ বছর বয়সেই, আনাতোলিয়ান রমণীর পূর্ণ সৌন্দর্যে ভাস্বর এই রাজকুমারী। দেহের ত্বক হাতির দাঁতের মতো, স্বর্ণকেশী এবং ছোট ছোট চোখ; নাকটা প্রায় সুচালো তার। লম্বা এবং চাল-চলনে রাজকুমারীর মতোই। তবে তাকে দেখে প্রথম যে কথাটা মনে হয় তা হলো-এই রমণী ইন্দ্রিয়সেবী। নারীসুলভ কমনীয়তার কমতি নেই কোন; যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি করে বিকর্ষণ। হাট্টি সাম্রাজ্যে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে তাকে নিজের করে পেতে চায়নি।

'আবহাওয়ার উন্নতি দেখা যাচ্ছে।' বললেন পুডুহেপা।

নিজেই চুল পরিপাটি করে তাতে সুগন্ধি মাখিয়ে নিল রাজকন্যা, পরিচারিকার জন্য অপেক্ষা করতে চায় না। 'তাহলে তো রওয়ানা দেবার প্রস্তুতি নিতে হয়।'

'ভয় লাগছে না?'

'আমি হতে যাচ্ছি প্রথম হিট্টি রমণী, যে কিনা একজন ফারাওকে বিয়ে করেছে! আর সেই ফারাও-ও যে সে ফারাও নন, খোদ মহান রামেসিস. . .স্বপ্নেও এমন দিন কল্পনা করিনি আমি।'

অবাক হয়ে গেলেন পুডুহেপা। 'আমাদের সাথে. . .মাতৃভূমির সাথে আর কোনদিন দেখা হবে না। এজন্য কষ্ট হচ্ছে না?'

'আমি একজন নারী, রামেসিসকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। ভ্রমণ করব দেবতাদের রাজত্বে, নিজেও হব রাণী। আমার বিলাসের কোন সীমা থাকবে না, আবহাওয়া

হবে আরামদায়ক. . .আরো যে কী কী পাব তা কে জানে! তবে কেবলমাত্র রামেসিসকে বিয়ে করেই আমি সন্তুষ্ট হবো না!'

'কী বলতে চাও।'

'আমি তার ভালোবাসাও চাই। বিয়ে করতে রাজি হবার সময় ফারাও কিন্তু আমার, মানে একজন নারীর কথা ভাবেননি। তার চিন্তা জুড়ে ছিল শুধুই কূটনীতি এবং শান্তি। আমি তার মনোভাবে পরিবর্তন আনবই আনব।'

'হতাশ হতে পারো কিন্তু।'

'কেন, আমি কী বোকা? কুৎসিত?'

'রামেসিস এখন আর যুবক নন। তিনি হয়তো তোমার দিকে সেই দৃষ্টিতে তাকাবেনও না।'

'নিজের নিয়তি আমি নিজেই গড়ে নেব; অন্য কেউ তা গড়ে দেবে না। যদি রামেসিসের হৃদয়ের রাণী হতে না পারি, তাহলে আমাকে এই নির্বাসনে পাঠিয়ে কী লাভ?'

'তোমার বিয়ে আমাদের এই দুই মহান রাজ্যের মাঝে শান্তি নিশ্চিত করবে।'

'আমি চাকর বা বন্দি হয়ে থাকতে পারব না। আমাকে রাখতে হলে মহারাণী বানিয়েই রাখতে হবে। রামেসিস একদিন ভুলে যাবেন যে আমি হিট্টি, তার পাশে বসে রাজত্ব করব আমি। সারা মিশর আমার সামনে মাথা ঝোঁকাবে।'

'আমি প্রার্থনা করি, তোমার স্বপ্ন সফল হোক।'

'এই স্বপ্ন আমি সফল করবই, মা। আপনার মতোই শক্তিশালী আমার ইচ্ছা।'

মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য, শীতের বেশি দেরী নেই। অচিরেই আবার খুলে যাবে মিশরীয় সাম্রাজ্যের দক্ষিণ দিকমুখী পথগুলো। আরেকটু সময় কন্যার সাথে কাটাতে চেয়েছিলেন পুডুহেপা, কিন্তু হাতে যে সেই সময়টাই নেই। রামেসিসের ভবিষ্যত রাণী এখন তার নিজ ভূমের দুর্গেই আগন্তুক রূপে বাস করছে!

রাইয়াকে কোনভাবেই শান্ত করা যাচ্ছে না।

উরি-টেশুপের সাথে প্রচণ্ড ঝগড়া বাঁধিয়ে বসেছে সে, মুখ কালো করেই একে-অন্যকে ছেড়ে এসেছে দুইজন। হিট্টি সেনাবাহিনীর প্রাক্তন প্রধানের বিশ্বাস, হাট্টুসিলির কন্যাকে রামেসিসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। তাই তার আগমনে বাগড়া দেয়ার কোন কারণ নেই। এদিকে রাইয়ার ধারণা, এই বিয়ে যেকোন ধরনের বিদ্রোহের সম্ভাবনা একেবারে নস্যাৎ করে দেবে।

যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে, রামেসিসের খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছেন হাট্টুসিলি। চিন্তাটা রাইয়াকে এতটাই রাগান্বিত করে তুলল যে আক্ষরিক অর্থেই দাড়ি ছিঁড়তে শুরু করল সে, বাদ গেল না পরনের আলখাল্লাও। রামেসিসের প্রতি বেচারার ঘৃণা এক ধরনের নেশায় পরিণত হয়েছে। ফারাওয়ের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ-ই নেয়া হোক না কেন, সেটা ব্যর্থ হয়। যেখানেই হাত দেন তিনি, সোনা ফলে যায়!

উরি-টেশুপও নরম হয়ে গিয়েছে, ধনী রমণীর খেলনায় পরিণত হয়েছে সে। কিন্তু রাইয়ার মনে যুদ্ধের আগুন এক বিন্দু তেজ হারায়নি। রামেসিস একজন মানুষ বই আর কিছু নন। বারবার আঘাত হানা হলে, এবং শক্ত করে হানা হলে তারও পতন ঘটবে। প্রথম আঘাতটা হবে-হিট্টি রাজকুমারীকে পাই-রামেসিসে প্রবেশ করতে না দেয়া।

উরি-টেশুপ এবং ওর হিট্টি বন্ধুদের কিছু না জানিয়েই আক্রমণের ব্যবস্থা করতে পারবে রাইয়া। মালফিকে কাজে লাগাতে হবে শুধু। লিবিয়ান লোকটার কানে কেবল একটা কথাই তুলতে হবে-রামেসিসের ছেলে, মেরেনেপটাহ নিজে নেতৃত্ব দিচ্ছে রাজকুমারীর নিরাপত্তা দলের। এই আঘাতে ওই রাজকুমারী আর ফারও-পুত্র, দুইজনের ব্যবস্থা করা যাবে!

তবে রাজকুমারীর দলের একজনকেও বেঁচে ফিরতে দেয়া যাবে না। ফারাও ধরে নেবেন, হিট্টি কোন বিদ্রোহী দলের কাজ ওটা। সেরকম সূত্রও ছড়িয়ে আসা হবে। সন্দেহ নেই, কিছু লিবিয়ান মারা পড়বে। কিন্তু তা নিয়ে মালফির মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। হাট্টুসিলি হারাবেন তার কন্যাকে, আর রামেসিস হবেন পুত্রহারা।

রাইয়ার কোন সন্দেহ নেই, এতেই দুই নেতার মাঝে শুরু হবে মারাত্মক যুদ্ধ। আহসা আর নেই যে সবকিছু সামাল দিতে পারবেন। আর এসবের ফলে আরেকটা লাভ হবে। উরি-টেশুপের ফণা নেমে যাবে। না গেলেও ক্ষতি নেই, মালফি তো আছেই। মিশরীয় রাজনীতিকে অস্থির করার আরো অনেক পরিকল্পনা আছে রাইয়ার। রামেসিসকে শান্তিতে তিষ্ঠাতে দেবে না সে।

ছোট্ট গুদামঘরের দরজায় কড়া নাড়ল কেউ, ওখানে নিজের সবচেয়ে দামী ফুলদানীগুলো লুকিয়ে রাখে সিরিয়ান ব্যবসায়ী। এমন সময়ে খদ্দের ছাড়া আর কারো আসার কথা না।

'কে?'

'ক্যাপ্টেন রারেক।'

'এই সময় এখানে এসেছ কেন?'

'আরেকটু হলেই ফেঁসে যাচ্ছিলাম, আপনাকে সব জানানো দরকার।'

পাল্লাটা অল্প করে খুলল রাইয়া।

নাবিকের চেহারাটা এক পলকের জন্য দেখতে পেল সে, তারপরই কেউ একজন রারেককে পেছন থেকে ধাক্কা দিল। দরজার উপর যেন উড়ে পড়ল নাবিক, সেই ধাক্কার চোটে পিছিয়ে পড়ল রাইয়া নিজেও। নিজেকে সামলে নিতেই দেখে, সেরামানা এবং সেটাউ প্রবেশ করেছে ঘরে।

মোটা একটা আঙুল দিয়ে রাইয়ার দিকে ইঙ্গিত করল সার্ড লোকটা। 'নাম কী এই লোকের?'

'আহমেনি।' উত্তর দিল ক্যাপ্টেন, বেচারার হাতে রয়েছে হাতকড়া; গোড়ালিতে রশি। বলতে গেলে নড়তেই পারছে না সে।

এদিকে সাথে সাথে নড়ে উঠেছে রাইয়া। গুদামঘরের একেবারে অন্ধকার এক কোনার দিকে ছুটে গেল সে। সিঁড়ি বেয়ে সরাসরি উঠে গেল ছাদে। কপাল ভালো হলে হয়তো অনুসরণকারীদেরকে পেছনে ফেলতে পারবে।

ছাদে উঠেও শান্তি নেই, এক সুন্দরী নুবিয়ান মহিলা বসে আছে ওখানে।

'থামো!'

আলখাল্লার নিচ থেকে একটা ড্যাগার বের করে আনল রাইয়া।

'সরে দাঁড়াও, নইলে জানে মেরে ফেলব!' আঘাত হানার ভঙ্গিতে ছুটে এল সে সামনে। ঠিক সেই মুহূর্তেই লোকটার গোড়ালিতে কামড় বসাল একটা ভাইপার।

তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠে অস্ত্র ছেড়ে দিল রাইয়া, পেছনে সরে যেতেই পা ঠেকল কার্নিশের সাথে; তাল সামলাতে না পেরে পেছন দিকে পড়ে গেল সে।

সেরামানা যখন ওকে খুঁজে পেল, তখন আর করার কিছুই ছিল না। আফসোসের সাথে মাথা নাড়তে লাগল ও।

উপর থেকে পড়ে, ঘাড় ভেঙে মারা গিয়েছে রাইয়া।

একত্রিশ

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রেমিককে আঁকড়ে ধরল ডেম টানিত।

'আরেকবার,' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে।

হিট্টি যুবরাজের আপত্তি করার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু ভেসে আসা পায়ের শব্দ ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। বিছানা ছেড়ে চকিতে উঠে বসল সে, খাপ থেকে বের করে আনল ছোট একটা তলোয়ার।

শোবার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা গেল।

'কে?'

'আমি, পরিচারক।'

'আমাদেরকে বিরক্ত করতে মানা করেছিলাম না!' রেগে গেল টানিত।

'আপনার স্বামীর এক বন্ধু এসেছেন. . .বলছেন, ব্যাপারটা জরুরি।'

উরি-টেশুপের কব্জি ধরে ফেলল মেয়েটা। 'ফাঁদ হতে পারে কিন্তু।'

'নিজেকে রক্ষা করতে জানি আমি।'

বাগানে অপেক্ষারত হিট্টি প্রহরীটাকে ডেকে নিল উরি-টেশুপ। লোকটা প্রাক্তন হিট্টি সেনাপ্রধানের সেবা করতে পেরেই গর্বিত। ফিসফিস করে নিজের প্রতিবেদন জানাল প্রহরী, তারপর উধাও হয়ে গেল।

কাজ সেরে যখন ফিরে এল হিট্টি রাজকুমার, তখন তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল টানিত। কিন্তু কিছুক্ষণেই বুঝে গেল লোকটার মন অন্য কোথাও। সরে গিয়ে তাকে ঠাণ্ডা মদ ঢেলে দিল মহিলা।

'কী হয়েছে?'

'রাইয়া. . .মারা গিয়েছে।'

'দুর্ঘটনা?'

'সেরামানার কাছ থেকে পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে।'

আঁতকে উঠল ফনিশিয় মহিলা। 'ওই জঘন্য সার্ডটা কেবলই ঝামেলা করে। তোমার সাথে সম্পর্ক ছিল রাইয়ার-এই সন্দেহ করে বসেনি তো?'

'করতেও পারে।'

'তাহলে এখান থেকে এখুনি চলে যাওয়া উচিত।'

'একদম না! সেরামানা আমার উপর নজর রাখছে। রাইয়া যদি মুখ না খুলে থাকে বা সেই সুযোগ না পেয়ে থাকে, তাহলে আমাকে ধরারও উপায় নেই কারো।

অবশ্য, সিরিয়ান লোকটা মরায় আমাদের লাভ বই ক্ষতি হয়নি। পাগলাটে হয়ে যাচ্ছিল সে দিনকে দিন। আর লিবিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার পর, ওকে আমার দরকারও ছিল না।'

'আমাকে কি তোমাকে দরকার? এখনও?' দুষ্টামির স্বরে জানতে চাইল টানিত।

'চুপচাপ স্ত্রী দায়িত্ব পালন করে যাও, তোমাকে খুশি রাখব।' জানাল উরি-টেশুপ।

টেচঙ্ককে যার যার শিকার করা প্রাণীর চামড়া দেখাল শিকারিরা। লিবিয়ান লোকটা নিজ দেখে কাঁচামাল কেনে, অন্য কারও কথার উপর ভরসাই করে না। মানে তাই অদ্বিতীয় এখনও; সামনে যা আসে, সচরাচর তার তিন-চতুর্থাংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

আচমকা একটা রঙিলা আলখাল্লা ওর পায়ের সামনে এসে পড়ল।

'চেনা যায়?'

দুশ্চিন্তায় পেটে ব্যথা করতে শুরু করল লোকটার। 'একেবারেই সাধারণ।'

'ভালো করে দেখ।'

'বললাম তো, আশপাশে অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়।'

'তাহলে তোমার স্মৃতিকে একটু ঝালিয়ে দেই, টেচঙ্ক। এই আলখাল্লাটা রাইয়া নামের এক সিরিয়ান ব্যবসায়ী ব্যবহার করত।' রুক্ষ হয়ে এসেছে অন্য লোকটার কণ্ঠ। 'সন্দেহজনক চরিত্রের লোক ছিল সে। ধরতে গিয়েছিলাম, ছাদ থেকে লাফ দিয়েছে। বলতে পারো, অতীত গিলে খেয়েছে রাইয়াকে। গুপ্তচর ছিল, বুঝলে? আরেকটা ব্যাপার বলি, আমি নিশ্চিত সে ব্যাপারে। তোমরা দুইজন একে অন্যকে চেন, সম্ভবত সহকর্মীও।'

'না, আমি কখনও-'

'আমাকে বলতে দাও, টেচঙ্ক। আপাতত আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলতে পারি-ওই রাইয়া আমাদের ফারাও, রামেসিসের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছিল। সেই ষড়যন্ত্রে তুমি এবং উরি-টেশুপও জড়িত। ধরে নাও, এই মৃত্যুটাই তোমার জন্য শেষ সতর্কবাণী। যদি ফারাওয়ের ক্ষতি করার কথা কল্পনাও করো, তোমার অবস্থা এই রাইয়ার মতোই হবে। ভালো কথা, আমি তোমার কাছে কিছু জিনিস পাই না?'

'একটা চামড়ার ঢাল এবং আমার বানানো সেরা মানের একজোড়া জুতা আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'শুরু হিসাবে মন্দ না. . .কয়েকটা নাম কিন্তু জানতে চেয়েছিলাম।'

'মিশরে বাসরত লিবিয়ানরা কোন ঝামেলার মধ্যে নেই! আমরা রামেসিসকেই আমাদের শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নিয়েছি।'

'তা তো বটেই। সামনেও কথাটা মনে রাখলে তোমার নিজের জন্যই ভালো হবে। আবার আসব আমি, টেচঙ্ক।'

সেরামানার ঘোড়া চোখের আড়াল হবার আগেই, পায়খানার দিকে দৌড় দিল চামড়া-শিল্পী।

সম্রাট হাট্টুসিলির সাথে একমত হতে পারছেন না সম্রাজ্ঞী পুডুহেপা। সাধারণত স্বামীর প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তিনি। তবে এই একটা প্রসঙ্গে এসে ফ্যাঁকড়া বেঁধে যাচ্ছে!

'রামেসিসকে জানিয়ে দেয়া দরকার যে আমাদের মেয়ে রওয়ানা দিয়েছে।' জোর করলেন পুডুহেপা।

'নাহ,' মানা করে দিলেন সম্রাট। 'আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে যে বিদ্রোহীরা লুকিয়ে আছে, তাদেরকে বের করে আনার এমন সুযোগ আর মিলবে না।'

'নিজের মেয়েকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছ?'

'মেয়ে আমার নিরাপদেই থাকবে। যদি কোন ঝামেলা হয়ও, আমাদের সেরা সৈন্যরা রক্ষা করবে ওকে। বিদ্রোহীদের তো ধ্বংস করা হবেই, রামেসিসের সাথে শান্তি চুক্তি শক্ত করার পথে আর কোন বাধাও থাকবে না।'

'মেয়েকে ঝুঁকিতে ফেলার ব্যাপারে আমার সম্মতি নেই।'

'আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আগামীকাল রওয়ানা দেবে ও। মিশরের প্রভাব বলয়ের ঢুকলে, রামেসিসকে জানাব।'

একেবারে ভঙ্গুর দেখাচ্ছে রাজকুমারীকে। হিট্টি অফিসাররা ঘিরে ধরেছে ওকে। ভারী বর্ম পরিহিত মানুষদের মাঝে একেবারে বেমানান মনে হচ্ছে! তবে অস্ত্র-শস্ত্র এবং তাজা ঘোড়া থাকায় একেবারে দুর্জয় মনে হচ্ছে দলটাকে।

সম্রাট হাট্টুসিলি নিজেও জানেন যে মেয়েকে তিনি ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন, কিন্তু সুযোগটাকে হেলায় হারানোও যে যায় না। রাষ্ট্রপ্রধানকে মাঝে মাঝে নিজের পরিবারের উপরে জাতীয় নিরাপত্তাকে স্থান দিতে হয়ে-ভাবলেন তিনি।

আকাশ পরিষ্কার, তাপমাত্রাও সহ্য করার মতো। বরঞ্চ কিছুটা উষ্ণই বলা চলে। আচমকা যেন বসন্ত চলে এসেছে শীতকে হটিয়ে। এই অস্বাভাবিক আবহাওয়া বেশিদিন এমন থাকতে পারে না। এমনকী কয়েক ঘন্টার মাঝে বৃষ্টিপাত শুরু হলেও অবাক হবার কিছু নেই।

পিতার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে রাজকুমারী।

'রামেসিস নিজে বিয়ের সব ক্রিয়াদি পরিচালনা করবেন,' সম্রাট বললেন কন্যাকে। 'সাবধানে যাও, মিশরের ভাবী রাণী।'

রওয়ানা দিল দলটা। রাজকুমারী যে রথে আছে, তার পেছনেই আছে আরেকটা রথ। ওটায় বসে আছেন সম্রাজ্ঞী পুডুহেপা।

'আমি ওকে একা যেতে দিতে পারি না,' সম্রাটের কাছাকাছি এসে বললেন তিনি। 'সীমান্ত পর্যন্ত একসাথে যাই।'

বন্ধুর পাহাড়, উঁচু গিরিপথ, ঘন বন. . .যেকোন জায়গায় আক্রমণ করতে পারে বিদ্রোহীরা। নিজের দেশকেই আজ ভয় লাগছে সম্রাজ্ঞীর। সৈন্যরা সতর্কই আছে, সংখ্যা দেখে কারো আক্রমণ করার সাহস হওয়া উচিত না। কিন্তু হাট্টি দীর্ঘদিন ধরেই গৃহযুদ্ধের হুমকির মুখে আছে। উরি-টেশুপ নিজে, অথবা তার কোন সহমর্মী এই পরিস্থিতিতে রাজকুমারীর উপর আক্রমণ চালাতে দ্বিধা করবে না।

তবে মিশরের ভাবী রাণীকে দেখে মনে হচ্ছে না যে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত! শক্ত মুখে বসে আছে সে রথে, এগিয়ে যাচ্ছে নিয়তির দিকে।

গাছের পাতা নড়ে উঠতেই. . .অথবা পানির শব্দ কানে আসতেই কেঁপে উঠছেন পুডুহেপা। মনে হচ্ছে এই বুঝি আক্রমণ চালালো একদল শত্রু! কোথায় লুকিয়ে আছে তারা? কী পরিকল্পনা করেছে? রাতের বেলা ঘুমাতে পারেন না, অদ্ভুত সব শব্দ কানে এসে বাজে। দিনের বেলা চোখ সর্বক্ষণ খুঁজে বেড়ায় বিদ্রোহীর চিহ্ন. . .বনে, নদীর তীরে. . .গাছের ফাঁকে!

খুব একটা বাক্য বিনিময় হয়নি রাজকুমারী এবং তার মায়ের মাঝে। অতীত জীবনকে যেন ঝেড়ে ফেলেছে রাজকুমারী। তার জন্য হাট্টি এখন মৃত. . .তার ভবিষ্যতের অন্য নাম এখন রামেসিস।

গরমে কষ্ট হচ্ছে সবার, ক্লান্ত-পিপাসার্ত দেহটাকে কোন ক্রমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। অবশেষে কাদেশে এসে পৌঁছল। মিশরীয় একটা দুর্গ দেখা যাচ্ছে সামনে, ফারাওয়ের শক্তি বলয়ের মাঝে অবস্থিত সবচেয়ে দূরের দুর্গ ওটা। দুর্গের প্রাচীরে দাঁড়িয়ে আছে তীরন্দাজেরা। বিশাল দরজাটা বন্ধ, ভেতরে সৈন্যরা অপেক্ষা করছে. . .অপেক্ষা করছে আক্রমণের। রথ থেকে নেমে এল রাজকুমারী, একটা ঘোড়া বেছে নিয়ে এগিয়ে গেল সে; প্রাণীটা ওর যৌতুকেরই অংশ। দুর্গের একেবারে দরজার সামনে এসে দাঁড়াও ও, কেউ একটা তীর ছোঁড়ারও সাহস করল না।

'আমি হাট্টি-সম্রাটের কন্যা, মিশরের ভবিষ্যত রাণী।' ঘোষণা করল সে নিষ্কম্প কণ্ঠে। 'মহান রামেসিস আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আমাকে রাজকীয় সম্মান জানানো হোক, নইলে ফারাওয়ের রাগের মুখোমুখি হতে হবে সবাইকে।'

প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে জানালেন দুর্গ-প্রধান। 'কিন্তু আপনি যে সাথে একটা সেনাদল নিয়ে এসেছেন!'

'সেনাদল না, আমার রক্ষী নিয়ে এসেছি।'

'দেখে তো হিট্টি যোদ্ধা বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনি ভুল করছেন, দুর্গ-প্রধান। আমি সত্যি কথাই বলছি।'

'রামেসিসকে জানিয়ে দিন যে আমি মিশরের মাটিতে পা রেখেছি।'

বত্রিশ

আহমেনির যে ঠাণ্ডা লেগেছে তা তার লাল চোখ, কাশি আর হাঁচি দেখলেই বোঝা যায়। বছরের এই সময়টায় রাতের দিকে খুব শীত পড়ে। মলিন সূর্য দিনের বেলাতেও খুব একটা উষ্ণতা ছড়াতে পারে না। কক্ষ গরম করার জন্য কাঠ আনার আদেশ দিয়েছেন তিনি, তবে পাননি এখনো। মেজাজ খারাপ করে অধীনস্থদের বকাবকি করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় সেনাবাহিনীর এক দূত এসে উপস্থিত হলো। দক্ষিণ সিরিয়ার আয়া দুর্গ থেকে খবর নিয়ে এসেছে সে।

কোড করা বার্তাটা পড়লেন আহমেনি। পড়া শেষ হওয়া মাত্র উলের একটা চাদর জড়িয়ে নিলেন ভারী লিনেনের আলখাল্লার উপরে। গলায় মাফলার জড়িয়ে দৌড় দিলেন রামেসিসের অফিসের দিকে।

'মহানুভব! খারাপ খবর. . .হাট্টুসিলির মেয়ে এসে পড়েছে আয়া-তে। দুর্গ-প্রধান আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়।'

'ভুল হচ্ছে কোন,' মন্তব্য করলেন ফারাও। 'এমনটা হলে, আমার অন্তত আগে আগে জানার কথা ছিল।'

'দুর্গ-প্রধান বলছে, রক্ষীবাহিনী নাম দিয়ে নিজের সাথে একদল হিট্টি সৈন্য নিয়ে উপস্থিত এই রাজকুমারী।'

পায়চারী করতে লাগলেন ফারাও। বেশ কিছুক্ষণ পর বললেন, 'চালাকি করেছেন হাট্টুসিলি। সেনাবাহিনীতে কোন বিদ্রোহী আছে কিনা তা দেখার জন্য ফাঁদ পেতেছেন।'

'তাই বলে নিজের সন্তানকে ব্যবহার করে?'

'হাট্টুসিলির মন এখন নিশ্চিন্ত হবে। মেরেনেপটাহকে পাঠিয়ে দাও। অন্যান্য দুর্গেও খবর পাঠাও, তারা যেন রাজকুমারীকে বরণ করে নেবার জন্য তৈরি থাকে। আর এই দুর্গ-প্রধানকে জানাও, সে জন্য রাজকন্যাকে দুর্গের ভেতরে নিয়ে যায়. . .অবশ্যই যথাযথ সম্মানের সাথে।'

'যদি. . .'

'সেই ঝুঁকি নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে দাও।'

একত্রে উদযাপন করছে হিট্টি এবং মিশরীয় সৈন্যরা। গাইছে, নাচছে, পান করছে পুরনো বন্ধুর মতো। স্বস্তি পেলেন পুডুহেপা, এবার তিনি হাট্টুসায় ফিরতে পারেন। হিট্টি সৈন্যদের একটা ছোট্ট অংশ অবশ্য রাজকুমারীর সাথে রয়ে যাবে।

আগামীকাল চিরতরে আলাদা হয়ে যাবেন একে অন্যের কাছ থেকে। নিজের সুন্দরী, দৃঢ়চেতা মেয়ের দিকে তাকিয়ে, আর্দ্র হয়ে এল সম্রাজ্ঞীর চোখ।

'আফসোস হচ্ছে না?' জানতে চাইলেন তিনি।

'নাহ, উত্তেজনা বোধ করছি।'

'আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না।'

'এই তো জীবন। প্রত্যেক মানুষের রয়েছে আলাদা আলাদা নিয়তি. . .আমারটা সবার সেরা-এই যা।'

'প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও।'

'আমি তো এখনই সুখী।'

কষ্ট পেলেন পুডুহেপা, মেয়েটা আলিঙ্গন করতে গিয়েও আর করলেন না।

ভালোবাসার শেষ সুতাটাও ছিন্ন হয়ে গেল।

'এমন কিছু আগে দেখিনি,' দুর্গ-প্রধান বলল। অভিজ্ঞ যোদ্ধা সে, জীবনের বেশিরভাগ সময় দুর্গে দুর্গেই কাটিয়ে দিয়েছে। 'বছরের এই সময়টায় পাহাড়গুলো ঢাকা পড়ে যাবার কথা বরফে। প্রতি দিনই অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হবার কথা। যদি এই গরম চলতে থাকে, তাহলে নালাগুলো সব শুকিয়ে যাবে।'

'দ্রুতগতিতে এসেছি আমরা,' মেরেনেপটাহ তাকে মনে করিয়ে দিল। 'আমার দলের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পথিমধ্যে বেশ কিছু শুষ্ক কুয়া এবং ঝর্না দেখেছি আমরা। রাজকুমারীকে আসলে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।'

'এমন দৃশ্য আগে দেখিনি।' আবারো বলল দুর্গ-প্রধান। 'দেবতার হস্তক্ষেপ ছাড়া এমন হবার কথা না।'

এই কথাগুলোর শোনার ভয়েই তটস্থ ছিল মেরেনেপটাহ। 'আপনি ঠিকও হতে পারেন। আশপাশে কোন পবিত্র সমাধি বা স্থান নেই? যেটা এই দুর্গকে সুরক্ষা দেয়?'

'আছে, কিন্তু অশুভ আত্মাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। স্বর্গের কোন দেবতার সাহায্য লাগবে আমাদের।'

'অল্প পরিমাণে পানিও কি দেয়া যায় না?'

'আমি দুঃখিত, মহামান্য। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা। বৃষ্টি আসার আগ পর্যন্ত আপনাদেরকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। শীত চলছে, বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না আশা করি।'

'আপনি তো নিজেই বললেন, এমনটা আগে দেখেননি। দুর্গ ছেড়ে যাওয়াটা বিপদজনক, আবার থাকাটাও সমস্যার।'

দুর্গ-প্রধানের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'তাহলে কী করতে চান?'

'ফারাওকে জানানো হোক সব কিছু। তিনি বলে দেবেন, কী করতে হবে।'

রামেসিসের সামনে থাকা তিনটা লম্বা প্যাপিরাসের স্ক্রোল খুলল খা, ওগুলো সে হেলিওপলিসের গ্রন্থাগারে পেয়েছে।

'এই লেখাগুলো অনন্য, মহানুভব। এশিয়ার আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রণ একজন দেবতার হাত; আর তিনি হলেন সেট, ধ্বংসকারী। কিন্তু তার সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করার যোগ্য কোন জাদুকর আমাদের কাছে নেই। কেবলমাত্র আপনিই পারেন তাকে মানাতে। তবে. . .'

'বলো, বাছা।'

'আপনাকে সেই কাজ করার অনুরোধ জানাতে পারি না আমি। সেট তার ইচ্ছামতো চলেন।'

'আমাকে তোমার দুর্বল মনে হচ্ছে?'

'আপনি সেটির সন্তান। কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তন করার মানে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বজ্র, ঝড় এবং বাতাস। সেট কী করবেন, তা আগে থেকে কেউ ধারণা করতে পারে না। মিশরের আপনাকে ছাড়া চলবে না, পিতা। এক কাজ করা যাক, পবিত্র মূর্তি এবং খাবার পাঠিয়ে দেই সিরিয়ায়।'

'ওসব পাঠালেও যে সেট অনুমোদন করবেন, পৌঁছতে দেবেন সিরিয়ায়-তার কোন নিশ্চয়তা আছে?'

মাথা নত করে ফেলল খা। 'না, মহামান্য।'

'তাহলে তো আমার হাতে আর উপায় নেই। দেবতার ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ আমাকে নিতেই হবে। নইলে মেরেনেপটাহ, হিট্টি রাজকুমারী এবং সিরিয়ার সবাই পিপাসায় মারা যাবে!'

তর্ক করার মতো কোন যুক্তি অবশিষ্ট নেই রামেসিসের বড় সন্তানের কাছে।

'যদি সেটের মন্দির থেকে ফিরে না আসি,' খাকে উদ্দেশ করে বললেন রামেসিস। 'তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে, পুত্র আমার। মিশরের জন্য জীবনে উৎসর্গ করতে হবে তোমার।'

হিট্টি রাজকুমারীর স্থান হয়েছে দুর্গ-প্রধানের কক্ষে। মেরেনেপটাহের সাথে দেখা করার দাবী জানাল সে। ফারাও-পুত্র তাকে সম্মান দেখাবার সিদ্ধান্ত নিল।

'আমরা কেন এখনই মিশরের দিকে রওয়ানা হচ্ছি না?'

'কেননা তা অসম্ভব, রাজকুমারী।'

'আবহাওয়া তো চমৎকার।'

'খরা চলছে, বৃষ্টি নেই। পানির অভাব হবে।'

'এই জঘন্য দুর্গে আটকা পড়লাম নাকি আমরা!'

'স্বর্গ আমাদের বিপক্ষে, ঐশ্বরিক ক্ষমতার কেউ একজন আমাদেরকে এখানে আটকে রেখেছেন।'

'তোমাদের জাদুকররা কিছু করতে পারছে না?'

'আমি এই দেশের সর্বসেরা জাদুকর, রামেসিসের সাহায্য চেয়েছি।'

হাসি ফুটে উঠল রাজকুমারীর চেহারায়। 'তুমি বুদ্ধিমান মানুষ, মেরেনেপটাহ। স্বামীর কাছে অবশ্যই তোমার প্রশংসা করব আমি।'

'আশা করি, স্বর্গ আমাদের প্রার্থনা কানে তুলবেন, মহামান্যা।'

'অবশ্যই! পিপাসায় মরার জন্য আমি এতদূর আসিনি। এ-ও জানি- স্বর্গ আর মর্ত্য, দুটোই ফারাওয়ের হাতের মুঠোয়।'

ফারাওকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন আহমেনি ও সেটাউ। রাতে এক হরিণের মাংস দিয়ে খাবার সারলেন ফারাও, দেবতা সেটের শক্তিকে দেহে

ধারণ করে এই প্রাণী। পান করলেন কড়া মদ, তারপর লবণ দিয়ে মুখ পবিত্র করে নিয়ে বসে পড়লেন নিজ পিতার মূর্তির সামনে।

পিতার সাহায্য ছাড়া যে সেটকে পরাজিত করতে পারবেন না, তা ভালোমতোই জানেন রামেসিস। অল্প একটু ভুলও বিশাল বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। একটা মাত্র অস্ত্রে কাবু হন এই দেবতা, আর তা হলো স্থৈর্য। সেটি সেই গুণটাকে রামেসিসের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

রাতের অন্ধকারে সেটের মন্দিরে পা রাখলেন রামেসিস। দেবতার মুখোমুখি হওয়া মানে ভয়ের সামনে দাঁড়ানো; আগুনের চোখে দেখা পৃথিবীকে, এর নৃশংসতা এবং ভয়াবহতাকে স্বীকার করে নেয়া।

বেদিতে এক পাত্র মদ এবং অ্যাকাসিয়ার কাঠ খোদাই করে বানানো অরিক্সের ভাস্কর্য রাখলেন তিনি। সেটের আগুন এই মরুভূমির প্রাণীর ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলে। সেজন্যই উষ্ণতাকে হার মানিয়ে টিকে থাকতে পারে সে।

'আসমান আপনার ক্ষমতাধীন,' দেবতাকে বললেন ফারাও। 'জমিন আপনার পদতলে। পৃথিবী আপনার করতলের অধীন বস্তু। উত্তরে ফিরিয়ে দিন বৃষ্টি।'

একটুও নড়ল না সেটের মূর্তি, চোখগুলোর পাথুরে দৃষ্টি পাথুরেই হয়ে রইল।

'আমি, রামেসিস, সেটির সন্তান, আপনাকে অনুরোধ করছি। কোন দেবতার অধিকার নেই আবহাওয়ার ব্যাপারে নাক গলানোর। মা'তের আইনের অধীনে চলতে হবে দেবতাদেরকেও। আপনিও তার ব্যতিক্রম নন।'

লাল হয়ে গেল মূর্তির চেহারা, সূর্য যেন খোদ এসে উপস্থিত হয়েছে প্রকোষ্ঠে।

'ফারাওয়ের বিরুদ্ধে ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাবেন না, কেননা ফারাওয়ের ভেতরেই একীভূত হয়েছে হোরাস এবং সেট। আপনি রয়েছেন আমার ভেতরে। অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আপনার কাছ থেকেই শক্তি ধার করি আমি। তাই আমার কথা শুনুন, সেট, বৃষ্টি বর্ষণ করুন উত্তরে।'

পাই-রামেসিসের আকাশ কেঁপে উঠল বজ্রে. . .ঝড়ের তাণ্ডবে. . .

এখন রাতভর চলবে যুদ্ধ।

তেত্রিশ

আবারো মেরেনেপটাহকে ডেকে পাঠালেন রাজকুমারী।

'এতদিন কেন অপেক্ষা করতে হচ্ছে! আমাকে এখুনি মিশরে নিয়ে চলো।'

'আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আপনাকে যেন বহাল তবিয়তে মিশরে নিয়ে যাই। এই গরম যতদিন আছে, ভ্রমণ করা উচিত হবে না।'

'ফারাও কেন কিছু করছেন না?'

প্রশ্নটা উচ্চারিত হওয়ার যা দেরী, রাজকুমারীর বাঁ কাঁধে এসে পড়ল এক বিন্দু বৃষ্টি। পরেরটা পড়ল তার ডান হাতে। একই সাথে আকাশের দিকে তাকাল সে এবং মেরেনেপটাহ। দেখতে পেল, কালো মেঘ ভিড় জমিয়েছে ওখানে। পরক্ষণেই দেখা গেল একটা চোখ ঝলসানো আলো, তার সঙ্গী হলো বজ্রপাতের আওয়াজ। আস্তে আস্তে ভারী হতে লাগল বৃষ্টি।

'উত্তর পেয়েছেন নিশ্চয়ই?'

মাথা উপরের দিকে তুলে প্রাণদায়ী পানি পান করল রাজকুমারী। 'তাহলে চলো, এখুনি রওয়ানা দেই।'

ফারাওয়ের শোবার ঘরের বাইরে হাঁটাচলা করছেন আহমেনি। সেটাউ অবশ্য বসে আছেন, সামনের দিকে চেয়ে আছেন তিনি। খা ব্যস্ত জাদুমন্ত্র সম্বলিত একটা স্ক্রোল পড়ার কাজে। দশমবারের মতো তলোয়ার পরিষ্কার করল সেরামানা।

'কতক্ষণ আগে সেটের মন্দিরের দিকে গিয়েছেন ফারাও?' জানতে চাইল সেটাউ।

'সকালের দিকে গেলেন।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন আহমেনি।

'কারো সাথে কথা বলেছেন?'

'নাহ, একটা শব্দও না।' ঘোষণা করল যেন খা। 'নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে আছেন। কেবল মাত্র নেফারেতকে ঢুকতে দিয়েছেন কক্ষে!'

'তা-ও তো প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল!' ঘোঁত করে উঠলেন সেটাউ।

'দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্য,' মাথা দোলাল করল প্রধান যাজক। 'সেটের আঘাত বড় মারাত্মক। নেফারেত জানেন তার কী করতে হবে।'

'ফারাওয়ের হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করার জন্য নিয়ম করে আমার বানানো ওষুধ পান করতে দেই তাকে।'

অবশেষে খুলে গেল শোবার ঘরের দরজা। বাইরে অপেক্ষারত চারজনই ছুটলেন নেফারেতের দিকে।

'রামেসিসের আর কোন বিপদ নেই।' সবাইকে নিশ্চিন্ত করল যেন প্রধান চিকিৎসক। 'এক দিন বিশ্রাম নিলেই প্রাত্যহিক কাজ আবার শুরু করতে পারবে তিনি।' আচমকা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে। 'আশ্চর্য, বৃষ্টি কখন শুরু হলো?'

পাই-রামেসিসের আকাশে ভিড় করেছে কালো মেঘের দল।

মেরেনেপটাহের নেতৃত্বে, ভাইয়ের মতো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কানা পার হলো হিট্টি-মিশরীয়দের সম্মিলিত দলটা। সৈকত ধরে এসে প্রবেশ করল সিনাই-এ, সেখান থেকে ব-দ্বীপে। খাবার বা পানির কোন অভাব হয়নি পথে। আনন্দ-ফুর্তি করতে করতেই এগিয়ে যাচ্ছে দলটা।

চোখ বড় বড় করে সবুজের সমারোহ যেন গিলছে হিট্টি রাজকুমারী। তালের বাগান, সবুজ মাঠ, সেচ পদ্ধতি-এসব আগে কখনওই দেখেনি। আনাতোলিয়ান জন্মভূমির সাথে আকাশ-পাতাল পার্থক্য এখানকার পরিবেশের।

পাই-রামেসিসে পৌঁছে দলটা দেখতে পেল, রাস্তা-ঘাট ভরে গিয়েছে মানুষে। ওদের আসার খবর কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল তা কেউ জানে না। তবে সবাই জানে, হিট্টি রাজকন্যা অচিরেই মিশরের রাণী হতে চলেছে।

'অসাধারণ,' মন্তব্য করল উরি-টেশুপ। পাশেই বসে আছে ওর স্ত্রী। 'ফারাও দেখি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।'

'দেবতা সেটকে তিনি বাধ্য করেছেন বৃষ্টি পাঠাতে,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডেম টানিতের চেহারা। 'তার অসাধ্য নেই কিছুই।'

হতাশ হয়ে গেল উরি-টেশুপ। এমন এক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাধারী ফারাওয়ের সাথে লড়বে কীভাবে? লোকটার অদৃশ্য মিত্ররা যেকোন শত্রুকে হার মানাতে পারবে। উরি-টেশুপ যেমনটা ভেবেছিল, রাজকুমারীর মিশরে পা রাখাটা কেউ থামাতে পারেনি।

নাহ, মাথা ঝাঁকাল হিট্টি রাজকুমার। রামেসিসের জাদুতে মুগ্ধ হবে না সে। ওর জীবনের লক্ষ্য এখন শুধু একটাই-ওর জীবনকে যে লোকটা ধ্বংস করে দিয়েছে তার পতন ঘটান। যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন, ফারাও কোন দেবতা নন; একজন

মানুষ মাত্র। মানুষের মতোই দুর্বলতা আছে তার, আছে ব্যর্থতা। অচিরেই পতন ঘটবে তার।

. . .ঘটবেই. . .

তারচেয়ে বড় কথা, ওরই আত্মীয়া, চাচাতো বোনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে রামেসিস! ওর মতোই প্রতিশোধের আগুনে জ্বলন্ত রক্ত বইছে তার দেহে। মনে হচ্ছে-এই অস্ত্রটাই কাজে লাগাতে পারবে সে।

'ওই যে রাজকুমারী!' চিৎকার করে উঠল ডেম টানিত, ওর সাথে আরো হাজারো উপস্থিত জনতা!

রথের আড়ালে বসে, সাজে শেষ স্পর্শ দিচ্ছে রাজকন্যা। চোখের পাতাগুলো সবুজ রঙ্গে সাজিয়েছে, সেই সাথে সিঁদুর-রঙা একটা বৃত্ত এঁকেছে চোখের চারপাশে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে খুশি হয়ে গেল সে। মেরেনেপটাহের সাহায্য, হবু বধূ নেমে এল রথ থেকে।

রাজকুমারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল জনতা। পরনে ওর লম্বা সবুজ আলখাল্লা, একেবারে রাণীর মতোই দেখাচ্ছে।

আচমকা সবার চেহারা ঘুরে গেল শহরের প্রধান রাস্তার দিকে। ওখান থেকে ছুটে আসা ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সেই সাথে রথের চাকারও।

ভাবী বধূর সাথে সাক্ষাত করতে আসছেন মহান রামেসিস।

কাদেশের যুদ্ধে রামেসিসের সঙ্গী ছিল যে ঘোড়াগুলো, তাদেরই বংশধর ফারাওয়ের রথ টানা প্রাণীগুলো। সে সময় একা হয়ে গিয়েছেন তিনি, সাথে ছিল কেবল দুই ঘোড়া এবং সিংহটি। রথের লাগাম মহান ফারাওয়ের বেল্টের সাথে বাঁধা। কেননা ডান হাতে তিনি ধরে আছেন রাজদণ্ড।

নিশ্চিত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে রথটা। ঘোড়াদেরকে কেবল মাত্র কণ্ঠের সাহায্য নিয়ন্ত্রণ করছেন রামেসিস, মাথায় পরে আছেন নীল মুকুট; ফারাওদের ঐশ্বরিক উৎসের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন। পরে আসেন স্বর্ণ-নির্মিত পোশাক।

সূর্যের মতো আলো ছড়াতে ছড়াতে উপস্থিত হলেন তিনি। হিট্টি রাজকুমারীর থেকে একটু দূরে এসে থামালেন রথ। মাথা নিচু করে আছে মেয়েটি। সে যে অনাড়ম্বর, কিন্তু অভিজাত সাজে সেজেছে-তা নজর এড়াল না ফারাওয়ের। বাড়তি পোশাক এবং অলংকার না থাকায়, প্রকৃত সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

'বিয়ের তেল উপহার দিচ্ছে তোমাকে,' ঘোষণা করলেন ফারাও। 'এর মাধ্যমে তুমি পরিণত হলে দ্বৈত-রাজত্বের মহারাণীতে। মা'তের আইনানুসারে নতুন করে জন্ম নিয়েছ আজ। এখন থেকে তোমার নাম মাত-হোর-নেফেরু-রা, **যে রমণী হোরাস এবং ঐশ্বরিক আলোকে দেখতে পায়।** আমার দিকে থাকাও মাথোর, আমার স্ত্রী।'

যুবতীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন রামেসিস, আস্তে আস্তে নিজের হাতে সেই হাত বরণ করে নিল মেয়েটি। ভয় কাকে বলে, আগে কখনও অনুভব করেনি হিট্টি রাজকুমারী। কিন্তু আজ হয়ে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। যে মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল অনেকগুলো দিন, সেই দিন এসে উপস্থিত। অথচ মনে হচ্ছে, অজ্ঞান হয়ে যাবে যেন। রামেসিসের ব্যক্তিত্ব এতটাই প্রখর যে ওর মনে হচ্ছে, কোন দেবতাকে স্পর্শ করে আছে! এর মন জয় করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, বুঝতে পারছে এখন। কিন্তু হার মানা যে রাজকন্যার ধাতে নেই। অনেক কষ্টে ভাবী স্বামীর দিকে তাকাতে পারল ও।

ছাপ্পান্ন বছর বয়স হলেও, রামেসিসের তুলনা একমাত্র রামেসিস-ই। শক্তি এবং সৌন্দর্যের অসাধারণ এক মিলন ঘটেছে তার মাঝে।

মাথোর, প্রথম দেখাতেই তার প্রেমে পড়ে গেল।

নিজের রথে ওকে আহ্বান জানালেন রামেসিস।

'আমার রাজত্বের চৌত্রিশ-তম বছর থেকে,' উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ফারাও। 'হাট্টির সাথে মিশরের শান্তি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। কার্নাক, পাই-রামেসিস, এলেফ্যান্টাইন, আবু সিম্বেল এবং নুবিয়ার সবগুলো মন্দিরে এই বিয়ে উপলক্ষে নতুন ভাস্কর্য স্থাপিত হবে। সবগুলো শহর এবং গ্রামে উৎসবের আয়োজন করা হোক, মদ সরবরাহ করা হবে প্রাসাদ থেকে। এখন থেকে আমাদের দুই দেশের সীমান্ত থাকবে সদা উন্মুক্ত।'

জনতা আনন্দোল্লাসে বরণ করে নিল রামেসিসের এই ঘোষণা।

না চাইতেও, অবচেতন মনেই. . .তাদের সাথে যোগ দিল উরি-টেশুপ।

চৌত্রিশ

উত্তরে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে লিনেনের পাল, দ্রুত গতিতে থিবসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাজকীয় জাহাজ। সামনে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে নীল নদের গভীরতা মাপছেন ক্যাপ্টেন। এখানকার পানিকে এত ভালোভাবে চেনেন যে তিনি থাকতে রামেসিস এবং মাথোরের এই ভ্রমণে কোন সমস্যা হবে না। পাল নিজেই বেঁধেছেন ফারাও। পথশ্রমে ক্লান্ত মাথোর শুয়ে আছে কেবিনে। একটু পরেই রাঁধুনি পরিবেশন করবে ঝলসানো রাজহাঁস। তিনজন নাবিক ব্যস্ত দিন ঠিক রাখার কাজে, একজন পানি খাবার পানি তোলায়। মাস্তুলের উপরে উঠে বসে আছে এক বালক, সামনে জলহস্তী বা কোন বিপদ আছে কিনা তা ক্যাপ্টেনকে জানাচ্ছে।

নাবিকদের সবাইকে দেয়া হয়েছে রামেসিসের রাজত্বের বাইশতম বৎসরে প্রস্তুত করা মদ। ওই বছরেই হিট্টিদের সাথে শান্তি চুকিত করেন তিনি। নদী থেকে ভেসে আসা বাতাস বুক ভরে নিলেন মহান ফারাও। তারপর ফিরে এলেন কেবিনে, মাথোরের ঘুম ততক্ষণে ভেঙে গিয়েছে। জেসমিনে সুগন্ধি ব্যবহার করেছে সে, পরনে শুধু ছোট একটা স্কার্ট। সুন্দর সকালের মতোই, পবিত্র দেখাচ্ছে তাকে।

'ফারাও হচ্ছে অভাবনীয় সবকিছুর সমষ্টি।' নম্র কণ্ঠে বলল সে। 'পড়ন্ত তারা তিনি, তীক্ষ্ণ শিং বিশিষ্ট উন্নত ষাঁড়। পানিতে লুকিয়ে থাকা কুমির, শিকারে ব্যস্ত ঈগল; অন্ধকার হটিয়ে দেয়া উজ্জ্বল আলো।'

'আমাদের সাহিত্যে দেখি তোমার ভালোই জ্ঞান আছে, মাথোর।'

'এই বিষয়টা উৎসাহ ভরেই পড়েছি, সেই সাথে ফারাওকে নিয়ে লেখা অন্যান্য সবকিছুই। বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী মানুষটার ব্যাপারে জানতে কার না আগ্রহ হয়?'

'তাই নাকি? তাহলে তো তোমার জানা উচিত যে ফারাও মিষ্টি, কিন্তু অহেতুক প্রশংসা পছন্দ করেন না।'

'কিন্তু আমার প্রশংসা যে অহেতুক নয়। স্বপ্নেও ভাবিনি এতটা সুখী হবো। আপনি আমার কল্পনায় আসতেন, মহান ফারাও। আমি ভাবতাম, একদিন না একদিন মিশরের আলো আমার উপরে বর্ষিত হবে। আজ জানি, আমার ভুল হয়নি কোন।'

রামেসিসের ডান পায়ের উপর হাত বুলাতে লাগল যুবতী। 'দ্বৈত-ভূমির প্রভুড় ভালবাসতে বাধা কোথায়?'

জীবনের এই পর্যায়ে এসে রমণীর প্রেম রামেসিসের আকাঙ্ক্ষার তালিকায় নেই। নেফারতারি ছিলেন তার জীবনের ভালোবাসা, ইসেট ছিলেন তার যৌবনের উদ্দামতা। তবে এই যুবতী স্ত্রীকে কাছে পেয়ে, কিছুটা হলেও সেই ভুলে যাওয়া অনুভূতি জেগে উঠেছে মনে। মাথোর জানে, আভিজাত্যকে বিসর্জন না দিয়ে কী করে কাছে ডাকতে হয়!

'বয়স কত কম তোমার, মাথোর!'

'আমি একজন পরিপূর্ণ রমণী, এবং আপনার স্ত্রী। আপনার মনে আমার জন্য প্রেম জাগিয়ে তোলাই কী আমার দায়িত্ব নয়?'

'তাহলে বাইরে চলো, একনজর দেখে নাও মিশরকে। আমার মন-প্রাণ সবই যে আসলে তার দখলে।'

মাথোরের কাঁধে একটা চাদর চাপিয়ে দিয়ে, ডেকে এসে দাঁড়ালেন ওরা দুইজন। সবগুলো প্রদেশ, শহর এবং নগরীর নাম জানালেন রামেসিস। তাদের সম্পদ, সেচ-ব্যবস্থা, প্রথা-কিছুই বাদ দিলেন না।

নতুন মহারাণীকে মানিয়ে নেবার জন্য একদমই সময় দিলেন না রামেসিস। রামেসিয়ামের প্রাসাদে পা দেয়া মাত্র তাকে সব দায়িত্ব শিখে নিতে এবং পালন করতে হবে। মাথোর টের পেল, আনুগত্যই মহান ফারাওয়ের হৃদয় জেতার প্রধান পন্থা।

দার এল-মাদিনায় এসে থামল রাজ-রথ। রক্ষী এবং সেনাবাহিনী, দুই দল মিলে সুরক্ষা প্রদান করে জায়গাটাকে। রাজা এবং রাণীদের উপত্যকায় খননকাজে ব্যস্ত কর্মীদের জন্য খাবার নিয়ে এর পরপরপই এল একটা দল। মাথোরকে হাত ধরে রথ থেকে নামিয়ে আনলেন রামেসিস।

'এখানে কেন এলাম আমরা?'

'তোমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করতে।'

কর্মচারী এবং তাদের পরিবার ফারাও এবং তার স্ত্রীকে দেখে আনন্দে যেন ফেটে পড়েছে। তাদের সামনে দিয়েই স্থানীয় নেতার দোতলা, চুনকাম করা বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলেন রামেসিস। লোকটার বয়স পঞ্চাশের ঘরে, তবে ভাস্কর্য হিসাবে চারপাশে নাম ছড়িয়ে পড়েছে বহু বছর হলো।

'মহানুভবের দয়ার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।' বাউ করে বলল সে।

'তোমার দক্ষতার সাথে পরিচয় আছে আমার। আমি তোমাদের রক্ষাকর্তা, তোমাদের এই সমাজ যেন সুখে তাকে তা আমি দেখব। বিনিময়ে এভাবেই কাজ করতে থাকো, এমনসব জিনিস বানাও যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থাকে।'

'শুধু আদেশ দিন, মহামান্য। আমরা সেটা পালন করতে সদা-প্রস্তুত।'

'আমার সাথে এসো। নতুন কোথায় কাজ করতে হবে তা দেখিয়ে দেই।'

রাজাদের উপত্যকায় যখন প্রবেশ করল রথ, তখন কুঁকড়ে গেল মাথোর। সামনের জনহীন দৃশ্যটা ওর বুকে কাঁপন ধরিয়েছে। প্রাসাদের আরাম-আয়েশ ছেড়ে, এই রুক্ষ মরুভূমিতে আসাটা ওর পছন্দ হচ্ছে না।

রাজাদের উপত্যকার এক ধারে, বিভিন্ন বয়সের ষাট জন মানুষ রামেসিসদের জন্য আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছিল। এদের প্রত্যেকের মাথা কামানো, বুকে প্রশস্ত কলার। পরনে কিল্ট এবং সাথে সিকামোরের নির্মিত ছড়ি।

'এরা আমার রাজ-সন্তান।' ব্যাখ্যা করলেন রামেসিস। তাদেরকে দেখে হাতের ছড়ি উঁচিয়ে ধরল সবাই। এরপর চুপচাপ অনুসরণ করল।

নিজের সমাধির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন রামেসিস।

'ওই যে,' দার এল-মাদিনার প্রধানকে ইঙ্গিতে দেখালেন তিনি। 'ওখানে তোমাকে একটা বিশাল সমাধি গড়ে তুলতে হবে। স্তম্ভদেয়া হলঘর থাকতে হবে ওখানে, সেই সাথে থাকতে হবে রাজ-সন্তানদের সংখ্যার সমপরিমাণ সমাধি-কক্ষ। ওসাইরিসের সাহায্যে আমার সন্তানদের আমি রক্ষা করব।'

এরপর রামেসিস লোকটার হাতে নিজে হাতে আঁকা একটা প্যাপিরাস ধরিয়ে দিলেন।

'আর এই হচ্ছে মহারাণী মাথোরের সমাধির নীল নক্সা। রাণীদের উপত্যকায় এই সমাধি বানাতে হবে তোমাকে। ইসেটের সমাধির কাছেই, কিন্তু নেফারতারির সমাধির অনেক দূরের কোন স্থানে।'

মলিন হয়ে গেল যুবতী রাণীর চেহারা। 'আমার সমাধি?' তোতলাতে শুরু করল সে।

'এটাই আমাদের প্রথা,' রামেসিস তাকে বললেন। 'দায়িত্ব নেবার আগেই, মানুষের উচিত পরকালের কথা চিন্তা করা। মৃত্যুর চাইতে সৎ উপদেষ্টা আর নেই। জীবনের গুরুত্ব এবং কীর্তির মর্মার্থ সে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়।'

'আমি ওসব মন খারাপ করা কথা ভাবতেও চাই না।'

'তুমি এখন আর কোন সাধারণ মহিলা নেই, মাথোর। ইন্দ্রিয়-প্রেমী হিট্টি রাজকুমারীর জীবন ফেলে এসেছ অনেক পেছনে। তুমি এখন মিশরের মহারাণী। এখন তোমার জীবন মানেই দায়িত্ব। সেই দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝতে হলে, নিজের মৃত্যুর চোখে চোখ রাখতে হবে তোমাকে।'

'আমি পারব না!'

রামেসিসের চোখের দৃষ্টিতে মাথোর টের পেল, ওর আরো ভেবে-চিন্তে মুখ খোলা উচিত ছিল। হাঁটু গেঁড়ে বসল সে। 'আমাকে ক্ষমা করুন, মহামান্য।'

'ওঠো, মাথোর। আমার সেবা করতে হবে না তোমাকে; দাসী হবে তো হও মা'তের। যাই হোক, চলো। এগোন যাক।'

ভীত হলেও গর্বিত মাথোর, তাই নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে গেল রাণীদের উপত্যকার দিকে। এই জায়গাটাকে অবশ্য পাহাড় ঘিরে নেই, বেশ খোলা মেলা।

নেফারতারির কথা ভাবছেন রামেসিস; সমাধিতে শুয়ে থাকলেও, প্রায়শই ফিনিক্স পাখির মতো উঠে আসেন তিনি। তার প্রজ্ঞার রশ্মি, অথবা দমকা হাওয়ার মতো ছুটে বেড়ান পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

চুপ করে রইল মাথোর, ফারাওয়ের ধ্যান ভঙ্গ করতে চাইছে না। স্বামীর ব্যক্তিত্ব, তার ক্ষমতার ছটা ওকে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সাথে করে তুলেছে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞও, অবশ্যই নিজের লক্ষ্য অর্জন করবে সে।

রামেসিসকে নিজের করেই ছাড়বে মাথোর...

পঁয়ত্রিশ

সেরামানার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়তে চাইছে। জোর না খাটিয়ে অনুসন্ধান করে কোন লাভ হয়নি এখন পর্যন্ত। তাই সরাসরি কাজ করতে চাইছে সে। গরুর মাংস এবং মটরশুঁটি দিয়ে পেট ভরিয়ে, সরাসরি সে চলে গেল টেচঙ্কের কর্মশালায়। আজ ওই লিবিয়ান ব্যাটার মুখ খুলিয়েই ছাড়বে সে, আহসার খুনির নাম জেনে নেবে।

ঘোড়া থেকে নেমে অবাক হয়ে দেখল, কর্মশালার সামনে অনেক লোকে ভিড়। বাচ্চা, বুড়ো, নারী, কর্মচারী সবাই যেন চিৎকার করে কথা বলছে।

'রাস্তা ছাড়,' আদেশ করল সার্ড। 'আমাকে যেতে দাও।' দ্বিতীয়বার বলা লাগল না বিশালদেহী লোকটা। নীরবতা নেমে এল চারপাশে।

কর্মশালায় পা দেয়া মাত্র নাকে এসে লাগল প্রচণ্ড একটা গন্ধ। সেরামানা নিজেও মিশরীয়দের মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই থমকে দাঁড়াল, কিন্তু কর্মচারীদেরকে অ্যান্টিলোপের চামড়ার একটা স্তূপের কাছে থাকতে দেখে বুঝতে পারল-অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।

'কী হচ্ছে এখানে?'

কর্মচারীরা সরে দাঁড়াল একপাশে। টেচঙ্কের মৃতদেহটা নজরে পড়ল সেরামানার, মল-মূত্রের ভেতর চুবিয়ে রাখা হয়েছে লোকটার মাথা।

'দুর্ঘটনা, বাজে দুর্ঘটনা ঘটেছে।' লিবিয়ান সহকারী ব্যাখ্যা করল।

'কীভাবে হলো?'

'কেউ জানে না. . .সকাল সকাল আসার কথা ছিল প্রভুর। আমরা এসে দেখি তার এই দশা।'

'সাক্ষী নেই কোন?'

'না।'

'দেখে তো সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। দক্ষ কর্মী ছিল টেচঙ্ক। এরকম ভুল তো ওর করার কথা না। নাহ, আমার তো মনে হচ্ছে এটা খুন। তোমরা কেউ না কেউ এর ব্যাপারে নিশ্চয়ই জানো।'

'ভুল হচ্ছে আপনার।' দুর্বল কণ্ঠে বলল সহকারী।

'ভুল হচ্ছে কিনা, সেটা দেখার ভার আমার উপরেই থাক।' গম্ভীর কণ্ঠ সেরামানার। 'অনুসন্ধান করে দেখি আগে।'

সবচেয়ে কমবয়সী নবিশটি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল। বিলাসী জীবন কাটালেও, শরীরকে কোন ছাড় দেয়নি সেরামানা। তাই যুবককে ধরতে ছুট লাগাল সে-ও।

তবে এলাকাটাকে ভালো করেই চেনে নবিশ ছেলেটি। এঁকে-বেঁকে ছুটতে লাগল সে। তবে বিশালদেহী সেরামানার নাগাল পেতে কষ্ট হলো না। ছেলেটির কাপড় যখন আঁকড়ে ধরল ওর শক্তিশালী আঙুল, তখন বেচারা একটা দেয়াল টপকাতে চাইছে।

তাল সামলাতে পারল না পলায়নরত নবিশ, আছড়ে পড়ল মাটিতে।

'আমার কোমর. . .ভেঙে গিয়েছে!'

'তাড়াতাড়ি যা জানো তা বলো, বাছা। নইলে কব্জিও ভেঙে ফেলব।'

খাবি খেতে খেতে জবাব দিল ভয়ে কাঁপতে থাকা ছেলেটা। 'এক লিবিয়ান খুন করেছে প্রভুকে. . .কালো চোখ, চারকোনা মুখ এবং কোঁকড়ানো চুল. . .প্রভুকে বারবার বিশ্বাসঘাতক বলছিল সে. . .টেচঙ্ক তর্ক করছিলেন, বলেছিলেন যে আপনাকে কিছুই জানাননি. . .কিন্তু লোকটা মানল না. . .প্রভুকে গলা টিপে মেরে তার মাথা চুবিয়ে রাখল ময়লার মাঝে. . .তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের সবাইকে সাবধান করার ভঙ্গিতে বলল, 'আমার নাম মালফি, আমি লিবিয়ার নতুন রাজা। যদি তোদের কেউ রক্ষীবাহিনীর কাছে যায়, তাহলে তাকে আমি দেখে নেব।' আপনাকে যেহেতু সব খুলে বললাম, তাই আমার মরণ আর কেউ ঠেকাতে পারবে না!'

'বোকার মতো কথা বলা বন্ধ করো, বাছা। তোমার আর ওই কর্মশালায় ফিরে যেতে হবে না। প্রাসাদেই কাজ জুটিয়ে দেব।'

'আমাকে জেলে দেবেন না?'

'সাহসী যুবা আমার পছন্দ। এখন উঠে পড়!'

সেরামানার লম্বা দেহটার পাশে দাঁড়িয়ে রইল নবিশ যুবক। সার্ড লোকটা ভেবেছিল, সে উরি-টেশুপকে পাকড়াও করতে পারবে। কিন্তু টেচঙ্কের খুনি তো দেখা যাচ্ছে অন্য কেউ। আচ্ছা, যদি উরি-টেশুপ নামের রাজ্যহারা রাজপুত্র, মালফি নামের এই ঠাণ্ডা মাথার খুনির সাথে জোট পাকায়, তাহলে? অসম্ভব কিছু না। কিন্তু এই সম্ভাবনার কথা রামেসিসের কানে তুলবে কী করে?

তামার পাত্র ধোয়ার কাছে ব্যস্ত সেটাউ, আর লোটাস ব্যস্ত গবেষণাগারের তাক পরিষ্কারের কাজে। রামেসিসকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে, বাউ করলেন নুবিয়ান সুন্দরী। তবে সেটাউ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

'মেজাজ খারাপ মনে হচ্ছে?' বললেন ফারাও।

'বরাবরের মতোই ঠিক ধরেছেন।'

'হিট্টি রাজকুমারীর সাথে আমার বিয়ে নিয়ে তুমি অসন্তুষ্ট।'

'আবারো ঠিক বললেন।'

'কেন?'

'মেয়েটা আপনার কোন কাজেই আসবে না।'

'কীভাবে বুঝলে।'

'লোটাস আর আমার কাজ সাপ নিয়ে, ওদেরকে আমি চিনি। হিট্টি এই সাপ যেকোন মুহূর্তে ছোবল বসাবে। কীভাবে আর কখন, তা আমার মতো দক্ষ সাপুড়েও বলতে পারবে না।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে এমনভাবে গড়ে তুলেছ যে সাপের বিষও আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

কথা সত্য, ঘোঁত করে উঠলেন সেটাউ। 'নিজের ক্ষমতার উপর আপনার বিশ্বাস মাত্রাতিরিক্ত বেশি, মহানুভব। লোটাস ভাবে, আপনি অমর। কিন্তু আমি জানি, এই হিট্টি মেয়েটা আপনার ক্ষতি বই উপকার করবে না।'

'মেয়েটা নাকি মহামান্যের প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছে।' বিড়বিড় করে বললেন লোটাস।

'সেটাই তো!' বলে উঠলেন সেটাউ। 'ভালোবাসা যখন ঘৃণায় পরিণত হয়, তখন তার চাইতে মারাত্মক অস্ত্র আর হয় না। নিজভূমের হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইবে এই মেয়ে। তবে কথা হলো, রামেসিস তো আমার কথা কানেই নিবেন না।'

লোটাসের দিকে ফিরলেন রামেসিস। 'তোমার কী মত?'

'মাথোর সুন্দরী, ধূর্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং. . .জাতিতে হিট্টি।'

'আমি ব্যাপারটা ভুলব না।' রামেসিস প্রতিজ্ঞা করলেন।

আহমেনির দেয়া প্রতিবেদন খুব সাবধানতার সাথে পড়ছেন ফারাও। মাথায় টাক পড়ে গিয়েছে ফারাওয়ের সহকারীর, আগের চাইতেও পাণ্ডুর বলে মনে হচ্ছে। সেরামানার বিস্ফোরক সব দাবীকে শান্ত হাতে গুছিয়ে লিখে উপস্থাপন করেছেন তিনি।

'উরি-টেশুপ হচ্ছে আহসার খুনি, আর লিবিয়ান মালফি তার সহযোগী. . .খাপে খাপে মিলে যায় কিন্তু। আফসোসের কথা, প্রমাণ নেই কোন।'

'কোন আদালতই একে আমলে নেবে না।' একমত আহমেনি।

'এই মালফির নাম আগে শুনেছ?'

'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সব নথি ঘেঁটে দেখেছি। আহসার লেখাগুলো পড়েছি, আমাদের লিবিয়া বিশেষজ্ঞদের সাথেও আলাপ করেছি। মালফি একজন যুদ্ধবাজ নেতা, মিশরের উপর খেপে আছে।'

'আসলেই কী সে কোন হুমকি? নাকি কয়েকজন মাতালকে এক করে সেটাকেই সেনাবাহিনী বলছে?'

উত্তর দেবার আগে ভেবে দেখল আহমেনি। 'তাচ্ছিল্য করতে পারলেই খুশি হতাম। কিন্তু গুজব শুনছি-মালফি নাকি অনেকগুলো গোত্রকে নিজের অধীনে এক করেছে।'

'গুজব? নাকি তাতে বাস্তবতাও আছে?'

'মরুভূমির টহল দল ওদের ক্যাম্প খুঁজে বের করতে পারেনি।'

'অথচ এই মালফি মিশরে ঢুকে, পাই-রামেসিসের ভেতরে একজনকে খুন করে বহাল-তবিয়তে চলে গেল?'

রামেসিসের রাগকে ভয় পান আহমেনি। সাধারণত রাগেন না ফারাও, কিন্তু একবার খেপে গেলে আর রক্ষা নেই।

'কত বড় ক্ষতি করতে পারে লোকটা, সে ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণাই নেই।'

'আমরা যদি আমাদের শত্রুকেই না জানি, তাহলে দেশ শাসন করব কীভাবে?' উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেলেন রামেসিস। 'এই মালফিকে অগ্রাহ্য করা যাবে না।' অবশেষে ঘোষণা করলেন তিনি।

'লিবিয়ানদের ক্ষমতা নেই আমাদের সামনে দাঁড়ানোর।'

'অল্প কয়েকটা দানোও কিন্তু অনেক বড় সমস্যার বীজ বপন করতে পারে, আহমেনি। লিবিয়ান লোকটা মরুভূমিতে বাস করে, আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়

সে! হিট্টিদের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়েছি, এই যুদ্ধ কিন্তু তেমন হবে না। সরাসরি মোকাবেলা হবে না হয়তো, কিন্তু রক্তক্ষয় হবে যথেষ্ট পরিমাণেই। মালফির ঘৃণা অনুভব করতে পারছি আমরা। আস্তে আস্তে বেড়েই চলছে তা।'

'সেরামানাকে বলি, আরো গভীর অনুসন্ধান করতে।' আহমেনি প্রস্তাব দিলেন।

'ঠিক আছে। আর কোন সমস্যা?'

'হাজারো ছোট ছোট সমস্যা। সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ।'

'তাহলে তো তোমাকে বিশ্রাম নিতে বলে লাভ নেই।'

'যেদিন সমাধান করার অপেক্ষায় রইবে না আর কোন সমস্যা, সেদিন বিশ্রাম নেব।'

ছত্রিশ

পবিত্র ছাই এবং ন্যাট্রন ব্যবহার করে, প্রাসাদের দলাই-মালাইকারী মহিলা মাথোরের ত্বক পরিষ্কার করতে লাগল। তারপর যুবতী রাণীকে গোসল করাল মরুভূমির খেজুর এবং তার ছাল দিয়ে বানানো সাবান দিয়ে। বিশেষভাবে নির্মিত মলম দিয়ে মাখানো হলো রাণীর দেহ।

মাথোরের মনে হলো যেন স্বর্গে আছে। ওর বাবা হিট্টি সম্রাট ছিলেন বটে। কিন্তু এতটা যত্নের সাথে কেউ কখনও ওর সেবা করেনি। দক্ষ প্রসাধন শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় দিন কে দিন আরো সুন্দর হয়ে উঠছে সে। রামেসিসের অন্তর দখল করার জন্য অবশ্য আরো সুন্দরী হতে হবে। আনন্দ এবং প্রেমের বলে বলীয়ান হয়ে নিজেকে ওর মনে হচ্ছে অপ্রতিরোধ্য।

'এবার, ত্বক যেন কুঁচকে না যায় সেই ক্রিম মাখাতে হবে।'

'এই কম বয়সে ত্বক কুঁচকাবে?' অবাক হলো মাথোর। 'পাগল হয়েছ নাকি?'

'এই যুদ্ধটা যত আগে শুরু করা যায়, ততই ভালো।'

'কিন্তু. . .'

'আমার কথা শুনুন, মহামান্যা। মিশরের রাণীর সৌন্দর্যও একটা রাষ্ট্রীয় মর্যাদার ব্যাপার।'

তর্কে হার মেনে চুপচাপ বসে রইল মাথোর। মহিলা কর্মী ব্যস্ত হয়ে পড়ল মধু, লাল ন্যাট্রন, অ্যালাবাস্টার গুড়ো, ফলের বীজ এবং গাধার দুধ দিয়ে তৈরি এক দামী মলম মাখাবার কাজে।

আস্তে আস্তে মাথোর দেহ ভরে উঠল উষ্ণ এক আরামে। নানা ধরনের ভোজে যেতে হয় ওকে। ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা ওকে নিজের ঘরে আমন্ত্রণ জানাতে মুখিয়ে থাকে।

কল্পনার চাইতেও মিশরকে বেশি সুন্দর বলে মনে হয় ওর।

হাট্টুসার কথা মনেই পরে না বলতে গেলে। পাই-রামেসিসে যা আছে, তা ওই বিরান জায়গায় মিলবে না। একদা মিশরের স্বপ্ন দেখত রাজকুমারী, এখন পুরো মিশরের মালকিন সে। ওটার রাণী, সবার শ্রদ্ধার পাত্রী।

তবে ক্ষমতার কতটুকু ওর হাতে আছে, তা নিয়ে প্রায়ই চিন্তা হয় আজকাল। মাথোর জানে, নেফারতারি রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। এমনকী হাট্টির সাথে শান্তি চুক্তির পেছনেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

রাণীর পূর্ণ সম্মান পায় মাথোর, কিন্তু রামেসিসের দেখা পায় খুব কম। নিজের দেহকে তো তিনি দিয়েছেন মাথোরের বিছানায়, তবে অন্তরকে রেখেছেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ফারাওয়ের উপর কোন প্রভাবই নেই তার। তবে অসুবিধা নেই, একদিন না একদিন তাকে ঠিক নিজের করে নেবে সে। বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্য এবং ধোঁকাবাজি হবে তার তিন প্রধান অস্ত্র। নিজে কী চায়, তা ভালোমতোই জানা আছে মাথোরের-চায় নেফারতারির জায়গা সর্বক্ষেত্রেই দখল করতে। রামেসিসের হৃদয়ে. . .এবং রাষ্ট্র পরিচালনায়. . .

'মহামান্যা,' বিড়বিড় করে বলল পরিচারিকা। 'ফারাও সম্ভবত বাগানে হাঁটছেন।'

'গিয়ে দেখ, যদি আসলেই তিনি এসে থাকেন তো আমাকে সাথে সাথে জানাবে।' বলল বটে মাথোর, কিন্তু সেই সাথে ভাবল-ফারাও এসেই আমার সাথে দেখা করলেন না কেন? ফারাও তো সাধারণত দুপুরের আগে আগে কাজ থেকে বিরতি নেন না! অস্বাভাবিক কিছু ঘটল না তো?

প্রায় সাথে সাথে ফিরে এল মহিলা। 'ঠিক দেখেছি, মাননীয়া। ফারাও-ই এসেছেন।'

'একা আছেন তিনি?'

'জি।'

'আমাকে সবচেয়ে হালকা এবং সবচেয়ে অনাড়ম্বর পোশাকটা দাও।'

'লাল কাজ করা লিনেনের পোশাকটা দেই? সেই সাথে-'

'না, সবচেয়ে সাদামাটাটা দাও। জলদি করো।'

'অলংকার?'

'লাগবে না।'

'পরচুলা?'

'সেটাও লাগবে না। এবার যাও।'

সিকামোর গাছের ছায়ায় বসে আছেন রামেসিস, লাল-সবুজ ফল ফলেছে তাতে। প্রথাগত কিল্ট পরে আছেন তিনি। তবে হাতে আছে দুটো সোনার কব্জি-বন্ধনী।

দূর থেকেই মাথোর দেখতে পেল, মহান ফারাও কার সাথে যেন আলাপচারিতায় মগ্ন।

খালি পায়েই এগিয়ে গেল সে। আলতো স্পর্শে সিকামোর পাতাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে বাতাস। রামেসিসকে তার কুকুর, প্রহরীর সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন দেখে অবাক হয়ে গেল মাথোর।

'মহানুভব. . .'

'এসো, মাথোর।'

'আমি এসেছি, বুঝলেন কী করে?'

'তোমার দেহের সুগন্ধিতেই আমি টের পেয়ে যাই।'

রামেসিসের পাশে গিয়ে বসল সে। 'আপনি এই প্রাণীটার সাথে কথা বলছিলেন?' জানতে চাইল।

'সব প্রাণীই কথা বলে। আমার সিংহ যোদ্ধা, এবং প্রহরী বংশের এই সদস্যের মতো পোষা প্রাণী যখন কাছের হয়ে যায়, তখন তো আরো বেশি করে বলে। তখন শুধু কান পাতলেই চলে, সব শোনা হয়ে যায়।'

'কিন্তু এই অবলা প্রাণী আপনাকে কী বলবে?'

'আনুগত্যের কথা শোনায়, শোনায় বিশ্বাস আর দৃঢ়তার গল্প। চুপিচুপি শোনায়, আমাকে কীভাবে পরকালেও রক্ষা করবে সেই পরিকল্পনা।'

মুখ বিকৃত করে ফেলল মাথোর। 'মৃত্যু. . .কেন বারবার ওই জঘন্য সম্ভাবনার কথা বলেন আপনি?'

'জঘন্য তো আসলে মানুষ, আর মানুষের কর্ম। মৃত্যু হচ্ছে প্রাকৃতিক এক আইন। মা'তের আইন মেনে চললে, মৃত্যুকে আর ভয় কী?'

রামেসিসের কাছে এসে বসল মাথোর, এক দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

'জামায় মাটি লেগে যাবে তো; সাজ নষ্ট হবে'

'আমি আসলে এখনও সাজিনি, মহানুভব।'

'সাদামাটা পোশাক, কোন অলংকার নেই, পরচুলা নেই, আজ এভাবে এলে যে?'

'পছন্দ হয়নি, মহানুভব?'

'তুমি মিশরের জন্য আদর্শ, মাথোর। তোমাকে সেইভাবেই নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে।'

গাল ফুলাল হিট্টি রাজকুমারী। 'আমি কি কখনও এর অন্যথা করেছি? আমি এক সম্রাটের কন্যা, মহান ফারাওয়ের স্ত্রী! আমার জীবন কেটেছে নিয়ম, প্রথা আর ক্ষমতার মাঝে।'

'নিয়ম এবং প্রথা ঠিক আছে, কিন্তু ক্ষমতার কথা কেন বললে? তোমার পিতার সভায় তো কোন দায়িত্ব পালন করতে হয়নি তোমায়।'

ফাঁদে আটকা পড়া জন্তু বলে নিজেকে মনে হলো মাথোরের। 'তখন বয়স কম ছিল। তাছাড়া হাট্টি চালায় সেনাবাহিনীর লোকেরা, সেখানে মেয়েদেরকে তুচ্ছ বলে মনে করা হয়। মিশরের কথা আলাদা! মিশরের রাণীর দায়িত্ব তার প্রজাদের সেবা করা, তাই না?' রামেসিসের হাঁটুর উপর চুলে ছড়িয়ে দিল যুবতী।

'নিজেকে কী তোমার মিশরীয় বলে মনে হয়, মাথোর?'

'হাট্টির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছে।'

'তোমার পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করেছ?'

'অবশ্যই না। কিন্তু তারা যে অনেক দূরে বাস করেন।'

'মানিয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না?'

'একদম না! আমি তো এভাবেই জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখতাম সবসময়! অতীতে বাস করা পছন্দ করি না আমি।'

'অতীতকে বুঝতে না শিখলে, ভবিষ্যতকে গড়বে কেমন করে? তোমার বয়স কম, মাথোর। এখনও সব গুছিয়ে নিতে পারোনি। কাজটা কিন্তু সহজ না।'

'আমার ভবিষ্যত তো নির্দিষ্ট। আমি মিশরের রাণী!'

'প্রতিদিন একটু একটু করে একজন শাসক তার পদের যোগ্য হয়ে ওঠেন। নির্দিষ্ট ভবিষ্যত বলে অন্তত এক্ষেত্রে কিছু নেই।'

অবাক দেখাল মেয়েটাকে। 'আমি. . .আমি বুঝলাম না।'

'তুমি হচ্ছ হাত্তি এবং মিশরের মধ্যে হওয়া শান্তি চুক্তির জীবন্ত ধারক।' ঘোষণা করলেন যেন রামেসিস। 'কিন্তু সেই শান্তি অর্জনের পথ ছিল বড় কঠিন। তোমার জন্য, মাথোর, কেবল তোমারই জন্য সেই সব দুঃখকে ভুলে আমরা আনন্দকে বরণ করে নিয়েছি।'

'আমি কি তাহলে কেবলই এক ধারক. . .এক নিদর্শন?'

'মিশরের সব রহস্যকে বুঝতে, তাকে বুকে ধারণ করতে অনেকগুলো বছর লেগে যাবে তোমার। মা'ত, সত্য এবং সুশাসনের দেবীকে সেবা করতে শেখ। জীবন ভরে উঠবে আলোতে।'

উঠে দাঁড়িয়ে সরাসরি দ্বৈত-ভূমির প্রভুর দিকে তাকাল যুবতী।

'আমি আপনার স্ত্রী হিসেবে শাসন করতে চাই, রামেসিস।'

'তুমি এখনও বাচ্চা, মাথোর। মনের ইচ্ছাকে চাপা দাও, নিজের পদবীকে সম্মান জানাও; বাকিটা সময়ই বলে দেবে। যদি কিছু মনে না করো তো বলি, প্রহরীর সাথে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও আমাকে।'

ঠোঁট কামড়ে নিজের কামরায় ফিরে এল মাথোর, রামেসিসকে ওর ক্রোধ মিশ্রিত অশ্রু দেখতে দিতে চায় না।

সাঁইত্রিশ

রামেসিসের সাথে মন খারাপ করা সেই আলোচনার পর, বেশ কিছু দিন কেটে গিয়েছে। চলন-বলন এবং আচার-আচরণে কোন অভিযোগ করার সুযোগ রাখেনি মাথোর। চোখ ধাঁধানো সাজে সেজে, এবং অসাধারণ সব পোশাক পরে এরইমাঝে থিবসের সব সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারী-পুরুষের মন জয় করে নিয়েছে সে। ক্ষমতাহীন রাণীর চরিত্রে সন্তুষ্ট থাকার অভিনয় করেছে নিখুঁত দক্ষতায়।

ফারাওয়ের কথামতো কাজ করেছে মেয়েটি, সভার সব আচারের সাথে পরিচিত হয়েছে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ব্যাপারে লেখাপড়াও করেছে অনেকে।

আহমেনির তরফ থেকে কোন বাধা পায়নি সে, তবে ফারাওয়ের সবচেয়ে নিকট বন্ধুর খুব একটা কাছেও ভিড়তে পারেনি। সেটাউ, ফারাওয়ের আরেক বন্ধু, লোটাসকে নিয়ে নুবিয়া ফিরে গিয়েছেন। যুবতী রাণীর মনে হলো, সব আছে তার. . .আবার নেই কিছুই।

ক্ষমতা যেন হাতের মুঠোয় থেকেও অধরা। আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে যেতে শুরু করল তার হৃদয়। প্রথম প্রথম রামেসিসের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করত সে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কাজটা সম্ভবত অসম্ভব। ফারাওয়ের চোখে যেন তার এই হতাশা ধরা না পড়ে, সেজন্য সামাজিকতার মাঝে ডুবিয়ে দিল নিজেকে।

শরতের এক সন্ধ্যার কথা, খুব ক্লান্ত বোধ করছে মাথোর। পরিচারক এবং পরিচারিকাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে, চুপচাপ শুয়ে ছাদের দিকে চেয়ে রইল। রামেসিসকে দখল করার স্বপ্ন বুঝি স্বপ্নই রয়ে যাবে।

এক দমকা বাতাস এসে জানালার সামনে দেয়া লিনেনের পর্দাটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। অন্তত মাথোর তেমনটাই মনে করেছিল। কিন্তু ভুল ভাঙল এক পশুর মতো দেখতে লোক ভেতরে ঢুকে পড়ায়। আঁতকে উঠে হাত দিয়ে বুক ঢাকল সে।

'কে তুমি?'

'আমি তোমার মতোই, একজন হিট্টি।'

চাঁদের হালকা আলোয় আগন্তুকের চেহারার উপর নজর পড়ল মেয়েটার।

'উরি-টেশুপ!'

'আমাকে মনে রেখেছি দেখি!'

'আমার শোবার ঘরে ঢোকার সাহস কী করে হলো তোমার!'

'কাজটা সহজ ছিল না! অনেকক্ষণ ধরে তোমার উপর নজর রাখছিলাম। ওই শয়তান সেরামানাটার যন্ত্রণায় ইচ্ছামত কিছু করাই যায় না!'

'যে লোকটা সম্রাট মুয়াত্তালির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, আমার পিতা-মাতাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তার সাথে আমি দেখা করব কেন?'

'ওসব অতীতে কথা। বর্তমানের দিকে তাকাও-তুমি আর আমি, মিশরে নির্বাসিত দুই হিট্টি!'

'আমার অবস্থানের কথা ভুলে যাচ্ছ?'

'কী তোমার অবস্থান? আমি তো খাঁচায় বন্দি পাখি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না!'

'আমি রামেসিসের স্ত্রী. . .এবং এই রাজ্যের রাণী!'

বিছানার এক পাশে এসে বসল উরি-টেশুপ। 'দিবাস্বপ্ন দেখা বন্ধ করো, বাছা।'

'আমি রক্ষীদেরকে ডাকব!'

'ডাকো না, নিষেধ করেছে কে?'

পরস্পরের চোখে চোখ রাখল দুইজন। যুবতী মেয়েটি উঠে পানি ঢালল একটা পাত্রে। 'তুমি একটা পশু. . .একটা দানব ছাড়া আর কিছু না। রক্তে রাঙানো হাতের মালিকের সাথে আমি কথা বলব কেন?'

'কেননা আমরা একই গোত্রের সদস্য। মিশর যেমন আগে আমাদের শত্রু ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে!'

'পাগলের মতো কথা বলছ তুমি। দুই দেশের মাঝে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা অমর!'

'আর তুমি কথা বলছ স্বপ্নালু চোখে বিশ্বকে দেখে। রামেসিসের কাছে তুমি ঘুঁটি ছাড়া আর কিছুই না। অচিরেই তোমার স্থান হবে কোন হারেমে।'

'তোমার ভুল হচ্ছে!'

'কীভাবে? তোমাকে এক বিন্দুও ক্ষমতা দিয়েছে?'

কিছুই বলল না মাথোর।

'রামেসিসের চোখে, তোমার মানুষ হিসেবে কোন দাম নেই। শান্তির মূল্য হিসাবে তোমাকে সহ্য করছে সে। প্রথম সুযোগেই হাট্টি আক্রমণ করবে সে, দেখে নিয়ো। হাট্টুসিলির জন্য ফাঁদ পেতেছিল নিষ্ঠুর, ধূর্ত আর প্রতারক এই ফারাও। সেই ফাঁদে পা দিয়েছে তোমার বাবা। জীবনকে উপভোগ করে নাও, মাথোর। বেশিদিন আর এই আনন্দ-ফুর্তি করার সুযোগ মিলবে না।'

উরি-টেশুপের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে নিল রাণী। 'কথা শেষ?'

'যা বললাম, সেগুলো একটু ভেবে দেখো। সত্যতা টের পাবে। যদি আমাকে আবারো দেখতে চাও, তাহলে সেরামানার নজর এড়িয়ে একটা খবর পাঠিয়ে শুধু।'

‘তোমাকে আবার দেখতে চাব কোন দুঃখে?’

‘হাট্টিকে আমি যতটা ভালোবাসি, তুমিও ততটাই বাসো। আমার মতোই, অপমান আর পরাজয় তুমি মুখ বুজে মেনে নিতে পারো না।’

পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবার আগে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল মাথোর। যখন ঘুরল, তখন আর উরি-টেশুপকে দেখতে পেল না। ভাবল রাণী, এতক্ষণ কী দুঃস্বপ্ন দেখছিল কোন?

. . .নাকি দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার আহ্বান ছিল ওটা?

মদ কারখানার ভেতরে হেঁড়ে গলায় গান গাইছে ছয়জন মানুষ। গাইতে গাইতেই পা দিয়ে থেঁতলাচ্ছে আঙুর। উন্নত মানের মদ হওয়ার কথা এগুলো থেকে, কেননা গন্ধেই আধা-মাতাল হয়ে গিয়েছে এরা। তবে সবচেয়ে বেশি কাজ দেখাচ্ছে এই ছয়জনের দলনেতা, সেরামানা।

‘কে যেন তোমার খোঁজে এসেছে।’ চিৎকার করে ওকে জানাল ফোরম্যান।

‘তোমরা কাজ করতে থাকো,’ অধীনস্থদের আদেশ দিল সেরামানা। ‘থেমো না।’

ওর খোঁজে আসা লোকটা আসলে মরুভূমিতে টহলরত দলের একজন কর্মকর্তা।

‘আমি প্রতিবেদন জানাতে এসেছি, জনাব।’ সেরামানাকে বলল সে। ‘কয়েকমাস হলো আমাদের ছেলেরা লিবিয়ার মরুভূমিতে মালফি এবং ওর বিদ্রোহী সেনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।’

‘পেয়েছে নাকি খুঁজে?’

‘দুর্ভাগ্যক্রমে, পায়নি। বিশাল এক মরুভূমি ওটা, মিশরের কাছাকাছি এলাকাগুলো ছাড়া আমাদের অন্য কোন এলাকা টহল দেবার উপায় নেই। বেদুঈনরা আমাদের উপর রাখে, মালফিকে জানিয়ে দেয় আমাদের গতি-বিধি। তাই ওদের নাগাল পাওয়া অসম্ভব।’

সেরামানা এই কথা শুনতে চায়নি। তবে এই লোকটা যে দক্ষ তা পরিষ্কার। মালফি যে কত বড় হুমকি তা এই নিষ্ফল অনুসন্ধান থেকেই বোঝা যায়।

‘মালফি যে অনেকগুলো গোত্রকে এক করেছে, এই খবর কি সত্য?’

‘সেটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। গুজবও হতে পারে।’

‘আচ্ছা, লোকটা কি একটা লোহার ছোরা বয়ে বেড়ায়?’

‘তেমন কিছু তো শুনলাম না।’

'তোমার লোকদের সতর্ক থাকতে বলবে। কোন ধরনের খবর পেলেই যেন প্রাসাদে জানানো হয়।'

'আপনি যা আদেশ করেন। কিন্তু লিবিয়ানদের কেন আমরা ভয় পাচ্ছি?'

'মালফি যে কী ঘোঁট পাকাচ্ছে, তা আমরা জানি না। আর তাছাড়া, খুনি সন্দেহে খোজা হচ্ছে ওকে।'

জীবনে কখনো, কোন ধরনের নথিই ফেলে দেননি আহমেনি। পাই-রামেসিসে অবস্থিত ওর কক্ষটা দিনে দিনে প্যাপিরাসের স্ক্রোল এবং কাঠের ফলকে ভরে উঠেছে। তিনটা পাশাপাশি ঘরে আছে আপাত অদরকারী নথি। অতিরিক্তগুলো ফেলে দেবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করা হয়েছে তাকে, কিন্তু কানে তোলেননি তিনি। তার যুক্তিও ফেলনা নয়-সরকারী সব কাজ হয় শামুকের গতিতে। কোন নথি দেখার আবেদন জানিয়ে, চুপচাপ বসে সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী নন তিনি।

খুব দ্রুত কাজ করেন আহমেনি। ঝামেলাকে ফেলে রাখলে, ঝামেলা কেবল বাড়তেই থাকে-এই নীতিতে বিশ্বাসী তিনি। রান্না করা মাংস দিয়ে রাতের খাবার সেরে নিয়েছেন একটু আগেই। সচরাচর যা হয়, অনেকটা মাংস খেলেও সেটা তার দেহে কোন ওজন যোগ করে না। মোমের আলোয় কাজ করছিলেন, এমন সময় ভেতরে পা রাখল সেরামানা।

'এখন পড়ছেন?'

'হুম, কাউকে না কাউকে তো সবকিছু চালাতে হবে।'

'স্বাস্থ্য খারাপ করবে, আহমেনি।'

'আর কত খারাপ হবে?'

'বসতে পারি?'

'অবশ্যই, তবে সাবধান; কোন কিছু যেন জায়গা থেকে না সরে।'

না বসে দাঁড়িয়েই রইল সার্ড। 'মালফির ব্যাপারে নতুন কিছু জানা যায়নি। এখনও মরুভূমি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ব্যাটা।'

'উরি-টেশুপের কী খবর?'

'সুখি জীবন কাটাচ্ছে। ওকে যদি ভালো করে না চিনতাম, তাহলে আর দশজন নাগরিক বলেই ধরে নিতাম।'

'সে সম্ভাবনা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিয়ে মানুষের মাঝে আমূল পরিবর্তন আনে।'

'তাই নাকি?'

সার্ডের কথার সুর আহমেনির মাঝে কৌতূহলের জন্ম দিল।

'কী বলতে চাইছ?'

'আপনি লিপিকার হিসেবে সর্বসেরা। কিন্তু সময় বয়ে যায়, এখন আর যৌবন অবশিষ্ট নেই আপনার।'

লেখা বন্ধ করে বুকের উপর হাত বাঁধলেন আহমেনি।

'এক মেয়েকে চিনি. . .সুন্দরী, তবে লজ্জাবতী।' বলেই চলছে সেরামানা। 'আমার পছন্দনীয় ধাঁচের না, তবে আপনার ভালো লাগতে পারে. . .'

'আমাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছ?'

'এক মেয়েকে নিয়ে জীবন কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব না। তবে আপনার মাঝে বিশ্বাসী স্বামী হবার সবগুণ উপস্থিত।'

চোখের সামনে যেন লাল পর্দা পড়েছে আহমেনির। 'আমার জীবনে আছেই শুধু এই কর্ম-কক্ষ এবং প্রশাসন। এসবের মাঝে কোন মেয়ের স্থান কোথায়?'

'আমি ভাবছিলাম-'

'আমাকে নিয়ে ভাবার দরকার নেই। সব মনোযোগ আহসার খুনিকে ধরার কাজে লাগাও।'

আটত্রিশ

রামেসিসের শাশ্বত মন্দির থিবসের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটা বিশাল বড় কমপ্লেক্স। ফারাওয়ের ইচ্ছা অনুসারে অনেক লম্বা করে বানানো হয়েছে ওটাকে। সেই সাথে আছে মিঠা পানির পুকুর, তামার গিলটি করা দরজা, রূপার মেঝে এবং অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ জুড়ে অনেকগুলো ভাস্কর্য। মন্দির লাগোয়া করে বানানো হয়েছে গ্রন্থাগার এবং গুদাম। সেই সাথে আছে রামেসিসের বাবা সেটি, তার মা টুইয়া এবং প্রিয়তমা স্ত্রী নেফারতারির উদ্দেশ্য প্রার্থনা করার জায়গা।

দ্বৈত-ভূমির অধিকর্তা প্রায়শই আসনে এখানে। তবে এবারের আগমনটা বিশেষ কারণে।

মেরিটামন, নেফারতারির গর্ভে জন্ম নেয়া রামেসিসের কন্যা, ফারাওয়ের শাসনকে অমর করে রাখার জন্য বিশেষ এক আচার পালন করবে। মেয়েটাকে দেখা মাত্রই তার মা, মানে নেফারতারির কথা মনে পড়ে যায় রামেসিসের। এবারও তাই হলো, বুকে টেনে নিলেন তিনি মেয়েটাকে।

'কেমন আছো, আমার প্রিয় কন্যা?'

'আপনার দয়ার বদৌলতে, এই মন্দিরে প্রার্থনা করার সুযোগ পাই। দেবতাদেরকে বাঁশি বাজিয়ে শোনাই। জানেন, এখানকার প্রতি বাঁকে যেন মায়ের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি আমি।'

'তোমারই অনুরোধে থিবসে এসেছি। কী রহস্য এবার উন্মোচিত করবে আমার সামনে?'

ফারাওকে উদ্দেশ্য করে বাউ করল মেরিটামন। 'এদিকে আসুন, মহামান্য।'

দেবীর অবতার হিসেবে, রামেসিসকে একটা প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেল বকের মুখোশ পরিহিত মেয়েটা। তার চোখের সামনেই, অভিষেকের সময় ব্যবহৃত পাঁচটি নাম পাথরে খোদাই করা একটা বিশাল গাছের পাতায় নতুন করে লেখল মেরিটামন।

'আপনার বর্ষলিপি যেন অমর হয়ে থাকে. . .' প্রার্থনা জানাল ফারাও-তনয়া।

এই বলে চলে গেল সবাই, রয়ে গেলেন শুধু রামেসিস। দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি খোদাই করা গাছের দিকে চেয়ে।

প্রার্থনা-কক্ষের দিকে ফিরে যাচ্ছিল মেরিটামন, এমন সময় জমকালো পোশাক পরিহিত এক রমণী তার পথ আটকে দাঁড়াল।

'আমি মাথোর,' আক্রমণাত্মক স্বরে বলল সে। 'আমাদের আগে দেখা হয়নি, তবে তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'তুমি তাহলে আমার পিতার আনুষ্ঠানিক স্ত্রী। যাই হোক, আমাদের পরস্পরের সাথে আলোচনা করার মতো কিছুই নেই।'

'আমাকে মিশরের মহারাণী বলা হয় ঠিকই, কিন্তু আসল রাণী যে কেবল তুমিই।'

'আমার ভূমিকা কেবল ধর্মীয় আচারাদির মাঝে সীমাবদ্ধ।'

'মিশরের কথা চিন্তা করলে যা অনস্বীকার্য।'

'কথা নিজের ইচ্ছামতো ঘোরাতে পারো, মাথোর। আমার কাছে, মিশরের মহারাণী কেবলই একজন-নেফারতারি।'

'কিন্তু তিনি তো মৃত! অথচ আমি বেঁচে আছি এখনও। তুমি যখন রাণী হতেই চাও না, তাহলে আমার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?'

হাসল মেরিটামন। 'তোমার কল্পনার ঘোড়া ছুট লাগিয়েছে, লাগাম টেনে ধরো। আমি এই মন্দিরের চার দেয়ালের ভেতরে থাকাই, জাগতিক কোন ব্যাপারেই আমার আগ্রহ নেই।'

'কিন্তু রাষ্ট্রীয় সব অনুষ্ঠানে তো তুমিই রাণী হিসেবে উপস্থিত হও।'

'সেটা ফারাওয়ের অনুরোধ রক্ষার্থে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাও?'

'তার সাথে কথা বলো, আমাকে আমার অধিকার পাইয়ে দাও। তোমার কথা তিনি শুনবেন।'

'তুমি আসলে কী চাও, বলো তো মাথোর?'

'রাজত্বে করার অধিকার, যা বিবাহসূত্রে আমার প্রাপ্য।'

'মিশরকে তুমি শক্তি খাটিয়ে জিততে পারবে না। জিততে হলে ভালোবাসা দিয়ে জিততে হবে।'

'তোমার ওসব কথায় আমার কাজ নেই, মেরিটামন। তোমার কাছ থেকে একটাই জিনিস চাই আমার-সাহায্য। আমি আমার বিশ্বকে অগ্রাহ্য করতে চাই না।'

'তাহলে তো তুমি আমার চাইতে সাহসী। দেবতারা তোমার সঙ্গী হোন, মাথোর।'

কার্নাকের মন্দিরে লম্বা সময় ধ্যান করলেন রামেসিস। এই মন্দির বানাতে শুরু করেছিলেন তার পিতা, সেটি। আর তার সমাপ্তি টেনেছেন তিনি নিজে। পর্দা দেয়া জানালা দিয়ে অল্প-স্বল্প সূর্যের আলো প্রবেশ করছে ভেতরে।

রামেসিসের দিকে যে লোকটা এগিয়ে আসছে, তার চেহারা চৌকানা; সময় তার করাল থাবা সেই চেহারায় বসাতে পারেনি এখনও। প্রাক্তন যোদ্ধা এবং একদা রাজ-আস্তাবলের প্রধান পরিদর্শক অনেক আগেই পা রেখেছিল কার্নাকে। আস্তে আস্তে উঠে এসেছে সে আমনের দ্বিতীয় যাজকের পদে। মাথা কামানো তার, লিনেনে পোশাকে এক বিন্দু ময়লা নেই। ফারাওয়ের ঠিক সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

'আপনাকে দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে, মহানুভব।'

'তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার জন্যই কার্নাক এবং লুক্সর দেবতাদের আবাসস্থল হবার যোগ্য হয়ে উঠেছে। নেবু কেমন আছেন?'

'মহামান্য যাজক এখন আর পবিত্র হ্রদের পাশে অবস্থিত তার ঘর থেকে বের হন না। অনেক বয়স হয়েছে তার, তবে এখনও শক্তহাতে সবকিছু পরিচালনা করেন।'

বাখেনের আনুগত্য বরাবরই পছন্দ রামেসিসের। খুব কম মানুষই ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি পরিত্যাগ করে বেঁচে থাকতে পারে। সঠিক পদক্ষেপ নেয়াটায় হয়ে ওঠে তার একমাত্র স্বপ্ন। মিশরের শ্রেষ্ঠতম মন্দিরের দায়িত্ব এমন একজনের হাতেই থাকা উচিত।

তবে বাখেনকে আজ একটু বেশিই চুপচাপ দেখাচ্ছে।

'কোন সমস্যা?' জানতে চাইলেন রামেসিস।

'থিবস এলাকার কয়েকটা ছোট ছোট মন্দির থেকে একগাদা অভিযোগ এসেছে। ওদের অলিবেনামের মজুদ নাকি অচিরেই ফুরিয়ে যাবে। সেই সাথে ধুনো এবং সুগন্ধির পরিমাণও কমে এসেছে। কার্নাক থেকে ওদেরকে কিছুদিন হয়তো এসব পাঠানো যাবে। কিন্তু তারপর? আমার নিজের মজুদও দুই বা তিন মাসের বেশি টিকবে না।'

'শীতের শুরুতে ওই মন্দিরগুলো নতুন করে রশদ পাবে না?'

'তা পাবে। কিন্তু পরিমাণটা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। এবারের ফলন এত কম হয়েছে যা বলার মতো না। যদি যথেষ্ট পরিমাণে আমরা দেবতাদের ভেট না দিতে পারি, তাহলে এই দেশের শান্তির কী হবে?'

জ

রাজধানীতে ফেরার সাথে সাথে, আহমেনিকে দর্শন দিতে হলো রামেসিসের। একগাদা নথি নিয়ে এসেছেন আহমেনি।

'মহামান্য, আমাদের এখুনি পদক্ষেপ নিতে হবে! জাহাজের উপর আরোপিত কর মাত্রাতিরিক্ত বেশি। এবং. . .' বলতে বলতেই চুপ করে ফেলেন আহমেনি। রামেসিসের চেহারার শক্তভাবটা তার নজর এড়ায়নি।

'আমাদের অলিবেনাম, সুগন্ধি এবং ধুনোর মজুত আছে কতটা?'

'মুখস্থ তো নেই, দেখে বলতে হবে. . .তবে চিন্তিত হবার কিছু নেই বলেই জানি।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'আমার একটা পদ্ধতি আছে, পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখার। মজুদ যদি কমে যায়, তাহলে আমি জানব।'

'শুনলাম, থিবসে নাকি কমতি পড়েছে?'

'তাহলে পাই-রামেসিসের গুদামে রাখা রশদগুলো নিয়ে ব্যবহার করা যাক। আশা করি, পরবর্তী চালানটা যথেষ্ট হবে।'

'তোমার হাতে থাকা কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো অন্য কাউকে বুঝিয়ে, নিজে ব্যাপারটার দেখাশোনা করো, আহমেনি।'

রপ্তানির মালগুলোর উপরে যারা নজর রাখেন, তাদের সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন আহমেনি। তিন কর্মকর্তার সবার বয়সই পঞ্চাশ বছরের উপরে।

'গুরুত্বপূর্ণ মিটিঙ ফেলে আসতে হয়েছে আমাকে,' রাজস্ব বিভাগের প্রধান বললেন। 'আশা করি আমাদের আলোচনার বিষয়টা ফেলনা হবে না।'

'আপনারা তিনজন আমাদের অলিবেনাম, ধুনো এবং সুগন্ধির মজুদের জন্য দায়ী।' আহমেনি শুরু করলেন। 'আপনারা কেউ আমাকে কিছু জানাননি বলে ধরে নিয়েছিলাম যে কোন সমস্যা নেই!'

'আমার অলিবেনাম প্রায় শেষ,' শ্বেত দালানের পরিচালক জানতে চাইলেন। 'কিন্তু আমার সহকর্মীদের সেই সমস্যা হবার কথা না।'

'আমার সাপ্লাইও শেষের দিকে।' রাজস্ব-প্রধান বললেন। 'কিন্তু এত কম না যে সহকর্মীদের জানানো দরকারী হয়ে পড়ে।'

‘আমার অবস্থাও তাই।’ এবার পাইন-গৃহের পরিচালক বললেন। ‘হয়তো আরো মাসখানেক পর জানাতাম।’

তিন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কেউই আহমেনির নির্দেশ পুরোপুরি বুঝতে পারেননি! খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন বেশি। আর এসব পরিস্থিতিতে সাধারণত যা হয়, একে অন্যের সাথে আলোচনাও করেননি।

‘একেবারে সঠিক পরিমাণটা আপনাদের সবার কাছ থেকে জানতে চাই।’

হিসাব করতে খুব একটা সময় লাগল না আহমেনির। বসন্ত আসতে আসতে মিশর থেকে প্রায় উধাও হয়ে যাবে সুগন্ধি। মন্দির এবং গবেষণাগারগুলোতে ধুনো বা অলিবেনাম থাকবে না।

নিঃসন্দেহে মিশর জুড়ে শুরু হবে রামেসিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

উনচল্লিশ

বসন্তের সকালের মতোই দেখাচ্ছে প্রধান বৈদ্য নেফারেতকে। রেজিন, মধু, তামা, ধুনো-এসব মিশিয়ে বিশেষ একধরনের মিশ্রণ বানিয়েছে সে। ওর সম্মানিত রোগী, মিশরের ফারাওয়ের উপর ব্যবহার করবে ওটা।

'ফোঁড়ার কোন লক্ষণ নেই,' রামেসিসকে বলল মেয়েটি। 'তবে আপনার মাড়ি এখনও স্পর্শকাতর। আর্থ্রাইটিসের লক্ষণগুলোও আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। মহানুভবের প্রতিদিন মুখ ধোয়ার কথা মনে রাখতে হবে। সেই সাথে পান করতে হবে আমার দেয়া টনিক।'

'হাজারো উইলো লাগিয়েছি আমি নদী এবং হ্রদের পাশে। জলদিই ওষুধের কাঁচামাল পেয়ে যাবে তুমি।'

'ধন্যবাদ, মহামান্য। আপনাকে চাবানোর জন্য আরেকটা ওষুধ দিচ্ছি। ভালো কথা, সুগন্ধি এবং ধুনোর কমতি পড়তে যাচ্ছে অচিরেই।'

'আমি জানি, নেফারেত। আমি জানি. . .'

'আমার চিকিৎসকেরা কবে নাগাদ পেতে পারে?'

'বেশি একটা দেরী হবে না।'

ফারাওয়ের অস্বস্তি টের পেয়ে, নেফারেত আর কথা বাড়াল না। সমস্যা নিশ্চয়ই খুব গুরুতর। কিন্তু রামেসিসের প্রতি ভরসা আছে ওর, নিঃসন্দেহে এই সমস্যারও সমাধান বের করবেন তিনি।

পিতা সেটির মূর্তির সামনে লম্বা সময় কাটাচ্ছেন রামেসিস। ভাস্কর্যের হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত দেখায় মূর্তিটাকে। সাদা চুনকাম করা কক্ষে বসে, সেটির সহায়তায় পূর্বসূরিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে রামেসিসের ভাবনা। যখন মিশরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখনই নিজের পিতা এবং শিক্ষকের সাথে আলোচনা করেন তিনি।

আচমকা নিকট প্রাচ্যের মানচিত্রের উপর স্থির হলো ওনার দৃষ্টি। মোজেস, তার বাল্যবন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। আজও মরুভূমি জুড়ে হেঁটে চলছে হিব্রু মানুষটা, খুঁজছে তাদের জন্য প্রতিশ্রুত আবাসস্থল।

সেনাবাহিনীর তরফ থেকে পদক্ষেপ নেবার চাপ এসেছে অনেকবারই। কিন্তু কিছুই করতে রাজি হননি রামেসিস, মোজেসকে তার মতো থাকতে দিয়েছেন।

আচমকা আহমেনি এবং সেরামানা তার কক্ষে প্রবেশ করার অনুমতি চাইল।

'বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। একটা তোমাকে নিঃসন্দেহে সন্তুষ্ট করবে, সেরামানা।'

ফারাওয়ের কথা শুনে, আসলেই খুশি হয়ে গেল বিশালদেহী সার্ড।

টানিত, লাবণ্যময়ী ফনিশিয়ানের কাছে উরি-টেশুপের দেহ যেন কোন মাদক। মাঝে মাঝে হিট্টি রাজকুমার রুক্ষভাবে ব্যবহার করে ওর দেহ, তারপরেও লোকটার সব চাহিদা মেটায় সে। মনে হয় যেন প্রতিদিন বয়স কমছে ওর। উরি-টেশুপকে নিজের দেবতা বানিয়ে নিয়েছে টানিত।

বর্বরের মতো ওকে চুম্বন করল হিট্টি রাজকুমার, তারপর বসে আড়মোড়া ভাঙল ঠিক পশুরই মতো।

'আহ, টানিত। মাঝে মাঝে তুমি আমাকে হাট্টির কথা ভুলিয়ে দাও।'

বিছানা ছেড়ে প্রেমিকের সাথে যোগ দিল টানিত, নিচু হয়ে চুম্বন করল তার গোড়ালি।

'আমরা সুখী, কী মারাত্মক সুখী! এসো, আমাদের ভালোবাসার কথা ছাড়া অন্য সব কিছু ভুলে যাই. . .'

'আগামীকাল তোমার ফাইয়ুমের বাসায় যাব আমরা।'

'ওখানে উপভোগ করার মতো কিছু নেই, প্রিয়। পাই-রামেসিসেই থাকতে চাই আমি।'

'আমরা ওখানে যাওয়া মাত্র, নিজের কাজে যাব আমি। তবে তুমি এমন আচরণ করবে যেন আমরা দুইজনেই ওখানে আছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে নগ্ন দেহটা চেপে ধরল সে উরি-টেশুপের সাথে। 'কোথায় যাবে তুমি? কতদিন থাকবে?'

'তোমার তো জানার দরকার নেই। আমার ফিরে আসার পর যদি সেরামানা তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাহলে বলবে যে একসাথেই ছিলাম সর্বক্ষণ।'

'তোমার গোপনীয়তা আমি রক্ষা করব, প্রিয়-'

এত জোরে ওর গালে থাপ্পড় বসাল হিট্টি রাজকুমার যে ব্যথায় চিৎকার করে উঠল টানিত।

'তুমি একজন মেয়েমানুষ। পুরুষদের কাজে তোমার নাক গলাবার দরকার নেই। আমার কথামতো কাজ করো, তুমি নিরাপদেই থাকবে।'

মালফির সাথে দেখা করার কথা উরি-টেশুপের। দুইজনে মিলে অলিবেনাম, ধুনো এবং সুগন্ধির চালানের উপর আক্রমণ করবে। এগুলো ধ্বংস করতে পারলে,

রামেসিসের জনপ্রিয়তা একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। বিশৃঙ্খলা ভর করবে দেশজুড়ে।

লিবিয়ানরা আক্রমণ করার এর চাইতে ভালো সময় পাবে না। এদিকে হাট্টির বিদ্রোহীরা হাট্টুসিলিকে তাড়িয়ে তার জায়গায় বসাবে উরি-টেশুপকে।

আচমকা এক ভৃত্য এসে দাঁড়াল দরজায়। 'মালকিন, পুলিস এসেছে! মাথায় হেলমেট আর হাতে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন. . .'

'ওকে ভাগিয়ে দাও।' আদেশ করল টানিত।

'নাহ,' বাধা দিল উরি-টেশুপ। 'আমাদের বন্ধু, সেরামানা কী চায় তা দেখা দরকার। আসছি আমরা।'

'আমি কিন্তু কোন কথা বলব না, লোকটা একেবারে অসভ্য।'

'শান্ত হও, প্রিয়তমা। ভুলে যাচ্ছ কেন, মিশরের সবচেয়ে নামকরা কপোত-কপোতী আমরা! পোশাক পরে নাও, গায়ে মাখো সুগন্ধি।'

'মদ দিতে বলব, সেরামানা?' টানিতকে জড়িয়ে ধরে জানতে চাইল উরি-টেশুপ।

'আমি এখানে আনুষ্ঠানিক কাজে এসেছি।'

'আমাদের কাছে কী?' জানতে চাইল ডেম টানিত।

'রামেসিস কিন্তু উরি-টেশুপকে উত্তাল সময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাজকুমার যেভাবে একজন আদর্শ মিশরীয়তে পরিণত হয়েছেন, তা দেখে খুব সন্তুষ্ট মহামান্য ফারাও। তাই তিনি চান, আপনাদেরকে বিরল এক সম্মান দিতে।'

অবাক হয়ে গেল টানিত। 'কী বলতে চাও তুমি?'

'মিশরের সবগুলো হারেম পরিদর্শনে বেরোচ্ছেন মহারাণী। ফারাও চান, আপনারাও তার সঙ্গী হবেন।'

'অসাধারণ খবর!' আনন্দে যেন ফেটে পড়ল ফনিশিয়ান মহিলা।

'তোমাকে দেখে আনন্দিত মনে হচ্ছে না, উরি-টেশুপ।' সার্ড মন্তব্য করল।

'অবশ্যই আমি আনন্দিত. . .আমার মতো একজন বিদেশির জন্য এ দারুণ সম্মানের ব্যাপার. . .'

'মহারাণী মাথোর তো তোমার আত্মীয়, তাই না? তোমার স্ত্রী একজন ফনিশিয়ান। তোমরা মিশরের আইন মেনে চললে, মিশরে কোন অসুবিধাই হবে না। যাই হোক, তোমাদের আচরণ ফারাওয়ের একজন আদর্শ প্রজার মতোই।'

'তোমাকে কেন পাঠানো হলো?'

'কেননা নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ঘাড়েই,' মুচকি হেসে বলল সার্ড। 'তোমাকে আমার চোখের আড়াল করব না এক বিন্দুও।'

সংখ্যায় মাত্র একশো জন হলেও, অস্ত্র-শস্ত্র-প্রশিক্ষণে কোন কমতি নেই ওদের। মালফির এমন একটা দলকে সাজিয়েছে, যাতে স্থান হয়েছে কেবল ওর সেরা যোদ্ধাদেরই। অভিজ্ঞতা এবং যৌবনের নিখুঁত মিশ্রণ ঘটেছে এই দলে।

শেষ বারের প্রশিক্ষণে বারো জনের মতো সৈন্য মারা গিয়েছে। তারপরই লিবিয়ান মরুভূমির কেন্দ্রে অবস্থিত ক্যাম্প থেকে রওনা দিয়েছে কমান্ডোরা। রওনা দিয়েছে ব-দ্বীপের পশ্চিম তীরের দিকে। পশ্চিম থেকে পুবদিকে যাচ্ছে ওরা, তারপর আচমকা দিক পরিবর্তন করে আরব উপদ্বীপের দিকে হাঁটতে শুরু করল। উরি-টেশুপের সাথে দেখা করার কথা ওখানেই। মিশরীয় টহল দলের নজরে না পড়ে কীভাবে এগোতে হবে তা হিট্টি যুবরাজের লোকরাই জানাবে।

অভিযানের প্রথম ধাপ যে সফল হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবদমিত লিবিয়ানরা পাবে নতুন আশা, মালফি পরিণত হবে জাতীয় বীরে। নীল নদের পানি যে রক্তে পরিণত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রথমে আঘাত হানতে হবে মিশরের প্রধান আদর্শগুলোতে: ধর্মীয় আচার এবং মা'তের আইন। অলিবেনাম, ধুনো এবং সুগন্ধি ছাড়া, নিজেদেরকে পরিত্যক্ত মনে করবে যাজকেরা। রামেসিসকে দেবতাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করবে তারা।

মালফির গুপ্তদূত ফিরে এসে প্রতিবেদন জানাল, 'আমরা আর সামনে যেতে পারব না।'

'এসব কী?'

'নিজেই দেখুন।'

যা দেখল, তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে মালফির। মাটিতে শুয়ে, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে সামনের দৃশ্য দেখল ও।

সমুদ্র এবং জলাভূমির মাঝখানের বিশাল একটা অংশ দখল করে আছে মিশরীয় সৈন্যরা। নৌকায় বসে আছে প্রায় অগণিত তীরন্দাজ। লম্বা কাঠের টাওয়ারে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে অনেকে। কমপক্ষে কয়েক হাজার যোদ্ধা জড়ো হয়েছে, মেরেনেপটাহের নেতৃত্বে।

'আমাদের পক্ষে আর সামনে এগোন সম্ভব না,' পরামর্শ দিল গুপ্তদূত। 'কচুকাটা করে ফেলবে।'

নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিজের সৈন্যকে ঠেলে দিতে পারে না মালফি। এরা ওর সেরা যোদ্ধা, লিবিয়ান সেনাবাহিনীর ভবিষ্যত। বিচ্ছিন্ন কোন ক্যারাভান লুট করা এক ব্যাপার, আর এত বিশাল সংখ্যক যোদ্ধার সাথে লড়াই ভিন্ন ব্যাপার।

সেটা হবে আত্মহত্যারই নামান্তর।

চল্লিশ

নিজেকে অসার লাগছে মরুযাত্রী দলটার নেতার। সে একজন সিরিয়ান, পূর্বদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার বাণিজ্য। ষাট বছর বয়সেও এত সম্পদ একসাথে কখনও দেখেনি ও।

উত্তর-পশ্চিম আরব উপদ্বীপে দেখা হবে তদারককারী লোকটার সাথে। দিনে উষ্ণ এবং রাতে শীতলতা ভর করে ওখানে, সাপ বা বিচ্ছুর ভয় নেই। গোপন মালামাল লুকিয়ে রাখার জন্য আদর্শ জায়গা। তিন বছর ধরে মিশরের সরকারের কাছ থেকে সরিয়ে রাখা মালামাল এখানে জমা করছে সিরিয়ান।

এই অপকর্মে সহায়তা করছে লিবিয়ান মালফি এবং হিট্টি উরি-টেশুপ। দুজনকে বলেছে সে, সুগন্ধিগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছে। বোকা লোকগুলো তা বিশ্বাসও করেছে। এরা যোদ্ধা, ব্যবসায়ী নয়। বণিকরা কখনও মালামাল ধ্বংস করে না, এই কথা মালফি বা উরি-টেশুপের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়।

গোলাকার মুখে কালো দাড়ি, খাটো পা, মোটাসোটা দেহ-ছোট থেকেই ছলচাতুরীতে পারদর্শী সে। ওর এক পরিচিত লোক ছিল সিরিয়ান রাইয়া, চালাক লোকটা কিছুদিন আগে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে।

গুদামে জমা বিশাল সম্পদের কথা ভেবে মনে মনে প্রসন্ন হলো ব্যাবসাইয়ী। প্রায় দশ ফুট উঁচু স্তূপ হয়েছে। তিনটি মৌসুমে, তিনগুণ বেশি মজুর দিয়ে এই সম্পদগুলো জমা করেছে ও। গাঢ় সবুজ পাতা এবং সোনালি ফুলের চেয়েও গাছের গাঢ় খয়েরি ছাল অধিক মনোমুগ্ধকর। ওখান থেকে ধুনো পাওয়া যায়, যা দক্ষ মজুররা ছোট ছোট বলে পরিণত করে। বলগুলো পোড়ানো হলে সুগন্ধ পাওয়া যায়।

বিশাল পরিমাণ ধুনোর রূপ বর্ণনাতীত। সাদা দুধের মতো সুগন্ধি ধুনো ঠিক যেন দেবতার কাছ থেকে বয়ে যায় মধুর ধারা। সাদা, ধূসর এবং হলুদ রংয়ের ফোঁটা দেখলে আনন্দে নেচে উঠে মন। এই বস্তুর গুণ সম্বন্ধেও পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল সে। পচন-নিবারক, প্রদাহ উপশমী, বেদনানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এটি। মলম, প্লাস্টার, গুড়ো-এমনকী তরল হিসেবেও মিশরের ডাক্তাররা ব্যবহার করে এই ধুনো। সেই সাথে টিউমার, পাকস্থলীর ক্ষত, ফোড়া, চোখ-কানের সংক্রমণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। রক্তক্ষরণে বাঁধা দেয় ধুনো, জখম সারিয়ে তোলে দ্রুত, বিষের

প্রতিষেধক। রাজ্যের প্রধান চিকিৎসক নেফারেতের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান এটি।

এখানে আছে সবুজ গালবানামের কষ, গাঢ় লডানুম, পুরু আঠালো বালসাম তৈল, সুগন্ধি. . .হর্ষধ্বনি করে উঠল সে। যেকোন ব্যবসায়ীর জন্য এত ঐশ্বর্য স্বপ্নের চেয়েও বেশি।

মক্কেলদের জন্য ফাঁদ পেতেছে সে, এক অভিযাত্রীদল পাঠিয়েছে যেখানে ওর সাথে উরি-টেশুপ এবং মালফির দেখা হওয়ার কথা ছিল। তবে ভয় পাচ্ছে, এইবারের বাড়তি ফলনের কথা যদি বিদেশী অংশীদারের কানে পৌঁছে যায়!

কীভাবে সময় বাড়াবে সে? দু'দিনের মধ্যেই গ্রীক, সাইপ্রাস এবং লেবানিজ ব্যবসায়ী মালামাল নিতে এখানে আসবে। এরপর ক্রেটে চলে যাবে সে, বাকিটা জীবন সুখে শান্তিতে কাটাবে। বাকি দুদিন শুধু প্রার্থনা করতে হবে, যাতে তাকে খুঁজে না পায় উরি-টেশুপ বা মালফি।

'এক হিট্টি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে,' বলল এক ক্রীতদাস। শুনে গলা শুকিয়ে গেল সিরিয়ান লোকটার, চোখ হয়ে গেল বড়বড়। খুব খারাপ হলো। গুজবের সত্যতা খুঁজতে চলে এসেছে সন্দেহপ্রবণ উরি-টেশুপ। গুদামে যদি দেখতে চায়. . .কোন যুক্তি কী দেখাতে পারবে? নাকি পালিয়ে যাবে এখনই?

ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে লোকটা, তবে এগিয়ে আসা লোকটা হিট্টি যুবরাজ নয়।

'তুমি একজন হিট্টি?' জানতে চাইল মরুযাত্রীদলের মালিক।

'হ্যাঁ।'

'এবং বন্ধুত্ব আছে-'

'নাম বলার দরকার নেই। সেনা প্রধানের বন্ধু আমি, একমাত্র তিনিই সেই লোক যে হাট্টিকে বাঁচাতে পারে অসম্মান থেকে।'

'বেশ, বেশ. . .দেবতা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হোক। কখন আসবেন তিনি?'

'ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে।'

'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'না, চিন্তার কিছু নেই। মিশরের একটি সরকারী অনুষ্ঠানে আটকা পড়েছেন তিনি। তার আশা, আপনাদের চুক্তি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন আপনি।'

'অবশ্যই, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন তিনি।'

'বেশ, সেনাপ্রধানকে জানাবো।'

'বলবে, আমি আশা করছি তার সন্তুষ্টি। মিশরে ফিরে গিয়েই যোগাযোগ করব আমি।'

হিট্টি চলে যাওয়ার পর, কড়া মদে চুমুক দিল অভিযাত্রীদলের মালিক। নিজের সৌভাগ্য বিশ্বাস হচ্ছে না তার। মিশরে আটকা পড়েছে উরি-টেশুপ. . . দেবতা রক্ষা করেছে ওকে।

তবুও মালফির সাথে ঝামেলা হতে পারে। এই বিপজ্জনক লোকটা পুরোপুরি উন্মাদ, রক্ত ঝরাতে ভালোবাসে। সাজানো অভিযাত্রীদলের সবাইকে খুন করতে উপভোগ করবে লোকটা, হয়তো ভুলে যাবে মালামাল পরীক্ষার কথা। কিন্তু টের পেয়ে গেলে ঠিকই গন্ধ শুঁকে হাজির হবে।

অনেক গুণের অধিকারী সিরিয়ান ব্যবসায়ী, কিন্তু শারীরিক বীরত্ব নেই। মালফিকে মোকাবিলা করার চিন্তা আতঙ্কিত করে তোলে ওকে। একটু দূরেই উড়ছে ধুলোর মেঘ, এগিয়ে আসছে কেউ।

কিন্তু এখন তো কারও আসার কথা না, যদি ফিরে আসে মালফি. . ..

ভাগ্যকে গাল বকতে বকতে উঠে দাঁড়াল সে, এইবার বুঝি আর পৈতৃক জানটা খোয়াতে হয়! খুন করেই ফেলবে মালফি।

ধুলোর মেঘের গতি কম। ঘোড়া? না, তাহলে গাধা হবে। হ্যা, ওটাই। হয়তো কোন মরুযাত্রীদল। কিন্তু এখানে ওদের কী?

অনিশ্চিত আশা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্যবসায়ী, দলটাকে চিনতে পেরেছে! এই লোকগুলোকেই খুন হওয়ার জন্য পাঠিয়েছিল সে! রাস্তায় সবার কাম-তামাম করে দিত নিষ্ঠুর মালফি। ভুল দেখছে না তো ও?

এগিয়ে এল ওর চেয়ে আরেকটু বয়স্ক এক পরিচিত লোক।

'রাস্তায় কোন সমস্যা হয়নি তো?' জানতে চাইল বিস্মিত ব্যবসায়ী।

'একটুও না। কিন্তু বেশ তাড়াহুড়ো করেছি আমরা। মালামালের দায়িত্ব বুঝে নাও।'

'অবশ্যই, বিশ্রাম নাও তোমরা।'

সুস্থ আছে সবাই, নিরাপদে নিয়ে এসেছে মালামাল। মালফির অনুপস্থিতির একটি কারণ-ই হতে পারে, মরুভূমির রক্ষীবাহিনীর হাতে খুন হয়েছে সে।

যেমনটা আশা করেছিল, তেমনটাই ঘটছে আজ। ঝুঁকি এবং দুশ্চিন্তা নিষ্ফল হয়নি।

হুট করেই নিজের গুদামঘরের দিকে ছুটল সে। একটামাত্র চাবি দিয়ে তালাটা খুলেছে ও। ভেঙে গিয়েছে কাঠের হুড়কো।

ঐশ্বর্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চিতাবাঘের চামড়া পরনে টেকো এক লোক।

'কে. . .কে তুমি?'

'খা, মেমফিসের পুরোহিত প্রধান এবং রামেসিসের বড় ছেলে। মিশরের সম্পদ ফিরিয়ে নিতে এসেছি আমি।'

বিপদ চিনতে দেরী হলো না সিরিয়ান লোকটার।

'তাড়াহুড়ো কোরো না. . . ফারাও দেখছেন তোমাকে।'

পিছনে তাকাল চোর, যতদূর নজর যায় টিলার উপর শুধু মিশরীয় তীরন্দাজ। সূর্যের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছেন মহান রামেসিস, নিজের যুদ্ধরথে অধিষ্ঠিত, মাথায় লম্বা নীল মুকুট।

হাঁটু গড়ে বসল অভিযাত্রীদলের প্রধান।

'ক্ষমা করুন. . . আমি অপরাধী নই. . . ওরা বাধ্য করেছে আমাকে. . .'

'বিচার হবে তোমার।' ঘোষণা করল খা।

আদালত এবং রায়ের কথা ভেবে পালাতে মনস্থির করল সে। এক তীরন্দাজ এগিয়ে এল হাতকড়া হাতে, লোকটার দিকে ছুরি উঁচিয়ে এগিয়ে গেল সিরিয়ান। মুহূর্তের অসতর্কতায় আহত হলো তীরন্দাজ। সাথীকে আহত হতে দেখে দু'জন তীরন্দাজ আক্রমণ শুরু করল। তীরের বোঝা পিঠে নিয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল সিরিয়ান ব্যবসায়ী।

আহমেনির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নিজেই অভিযানে রওনা দিয়েছেন রামেসিস। মরু পাহারাদারদের নিকট থেকে এই জায়গার তথ্য পেয়েছেন তিনি। সেই সাথে নিজের দৈব ক্ষমতা ব্যবহার করে খুঁজে পেয়েছেন মিশরের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ। সেই সাথে আরও একটি অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন ফারাও, নিজেই তা খুঁজে দেখতে চান।

মরুর বুক চিড়ে ছুটে চলছে ফারাওয়ের যুদ্ধরথ, পেছনে সৈন্যদল। রামেসিসের বাহনের ঘোড়া বেশ শক্তিশালী, দ্রুতই বাকি সবার চেয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি।

দিগন্ত পর্যন্ত বালু, পাথর এবং টিলা ছাড়া আর কিছুই নেই।

'এই ধু ধু মরুতে কী করছেন মহারাজ?' পাশের তীরন্দাজকে জিজ্ঞাসা করল এক সৈন্য।

'কাদেশের যুদ্ধে ছিলাম আমি,' উত্তর দিল তীরন্দাজ। 'কারণ ছাড়া কিছু করেন না রামেসিস। ঐশ্বরিক ক্ষমতা তাকে পথ দেখায়।'

এক বালির চাঁই পার হয়ে থামলেন শাসক। যতদূর চোখ যায় শুধু ধূসর-হলুদ গাছের সারি। ধুনো, কয়েক বছরের মিশরের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট।

একচল্লিশ

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে উরিটেশুপের। বাগানের সৌন্দর্য, খাবার, সুরের মূর্ছনা-কোনকিছুই মন ভুলাতে পারছে না ওর। বারবার মনে পড়ছে সেরামানার উপস্থিতির কথা। অন্যদিকে, মহারাণীর সাথে সবকিছু উপভোগ করছে টানিত। প্রশাসকদের মধ্যমণি হয়ে আছে মাথোর, নিজের ওপর সবার মনোযোগ উপভোগ করছে সে।

'খুব ভালো খবর,' ঘোষণা করল সেরামানা। 'আরেকটি অলৌকিক ঘটনার জন্ম দিয়েছেন রামেসিস। আরবে একটি বিশাল ধুনো বৃক্ষের বন আবিষ্কার করেছেন তিনি। সহি-সালামতে ফিরে এসেছে মরুযাত্রীদল।'

হাত মুঠো পাকাল হিট্টি, মালফি কেন পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করেনি? খুন বা গ্রেফতার হয়ে যায়নি তো সে? এমন কিছু হলে মিশরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারবে না সে।

মেরুর কয়েকজন স্থানীয় মহিলা ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলছে টানিত, ওই হারেমেই মোজেস কাজ করতেন বহু আগে। কৃত্রিম হ্রদের একপাশে বসে আছে উরি-টেশুপ।

'ভালো লাগছে, ভাই?'

মাথোরের দিকে তাকাল সাবেক হিট্টিবাহিনীর প্রধান। ওর জ্ঞাতি বোন মেয়েটি, এখন অবশ্য বেশ সুন্দরী হয়ে উঠেছে।

'আমি খুবই হতাশ।'

'সমস্যা কী?'

'তুমি, মাথোর।'

'আমি? মজা করছ?'

'রামেসিসের পরিকল্পনা এখনও বোঝোনি?'

'তুমিই বলো, উরি-টেশুপ।'

'তোমার স্বপ্নের দ্বারপ্রান্তে রয়েছ তুমি। সামরিক অভিযান চালাচ্ছেন রামেসিস, স্থানীয় অধিবাসীদের উপর নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখছেন। অন্ধ না হলে তোমার বোঝার কথা, হাট্টিদের বিরুদ্ধে হামলা করতে চাইছেন তিনি। তবে এর আগে, দু'জনের কাছ থেকে রেহাই পেতে হবে তাকে, আমার এবং তোমার হাত থেকে। গৃহবন্দি করা হবে আমাকে, আটকে রাখবে হারেম পরিদর্শনের কাজে।'

'হারেম তো জেলখানা নয়!'

‘তোমাকে সম্মানীয় কোন পদ দেওয়া হবে, কিন্তু ওটাই রাজার সাথে তোমার শেষ দেখা। যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর রামেসিস। আমার কথা বিশ্বাস করো।’

‘এত নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?’

‘বন্ধু আছে আমার, মাথোর। সঠিক তথ্য আছে আমার কাছে, ওসব তোমার কানে পৌঁছায় না।’

চিন্তিত লাগছে রাণীকে, ‘কী বলতে চাইছ তুমি?’

‘খানাপিনার বেশ ভক্ত মহারাজ। বিশেষ একটি খাবার পছন্দ করেন তিনি, রসুন, পেঁয়াজ এবং লাল মদের মিশ্রণে গরুর মাংসের তরকারি। হিট্টি রাজকুমারীর জানা থাকা উচিত, খাবারের প্রতি দুর্বলতা কীভাবে কাজে লাগানো যায়।’

‘তুমি অবশ্যই বলছ না-’

‘নিরীহ ভাব দেখিও না। হাট্টুসায় বিষের ব্যবহার শিখেছ তুমি।’

‘তুমি মানুষ না।’

‘প্রথমে হামলা তুমি না চালালে, তোমাকেই ধ্বংস করে দেবে রামেসিস।’

‘ব্যস! আর কোন কথা শুনতে চাই না, উরি-টেশুপ।’

খুব বড় একটি জুয়া খেলেছে হিট্টি রাজকুমার। যদি না মেনে নেয় মাথোর, তবে সেরামানার কাছে অভিযোগও করতে পারে। কিন্তু ঠিকঠাক মতো সন্দেহের বীজ যদি বপন করা যায়, তবে অর্ধেক যুদ্ধ জেতা হয়ে যাবে।

খা চিন্তিত।

সাক্কারার পুনরুদ্ধারের প্রকল্প এনে দিয়েছে ভালো ফলাফল। জোসের পিরামিড, উইনিসের পিরামিড-যেখানে অতীতের পিরামিড লিখন (রাজকীয় আত্মা পুনরুজ্জীবিত করার গোপন ফর্মুলা) এবং পেপির স্মৃতিস্তম্ভ সচেতনভাবে সংস্কার করা হয়েছে।

এবং মেমফিসের পুরোহিত প্রধান ওখানে থমকে যায়নি, আবু সারের পিরামিডও সংস্কার চলছে। সেই সাথে হচ্ছে টাহের মন্দির সম্প্রসারণ, সেটির স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হচ্ছে প্রার্থনালয়।

অবসাদ ভুলে প্রথম খোড়া সমাধির দিকে এগোল খা, সাকারার মালভূমির কোনায়। তাল গাছের সারির দিকে তাকিয়ে আছে সে, দেখছে কর্ষিত জমি। ওখানেই সমাধিত হয়েছেন রাজা জেত, সাথে তিনশো খোদাই করা ষাঁড়ের মাথা। প্রতিটি মাথায় সত্যিকারের শিং, সমাধিস্তম্ভের দেয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এই সাময়িক সাক্ষাতে অতীত এবং বর্তমানের যোগসূত্র শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা লাভ করল খা।

থোথের বই এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি পুরোহিত প্রধান, মাঝে মাঝে মনে হয় কখনওই তা পারবেও না। সতর্কতায় ঢিল এবং পবিত্র ষাঁড়ের প্রতি অবজ্ঞা-ই এর কারণ। এই সমস্যা সমাধানের আগে, পুনরুদ্ধারের কাজটুকু সম্পন্ন করতে হবে।

কিন্তু শেষ হবে তো? বছর শুরু হওয়ার পর মোট তৃতীয়বারের মতো মাইসেরিনাসের পিরামিডে যেতে চেয়েছিল সে, কাজ শেষ হওয়ার পর একটি শিলালিপি রেখে যাওয়া যায় যাতে।

কিন্তু ওখানে গিয়ে জায়গাটা ফাঁকা পেল পুরোহিত প্রধান। শুধু এক বুড়ো পাথর খোদক রয়ে গেছে, লোকটা রসুন দিয়ে রুটি চিবুচ্ছিল তখন।

'বাকিরা কোথায়?' জানতে চাইল খা।

'চলে গেছে।'

'আবারও সেই আত্মা?'

'হ্যাঁ, ফিরে এসেছে ওটা। বেশ কয়েকজন দেখতেও পেয়েছে; হাতে ভর্তি সাপ, কাছে গেলেই তেড়ে আসে। যতক্ষণ এই আত্মা রয়েছে আশেপাশে, ততক্ষণ যত বেশিই খরচ দেওয়া হোক না কেন, কেউ কাজ করবে না।'

এটাই ভয় পেয়েছিল খা, গিজা মালভূমির এই স্মৃতিচিহ্ন পুনরায় ঠিক করা অসম্ভব। সবাই জানে এই আত্মাটি নির্যাতিত, দুনিয়ার মানুষদের জীবনে অশান্তি করতেই তার আগমন। খায়ের শক্তিশালী জাদুও থামাতে পারেনি ওকে।

যুদ্ধরথ নজরে এল, এগিয়ে আসছেন রামেসিস। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল পুরোহিত প্রধান, পিতার সাহায্য চাইবে। ফারাও-ও যদি ব্যর্থ হন, তাইলে এভাবেই ধ্বংস হওয়ার জন্য ফেলে রাখতে হবে এই প্রাচীন স্থাপনা।

'পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে দিন দিন, মহামান্য। পালিয়ে গেছে সব শ্রমিক।'

'জাদুমন্ত্র দিয়ে চেষ্টা করেছ তুমি?'

'লাভ হয়নি।'

মাইসেরিনাসের পিরামিডের শক্তিশালী গ্রানাইটের ভিতের দিকে তাকিয়ে আছেন রামেসিস। প্রতি বছর গিজার উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করেন তিনি। পাথরের ভেতর আলোর শক্তি সঞ্চয় করেছে নির্মাতা, যা স্বর্গের সাথে পৃথিবীর করেছে মেলবন্ধন।

'ঠিক কোথায় দেখা গিয়েছে জানো?'

'কোন শ্রমিক অনুসরণ করার সাহস করেনি।'

বয়স্ক পাথর খোদকের দিকে নজর গেল রামেসিসের, এখনও খাচ্ছে লোকটা। ওদিকে এগোতেই খাওয়া থামিয়ে দিল বুড়ো। হাত থেকে খসে পড়ল খাবার, হাঁটু

গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল পাথর খোদক। হাত দুটো ছড়িয়ে রাখল দুপাশে, কপাল মাটিতে ঠেকেছে।

'বাকিদের মতো তুমি পালাওনি কেন?'

'আমি. . . জানি না, মহামান্য।'

'আত্মাটা কোথায় থাকে, তা জানো তুমি?'

মাথা দোলাল বুড়ো। রাজার সাথে মিথ্যা বললে অনন্তকালের জন্য নরকভোগ করতে হবে।

'নিয়ে চলো আমাদের।'

কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে নিয়ে গেল বুড়ো, বিশ্বস্ত অনুচর বনে গেছে যেন। পিরামিডটি হাজার বছরের পুরনো, সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বুঝে নিচ্ছে খার দক্ষ চোখ।

ছোট একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল পাথরখোদক, ভেতরে চুনাপাথরের আকর। এক কোনায় পড়ে আছে পাথরের স্তূপ।

'এখানেই, এরচেয়ে গভীরে যাবেন না।'

'আত্মাটা কার?'

'এক ভাস্কর, যার স্মৃতিকে সম্মান দেয়া হয়নি। পাথরখোদকদের ওপর হামলা করে প্রতিশোধ নিচ্ছে সে।'

'শিলালিপির লিখন অনুযায়ী, লোকটা অতীতে শ্রমিকদের পরিচালনা করত।'

'চলো পাথরের স্তূপটা পরিষ্কার করে ফেলি।' আদেশ করলেন রামেসিস।

'মহামান্য. . . '

'কাজে লাগো।'

চারকোনা একটি কুয়ার মুখ অবমুক্ত হলো। ভেতরে একটি পাথর ছুঁড়ে দিল খা, বেশ গভীর।

'প্রায় পঞ্চাশ ফুট হবে।' পাথর পড়ার আওয়াজ শুনে বলল পাথরখোদক। 'নিচে নামার ঝুঁকি নেবেন না, মহামান্য।' একটি রশি ঝুলছে কুয়ার দেয়াল থেকে।

'কাউকে না কাউকে তো যেতেই হবে।' বললেন রামেসিস।

'এইক্ষেত্রে ঝুঁকিটা আমি নিতে চাই।' বলল বুড়ো শ্রমিক।

'যদি দেখা হয়ে যায় আত্মার সাথে,' বাধা দিল খা, 'তাকে থামাতে পারবে তুমি?' মাথা নাড়ল বুড়ো।

'টাহের পুরোহিত প্রধান হিসাবে,' বলল রামেসিসের বড় ছেলে, 'কাজটা আমার ঘাড়ে-ই বর্তায়। আমাকে থামাবার চেষ্টা করবেন না, বাবা।'

নামতে শুরু করল খা, মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরেই নেমে চলছে সে। একেবারে তলায় পুরোপুরি অন্ধকার নয়, উজ্জ্বল হয়ে আছে চুনাপাথরের আলোয়।

অবশেষে তলদেশে পা রাখল পুরোহিত, সংকীর্ণ করিডোর হয়ে ফাঁপা দেয়ালের পাশে দাঁড়াল। মৃত এক ব্যক্তির ছবি আঁকা দেয়ালে, সাথে লেখা হায়ারোগ্লিফ।

এইবার সবকিছু বুঝতে পারল খা।

খোদাই করা ছবিটার অনেকটুকু অংশ জুড়ে বড়সড় ফাটল, হায়ারোগ্লিফের পুনরুত্থানের ক্রিয়া নষ্ট হয়েছে। তাই লোকটার আত্মা ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে, নিজের স্মৃতির প্রতি অসম্মান তাকে হিংস্র করে তুলেছে।

কুয়া থেকে উপরে উঠল খা, ক্লান্ত হলেও জ্বলজ্বল করছে চোখ। পাতাল দরজাটা সংস্কার কথার পর থেকে কেউ আর কখনও ওই আত্মাকে দেখতে পেল না। অভিশাপ থেকে মুক্ত হলো পিরামিড।

বেয়াল্লিশ

পাই-রামেসিসে ফিরে এসেছে উরি-টেশুপ, এখনও রাগে জ্বলছে গা।

সপ্তাহ ধরে প্রতিটি পদক্ষেপে তার উপর নজর রাখছে সেরামানা, কিছুই করতে পারছে না হিট্টি রাজকুমার। মন চাইছে রামেসিসসহ পুরো মিশর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে। তার ওপর টানিতকেও একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে, যদিও প্রতিদিন মেয়েটি ওর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

এখানেই আছে ফনিশিয়ান রমণী, অর্ধনগ্ন, চারপাশে সুগন্ধির মেঘ।

'সোনামণি. . . ওই যে হিট্টিরা!'

'কী!'

'কম করেও একশো হবে। পাই-রামেসিসে অনেক হিট্টি।'

'তুমি কী পাগল হয়ে গিয়েছ?'

'আমার ক্রীতদাস দেখেছে।'

'রামেসিসের রাজ্য আক্রমণ করবে হিট্টি? সত্যি টানিত? অসাধারণ একটি খবর।'

স্ত্রীকে একপাশে ঠেলে দিল হিট্টি যুবরাজ, ঘোড়ার পিঠে চড়ে রওনা দিল। ঠিক অতীতের মতোই যেন রোমাঞ্চিত, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

তাহলে অবশেষে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে হাট্টুসিলিকে, বিদ্রোহী দল বাজিয়েছে যুদ্ধের দামামা। আকস্মিক আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে মিশরের প্রতিরক্ষা, পূর্ব প্রান্তের হয়েছে জয়।

টাহের মন্দির থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত মানুষের ভিড়, সবাই মিলে উদযাপন করছে। কিন্তু কোন সৈন্য নেই কোথাও, লড়াইয়ের চিহ্ন-ও নেই। হাস্যরত রক্ষীর সাথে কথা বলল উরি-টেশুপ।

'শুনলাম পাই-রামেসিসে নাকি এসেছে হিট্টিবাহিনী।'

'ঘটনা সত্য।'

'কিন্তু কোথায় সবাই?'

'প্রাসাদে।'

'রামেসিসকে খুন করেছে ওরা?'

'কী বলছ ওসব? এরাই প্রথম হিট্টি, যারা বেড়াতে এসেছে এখানে। আমাদের ফারাওয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে তারা।'

পর্যটক! হতবাক হয়ে ভিড় ঠেলে প্রাসাদের দিকে রওনা দিল উরি-টেশুপ।

'তোমার আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম।' সাদরে বলল সেরামানা। 'অনুষ্ঠান দেখতে চাও?'

বিশালদেহী সার্ডের পিছনে গেল হিট্টি যুবরাজ, ভেতরে সভাসদদের ভিড়। সবার সামনে পরিদর্শকদলের প্রতিনিধি, একে একে রাজার সামনে পেশ করছে নীলকান্তমণি, তামা, লোহা, পান্না, নীলা, কার্নেলিয়ান এবং জেড।

নীলকান্তমণি দেখেই বোঝা যাচ্ছে-ওগুলো সিনাই খনি থেকে এসেছে। অল্প বয়সী যুবরাজ রামেসিস ওখানে গিয়েছিল মোজেসের সাথে। লাল-হলুদ পাহাড়গুলো অপরূপ, গোপন ঝর্ণা এবং পাথরখন্ডের অভাব নেই।

'অসাধারণ!' প্রতিনিধিকে বললেন রামেসিস। 'মোজেস এবং হিব্রু অনুসারীদের সাথে দেখা হয়েছিল তোমার?'

'না, মহামান্য।'

'তাদের দেশ প্রস্থানের কথা শুনেছ?'

'এই অঞ্চলের সবাই ভয় পায় ওদের। যুদ্ধ করতে উদগ্রীব হয়ে থাকে ওরা। মোজেস এখনও ভাবছেন, নিজেদের দেশ খুঁজে পাবেন।'

নিজের স্বপ্নের পেছনেই ছুটছেন তবে রামেসিসের ছোটবেলার বন্ধু। উপহারের স্তূপের দিকে তাকালেন শাসক, মাথায় ঘুরছে বন্ধুর ভাবনা। সবার শেষে এল প্রতিনিধিদের প্রধান।

'আমরা কি মুক্তভাবে পুরো মিশর ঘুরতে পারি, মহামান্য?'

'অবশ্যই, যতক্ষণ না আমাদের শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন হচ্ছে।'

'রাজধানীতে নিজেদের দেবতাকে সম্মান দেখাতে পারব?'

'শহরের পশ্চিমে সিরিয়ান দেবী আস্তার্তের মন্দির, আমাদের সেটের সাথী। আমার ঘোড়া এবং যুদ্ধরথ রক্ষা করেন তিনি। সেইসাথে মেমফিসকেও রক্ষার জন্য সাহায্য চেয়েছি দেবীর কাছে। ঝড়ের দেবতা এবং সূর্য দেবীও, হাট্টুসার মতো সমানভাবে সমাদৃত হবেম পাই-রামেসিসে।'

প্রতিনিধিদল সভা থেকে বেরিয়ে যেতেই এক হিট্টির সাথে কথোপকথন শুরু করল উরি-টেশুপ।

'আমাকে চেন তুমি?'

'না।'

'আমি উরি-টেশুপ,সম্রাট মুয়াত্তালির পুত্র।'

'মুয়াত্তালি মৃত, সম্রাট এখন হাট্টুসিলি।'

'এই ভ্রমণ. . .আসলে ধোঁকাবাজি। তাই না?'

'কী বোঝাতে চাইছ তুমি? মিশর দেখতে এসেছি, বাকিরাও একই কাজে এসেছে। যুদ্ধ চিরদিনের জন্য শেষ।'

কয়েক মিনিট মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল হিট্টি রাজপুত্র।

আহমেনিকে অনুসরণ করছে রাজকোষ প্রধান, অবশেষে রামেসিসের সামনে কথা বলতে রাজী হয়েছে সে। প্রথমে ভেবেছিল, চুপ করে থাকাই হয়তো মঙ্গলজনক। কিন্তু হিট্টি প্রতিনিধিদের আগমন এবং তাদের দেওয়া উপহারের মূল্য, সবকিছু মিলিয়ে চুপ করে থাকতে পারল না।

সরাসরি রামেসিসের মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই ওর, তাই আহমেনির সাথে কথা বলেছে প্রথমে। অভিব্যক্তিহীন মুখে পুরো ঘটনা শুনেছেন ব্যক্তিগত সচিব, সাথে সাথেই জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে চেয়েছেন রাজার সাথে। প্রতিটি খুঁটিনাটি বর্ণনা দিলেন আহমেনি, বাদ রাখলেন না কোন কথা।

'আর কিছু বলতে চাও, আহমেনি?'

'আর কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বাকি নেই, মহামান্য।'

'এই অনিয়মের কথা জানতে তুমি?'

'জানতাম না, মানছি। তবে সতর্ক করেছি আমি।'

'তোমরা দু'জন নিশ্চিত থাকো, সমস্যার সমাধান হবে।'

আশ্বস্ত হলো রাজকোষ প্রধান, এড়িয়ে গেল রাজার নজর। দোষের ভাগীদার না হওয়াতেই খুশি সে। অন্যদিকে আহমেনি ভরসা রেখেছে রাজার উপর, নিজের প্রাসাদে মা'তের আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন ফারাও।

'অবশেষে আসলেন, মহামান্য।' বিস্ময় প্রকাশ করল মাথোর। 'ভয় হচ্ছিল, আর বুঝি দেখতে পারব না আপনাকে। আমার স্বদেশীদের অভ্যর্থনার সময় আমি পাশে ছিলাম না কেন? আমাকে কেমন ভালো রাখছেন, তা দেখে খুশি হত না ওরা?'

লাল আলখাল্লা এবং সোনালি গোলাপে মনোহর লাগছে মাথোরকে। চারপাশে রয়েছে ক্রীতদাসী, দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত-ছোট ধূলিকণাটাও রাখছে না ওরা, বহন করছে রাণীর গয়না এবং গয়না, সেই সাথে শত শত ফুল দিয়ে সুগন্ধে ভরিয়ে রেখেছে রাণীর প্রাসাদ।

'সবাইকে চলে যেতে বলো।' আদেশ দিলেন রামেসিস।

জমে গেল রাণী।

'কিন্তু. . . কোন কারণ নেই তো।'

মাথোরের সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি ওর স্বামী নন; বরং মিশরের ফারাও। কাদেশের যুদ্ধের সময় এমনই কঠোর হয়েছিল রামেসিসের মুখ, যখন একহাতে হত্যা করেছেন হাজার হিট্টি সৈন্যকে।

'সবাই, বের হয়ে যাও এখুনি।' চেঁচিয়ে উঠল রাণী।

এমন আচরণে অনভ্যস্ত ক্রীতদাসীরা, দ্রুত বেরিয়ে গেল সবাই। হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে রেখেছে মেঝেতে।

হাসার চেষ্টা করল মাথোর। 'কী হয়েছে, মহামান্য?'

'তুমি কি মিশরের রাণীর মতো আচরণ করছ?'

'আমি নিজের মর্যাদা নিয়ে চলছি, যেমনটা আপনি চেয়েছিলেন।'

'সেই সাথে তোমার আচরণ অমার্জনীয় এবং খামখেয়ালি।'

'কী করেছি আমি?'

'মন্দিরের সম্পদ খালাসের জন্য অর্থ সচিবের ওপর জোর খাটাচ্ছ তুমি। সেই সাথে গতকাল হুকুম সাক্ষর করেছ, তোমার স্বদেশীর সম্পদের ব্যাপারে, যেগুলো মিশরের প্রতি উপহার ছিল।'

'আমি রাণী। এ সবই আমার! বলল যুবতী।

'ভুল করেছ তুমি। লোভ এবং স্বার্থপরতা দিয়ে চলে না এই রাজ্য। চলে মা'তের আইন মোতাবেক। দেবতাদের সম্পত্তি এই ভূমি, ফারাওয়ের ওপরে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন তারা। যাতে রাজ্য সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে, সুখ এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে। তোমার প্রথম করণীয়, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যখন শীর্ষস্থানীয় লোকজন ভুল করে, ধ্বংস হয়ে যায় রাজ্য। তোমার ব্যবহার ফারাওয়ের এবং মানুষের মঙ্গলের প্রতি অপমান।'

গলা উঁচু করেননি রামেসিস, কিন্তু কথাগুলো ধারালো ছোরার মতো বিঁধল।

'কিন্তু. . . আমি. . . আমার মনে হয়. . .'

'কাজের আগে চিন্তা করতে হবে মিশরের রাণীকে। তুমি ভালো কাজ করোনি,,মাথোর। তোমার অবৈধ হুকুমনামা প্রত্যাহার করেছি আমি। আরও ক্ষতি যাতে করতে না পারো সেই ব্যবস্থাও করে রেখেছি। মেরুর হারেমেই থাকবে তুমি, আমার অনুরোধ ব্যতীত উপস্থিত হবে না সভায়। ভবিষ্যতে কোন আবেদন করতে পারবে না।'

'রামেসিস. . . আমার ভালোবাসা আপনি প্রত্যাহার করবেন?'

'মিশর আমার সহধর্মিণী, মাথোর। তুমি বুঝবে না।'

তেতাল্লিশ

সেটাউয়ের নাক গলানো মেনে নিতে পারছে না রাজপ্রতিনিধি। লোটাসের গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছেন তিনি। দক্ষিণের প্রদেশের প্রতিটি গোত্র উন্নতি লাভ করেছে, নিজেদের ভেতর এখন আর হানাহানি নেই। এমনটা কখনও কল্পনাও করেনি রাজপ্রতিনিধি।

তাছাড়াও, ব্যবসার মাধ্যমে জয় করে নিয়েছেন তিনি সম্মান। সেই সাথে ফারাওয়ের সম্মানে তৈরি করেছেন নানা উপাসনালয় এবং পুজারী। কৃষিব্যবসার উন্নতি করছেন অনেক, কর আদায় করছেন।

সত্যর মুখোমুখি হয়েছে রাজপ্রতিনিধি। যেই বুড়ো সাপুড়েকে খামখেয়ালি লোক ভেবেছিল সে, সে দক্ষ প্রশাসক হয়ে উঠছে। যদি সেটাউয়ের খ্যাতি অক্ষুণ্ন থাকে, তবে রাজপ্রতিনিধির নিজের পদ ঝুঁকির মুখে পড়বে।

অদক্ষতা এবং অলসতার কারণ দেখিয়ে অব্যাহতি দেওয়া হবে ওকে। সেটাউকে ডাকা হবে তখন, কিন্তু আপোষ করা যাবে না লোকটার সাথে। এমনকী ঘুষ নিতেও রাজী করানো যাবে না ওঝাকে। খুবই সাধারণ জীবনযাপন করেন লোটাস এবং সেটাউ, আভিজাত্যের কোন নেশা নেই।

একটাই সমাধান। মৃত্যুবরণ যেন করে সেটাউ এমনভাবে একটি দুর্ঘটনা সাজাতে হবে। তাই সে এক সাবেক আসামীকে আবু সিম্বলে দেখা করতে নির্দেশ দিয়েছে সে। জেল থেকে সবেমাত্র ছাড়া পেয়েছে নুবিয়ান আসামী।

আধার রাত, রামেসিসের কায়ের চারটি প্রকাণ্ড মূর্তি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সময় এবং দূরত্ব ভেদে সবকিছুই দেখে ওরা। অপেক্ষা করছে নুবিয়ান-ছোট কপাল, বসে যাওয়া গাল, মোটা ঠোঁট এবং সুন্দর একটি বর্শা হাতে।

'আমি রাজপ্রতিনিধি।'

'জানি। একবার দুর্গে বন্দিকালীন সময়ে আপনাকে দেখেছিলাম।'

'তোমার সাহায্য প্রয়োজন।'

'নিজের গ্রামের জন্য শ্রম দেই আমি, অতীতের সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি।'

'মিথ্যা, প্রমাণ রয়েছে আমার কাছে। চুরি করেছ তুমি।'

রেগে হাতের বর্শা মাটিতে বিঁধিয়ে দিল নুবিয়ান।

'কেমন প্রমাণ?'

'সাহায্য না করলে আজীবন জেলে পচে মরবে। কিন্তু সাহায্য করলে বড়লোক হয়ে যাবে।

'কী চান আপনি?'

'কেউ একজন পথের কাঁটা হয়েছে, তাকে সরাতে হবে।'

'নুবিয়ান?'

'মিশরীয়।'

'টাকা বেশি দিতে হবে।'

'দর কষাকষির সুযোগ নেই তোমার হাতে।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রাজপ্রতিনিধি।

'কে সেই লোক?'

'সেটাউ।'

বর্শা আকাশের দিকে তাক করল নুবিয়ান, 'সৌভাগ্য প্রয়োজন হবে।'

'ভালো পয়সা পাবে, তবে দুর্ঘটনার মতো দেখাতে হবে পুরো ঘটনা।'

'ঠিক আছে।'

হুট করেই পিছনে পড়ে গেল রাজপ্রতিনিধি, নিজেও হেলে যেতেই হাসি বন্ধ হলো নুবিয়ানের। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও আবার পড়ে গেল দুজন।

'মাটি কাঁপছে!' বিস্মিত নুবিয়ান বলল। 'রেগে গিয়েছেন পাতালের দেবতা!'

গুড়িয়ে উঠল যেন চূড়া, নড়ছে মূর্তি। ভয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে যেন দু'জন, চোখের সামনে একটি মূর্তির মাথা ভেঙে ধেয়ে এল ঠিক ওদের দিকে।

রামেসিসের মাথা ছুটে এল অপরাধীদের দিকে, চিড়ে-চেপ্টা করে দিল চোখের নিমেষে।

বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ডেম টানিত, এক সপ্তাহ ধরে মিলিত হয়নি উরি-টেশুপ সাথে। প্রতিদিন সকালে বাইরে চলে যায় হিট্টি রাজপুত্র, ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেই খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর কিছু না বলেই ঘুমিয়ে যায় লোকটা।

সাহস করে একবারই প্রশ্ন করেছিল টানিত, বদলে এক আঘাতেই অজ্ঞান হতে হয়েছে। বাচ্চা বিড়ালের সাথেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে লাবণ্যময়ী ফনিশিয়ান।

উঠতি ব্যবসা থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে।

ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেল সে. . .চলে এসেছে উরি-টেশুপ।

চোখে কামনার আগুন জ্বলছে হিট্টি রাজকুমারের, 'কাছে এসো, সোনা।'

প্রেমিকের বাহুডোরে নিজেকে সঁপে দিল টানিত, 'সোনা... তুমি এসেছ আমার কাছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

উরি-টেশুপ পাশবিক কামনা আচ্ছন্ন করল লাবণ্যময়ী ফনিশিয়ানকে।

'কী হয়েছে তোমার?' ভালোবাসা শেষে জানতে চাইল টানিত।

'নিজেকে পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল. . .কিন্তু বেঁচে আছে মালফি, লিবিয়ায় কাজ করছে। ওর লোকের সাথে দেখা হয়েছে আমার। আবারও ফিরে এসেছে আশা, যুদ্ধ চলবে এখনও। রামেসিস অভেদ্য কেউ নয়।'

'আমাকে ক্ষমা কোরো, কিন্তু মালফিকে ভয় হয় আমার।'

'কাপুরুষে পরিণোত হয়েছে হিট্টিরা। একমাত্র লিবিয়ানরাই পারবে এখন তাদের হুঁশ ফিরিয়ে আনতে। এবং মালফির লোকেরাই এর উপযুক্ত। আমৃত্যু লড়াই করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই... জয়ের জন্য ভরসা রাখো আমার উপর।'

শুয়ে আছে টানিত, পরিপূর্ণ তৃপ্ত এখন সে। বাগানে বেতের চেয়ারে বসে আছে উরি-টেশুপ, মাথায় নানা রক্তাক্ত স্বপ্ন। আকাশের চাঁদের দিকে ওর নজর, সাহায্য প্রার্থনা করছে।

'শুধুমাত্র স্বর্গীয় একটি দেহ ছাড়াও আমি বেশি কিছু।' এক মেয়েলি কণ্ঠ বলে উঠল।

ঘুরে দাঁড়াল হিট্টি যুবরাজ।

'মাথোর! কী করছ এখানে? ঝুঁকি... '

'এখনও রাণী নিজের ইচ্ছেমতো যেকোন জায়গায় যেতে পারে।'

'মোহ কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে. . .তোমাকে ত্যাগ করেছে রামেসিস?'

'না, অবশ্যই না।'

'তাহলে এখানে একা একা লুকিয়ে এলে যে?'

আকাশের দিকে ফিরে তাকাল সুন্দরী যুবতী।

'তুমি ঠিক বলেছিলে, উরি-টেশুপ। আমি হিট্টি, সারাজীবন তা-ই থাকবো। কখনও মহারাণী হিসেবে আমাকে মেনে নেবেন না তিনি। নেফারতারির সমকক্ষ হতে পারব না আমি কখনওই।

কান্না আটকাতে পারল না মাথোর। সান্ত্বনা দিল উরি-টেশুপ, কিন্তু কান্না থামল না মেয়েটার।

'আমি বোকা. . . হেরে গিয়ে কান্না করছি কেন? এসব আমার মনের দুর্বলতা। নিজের ভাগ্য নিয়ে আক্ষেপ করা মানায় না হিট্টি রাজকুমারীর।'

'আমাদের জন্ম হয়েছে বিজয়ের জন্য।

'আমাকে অপমানিত করেছেন রামেসিস।' স্বীকার করল মাথোর। 'ক্রীতদাসীর মতো আমাকে দেখেন তিনি। আমি তাকে ভালোবাসি, মহারাণী হতে প্রস্তুতি নিয়েছি। যা বলেছেন তিনি, তাই করেছি আমি। কিন্তু আমাকে চাইছেন না তিনি।'

'প্রতিশোধ চাই তোমার?'

'জানি না।'

'জাগো মাথোর, কাপুরুষের মতো রামেসিসের অপমান সয়ে নিয়ো না। এর চেয়ে ভালো কিছু তোমার প্রাপ্য। এখানে যেহেতু এসেছ, এর মানে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছ তুমি।'

'সাবধান, উরি-টেশুপ।'

'আমি চাই না সাবধান হতে। হাট্টি এখনও মাথা নত করেনি, সময় আছে এখনও। ক্ষমতাবান বন্ধু আছে আমার, আমাদের একমাত্র শত্রু রামেসিস।'

'তিনি আমার স্বামী।'

'নাহ। সে এক অত্যাচারী, যে তোমাকে ত্যাগ করেছে। যা বলছি করো, বিষ ঢেলে দাও।'

নিজের স্বপ্ন গলা টিপে হত্যা করে... আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ কী ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে মাথোর? পারবে ভালোবাসার মানুষটিকে খুন করতে?

'চরম সিদ্ধান্তটি গ্রহণ কোরো।' আদেশ দিল উরি-টেশুপ।

রাতের আঁধারে হারিয়ে গেলে রাণী।

ঠোঁটে হাসি নিয়ে ছাদে গেল হিট্টি যোদ্ধা, চাঁদের আরও কাছাকাছি গিয়ে ধন্যবাদ জানাল দেবীকে।

'কে?' পেছনে পায়ের শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করল সে।

'আমি, সোনামণি।'

টানিতের গলা টিপে ধরল উরি-টেশুপ।

'আমার ওপর নজরদারি হচ্ছে?'

'না, আমি-'

'সব শুনেছ তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কাউকে বলবো না আমি, কসম।'

'অবশ্যই, বলবে না। এমন ভুল করবে না তুমি। দেখো টানিত, দেখো।'

টিউনিকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লোহার ছোরা, চাঁদের দিকে ওটা তাক করল উরি-টেশুপ।

'ভালো করে দেখো, এটা খুন করেছে রামেসিসের বন্ধু আহসাকে। এটা দিয়েই ফারাওকে খুন করব আমি। যদি আমার কথা না শোনো, তবে তোমাকেও।'

চুয়াল্লিশ

জন্মদিন উদযাপনের জন্য, দুই সন্তানকে নিয়ে উৎসবের পরিকল্পনা করছেন রামেসিস; সেই সাথে আছেন আহমেনিও। ফারাওকে অবাক করে দেবার জন্য মাছ এবং মাংস দিয়ে একটা বিশেষ পদ রান্না করতে বলেছেন তিনি প্রাসাদের রাঁধুনিকে। সেই সাথে পরিবেশন করা হবে সেটির রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে প্রস্তুতকৃত মদ।

মিশরের কপাল ভালো যে খা এবং মেরেনেপটাহের মাঝে কোন প্রতিযোগিতা নেই। বড় ছেলে জ্ঞান পিপাসু, যাজক এবং প্রাচীন সব লেখা নিয়ে পড়ে থাকতেই ভালোবাসে। ছোটজন সেনানায়ক, দেশের নিরাপত্তাই তার ধ্যান-জ্ঞান। সময় এলে, এই দুইজনের মাঝেই একজনকে বেছে নিতে হবে ফারাওকে।

যদিও এখন পর্যন্ত কেউ রামেসিসের জায়গা নেবার কথা কল্পনাও করেনি। ষাট বছর বয়সেও, প্রাসাদের সুন্দরীদের সমীহ-মাখা দৃষ্টি নিজের উপরে প্রায়শই অনুভব করেন তিনি। গায়ক এবং কবিরা দূর থেকে দূরান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে তার কৃতিত্বের সংবাদ।

'এসো, সবাই রামেসিসের জয়গান গাই।' প্রস্তাব দিলেন আহমেনি।

'না,' বললেন সম্রাট। 'মিশরের জয়গান গাই, পৃথিবীতে যে ওটাই স্বর্গ।'

দেশ-মাতৃকা এবং এর সংস্কৃতিকে ভালোবাসে চারজনই।

'মেরিটামন এখানে নেই কেন?' জানতে চাইল খা।

'এই মুহূর্তে দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্য বাঁশি বাজাচ্ছে সে। ওটাই তার ইচ্ছা, এবং তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'আপনি মাথোরকেও আমন্ত্রণ করেননি।' মন্তব্য করল মেরেনেপটাহ।

'মেরুরে গিয়েছে সে, ওখানেই থাকবে।'

'কী?' অবাক কণ্ঠে বললেন আহমেনি। 'ওকে তো এইমাত্র প্রাসাদের রান্নাঘরে দেখে এলাম!'

'এতক্ষণে চলে যাবার কথা ছিল। আহমেনি, কালকে ব্যাপারটা দেখো তো। মেরেনপটাহ, লিবিয়ার বিষয়ে কিছু জানতে পারলে?'

'নতুন কিছু না, মহানুভব। মালফি সম্ভবত একজন পাগল, ওর স্বপ্ন শুধুই ওটা-স্বপ্ন!'

'গিজার ভূত উধাও হয়েছে।' জানাল খা। 'পাথরখোদকরা কাজে ফিরে এসেছে।'

প্রাসাদের একজন পরিচারক উপস্থিত হলো আচমকা, সেটাউয়ের সিল সম্বলিত একটা চিঠি নিয়ে। ওটার উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা-**জরুরি।**

সিল ভেঙে, প্যাপিরাসটা বের করে আনলেন রামেসিস। বন্ধুর পাঠানো চিঠিটা পড়ে ফেললেন তিনি। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

'এখুনি আবু সিম্বেলে যেতে হবে আমাকে। তোমরা চালিয়ে যাও।'

কিন্তু খা, মেরেনেপটাহ এবং আহমেনিও রইল না বেশিক্ষণ। রাঁধুনি একবার ভাবল, খাবারটা তার সহকারীদের মাঝে ভাগ করে দেবে কিনা। কিন্তু খাবারটা ফারাওয়ের জন্য বানানো হয়েছে। ওটা খাওয়া ঠিক হবে না, তাই দুঃখ পেলেও খাবারগুলো ফেলে দিল সে। ওদের মাঝে ছিল বিষমিশ্রিত সেই খাবার, যে বিষ এনে দিয়েছিল উরি-টেশুপ. . .

. . .এবং যেটা খাবারের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল মাথোর।

আরো একবার যেন নতুন করে নুবিয়ার প্রেমে পড়লেন রামেসিস।

পরিষ্কার বাতাস এবং নীল আকাশ, দুই পাশে তালের সারি; মাঝখানে অল্প একটু চাষ যোগ্য জমি। উড়ছে আইবিস, ফ্লেমিংগো এবং বক, ভাসছে মিমোসার গন্ধ বাতাসে-সব মিলিয়ে যেন ফারাওয়ের অন্তরের বন্ধ হয়ে থাকা একটা দরজা খুলে দিল

আবু সিম্বেলে নিয়ে যাওয়া দ্রুতগতির জাহাজ থেকে নামেননি তিনি। সাথে নিয়ে এসেছেন হাতে গোণা কয়েকজন সৈন্য, ক্রু হিসাবে আছে দক্ষ কিছু নাবিক। নীল নদের সব বিপদ সম্পর্কে জানে তারা।

লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে, কেবিনে কিছু খাবার আনিয়ে নিলেন রামেসিস। আরাম করে আসনে বসে আছেন এমন সময় কমে গেল জাহাজের গতি।

ক্যাপ্টেনকে ডেকে পাঠালেন রামেসিস। 'কী হয়েছে?'

'নদীর তীরে অনেকগুলো কুমির বসে আছে, একেকটা কমপক্ষে বিশ ফুট লম্বা হবে। জলহস্তীও আছে পানিতে। আমরা আপাতত সামনে এগোতে পারছি না। এমনকী মহানুভবকে জাহাজ পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিব আমি। ওগুলোকে ভয়ংকর মনে হচ্ছে, আক্রমণ করতে পারে।'

'ধীর গতিতেই এগিয়ে যাও, ক্যাপ্টেন।'

'কিন্তু মহামান্য. . .' আপত্তি করতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'নুবিয়া এমন এক জায়গা, যেখানে অলৌকিকত্বের ছোঁয়া পাওয়া যায় প্রায়ই।'

কাজে লেগে পড়ল নাবিকরা। টান টান হয়ে আছে বেচারাদের স্নায়ু।

জলে থাকা জলহস্তীগুলো কেঁপে উঠল। তীরে রোদ পোহানো কুমিরদের একটা লেজ নাড়াল, ভয় পাইয়ে দেয়া গতিতে এগিয়ে এল সে; পরক্ষণেই থেমে গেল।

বিশাল বড় একটা মদ্দা হাতি ডেকে উঠল হঠাত করে, অ্যাকাশিয়ার ডাল সরিয়ে তীরে এসে দাঁড়াল সে। অনেক আগেই বন্ধুর উপস্থিতি টের পেয়েছেন ফারাও।

কুমির দলের কয়েকটা আশ্রয় নিল নল-খাগড়ার ভেতরে। অন্যগুলো ছুট লাগাল জলহস্তীদের দিকে। খণ্ড যুদ্ধটা ছিল ভয়াবহ। অবশ্য স্থায়িত্ব ছিল খুবই কম, কিছুক্ষণের মাঝেই শান্ত হতে এল নীলের পানি।

মদ্দা হাতিটা আবার ডাক ছাড়ল, রামেসিসকে ডাকছে। হাত নাড়লেন ফারাও। অনেক বছর আগে সেটির সন্তান এই পশুটিকে বাঁচিয়ে ছিলেন। অনেকবার তার বদলা দিয়েছে হাতিটা।

'ওটাকে ধরে মিশরে নিয়ে গেলে কেমন হয়?' ক্যাপ্টেন প্রস্তাব দিলেন।

'আমরা যেমন আমাদের স্বাধীনতার দাম দেই, ওর স্বাধীনতারও দেয়া উচিত।' উত্তর দিলেন ফারাও।

আবু সিম্বেলে উপস্থিত হওয়া মাত্র, কেমন যেন কষ্ট অনুভব করলেন রামেসিস। এখানেই তিনি নেফারতারির সম্মানে স্থাপন করেছেন এক মন্দির।

সেটাউয়ের জানানো ক্ষতির পরিমাণে ভুল নেই কোন। মন্দিরটা আসলেই ভূমিকম্পের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চারটা বিশাল মূর্তির চেহারা এবং দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সেটাউ এবং লোটাস ওকে সম্বর্ধনা দিতে এগিয়ে এলেন।

'কেউ আহত হয়নি তো?' রামেসিস জানতে চাইলেনে।

'দুইজন মারা গিয়েছে। নুবিয়ার প্রশাসক এবং একজন প্রাক্তন অপরাধী।'

'একসাথে কী করছিল ওরা?'

'আমার কোন ধারণাই নেই।'

'ভেতরের অবস্থা কী?'

'নিজেই দেখুন।'

ভেতরে পা রাখলেন রামেসিস। বিশাল হলঘরের থামগুলো এরইমাঝে পুনস্থাপন করা হয়েছে।

'নেফারতারির মন্দিরের অবস্থাও কি এমন?'

'না, মহানুভব।'

'দেবতাদের দয়া দেখিয়েছেন, সেটাউ।'

'আমরা দিন-রাত কাজ করছি। আশা করছি, অচিরেই সব কিছু সামলে নেব। তবে মূর্তিটার সংস্কার করাটা কঠিন হবে। বেশ কিছু পরিকল্পনা আছে আমার।'

'ওটার আর সংস্কার করতে হবে না।'

'যেভাবে আছে, সেভাবেই রেখে দিব?'

'ভূমিকম্পটাকে ভূমি-দেবতার ইঙ্গিত বলা চলে। তিনি যেহেতু ফ্যাকেডটা নতুন করে সাজাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই ওভাবেই থাকুক।'

ফারাওয়ের সিদ্ধান্ত সেটাউকে অবাক করে দিল, কিন্তু রামেসিসকে মানানো গেল না। তিনটা নিখুঁত ভাস্কর্য নাহয় রাজকীয় কা-কে নিরাপত্তা দিক। চতুর্থটা মানুষের কাজের দুর্বলতার পরিচায়ক হয়ে থাকুক।

ফারাও, সেটাউ এবং লোটাস একসাথে এক তাল গাছের নিচে বসে খাবার খেলেন।

'তুমি দেখি দেবতাদের প্রতি নৈবদ্য দেয়া বাড়িয়ে দিয়েছ,' বললেন ফারাও। 'গোলাভরা শস্য দেখছি, প্রার্থনার স্থানও বাড়িয়েছ। আচ্ছা, এই প্রদেশের প্রধান বিচারক হিসেবে মা'তের সেবা করতে চাও?'

'কিন্তু সেটা তো প্রশাসকের কাজ!'

'তা আমি জানি, বন্ধু। আর তুমি হচ্ছ নুবিয়ার নতুন প্রশাসক।'

মানা করায় উপায় ভাবতে শুরু করলেন সেটাউ, কিন্তু রামেসিস তাকে সেই সুযোগ দিলেন না। 'আমাকে মানা করতে পারবে না তুমি। ভূমিকম্পটা তোমার দিকে নির্দেশ করছে, তুমি জানে-এই জায়গাকে আমি কতটা ভালোবাসি। তাই আমার অনুরোধ থাকবে, নুবিয়ার জন্য সেরাটাই দেবার চেষ্টা করবে।'

রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সাপুড়ে, রামেসিসের প্রশংসা হজম করার প্রয়াস পাচ্ছে।

'বেয়াদবি না নিলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি, মহামান্য?' জানতে চাইলেন লোটাস।

'অসাধারণ এক রাত, তাই না?'

'আপনি সেটাউকে কেন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করলেন?'

'কীভাবে এই প্রদেশকে চালাতে হবে, তা অনেকদিন ধরেই শিখছে ও। এখন কাজটা অবচেতন মনেই করতে পারে সে। কেউ ওকে কিনতে পারেনি, তাই নুবিয়াকে ওর সেরাটাই দিতে পারবে।'

পঁয়তাল্লিশ

একাই আবু সিম্বেলের মন্দিরে পা রাখলেন রামেসিস, উদ্দেশ্য সকালের প্রার্থনাটা সেরে নেয়া। প্রার্থনা শেষে যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, মনে হলো যেন আলোকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছেন। নেফারতারির মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

মহান সব শিল্পী এবং ভাস্করদের হাতের ছোঁয়ায়, একেবারে জীবন্ত হয়ে আছেন যেন প্রয়াত মহারাণী। এখানে এলেই সাধ জাগে ফারাওয়ের মনে, স্ত্রীর কাছে চলে যেতে মনে চায়। কিন্তু সূর্যালোক গায়ে মেখে কেবল মুচকি হাসেন নেফারতারি। মনে করিয়ে দেন-ফারাওয়ের কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফারাও, মানুষ হিসেবে যতই কষ্ট পান না কেন, তার প্রজাদের সম্পত্তি। ধ্বংসহীন তারার মতো নেফারতারির মিষ্টি কণ্ঠ রামেসিসকে মা'তের আইন মেনে চলতে উৎসাহ প্রদান করে।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়েছে হাজারো নুবিয়ান। সবার মাথায় লালচে মুকুট, কানে স্বর্ণ নির্মিত অলংকার, সাদা আলখাল্লা পরনে। উপহার নিয়ে এসেছে তারা সবাই।

সেটাউকে সাথে নিয়ে এক মুরুব্বী এগিয়ে এল রামেসিসের দিকে।

'আলোর সন্তানের জয় হোক।'

'জয় হোক নুবিয়ার সন্তানদের, যারা শান্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে।' উত্তর দিলেন রামেসিস। 'আবু সিম্বেলের এই মন্দির যেন হয় মিশর এবং নুবিয়ার শান্তির প্রতীক।'

'মহামান্য, নুবিয়ার সবাই জানে যে আপনি সেটাউকে আমাদের প্রশাসক বানাচ্ছেন।'

নীবরতা নেমে এল। যদি স্থানীয় মুরুব্বীরা সাপুড়েকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে নতুন করে সমস্যা শুরু হবে। কিন্তু রামেসিস হার মানবেন না, একমাত্র তার বন্ধুই পারেন নুবিয়াকে দেখে-শুনে রাখতে।

অ্যান্টিলোপের আলখাল্লা পরিহিত সেটাউয়ের দিকে ফিরলেন মুরুব্বী। 'আমরা মহান রামেসিসকে ধন্যবাদ জানাই, নুবিয়াকে চেনে, ভালবাসে এমন একজনকে আমাদের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করায়। নিজের অন্তর থেকে উৎসারিত বাক্য বিনিময় করে, আমাদের অন্তর কিনে নিয়েছে সে।'

চোখ ছলছল করে উঠল সেটাউয়ের। বাউ করলেন তিনি ফারাওকে লক্ষ্য করে। সাথে সাথে তার নজরে পড়ল বীভৎস প্রাণীটা: একটা হর্নড ভাইপার বালিতে এঁকে-বেঁকে এগোচ্ছে। সরাসরি ফারাওয়ের পায়ের দিকে যাচ্ছে ওটা!

রামসিসকে সাবধান করে দেয়ার চেষ্টা করলেন সেটাউ। কিন্তু তার আগেই নুবিয়ানরা কাঁধে তুলে নিয়েছে ওকে, আনন্দ-ধ্বনি করছে। ওদের চিৎকারের আওয়াজে ঢাকা পড়ে গিয়েছে বেচারার সতর্ক করার চেষ্টা।

ছোবল দেবার জন্য ফণা তুলেছে সাপটা, এমন সময় একটা সাদা আইবিস ছোঁ মেরে তুলে নিল ওটাকে।

যারা দৃশ্যটা দেখল, তাদের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। দেবতা থোথ, পবিত্র পাখির রূপ ধরে সম্রাটের জীবন বাঁচিয়েছেন। এবং যেহেতু থোথ নিজেই সেটাউয়ের এই পদোন্নতিকে অনুমোদন দিচ্ছেন, তাই আর কারো কোন আপত্তি থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

ভক্তদের সরিয়ে এগিয়ে এলেন সেটাউ।

'সাপটা-'

'আমাকে যেভাবে প্রস্তুত করেছ, তাতে আর সাপের বিষের ভয় নেই আমার। নিজের কাজের উপর ভরসা রাখো, বন্ধু।'

কমপক্ষে দ্বিগুণ. . .অথবা দশগুণ বেশি ঝামেলা মনে হচ্ছে কাজটাকে! পদোন্নতি পাবার পর থেকে, কাজে ডুবে থাকতে হয়েছে তাকে। হাজারো বিচার এবং অভিযোগ শুনতে হয়েছে। কয়েক দিনের মাঝে তিনি বুঝতে পারলেন, নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষ কতটা নৃশংস হতে পারে।

ফারাওয়ের ইচ্ছার মর্যাদা দিতে আগ্রহী সেটাউ, তবে সেই সাথে পদত্যাগ করার কথাও ভাবছেন তিনি। এর চাইতে বিষাক্ত সাপের মুখোমুখি হওয়াও সহজ। দুই উৎস থেকে পাওয়া সাহায্যের জন্যই এখনও টিকে আছেন নুবিয়ার নতুন প্রশাসক। এক তো হচ্ছেন লোটাস। যিনি সাপ ধরায় এবং বিছানায় সুখ দেয়ায় তো বটেই, এখন প্রশাসন চালাবার কাজেই নিজের দক্ষতা দেখাচ্ছেন।

দ্বিতীয় উৎস, রামেসিস নিজেই! মিশরের সীমান্তবর্তী দুর্গগুলোর প্রধানের সাথে সেটাউয়ের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ফারাও। সেটা দারুণ কাজে এসেছে। তবে কোন কথা বলেননি তিনি, সেটাউকে নিজের হাতে তুলে নিতে দিয়েছেন পরিস্থিতি।

'ধন্যবাদ জানানোটা আমার ঠিক আসে না,' স্বীকার করলেন সেটাউ। 'তবে. . .'

'আজ হোক বা কাল, এই পদটা তোমারই হতো। আমি একটু ঠেলা দিয়েছে শুধু।'

'আপনি আমাকে আপনার জাদুর ভাগ দিয়েছেন, রামেসিস। আর কোন শক্তি তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।'

'এই প্রদেশের প্রতি তোমার যে ভালোবাসা, সেটাই তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাপারটা মেনেও নিয়েছ তুমি। কেননা নুবিয়ার মতো তুমিও এখন সত্যিকারের যোদ্ধা।'

'শান্তি স্থাপনের জন্য একজন যোদ্ধাকে নিযুক্ত করেছেন?'

'শান্তির চাইতে আনন্দময় আর আছে কী, বলো?'

'অচিরেই আপনাকে বিদায় নিতে হবে, রামেসিস।'

'তুমি এখন নুবিয়ার প্রশাসক, সেটাউ। অসাধারণ এক স্ত্রী তোমার। দুইজনে মিলে নুবিয়ার উন্নতি ঘটাবে'

'আবার ফিরে আসবেন কী?'

'আমি জানি না।'

'নুবিয়াকে আপনি আমার সমান ভালো বাসেন।'

'যদি পারতাম, তাহলে চিরদিন এখানেই. . .তাল গাছের নিচে বসে থাকতাম। নীলের দিকে তাকিয়ে নেফারতারির কথা ভেবে কাটিয়ে দিতাম জীবন।'

'এখন বুঝতে পারছি, প্রতিদিন কতটা গুরু দায়িত্বের বোঝা নিয়ে কাটে আপনার।'

'কেননা এখন আর তুমি তোমার মালিক নও, সেটাউ।'

'কিন্তু আপনি আমার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই বোঝাটা আমার জন্য বেশি ভারী হয়ে যাবে না?'

'সাপের কাছে ভয়কে জয় করা শেখোনি, সেটাউ? এবার নুবিয়া শেখাবে তোমাকে, কীভাবে ক্ষমতার দাস না হয়ে তাকে ব্যবহার করা যায়।'

মুষ্টিযুদ্ধ, তীরন্দাজী, দৌড় এবং সাঁতারের প্রশিক্ষণ থামায়নি সেরামানা। কিন্তু এত কিছু করেও উরি-টেশুপের বিরুদ্ধে ঘৃণা কমাতে পারল না সে। হিট্টি রাজকুমার অবশ্য মাথা নত করে রেখেছে, সার্ড লোকটাকে পদক্ষেপ নেবার কোন সুযোগই দেয়নি। বিয়ে করে নিজের বর্মটাকে আরো অভেদ্য বানিয়েছে উরি-টেশুপ।

আচমকা ওর অধীনস্থ ছেলেটি এসে প্রবেশ করল ঘরে।

'কিছু খেয়েছ, বাছা?' জানতে চাইল সেরামানা।

'না, মহামান্য।'

'তাজা সবজি, কবুতর, কিডনি পাই-কেমন শোনাচ্ছে?'

'দারুণ।'

'ক্ষুধা লাগলে কেন যেন কিছু কানেই ঢোকে না। এসো, আগে খেয়ে নেই।'

খাবার শেষ করে, আরাম করে শুলো সেরামানা।

'কী সমস্যা, বাছা।'

'আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, ডেম টানিত যদি ঘর থেকে বেরোয়, তাহলে যেন ওর বাড়ির উপর নজর রাখি। তিনবার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল কোঁকড়ানো চুলের এবং ডোরাকাটা পোশাক পরিহিত এক লোক।'

'তাকে অনুসরণ করেছিলে?'

'আপনি তো আমাকে সেই নির্দেশ দেননি আপনি, মহামান্য।'

'তাহলে তো তোমাকে দোষ দেয়া যায় না।'

'মানে. . .তৃতীয়বার কিছুটা কৌতূহল হয়েছিল। তাই দেখতে গিয়েছিলাম যে লোকটা থাকে কোথায়। আশা করি আপনি কিছু মনে করেননি!'

উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল সেরামানা।

'একদম না। কখনো কখনো আদেশ মানতে হয় না, বুঝেছ? কী দেখলে?'

'লোকটা কোথায় আছে, তা আমি জানি।'

ছেচল্লিশ

সিদ্ধান্ত নিতে কিছুক্ষণ সময় লাগল সেরামানার। সরাসরি গিয়ে সন্দেহভাজনকে চেপে ধরবে? নাকি আগে আহমেনির সাথে কথা বলে নেবে? আগে হলে দ্বিধা করত না সে, কিন্তু এতদিন নিজেও পরিণত হয়েছে মিশরীয়তে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে, জানে যে সমাজকে একসাথে জুড়ে রাখে আইনের প্রতি এই শ্রদ্ধাই। তাই কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল ওকে আহমেনির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।

কাঠের ফলকের উপর ঝুঁকে মোমবাতির আলোতে কাজ করছেন ফারাওয়ের সহকারী।

'এত রাতে যখন দেখা করতে এসেছ,' সেরামানাকে বলল সে। 'কারণটা ভালো কিছু হতে পারে না।'

'ভুল বলছেন। আমার হাতে একটা সূত্র আছে, তবে অনুসরণ করিনি এখনও।'

অবাক দেখাল আহমেনিকে। 'দেবতা থোথ কি অবশেষে তোমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন? যাই হোক, ঠিক কাজটাই করেছ, সেরামানা। উজির সাহেব কিন্তু আইন বাঁকাতে চান না, জানো তো?'

'সন্দেহভাজন লোকটা ধনী এক ফনিশিয় বণিক, নারিশ নাম তার। কয়েকবার সে টানিতের বাড়িতে গিয়েছিল। নিজেও থাকে একটা ম্যানশনে।'

'সামাজিক কোন কাজেও তো যেতে পারে, অথবা আগে থেকে পরিচিতও হতে পারে।'

'নারিশ জানত না যে টানিতকে নিয়ে উরি-টেশুপ রাণীর সাথে সফরে আছে। ওরা ফিরে আসার পর, মাত্র একবার গিয়েছিল সে ওই বাড়িতে। তাও রাতের আঁধারে।'

'অনুমতি ছাড়াই টানিতের বাড়িতে নজর রাখছিলে নাকি?'

'অবশ্যই না, আহমেনি। সবকিছু স্থানীয় এক দারোয়ানের মুখে শুনেছি।'

'তুমি শুধু আমাকে বোকাই বানাচ্ছ না, সেই সাথে কূটনৈতিক আচরণও করছ। তোমার প্রশংসাই করতে হয়, সেরামানা!' আচমকা থালা সরিয়ে দিলেন তিনি। 'খাওয়ার আর রুচি হচ্ছে না।' প্রচুর খান আহমেনি, কিন্তু এক বিন্দু মেদ জমে না দেহে।

'আমি ভুল কিছু করেছি?' উৎকণ্ঠার সাথে জানতে চাইল সার্ড লোকটা।

'নাহ, ঠিকই করেছ সব। কিন্তু নারিশের কথা শুনে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

'ধনী লোক সে, প্রভাবও আছে।'

'তা আমি তোমার চাইতে ভালো জানি। টায়ার নগরের এক ব্যবসায়ী সে, মহান ফারাওয়ের আসন্ন ফনিশিয়া ভ্রমণের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছে।'

আগুন জ্বলে উঠল যেন সার্ডের চোখের তারায়। 'ফাঁদ! নারিশ আর উরি-টেশুপ মিলে ফাঁদ পাতছে।'

'ডেম টানিতের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে ওর! তাই হিট্টিটার সাথে কোন যোগাযোগ দেখাতে কষ্ট হবে।'

'অন্ধের মতো আচরণ করবেন না, আহমেনি।'

'আমি ঝামেলার মাঝে আছি। সেটাউয়ের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য বেশ কয়েক মাস খাটতে হয়েছে রামেসিসকে। তিনি এখন আমাদের উত্তর দিকের প্রদেশ এবং ওদের সাথে আমাদের মূল ভূ-খণ্ডের ব্যবসা সম্পর্ক উন্নত করতে চাচ্ছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, ফনিশিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেজন্যই এই আনুষ্ঠানিক সফর। ফারাওকে তো তুমি চেনই, গুপ্ত হত্যার সম্ভাবনা থাকলে তিনি যেতে আরও উৎসাহী হবেন।'

'আমাদেরকে এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করতেই হবে!'

'তা তো হবেই। তোমাকে অপেক্ষা করতে বলব না আমি!'

নীলের পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে ডুবন্ত সূর্য, স্বর্ণালী দেখাচ্ছে সবকিছু। ধনী-গরীব, সবার বাড়িতেই প্রস্তুত হচ্ছে রাতের খাবার।

সাক্কারার নেক্রোপলিসে সতর্ক হয়ে আছে প্রহরী কুকুরগুলো। কেননা দুইজন সম্মানিত ব্যক্তি আজ এসেছেন এখানে। একজন মহান রামেসিস, এবং অন্যজন তার পুত্র-খা।

'আপনি সাক্কারায় এসেছেন বলে আমি খুব আনন্দিত, মহামান্য।'

'অবশেষে থোথের বইটা খুঁজে পেয়েছ নাকি?'

'প্রাচীন স্মৃতিসৌধ সংস্কার করার কাজ প্রায় শেষ। এক এক করে আমি জড়ো করছি থোথের বইয়ের লেখা। ওসব পাতার একটাই দেখাতে চাই আপনাকে। আপনি যখন নুবিয়াতে ছিলেন, দেবতা টাহ আমার সংস্কার-কর্মী এবং নির্মাণকারীরা।'

পুত্রের হাসি দেখে আনন্দে ভরে গেল রামেসিসের মন। খাকে সাধারণত এতটা আনন্দিত দেখেন না তিনি।

সাক্কারার এই বিশাল এলাকা দখল করে আছে জোসার এবং ইমহোটেপের জন্য বানানো পিরামিড। কিন্তু এই পিরামিডের দিকে পিতাকে নিয়ে গেল না খা, গেল একেবারে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পিরামিডের দিকে, প্রবেশ করল ভেতরে।

ফারাও দেখতে পেলেন, উঁচু থামের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছোট্ট প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে আছে দুইজন যাজক। তারা মশাল হাতে নিয়ে ভূ-গর্ভস্থ একটা প্যাসেজের মুখে অবস্থান নিয়েছে।

'ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে, ফারাও সবসময় তার আলখাল্লার কোমর-বন্ধনীতে একটা ষাঁড়ের লেজ বেঁধে রেখেছেন।' বলল খা। 'এই ক্ষমতা আসে এপিসের ষাঁড় থেকে। দ্বৈত-ভূমির শাসক সেই শক্তিকে কাজিয়ে লাগিয়ে সব বাধাকে পরাজিত করেন। ওসাইরিসের মমিকে এই এপিসই নিজের কাঁধে বয়ে নিয়েছিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এপিস ষাঁড়ের বংশকে রক্ষা করবই। তাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করব একটা তীর্থস্থান। সেই কাজ শেষ হয়েছে আজ।'

সামনে সামনে এগোল মশালধারী যাজক, পেছন পেছন হাঁটছেন ফারাও এবং তার বড় সন্তান। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, দেবতার আত্মা এক ষাঁড় থেকে আরেক ষাঁড়ে প্রবেশ করেছে। অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ দেখতে পেলেন তারা, ওগুলোতে স্থান হয়েছে এপিস ষাঁড়ের মমিকৃত দেহ। নানা সম্পদের সাথে কবর দেয়া হয়েছে তাদের। নির্মাণকারীরা প্রকোষ্ঠগুলোকে এক করার দারুণ কাজ দেখিয়েছে।

'প্রতিদিন এখানে চড়ানো হবে বিশেষ ভেট, যেন এপিসের আত্মা ফারাওকে শক্তি সরবরাহ করেন। সেই সাথে অভয়ারণ্যের ব্যবস্থা করেছি, যেখানে রোগীরা চিকিৎসার জন্য আসবে। আপনার প্রধান চিকিৎসক, নেফারেত নিশ্চয়ই খুশি হবে।'

'দারুণ কাজ দেখিয়েছ বাছা। শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকবে তোমার কাজ।'

'এপিস আসছেন, মহামান্য।'

অন্ধকার থেকে একটা বিশাল কালো ষাঁড় আস্তে আস্তে ফারাওয়ের দিকে এগিয়ে এল। এপিসের বর্তমান এই অবতারের চলন-বলন মহান এক সম্রাটের মতোই। রামেসিসের একদম কাছে চলে এল প্রাণীটা, কিন্তু তিনি নড়লেন না পর্যন্ত।

'আমি শান্তিতে এসেছি, ভাই আমার।'

ষাঁড়টার শিং স্পর্শ করলেন তিনি, প্রাণীটা খরখরে জিহ্বা বের করে চেটে দিল ওনার হাত।

উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তারা রামেসিসের পরিকল্পনাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। ফারাওকে তার অসাধারণ বুদ্ধির জন্য সাধুবাদ বানিয়েছে তারা। সমালোচনা করেনি কেউই। সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র বন্ধুর মেজাজের অবস্থা টের পেলেন আহমেনি।

'নেফারেতকে ডাকব, মহামান্য?'

'এমন এক রোগে ভুগছি আমি, যার ওষুধ ওর কাছেও নেই।'

'আন্দাজ করি, প্রশংসা?'

'প্রায় ঊনচল্লিশ বছর ধরে রাজত্ব করছি আমি। পুরোটা সময় আমার আশপাশে ছিল মেরুদণ্ডহীন একদল চাটুকার। আমার সবকথায় সায় দিয়েছে তারা, নিজেদের মতো করে ভাববার চেষ্টাও করেনি. . .ভালো লাগে না আর।'

'ষাট বছর বয়সে এসে প্রথম এসব লক্ষ্য করছেন? আপনার হতাশাবাদী হওয়া মানায় না, মহামান্য। আপনি আমাকেও কষ্ট দিচ্ছেন। আপনার মতো ধীশক্তি আমার নেই, তবে নিজের মতামত জানাতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করিনি।'

হাসলেন রামেসিস।

'ফনিশিয়ায় যেতে নিষেধ করেছ?'

'সেরামানার মতে, আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে।'

'সেই ঝুঁকি তো উত্তরে সবসময়ই থাকে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই আমার, জাদুই আমাকে রক্ষা করবে।'

'মহামান্য যদি এই সফরের পরিকল্পনা বাদ দিতে না-ই পারেন, তাহলে বলব- নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে হবে। আপনাকে কি টায়ারে যেতেই হবে? আমাদের দূতই তো সব পারে ঝামেলা মেটাতে।'

'আমার এই অভিযানের গুরুত্ব বুঝতে পারছ তো?'

'গোপন উদ্দেশ্য আছে তাহলে এই অভিযানের পেছনে?'

'তোমার বুদ্ধিমত্তা আমাকে সান্ত্বনা দেয়, আহমেনি।'

সাতচল্লিশ

ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গিয়েছে উরি-টেশুপের। বাগানে, সূর্যের আলোর নিচে বসে নাস্তা করতে বসল সে।

'আমার স্ত্রী কোথায়?' জানতে চাইল সে চাকরের কাছে।

'মাননীয়া টানিত শহরে গেছেন জরুরি কাজে।'

জবাব শুনে খুশি হতে পারল না হিট্টি রাজপুত্র। যাবার আগে টানিত একবার জানাতে পারল না ওকে? স্ত্রী বাড়ি ফিরতেই, ওর উপর রাগ ঝাড়তে শুরু করল সে।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'প্রায় সময়ই নিজের কাজে বেরোতে হয় আমাকে।'

'কার সঙ্গে দেখা করলে?'

'আরেকজন ফনিশিয়।'

'নাম কী তার?'

'এত ঈর্ষা কোরো না, প্রিয়!'

ঠাশ করে চড় বসিয়ে দিল উরি-টেশুপ।

'তুমি. . .তুমি আমাকে মারলে!'

'নাম কী লোকটার?'

'নারিশ। ধনী সওদাগর সে। মিশরের সঙ্গে আরও বেশি-বেশি ব্যবসা করতে চায়। ফারাওয়ের ফনিশিয়া ভ্রমণের তদারকি করতে পাই-রামেসিসে এসেছে লোকটা।'

স্ত্রীর কোমল অধরোষ্ঠে চুমো খেল উরি-টেশুপ।

'দারুণ, প্রিয়তমা। এ-কথা আগে বলনি কেন? জানোই তো, আমাকে রাগানো ঠিক না। আবার কখন নারিশের সঙ্গে দেখা করতে যাবে?'

'আমরা ইতিমধ্যে সমঝোতা করে ফেলেছি। আর আমি. . .'

'নতুন কিছু প্রস্তাব দিয়েছ, আর ওকে ফনিশিয়া ভ্রমণের ব্যাপারে ফুসলানি দিয়েছ। যেকোন পুরুষকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর ক্ষমতা তোমার আছে।'

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল টানিত। কিন্তু কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বাহুডোরে আবদ্ধ করল ওকে উরি-টেশুপ। মেয়েটাকে যেন জাদু করে ফেলেছে হিট্টি রাজপুত্র। প্রেমিকের কামনায় বাধা দেয়ার বিন্দুমাত্র শক্তি পেল না ও।

'সবগুলো ভোজসভা বাতিল করে দেয়া হয়েছে,' স্বামীকে জানাল টানিত। নখ পালিশ করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল উরি-টেশুপ।

'কেন, কী হয়েছে?'

'এপিসের ষাঁড় মারা গেছে। আনুষ্ঠানিক শোক পালনকালে যেকোন ধরনের ভোজ উৎসব নিষিদ্ধ।'

'হাস্যকর রীতি!'

'মিশরীয়দের কাছে নয়।'

নখ পালিশকারীকে বিদায় করে দিল টানিত। 'ফারাওয়ের শক্তি এখন হুমকির সম্মুখীন,' স্বামীর কাছে ব্যাখ্যা করল ও। 'কয়েকদিনের মধ্যে নতুন একটা ষাঁড় খুঁজে বের করতে হবে তাকে, এপিসের দেহ-ধারণের জন্য।'

'রামেসিসের কোন সমস্যা হবে না।'

'বলতে যেমন লাগছে, ব্যাপারটা আসলে ততটা সহজ না। ষাঁড়টাকে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের মালিক হতে হবে।'

'কী বৈশিষ্ট্য?'

'এপিসের পূজা করে এমন কোন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।'

'শেষকৃত্যানুষ্ঠানে একটা নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে দাও আমাদের।'

এপিসের সর্বশেষ ষাঁড়টা মেমফিসের মন্দিরে, নিজের খোঁয়াড়েই মারা গিয়েছে। 'শুদ্ধিকরণ কক্ষে' একটা শবাধারে রাখা আছে প্রাণীটার দেহ। রামেসিস এবং খা সারাটা রাত এপিসের ষাঁড়ের পুনরুত্থানের জন্যে প্রার্থনা করেছেন ওখানে। টাহ-এর জাদুকরী ক্ষমতা, এপিসের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করতে হয়। নইলে রুষ্ট হন দেবতা। মমিকরণ সম্পন্ন হলে, ষাঁড়টাকে একটা কাঠের স্লেজে রাখা হলো। স্লেজে করে নিয়ে যাওয়া হলো রাজকীয় বজরায়। বজরা ভেসে চলল নীলের বুক চিরে। একসময় সাক্কারায় পৌঁছুল বজরা। ওখান থেকে শোকার্ত মিছিল পৌঁছুল ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষে।

সোনালি কামরায় নিয়ে গিয়ে, প্রাণীটার মুখ, কান, এবং চোখ খুলে শেষকৃত্যের উদ্বোধন করলেন রামেসিস। উরি-টেশুপ কিংবা টানিত-কারোই এই রহস্যময়

আচারপালন দেখার সৌভাগ্য হলো না। তবে প্রগলভ এক পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে গেল ওরা। নিজের জ্ঞানগম্যি জাহির করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ছিল লোকটা।

'এপিসের অবতার হতে হলে একটা ষাঁড়টাকে অবশ্যই কালো চামড়ার হতে হবে। কালো চামড়ায় থাকতে সাদা ফুটকি। কপালেও থাকবে সাদা ফুটকি; আরেকটা থাকবে পাঁজরে। লেজের চুল হবে সাদা-কালোর মিশেল।'

'এরকম বৈশিষ্ট্যঅলা প্রাণী তো ভুরি-ভুরি পাওয়া যায়, তাই না?'

'উঁহু। এরকম ষাঁড় দেবতারা কেবল একটাই তৈরি করেছেন।'

'ফারাও যদি ওটাকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন?'

'দুর্বল হয়ে পড়বেন তিনি। রাহুর দশা গ্রাস করে নেবে গোটা দেশকে। তবে দুশ্চিন্তার কারণ নেই; নিজের কাজে ব্যর্থ হবেন না রামেসিস।'

'ব্যর্থ হবার তো প্রশ্নই ওঠে না,' একমত হলো কপোত-কপোতী।

পুরুতের কাছ থেকে সরে গেল উরি-টেশুপ আর টানিত। 'এমন প্রাণীর অস্তিত্ব যদি সত্যি সত্যিই থেকে থাকে,' বলল হিট্টি যুবরাজ, 'তাহলে আমরা সবার আগে ওটাকে খুঁজে বের করে হত্যা করব।'

আহমেনির চেহারায় অবসাদের ছাপ স্পষ্ট। অবশ্য পরিশ্রান্ত না হয়েই বা উপায় কী? এই রোগা শরীর নিয়েও এক ফোঁটা বিশ্রাম নেন না তিনি। সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন কোন-না-কোন কাজে। এমনকী স্বয়ং রামেসিসও নিরস্ত করতে পারেননি বন্ধুকে।

'অনেকগুলো সুখবর আছে, মহামান্য! যেমন ধরুন-'

'দুঃসংবাদ দিয়ে শুরু করো, আহমেনি।'

'দুঃসংবাদ আছে যে, কে বলল আপনাকে?'

'আবেগ লুকাতে কখনোই দক্ষতার পরিচয় দিতে পারনি তুমি।'

'বেশ, বলছি তাহলে। সম্রাট হাট্টুসিলি আপনার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন।'

'এতে এত উতলা হবার কী হলো? আমাদের কূটনীতিকরা তো নিয়মিতই তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।'

'তিনি এবার সরাসরি আপনার কাছে লিখেছেন। কারণ, মাথোর নিজের অবস্থান নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন আপনার ভাইয়ের কাছে। খবরটা পেয়ে ভীষণ অবাক হয়েছেন হাট্টুসিলি। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দাবি করেছেন তিনি।'

ক্রোধে জ্বলে উঠল রামেসিসের চোখ-জোড়া।

'মহিলা নিশ্চয়ই বাপকে খেপিয়ে তোলার জন্যে আপনার নামে কুৎসা গেয়েছে। যাতে আমাদের দুই রাজ্যের মানুষের মধ্যে পুরনো সেই ঝগড়া আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে,' একটা সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দিল লিপিকার।

'আমার ভাই, হাট্টুসিলির কাছে এর উপযুক্ত জবাব পাঠাও।'

'আহসার হিট্টি কাগজপত্রের উপর চোখ বুলিয়ে একটা চিঠির খসড়া তৈরি করে ফেলেছি আমি।'

একটা কাঠের ট্যাবলেট বের করলেন আহমেনি তার ঝোলা থেকে। বহু-ব্যবহারে এবং ঘষে ঘষে পরিষ্কার করার কারণে ক্ষয়ে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে ট্যাবলেটখানা।

'চমৎকার কূটনৈতিক পদক্ষেপ,' রামেসিসের কণ্ঠে মুগ্ধতা। 'আর কী কী বিস্ময় জমিয়ে রেখেছ, বন্ধু, আমার জন্য?'

'তাহলে চিঠিখানা ঠিকমতো অনুলিপি করতে বলে দেব আমার কর্মচারীকে?'

'না, আহমেনি।'

'ক. . .কেন?'

'কারণ, উত্তরটা লিখব স্বয়ং আমি।'

'ক্ষমা করবেন, মহামান্য, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে. . .'

'সত্যকে তুমি ভয় পাও? আমি হাট্টুসিলিকে স্রেফ লিখব যে, ওর কন্যা রাজমাতা হবার অযোগ্য। এবং বাকি জীবনটা ও হারেমেই আরাম-আয়েশ করে কাটিয়ে দেবে। এখন থেকে রাজকীয় সমস্ত অনুষ্ঠানে মেরিটামন হবে আমার সঙ্গী।'

আশঙ্কায় পাণ্ডুর হয়ে গেল আহমেনির চেহারা।

'হাট্টুসিলি আপনার ভাই হতে পারে। কিন্তু ভুলে যাবেন না, তিনি কিন্তু একজন উদ্ধত শাসকও। একটা হঠকারী জবাবের ফলেই তিনি হয়তো নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে বসবেন।'

'সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা উচিত নয় কারও।'

'মহামান্য. . .'

'নিজের কাজে যাও, আহমেনি। কাল সকালে রওনা হবে আমার চিঠি।'

দেখে-শুনে নিখুঁত স্ত্রী নির্বাচন করেছে উরি-টেশুপ। আকর্ষণীয়া, যৌনাবেদনময়ী, কমনীয়া, মিশুক; এবং ধনী, অসম্ভব ধনী। স্ত্রীর পয়সার জোরেই পূর্ণবয়স্ক, সাদা ফুটকিঅলা ষাঁড়ের খোঁজে লোক লাগিয়ে দিয়েছে সে। রামেসিস এখনও খোঁজাখুঁজি শুরু করেননি। কাজেই উরি-টেশুপের আশা, সে হয়তো একটু বাড়তি সুবিধা পাবে।

যুবরাজের লোকেরা গুজব ছড়িয়ে দিল যে, সে গবাদি পশুর খামার করতে চায়। সেজন্য তরতাজা ষাঁড় লাগবে তার বংশবৃদ্ধি করার জন্য। প্রথমে পাই-রামেসিসের আশপাশের সমস্ত এলাকা চষে ফেলল তারা। তারপর ছড়িয়ে পড়ল সবগুলো প্রদেশ এবং মেমফিসে।

'রামেসিস এখনও অপেক্ষা করছে কেন?' রাজার অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে প্রাসাদ থেকে দেখা করে ফিরে আসার পর টানিতকে জিজ্ঞাসা করল উরি-টেশুপ।

'বেশিরভাগ সময় তিনি ব্যয় করেন খা-এর সঙ্গে। এপিসের ষাঁড়কে পুনরুজ্জীবন দিচ্ছেন তারা।'

'ওরা কি পশুটা খুঁজে পেয়ে গেছে?'

'একমাত্র ফারাও-ই পারেন সঠিক ষাঁড়টা খুঁজে পেতে।'

'তাহলে খোঁজা শুরু করছে না কেন?'

'শোক পালনের সময় এখনও উতরায়নি।'

'আমরা যদি এপিসের নতুন ষাঁড়টার মড়া মন্দিরের সামনে রাখতে পারি, ব্যাটা যা একটা ধাক্কা খাবে না!'

'আমার পরিচারক একটা বার্তা পাঠিয়েছে তোমার জন্য।'

'দাও দেখি।'

বেলেপাথরের একটা ভাঙা টুকরো প্রায় ছিনিয়ে নিল উরি-টেশুপ টানিতের হাত থেকে। এক অনুসন্ধানকারী খবর পাঠিয়েছে; কাঙ্ক্ষিত চেহারার একটা ষাঁড় পাওয়া গেছে মেমফিসের উত্তরের এক গাঁয়ে। অস্বাভাবিক চড়া দাম হাঁকিয়েছে ওটার মালিক।

'এখুনি বেরোচ্ছি আমি,' ঘোষণা করল উরি-টেশুপ।

আটচল্লিশ

গ্রীষ্মের খরতাপে ঝিমোচ্ছে গোটা গ্রাম। একটা তাল বাগানের নিচে, কুয়োর পাশে পুতুল নিয়ে দুটি মেয়ে। কাছেই ওদের মা কঞ্চি দিয়ে বানানো টুকরি মেরামত করছে।

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিঘ্ন ঘটাল ঝড়ের বেগে ছুটে আসা উরি-টেশুপের ঘোড়া। ছিটকে মায়ের কাছে চলে গেল বাচ্চা মেয়ে দুটো। মহিলাও ভয় পেয়েছে যারপরনাই।

'এই মহিলা,' চেঁচিয়ে উঠল হিট্টি যুবরাজ। 'শক্তিশালী, কালো একটা ষাঁড়ের মালিককে কোথায় পাব, বলো তো।'

মেয়েদের হাত ধরে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল মহিলা।

'মুখ খোল্। নইলে মজা টের পাবি।'

'গ্রামে ঢোকার পথে, একটা খামারে. . .'

মহিলার নির্দেশিত পথে ছুটল ঘোড়াটা। কয়েক মিনিট ঘোড়া দাবড়ানোর পরই জায়গাটা পেয়ে গেল উরি-টেশুপ।

অসাধারণ একটা ষাঁড়। প্রাণীটা চকচকে কালো, চামড়ায় সাদা ফুটকি জ্বলজ্বল করছে। স্থির দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে পশুটা। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ওটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল হিট্টি। বাস্তবিকই এপিসের ষাঁড়ের সবগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রাণীটার মধ্যে।

মূল খামারের দিকে দৌড় লাগাল সে। শ্রমিকরা ঘাস কেটে ফিরছিল খামারে।

'তোমাদের মনিব কোথায়?'

'কুঞ্জবনে।'

লক্ষ্যের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছে উরি-টেশুপ। এখন আর পশুটার মূল্য নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই।

নানারকম লতায় ছাওয়া ছোট্ট একফালি গাছের আচ্ছাদনের নিচে, নলখাগড়ার পাটি পেতে শুয়ে রয়েছে খামারের মালিক। আলস্যভরে আগন্তুকের দিকে চাইল সে।

'ভ্রমণ কেমন হলো?'

'তুমি!'

ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল সেরামানা।

'গবাদি পশুর খামার করতে চাও তুমি, উরি-টেশুপ? দারুণ বুদ্ধি! মিশরের অন্যতম প্রধান শক্তি হচ্ছে পশুপালন।'

'কিন্তু তুমি তো. . .'

'এই খামারের মালিক নই? হ্যাঁ, আমিই! রামেসিসের বদান্যতায় চমৎকার, ছোট্ট এই জায়গাটা কিনতে পেরেছিলাম। অবসর নেয়ার পর এখানেই আস্তানা গাড়ব বলে ঠিক করেছি। শুনলাম, তুমি নাকি আমার ষাঁড়টার ব্যাপারে আগ্রহী?'

'ন্. . .না, ভুল হচ্ছে তোমার। আমি. . .'

'তোমাকে ঘুর-ঘুর করতে দেখেই মজার একটা বুদ্ধি এঁটেছিল আহমেনি। আমার ষাঁড়টার গায়ে এপিসের ষাঁড়ের মতো করে ফুটকি এঁকে দেয়ার বুদ্ধি আঁটলাম আমরা দু'জনে মিলে। তুমি নিশ্চয়ই অমন রসিকতায় কিছু মনে কর না, তাই না?'

শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে শোকপালন। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে যাজকরা। রাজা এখনও নতুন এপিসের সন্ধানে বেরোননি কেন? পাতাল সমাধিকক্ষ থেকে মমিকৃত ষাঁড়টাকে দেখে আসার পর রামেসিস তার ছেলে, টাহ-এর প্রধান পুরোহিতকে দেবতার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলার অনুমতি দিলেন।

নতুন এপিস প্রতিষ্ঠার নির্ধারিত তারিখের এক সপ্তাহ আগে, স্বয়ং খা-ও আর উদ্বেগ লুকিয়ে রাখতে পারল না।

'মহামান্য, শোক. . .'

'মৃত এপিসের উত্তরাধিকারী কোথায় পাওয়া যাবে, তা আমার জানা আছে, বাবা। তোমাকে উতলা হতে হবে না।'

'ষাঁড়টা যদি এখান থেকে অনেক দূরে থাকে, তাহলে তো ওটাকে এখানে আনতে অনেক সময় লেগে যাবে।'

'আজ রাতে সমাধিকক্ষে ঘুমাব আমি। নেফারতারি আর দেবতাদের বলব আমাকে পথ-নির্দেশনা দিতে।'

রাত নামল। পাতাল কক্ষে একা রয়েছেন রাজা। এপিসের প্রতিটা বংশধরের নাম জানেন তিনি। তাদের প্রত্যেকের কাছে প্রার্থনা জানালেন ফারাও। তারপর শুধু পুরোহিতের সাদাসিধে কাপড় পরে নিদ্রাদেবীর কোলে সঁপে দিলেন নিজেকে, নিশ্চিন্তে। একসময় স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন তিনি। আচমকা পাখা গজালো যেন রাজার। ভূমি ছেড়ে উপরে, আকাশে উঠে গেলেন তিনি। মেঘের রাজ্যে ভাসতে ভাসতে আশপাশে, উপর-নিচে তাকাচ্ছেন।

মিশরের উচ্চ ও নিম্নভূমি, দুটোই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন রাজা। দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটি প্রদেশ, নগর, গ্রাম, ছোট-বড় মন্দির, অনন্তযৌবনা নীল ও তার পরিখা, মরু-প্রান্তর এবং আবাদি জমি।

শক্তিশালী উত্তুরে বাতাস এসে ধাক্কা মারছে জাহাজের সাদা পালে। ফলে পানি কেটে তরতর করে অ্যাবিডোসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জাহাজটা। তৃষিত নয়নে নিজ রাজ্যের সৌন্দর্য-সুধা পান করছেন রামেসিস।

খা পুরোহিতদের জানিয়ে এসেছে, এপিসের নতুন ষাঁড় আনতে পিতার সঙ্গে অ্যাবিডোসে যাত্রা করছে সে।

'প্রায় চলে এসেছি আমরা,' ফারাওয়ের উদ্দেশে বলল সে।

'যাত্রাটা বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল. . .'

অ্যাবিডোসের সব যাজক জড়ো হয়েছে রাজাকে বরণ করে নিতে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত খা-কে অভিবাদন জানাল।

'মহামান্য কি ওসাইরিসের গুপ্ত রহস্য প্রস্তুত করতে এসেছেন?'

'না,' জবাব দিল খা। 'রামেসিসের বিশ্বাস, এখানে এপিসের নতুন অবতারকে খুঁজে পাব আমরা।'

'তেমন কিছু পাওয়া গেলে তো আমরা মহামান্যকে জানাতামই।'

'তাহলে ফারাও এমন কিছু জানেন, যা আপনারা জানেন না।'

হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন অ্যাবিডোসের প্রধান পুরোহিত। 'আপনার বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করেননি?'

'তিনি রামেসিস, অন্য কেউ নন।'

সবাই আশা করেছিল, আশপাশের গ্রামগুলোতে খুঁজে দেখবেন রাজা। কিন্তু সেসবের ধারে-কাছেও গেলেন না তিনি। সোজা যাত্রা করলেন মরুভূমির উদ্দেশে, ফারাওদের প্রথম বংশধরদের সমাধি আছে যেখানে।

ঝাউগাছের ছায়ায় চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন ফারাওরা। ওখানে, ঝাউপাতার আড়ালে ওটাকে দেখতে পেলেন রামেসিস।

মাথা তুলে আগুয়ান মানুষটাকে দেখল স্বাস্থ্যবান, কালো ষাঁড়টা।

ষাঁড়টা হুবহু পাতাল কক্ষে শুয়ে স্বপ্নে দেখা ষাঁড়ের মতো।

পশুটার মধ্যে কোন বিরূপ মনোভাব দেখা গেল না। ভাব দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুরনো কোন বন্ধুর সঙ্গে যেন দেখা হলো ফের।

ষাঁড়টার কপালে একটা সাদা ফুটকি, বুকে একটা অর্ধচন্দ্রাকার সাদা দাগ। লেজের চুলগুলো সাদা-কালোর মিশেল।

'এসো, এপিস,' বললেন রামেসিস। 'তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাই।'

রাজকীয় জাহাজ যখন মেমফিসে নোঙর করল, উৎসব শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। পাই-রামেসিস থেকে সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা চলে এসেছে নতুন এপিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে। কিন্তু আহমেনির মনে ফুর্তি নেই। খারাপ খবর নিয়ে এসেছে সে।

রাজা এবং ষাঁড়টি পাশাপাশি মাটিতে পা রাখতেই হর্ষধ্বনি উঠল জনতার মাঝে। এপিসকে নিয়ে টাহ-এর মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন রাজা। ওখানকার বিরাট খোঁয়াড়ে, একপাল চমৎকার গাভীর সঙ্গে থাকবে ষাঁড়-দেবতা।

মন্দিরের ফটকে ধর্মীয় আচার পালন করে নতুন অবতারকে বরণ করে নেয়া হলো। একজন উচ্চবংশীয় নারী দাঁড়াল ষাঁড়টির মুখোমুখি। কোমর পর্যন্ত নিজের কাপড় তুলে ধরল মহিলা, উন্মুক্ত করে দিল নিজের যৌনাঙ্গ। এ দৃশ্য থেকে হাসিতে ফেটে পড়ল জনতা। হাথোরের যাজিকা স্বাগতম জানাচ্ছে মন্দিরের মদ্দাকে, যে গাভীগুলোকে গর্ভবতী করে নিরবচ্ছিন্ন রাখবে এপিসের বংশধারা।

সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে রাগে দাঁত কিড়মিড় করছে উরি-টেশুপ। কী বিচ্ছিরিভাবে এই পশুর সামনে, জনতার সামনে কাপড় তুলে ধরল বেহায়া মাহিলা! রামেসিসকে পূজা করে এই মানুষগুলো. . .অবিনশ্বর রামেসিসকে!

অন্য কেউ হলে এতক্ষণে হাল ছেড়ে দিত। কিন্তু উরি-টেশুপ একজন হিট্টি, যোদ্ধা। রামেসিস তাকে তার প্রাপ্য সাম্রাজ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। একদা সর্বজয়ী, উদ্ধত হিট্টি জাতিকে অবমাননা করার জন্যে ফারাওকে সে কখনও ক্ষমা করতে পারেনি।

বন্ধ হয়ে গেল মন্দিরের ফটক। বাইরে নাচছে, গাইছে জনতা; সবই হচ্ছে ফারাওয়ের খরচে। এদিকে মন্দিরের ভেতরে রামেসিস, খা এবং একদল পুরোহিত তখন নতুন এপিসের প্রতিষ্ঠা করছেন।

'মানুষ এভাবে নিশ্চিন্তে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় কী করে?' গজগজ করছেন আহমেনি। 'ক'দিন ছিলাম না। তাতেই সমস্যার পাহাড় জমেছে আমার টেবিলে।'

'গুরুত্বপূর্ণ কারণেই তোমাকে নিয়ে এসেছি,' বললেন রামেসিস।

'এরপর আপনি নিশ্চয়ই উৎসব পণ্ড করার দায় চাপাবেন আমার ঘাড়ে?'

'আমি কখনও তোমার কোন গুরুতর দোষ ধরেছি?'

মাথা নামিয়ে ফেললেন রাজার পাদুকা-বাহক। বললেন, 'জবাব দিতে সময় নেননি সম্রাট হাট্টুসিলি। চিঠি পড়েই বোঝা যায়, ভীষণ চটে আছে তিনি। নিজ কন্যার প্রতি আপনার মনোভাব তিনি মেনে নিতে পারেননি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন রামেসিস।

'আমার কথা যেহেতু তার পছন্দ হয়নি, এবার আমরা নতুন পথ ধরব। নতুন একটা প্যাপিরাস দাও, আহমেনি। আর তোমার সেরা তুলি। আমার প্রস্তাবটা আমার ভাই হাট্টুসিলিকে অবাক করে দেবে।'

ঊনপঞ্চাশ

‘দর কষাকষি হয়ে গেছে,’ উরি-টেশুপকে জানাল টানিত। ‘টায়ারে ফিরেছে সওদাগর নারিশ। ওখানে সম্ভ্রান্ত নাগরিক ও নগরপালদের সঙ্গে রামেসিসকে অভ্যর্থনা জানাল সে।’

লোহার খঞ্জরের হাতল চেপে ধরল হিট্টি।

‘আর কোন গোপন তথ্য পাওনি?’

‘ভ্রমণপথ গোপন কোন ব্যাপার নয়। রাজার সঙ্গী হবে তার ছেলে মেরেনেপটাহ। সে আবার মিশরীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতিও। যেকোন ধরনের আক্রমণ তার নেতৃত্বে শক্ত হাতে প্রতিহত করা হবে।’

রেগে উঠল উরি-টেশুপ। এখনও পূর্ণ যুদ্ধ করার মতো লোকবল জোগাড় করতে পারেনি মালফি।

‘তা হালচাল কী বুঝছ?’

‘নিজের আসল উদ্দেশ্য গোপন করছেন রামেসিস,’ জবাব দিল টানিত।

ভ্রু কোঁচকাল উরি-টেশুপ।

‘তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ। তার আগমনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া উচিত।’

‘তা কী করে জানব?’

‘প্রাসাদে যাও। সভাসদদের সঙ্গে কথা বলো, কাগজপত্র চুরি করো, যা হোক কিছু একটা করো. . .আমি জানি, তুমি পারবে, টানিত।’

‘কিন্তু প্রিয়তম. . .’

‘কোন অজুহাত চাই না। আমি স্রেফ কারণটা জানতে চাই, আর কিচ্ছু না।’

পথটা কারমেল পর্বতের দিকে চলে গেছে। তারপর পর্বতের ঢাল বেয়ে মিশেছে গিয়ে সমুদ্রে। সাগরটা. . .বহু মিশরীয় সৈন্যের জন্য এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করেছে। প্রবীণরা নবীনদের সাবধান করে দিয়েছে: সাগরের তীর ধরে হাঁটার সময় যেকোন মুহূর্তে ফেনিল ঢেউ যে কাউকে টেনে নিয়ে যেতে পারে সমুদ্রের গভীরে।

সেনাবাহিনীর আগে আগে চলেছেন রামেসিস। পুরো যাত্রায় রাজার ছোট ছেলে কড়া নিরাপত্তাবলয় বজায় রেখেছে। কিন্তু রাজাকে বিন্দুমাত্র চিন্তিত দেখাচ্ছে না।

'যদি সিংহাসনে কখনো বস,' মেরেনেপটাহকে বললেন তিনি। 'সবসময় তোমার অধীন রাজ্যগুলোতে ভ্রমণ করবে। আর তোমার ভাই খা যদি ফারাও হয়, তাহলে ওকে কথাটা বারবার মনে করিয়ে দেবে। ফারাও তার অধীন রাজ্যগুলো নিয়মিত ভ্রমণ না করলে বিদ্রোহের মেঘ জমা হতে পারে। তার উপস্থিতি সেই মেঘ কাটিয়ে দেয়।'

প্রবীণ সৈন্যরা আশ্বস্ত করলেও, যুবারা অস্বস্তি বোধ করছে। পর্বতের পাথুরে ঢালে উন্মত্ত সাগরের ঢেউয়ের আছড়ে পড়া শান্ত নীলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে ওদের।

আশপাশের গ্রামগুলো অবশ্য বেশ সুন্দর। ফসলের ক্ষেত, ফলবাগিচা, আঙুরক্ষেত-সবকিছুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এ দেশের কৃষি কত সমৃদ্ধ। তবে টায়ারের পুরনো শহরটা সাগরমুখো। একটা খাঁড়ি পরিখার মতো শহরটাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করছে।

নতুন টায়ার বানানো হয়েছে তিনটি দ্বীপের সমন্বয়ে। প্রতিটা দ্বীপকে ছোট ছোট খাল আলাদা করেছে। খালগুলোর জাহাজঘাটার ওয়াচ-টাওয়ার থেকে ফারাও আর তার সৈন্যদের দেখছে টায়ারবাসীরা। নারিশের নেতৃত্বে একটা দল এসে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল মিশরের রাজাকে। নারিশ সোৎসাহে রামেসিসকে নিজের শহরের পথঘাট দেখাতে লাগল। মেরেনেপটাহ ব্যস্ত সম্ভাব্য বিপদ ঠেকাতে। চারদিকে কড়া নজর রাখছে সে।

মিশরের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু টায়ার। কাচের আসবাব, সোনা-রুপার ফুলদানি, গোলাপি কাপড়, এবং আরও বহু ধরনের পণ্যসামগ্রী এই শহরের বন্দর পেরিয়ে যায়। ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলো চার-পাঁচতলা উঁচু।

মেয়র লোকটা নারিশের পুরনো বন্ধু। রামেসিসের জন্য বিলাসবহুল একটা ভিলার ব্যবস্থা করেছে সে। সাগরের শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় ওখান থেকে।

'আশা করি, আপনি আমাদের আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হবে, মহামান্য,' নারিশ বলল। 'আপনার আগমন আমাদের ধন্য করেছে। আপনার সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে আজ সন্ধ্যায়। আশা করি মিশরের সাথে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।'

'আমি ব্যাপারটার বিরোধী নই। তবে আমার একটা শর্ত আছে. . .'

'আমরা যাতে কম লাভ করি. . .ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। এ ব্যাপারে কথা বলা যাবে।'

'আমার শর্ত তা নয়।'

উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও ঘাঘু বণিক টের পেল, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার রক্ত। শান্তি চুক্তি অনুসারে, মিশর এলাকাটা হিট্টিদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে, ফনিশিয়রা অনেক বেশি মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করে। রামেসিস নিশ্চয়ই আরও ক্ষমতার জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছেন। এই এলাকার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে চান।

'আপনার শর্তটা তাহলে কী, মহামান্য?'

'চলো বন্দরে যাই। মেরেনেপটাহও আসবে আমাদের সঙ্গে।'

রাজার আদেশে তার ছোট ছেলে খুব অল্প কয়েকজনকে সঙ্গে নিল কেবল।

বন্দরের পশ্চিম দিকে শখানেক বিভিন্ন বয়সের পুরুষ দেখা যাচ্ছে। সবাই উলঙ্গ, শেকলবদ্ধ। কয়েকজন আত্মমর্যাদার কারণে শেকল ধরে টানাটানি করছে; শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছে বাকিরা।

লোকগুলোর জন্যে দাম হাঁকছে টায়ারবাসীরা। স্বাস্থ্যবান ক্রীতদাসদের বেচে মোটা লাভের আশায় আছে তারা। পুরোদমে চলছে ব্যবসা।

'এই লোকগুলোকে ছেড়ে দাও,' নিজের শর্ত জানালেন রামেসিস।

তার কথায় মজা পেয়েছে নারিশ। 'এদের দাম অনেক চড়া. . .'

'আমার আসার আসল কারণ এটাই। মিশরের সাথে ব্যবসা করতে ইচ্ছুক কোন লোকের দাসব্যবসা করা চলবে না।'

হতবুদ্ধি হয়ে গেছে ফনিশিয়। প্রাণপণ চেষ্টায় শেষমেশ আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সমর্থ হলো সে।

'মহামান্য. . .দাসত্ব জীবনের এক অমোঘ সত্য। আর বণিকেরা যুগ যুগ ধরে করছে এই ব্যবসা।'

'মিসরে কোন দাসত্ব চলবে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন রামেসিস। 'দেবতারা দাসত্ব নিষিদ্ধ করেছেন। কোন মানুষেরই আরেকজন মানুষকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাবার অধিকার নেই।'

এমন বোকামি সাতজন্মেও দেখেনি নারিশ। আর কেউ নয়, স্বয়ং মিশরের ফারাও করছেন এমন বোকামি!

'কিন্তু আপনি তো যুদ্ধবন্দিদের দাস হিসেবে ব্যবহার করেন, মহামান্য।'

'অপরাধের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয় ওদের। মুক্তি পাবার পর যেভাবে ইচ্ছা জীবনযাপন করার অধিকার ওদের আছে। তাদের বেশিরভাগই মিশরে থেকে যায়। অনেকে বিয়ে-থা করে পারিবারিক জীবনযাপন শুরু করে।'

'দেখছেন তো, আপনিও দাসদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল!'

'মা'ত-এর আইন হচ্ছে শ্রমিক এবং কর্মদাতাদের মধ্যে চুক্তি থাকতে হবে। নইলে কোন কাজেই কোন আনন্দ থাকবে না। আর এই চুক্তি হবে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে।'

'মহামান্য, বহুদিনের পুরনো অভ্যাস বদলানো খুব কঠিন. . .'

'আমি বোকা নই। বেশিরভাগ দেশ যে দাসব্যবস্থা চালিয়ে যাবে, তা আমি জানি। তবে তুমি এখন আমার শর্ত জানো। বাকিটা তোমার ইচ্ছা।'

'গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাজার হারাতে পারে মিশর।'

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে মিশরের আত্মা সুরক্ষিত ও বিশুদ্ধ রাখা। ফারাও ব্যবসায়ী নন, তবে তিনি মা'ত-এর প্রতিনিধি।'

মেরেনেপটাহ-এর মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল রামেসিসের কথা। তার জন্য টায়ারের এই ভ্রমণ এক অবিস্মরণীয় অর্জন।

ভীষণ বিরক্তি লাগছে উরি-টেশুপের। মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্য পুকুরপাড়ের একটা সিকামোর গাছ কেটে ফেলেছে সে। গাছটা পুকুরের উপর ছায়া দিত।

যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে টানিতের মালী।

'অবশেষে আসার সময় হলো তোমার!' স্ত্রীকে ফটক পেরিয়ে ঢুকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল হিট্টি।

স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর ধ্বংসযজ্ঞের দিকে চেয়ে রইল টানিত। তারপর আহত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এসব তুমি করেছ?'

'এটা আমার বাড়ি, আমার যা খুশি তা-ই করব। প্রাসাদ থেকে কী জানতে পারলে?'

'আগে একটু জিরিয়ে নিই। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে,' বলল ও।

ছোট্ট বিড়ালটা লাফিয়ে মালকিনের কোলে উঠে পড়ল। ওটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল টানিত। আবেশে গরগর করতে লাগল প্রাণীটা।

'জলদি বলো, টানিত!'

'খবরটা শুনে তুমি হতাশ হবে। রামেসিসের টায়ার আসার আসল উদ্দেশ্য ছিল টায়ার আর তার আশপাশের এলাকার দাসব্যবসা বন্ধ করা।'

ঠাশ করে স্ত্রীর গালে চড় বসিয়ে দিল উরি-টেশুপ।

'আমাকে বোকা পেয়েছিস?'

মালকিনকে বাঁচানোর চেষ্টায় হিট্টির হাতে খামচি বসিয়ে দিল বিড়ালটা। বিড়ালটার ঘাড় ধরে, লোহার খঞ্জরটা দিয়ে এক পোঁচে ওটার গলা কেটে ফেলল উরি-টেশুপ।

টানিতের জামার হাতায় ছিটকে গিয়ে পড়ল বিড়ালটার রক্ত। আতঙ্কিত মেয়েটা এক দৌড়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

পঞ্চাশ

'নারিশ শেষমেশ একটা কানাগলিতে পরিণত হলো।'

'তুমি কী আশা করছিলে?'

'টানিতের সঙ্গে তার সন্দেহজনক চুক্তির ব্যাপারে কোন প্রমাণ পাব বলে আশা করছিলাম। তাহলে উরি-টেশুপের ব্যাপারে সত্যি না বললে মেয়েটাকে হুমকি দিতে পারতাম।'

'ওই হিট্টিটাকে নিয়ে একটু বেশি বেশিই ভাবছ তুমি!'

'লোকটা যে আহসাকে খুন করেছে, তা ভুলে গিয়েছেন?'

'রোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই।'

'তা ঠিক বলেছেন, আহমেনি।'

সার্ড টের পেল, বয়স বাড়ছে তার। আইনের শিকলে হাত-পা বাঁধা সেরামানার। ওরও বোধহয় ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে পদত্যাগ করা উচিত।

'বাড়ি যাচ্ছি।'

'বিশেষ কারও সঙ্গে দেখা করতে?'

'না। বড্ড ক্লান্তি লাগছে, ঘুমাতে হবে।'

'একজন ভদ্রমহিলা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন,' সেরামানার পরিচারক এসে জানাল।

'আমি তো কোন মেয়ে আনতে পাঠাইনি।'

'মেয়ে নয়, একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। তাকে সামনের ঘরে অপেক্ষা করতে বলেছি।'

কৌতূহলী হয়ে তড়িঘড়ি করে অতিথির সঙ্গে দেখা করতে ছুটল সেরামানা।

'টানিত! আপনি!'

মেয়েটা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল সেরেমানাকে। ওর চুল আলুথালু, গালে মারের দাগ।

'আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও আমাকে!'

'আপনাকে বাঁচাতে পারলে আমি ধন্য হবে। কিন্তু বাঁচাবটা কীসের. . .বা কার হাত থেকে?'

'যে দানবটা আমাকে ক্রীতদাসী বানিয়েছে, তার হাত থেকে!'

সন্তর্পণে উল্লাস দমিয়ে রাখল সেরেমানা। 'আমাকে আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নিতে হলে, অভিযোগ পেশ করতে হবে আপনাকে।'

'আমার বিড়াল মেরে ফেলেছে উরি-টেশুপ। আমার সুন্দর সিকামোর গাছ কেটে ফেলেছে, আর এখন দিন-রাত আমাকে মারধর করে সে।'

'খুবই খারাপ কাজ। জরিমানা হবে ওর, এমনকী কয়েকদিনের সশ্রম কারাদণ্ডও হতে পারে। কিন্তু তাতে ওর তেমন কিছু হবে না।'

'তোমার লোকেরা আমাকে রক্ষা করবে না?'

'আমার লোকেরা রাজার দেহরক্ষী-বাহিনীর অংশ। কোন বেসামরিক ব্যাপারে ওরা নাক গলাতে পারে না. . .যদি না ব্যাপারটার সঙ্গে রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত থাকে।'

চোখের পানি মুছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালদেহীর দিকে তাকাল টানিত।

'উরি-টেশুপ রামেসিসকে হত্যা করতে চায়। লিবিয়ান মালফির সঙ্গে জোট বেঁধেছে ও। আমার বাড়িতে বসেই একজোট হয়েছে ওরা। উরি-টেশুপ সবসময় বড়াই করে বলে, একটা লোহার খঞ্জর দিয়ে আহসাকে হত্যা করেছে সে। এসবের সাথে কি তুমি রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত নয় বলবে?'

শ' খানেক লোক ঘিরে ফেলেছে টানিতের বাড়ি। তীরন্দাজরা গাছে বসে নজর রাখছে বাগানের দিকে; বাকিরা অবস্থান নিয়েছে আশপাশের বাড়িগুলোর ছাদে।

নিঃশব্দে এগোতে চায় সেরামানা। জানে, সামান্যতম শব্দও হিট্টিকে সতর্ক করে দেবে।

শেষমেশ যা ভয় করছিল সে, তা-ই হলো।

বাড়ির বাইরের প্রাচীরের উপরে হাঁটার সময় এক সৈনিক তাল হারিয়ে পড়ে গেল একটা ঝোপের উপর।

একটা নিশাচর প্যাঁচা ডেকে উঠল। জায়গায় জমে গেল সেরামানার লোকেরা। স্থির কয়েকটা মিনিট কাটিয়ে দেবার পর, এগোতে নির্দেশ দিল সার্ড। এখন আর পালাতে পারবে না উরি-টেশুপ। তবে বিনা লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ করবে না সে। লোকটাকে জ্যান্ত ধরতে চায় সেরামানা। বিচারের জন্য দাঁড় করাতে চায় উজিরের সামনে।

ক্ষীণ একটা আলো জ্বলছে টানিতের কামরায়। হামাগুড়ি দিয়ে ভিলাকে ঘিরে চক্কর দেয়া বাঁধানো-রাস্তার দিকে এগোচ্ছে সেরামানা সদলবলে। তারপর এক দৌড়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতরে।

এতগুলো সশস্ত্র মানুষ দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে হাত থেকে তেলের প্রদীপ ফেলে দিল যুবতী চাকরাণী। মেঝেতে চুর-চুর হয়ে গেল প্রদীপটা। কয়েক মুহূর্ত অন্ধকারের মধ্যে বিভ্রান্তির মধ্যে কেটে গেল; ছায়ার সঙ্গে লড়াই শুরু করল সেরামানার সৈন্যরা। আসবাবের সঙ্গে হোঁচট খেতে লাগল।

'শান্ত হও!' চেঁচিয়ে বলল সেরামানা। 'আলো দাও আমাদের।'

বাকি প্রদীপগুলো জ্বালানো হলো। চাকরাণী মেয়েটা দু'জন সৈন্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে কাঁপছে থরথর করে।

'উরি-টেশুপ কোথায়?' জানতে চাইল সেরামানা।

'মালকিন তাকে ছেড়ে চলে গেছেন টের পাবার সাথে সাথে, পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছেন।'

হতাশায় একটা ক্রেটান পাত্রে ঘুষি বসিয়ে দিল সার্ড। জিতে গেছে হিট্টি যোদ্ধার সহজাত প্রবৃত্তি। বিপদের গন্ধ পেয়েই দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে ব্যাটা।

সেরামানার জন্য রামেসিসের দপ্তরে ঢোকা মানে, দেশের গোপনতম পবিত্র স্থানে প্রবেশ করা। আহমেনি আর মেরেনেপটাহও হাজির ছিল ওখানে।

'উজিরের কাছে জবানবন্দি দিয়ে ফনিশিয়ায় ফিরে গেছেন টানিত,' তাদের জানাল সেরামানা। 'কয়েকজন সাক্ষীর বরাতে জানা গেছে, লিবিয়ায় রয়েছে উরি-টেশুপ বর্তমানে। মালফির সঙ্গে হাত মেলাতে যাচ্ছে সে।'

'এসবই তো অনুমান,' বাধা দিল আহমেনি।

'না, এসব নিশ্চিত তথ্য। উরি-টেশুপের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। এবং মিশরের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করবে না সে মরার আগ পর্যন্ত।'

'লিবিয়ানদের ছাউনির অবস্থান জানতে পারিনি আমরা,' জানাল মেরেনটাহ। 'মালফি মরুভূমিতে দু'দিন পর-পর জায়গা বদলায়। সবমিলিয়ে একটা ভালো ইঙ্গিত হতে পারে এটা: এতে প্রমাণ হয় যে মালফি এখনও সত্যিকার অর্থে লড়াই করার মতো লোকবল জড়ো করতে পারেনি।'

'যে করেই হোক ওদেরকে ধরতে হবে,' আদেশ দিলেন রামেসিস। 'দুই শয়তান যখন জোট বাঁধে, সেই শক্তিকে অবহেলা করা হবে মুর্খামি।'

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সেরামানা।

'মহামান্য, আমার একটা আর্জি আছে।'

'বলো।'

'আমার বিশ্বাস, হিট্টিদের শয়তানির সম্পূর্ণ রূপ এখনও দেখিনি আমরা। উরি-টেশুপের সঙ্গে লড়াই করে ওকে নিজ হাতে হত্যা করার অনুমতি চাই আমি।'

'ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ, মহামান্য। ভবিষ্যতে যা-ই ঘটুক না কেন, আপনি আমাকে একটা সুন্দর জীবন উপহার দিয়েছেন।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সার্ড।

'তুমি কি কোন কিছু নিয়ে পেরেশান?' ছেলের কাছে জানতে চাইলেন রামেসিস।

'মোজেস আর হিব্রুদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কানানের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। ওদের বিশ্বাস ওটাই ওদের জন্য সেই প্রতিশ্রুত ভূমি।'

'মোজেস নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে. . .'

'হ্যাঁ, কিন্তু স্থানীয়রা খুশি হবে না। এসব উগ্র আগন্তুকদের ওরা ভয় পায়। সেজন্য আমার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাবার অনুমতি চাই। সমস্যাটাকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হবে।'

'নিজের অনুসারীদের জন্য একটা দেশ খুঁজে বের করতে যতদূর দরকার, যাবে সে। সেটা ওর অধিকার। তাতে আমরা কোন হস্তক্ষেপ করব না। একদিন আমরা ওর নতুন জাতির সঙ্গে উন্মুক্ত আলোচনায় বসব; ওরা হয়তো আমাদের মিত্রও হতে পারে।'

'আর যদি আমাদের শত্রু হয়ে যায়?'

'নিজ দেশের বিরুদ্ধে মোজেসের কোন বিদ্বেষ নেই। তোমার বরং লিবিয়ানদের নিয়ে চিন্তা করা উচিত, মেরেনেপটাহ, হিব্রুদের নিয়ে নয়।'

অন্য ব্যাপারে আলাপ শুরু করল সেনানায়ক। বাপের সঙ্গে একমত না হতে পারলেও, সে একজন বাধ্য সন্তান।

'আপনার ভাই হাট্টুসিলির কাছ থেকে খবর এসেছে,' জানাল আহমেনি।

'ভালো না খারাপ?'

'সম্রাট ভেবে দেখছেন।'

গনগনে রোদের মাঝেও ঠাণ্ডা লাগছে হাট্টুসিলির। পাথরের দুর্গের ভেতরে কখনও গরম লাগে না। জ্বলন্ত চুল্লির দিকে পিঠ দিয়ে বসে রয়েছেন তিনি। ফারাওয়ের পাঠানো প্রস্তাব-সম্বলিত চিঠিখানা পড়ে শোনাচ্ছেন তিনি স্ত্রী পুডুহেপাকে।

'রামেসিসের স্নায়ু অসাধারণ শক্ত! ওকে তিরস্কার করে চিঠি পাঠালাম, আর ও কিনা আমাকে অপমান করে জবাব দিল। আরেকজন রাজকন্যা চায় ও বিয়ে করার

জন্য। সবচেয়ে বড় স্পর্ধার কথা হচ্ছে, ও আমাকে মিশর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে বলছে!'

'দারুণ বুদ্ধি,' বললেন সম্রাজ্ঞী। 'তোমার আনুষ্ঠানিক ভ্রমণ প্রমাণ করবে যে শান্তিচুক্তি কখনও ভঙ্গ করা যাবে না।'

'তুমি সব কিছু নিয়েই মজা কর। আমি, সম্রাট হাত্তির, কেন ফারাওয়ের মুখাপেক্ষী হব?'

'কেউ তোমাকে কারও মুখাপেক্ষী হতে বলছে না। আমি নিশ্চিত, যথাযোগ্য মর্যাদায় আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। আমি কিন্তু সম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখে ফেলেছি। এখন শুধু তোমার সিলমোহরটা বসানো বাকি।'

'ভাববার জন্য আরেকটু সময় প্রয়োজন আমার। ব্যাপারটা নিয়ে আগে আলোচনা করতে হবে।'

'আলোচনা করার সময় আর নেই। চলো, মিশর যাবার প্রস্তুতি নিই।'

'কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করলে কবে থেকে তুমি?'

'শান্তি চুক্তিটা করিয়েছিলাম আমি আর আমার বোন নেফারতারি। এখন সম্রাট হিসেবে একটা করণীয়ই আছে তোমার: সেটাকে দীর্ঘস্থায়ী করা।'

আহসার কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন পুডুহেপা। জীবনে ওর চেয়ে আকর্ষণীয় মানুষ দ্বিতীয়টি দেখেননি তিনি। আহসা, রামেসিসের বাল্যবন্ধু, এখন স্বর্গে বিশ্রাম নিচ্ছে। আজকের দিনটা ওর জন্য নিশ্চয়ই ভীষণ আনন্দের।

একান্ন

মিশরকে উদ্বেল করে দেয়া খবরটা যখন শুনল মাথোর, তখন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল সে। ওর বাবা-মায়ের মিশরে আশার অর্থ-ওর নিজেরও রামেসিসের চোখে আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা। মেরুরের হারেমে রাণী হয়েই বাস করে সে। সেই সাথে সব ধরনের সুবিধাও নেয় নিজের পদবীর। তবে ওর বিয়েটা আক্ষরিক অর্থেই কূটনৈতিক বিয়ে। সত্যিকারের কোন ক্ষমতা নেই ওর।

আহমেনিকে লম্বা একটা চিঠি লিখল হিট্টি রাজকুমারী। সরাসরি জানাল, হিট্টি সম্রাট-সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা জানাবার সময় সে মহারাণীর দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক। পাই-রামেসিসে নিয়ে যাবার জন্য এক সশস্ত্র বাহিনী পাঠাবার অনুরোধ করল সে।

উত্তরটাও পেল সরাসরি, তাও রামেসিসের সই করা চিঠিতে-মাথোরের মেরুরেই থাকতে হবে। কোন ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে না ও।

রাগ কমে এলে, মাথা খাটাতে শুরু করল মাথোর। রামেসিসের জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করতে হলে, হাট্টুসিলির ভ্রমণ বন্ধ করার চাইতে ভালো আর কোন উপায় হয় না।

নতুন পরিকল্পনা করতে বসল রাজকুমারী। নামী এক যাজকের পথে যেন পড়ে ও, সেটা নিশ্চিত করল। কুমীর-দেবতার এই যাজককে সবাই শ্রদ্ধা করে।

'হাট্টিতে আমাদের দেবতারা সঙ্কেত পড়ে ভবিষ্যতের ব্যাপারে ধারণা লাভ করত।' লোকটাকে বলল সে। 'বিভিন্ন প্রাণীর অন্ত্রের গঠন দেখত তারা।'

'ব্যাপারটা অরুচিকর মনে হয় না?'

'কেন, আপনারা কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেন?'

'একমাত্র ফারাও-ই পারেন ভবিষ্যত দেখতে।'

'কিন্তু আপনারা. . .যাজকরা তা পারেন না'

'রাষ্ট্রীয় কিছু জাদুকর আছে, মহানুভব। কিন্তু তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়।'

'আপনারা দেবতাদের সাথে যোগাযোগ করেন না?'

'কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, আমনের প্রধান যাজক প্রশ্ন করেন বটে। তবে তার জন্য দরকার ফারাওয়ের অনুমতি, আমন উত্তর দেন দৈববাণীর মাধ্যমে।'

'তার নির্দেশনা নিশ্চয়ই সবাই সম্মানের সাথে মেনে নেয়?'

'আমনের ইচ্ছার অন্যথা করার সাহস কারো নেই।'

যাজকের অনিচ্ছা দেখে, প্রসঙ্গের ইতি টানল মাথোর।

তবে সেই দিনই, রামেসিসের নির্দেশ অমান্য করে থিবসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো মিশরের মহারাণী।

অবশেষে মৃত্যু ডেকে পাঠিয়েছে নেবুকে। শান্তির সাথে নিজের ঘরে মারা গিয়েছেন তিনি। জানেন যে লুক্কায়িত দেবতার সেবা করেছেন নিজের সেরাটা দিয়ে, সেই সাথে ফারাওয়ের নির্দেশ অমান্য করেননি কখনো।

বাখেন, আমনের দ্বিতীয় যাজক, সাথে সাথে খবর জানাল ফারাওকে। সম্মান দেখাবার জন্য এলেন রামেসিস। নেবুর মতো দৃঢ়তাসম্পন্ন মানুষ আছেই বলেই অশুভকে মোকাবেলা করেও টিকে আছে মিশর।

স্বজন হারাবার বেদনায় যেন ভারী হয়ে আছে কার্নাকের বাতাসও। প্রাত্যহিক আচার সকাল সকাল পালন করে, বাখেনের সাথে পবিত্র হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কোনায় দেখা করলেন রামেসিস। 'সময় উপস্থিত, বাখেন। সেই যুবক বয়সে একে-অন্যের সাথে লড়েছিলাম আমরা। সেদিন থেকেই তুমি আমার পক্ষে। থিবসের মন্দির আজ অসাধারণ অবস্থায় আছে, তাতে তোমার অবদানও কম না। তুমি একজন দক্ষ এবং সৎ নেতা। কার্নাকের প্রধান এবং আমনের প্রথম যাজক হিসেবে তোমাকে স্থলাভিষিক্ত করতে চাই।'

যাজকের কণ্ঠ অনুভূতির প্রচণ্ডতায় কেঁপে উঠল। 'মহামান্য, কাজটা ঠিক হবে বলে মনে হয় না। নেবু, আপনি জানেন...'

'নেবু অনেক আগেই তোমাকে নিজের উত্তরাধিকারী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তিনি ভালোই জানেন। তোমাকেই আমি এই পদে অভিষিক্ত করতে চাই। এই পবিত্র নগরীর দেখভাল করবে তুমি, সেই সাথে পালন করবে সব ধর্মীয় আচার।' রামেসিস জানেন, মানুষ চিনতে ভুল করেননি তিনি। বাখেন এখনই কাজে নেমে পড়বে।

'অন্তরের কথা জানিয়ে দেই আপনাকে, মহানুভব। আপনার সিদ্ধান্ত, এই দক্ষিণে কিন্তু ব্যাপক সারা ফেলেছে।'

'হাট্টি সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের ভ্রমণের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'উত্তরেও সাড়া ফেলেছে। কিন্তু এই ভ্রমণ হবেই হবে। আমাদের চুক্তি পোক্ত করতে এর কোন বিকল্প নেই।'

'ধর্মীয় অনেক নেতায় কিন্তু দৈব-বাণীর মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করছে। দেবতা আমন যদি আপনাকে অনুমতি দেন, তাহলে সব বিরোধিতা থেমে যাবে।'

'ঠিক আছে, বাখেন। প্রস্তুতি নাও।'

মেরুরের প্রশাসনিক কর্মকর্তার একজন, মাথোরের সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ লোকের পরিচয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সিরিয়ান সেই বণিক লোকটা থিবসে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তার সবই জানে। পূর্ব তীরের এক জাঁকালো বাড়ীতে বাস করে সে। ওখান থেকে কার্নাকের মন্দির খুব একটা দূরে নয়। মহারাণীকে সুন্দর করে সাজানো একটা হলে অভ্যর্থনা জানালো বণিক।

'আমার মতো এক নগণ্য বণিকের ঘরে আপনি এসেছেন মহারাণী, এই আনন্দ আমি রাখব কোথায়?'

'আগেই বলে রাখি, আমাদের কিন্তু একে-অন্যের সাথে কখনও দেখা হয়নি. . .কোন আলোচনাও হয়নি। বুঝতে পেরেছ?'

সোনার একটা গল-বন্ধনী এগিয়ে দিল রাজকুমারী, হেসে বাউ করল সিরিয়ান বণিক।

'যদি আমাকে সাহায্য করো,' বলল মিশরীয় রাণী। 'তোমাকে খুশি করে দেব।'

'কী চান আপনি?'

'দৈব-বাণীর ব্যাপারে আমি আগ্রহী।'

'গুজব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে: রামেসিস আমনের সাথে আলোচনা করতে চান।'

'কী জানতে চাইবে ফারাও?'

'আপনার পিতা-মাতার মিশরে আসাটা ঠিক হবে কিনা, তা।'

কপাল ভালো মাথোরের। ভাগ্য ওকে সাহায্য করছে, এখন শুধু শেষ ঠিকমতোই হলো।

'আমন যদি না বলেন?'

'রামেসিস সেই নির্দেশ মানতে বাধ্য! হাত্তি সম্রাটের আচরণ কী হবে তা কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছি! কিন্তু কথা হলো, ফারাও নিজেও যে দেবতার সন্তান. . .দৈব-বাণী তার ইচ্ছা অনুসারেই হবে।'

'আমি চাই, দৈব-বাণী না-বোধক হোক।'

'কী?'

'আবারও বলছি, আমাকে সাহায্য করো। তোমাকে খুশি করে দেয়া হবে। দেবতা কীভাবে জবাব দেন?'

'পূর্ব-নির্ধারিত একদল যাজক আমনের তরীকে ধরে রাখে। প্রথম যাজক কথা বলেন আমনের সাথে। যদি তরীটা সামনে এগোয়, তাহলে উত্তর হ্যাঁ-বোধক; পিছিয়ে গেলে না।'

'তাহলে যাজকদের ঘুষ দাও। আমনকে না বলতে হবে।'

'অসম্ভব।'

'খুঁজে দেখ, কোন কোন যাজক ঘুষ খায় না। তাদেরকে কিছু একটা খাইয়ে অসুস্থ বানিয়ে রাখ। সেই জায়গায় নিজের লোককে ঢুকিয়ে দাও। কাজটা যদি করতে পারো, ওজন মেপে সোনা দেব।'

'কিন্তু. . .কাজটা যে ঝুঁকি পূর্ণ!'

'তোমার এখন পেছনে ফেরার কোন উপায় নেই, বণিক। আমার সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছ। এখন যদি উল্টো-পাল্টা করো, তাহলে কোন দয়া দেখাব না।'

সোনার খণ্ড এবং রত্ন-ভর্তি থলে সামনে নিয়ে ভাবতে বসল সিরিয়ান বণিক। এসবই হিট্টি রাজকুমারীর দান। অনেকেই বলেন, মাথোর কখনোই ফারাওয়ের বিশ্বাস আগের মতো করে ফিরে পাবে না। কিন্তু অন্যদের মতে, কাজটা করতে পারবে সে।

কার্নাকেও এমন কয়েকজন যাজক আছে, যারা বাখেনের এই পদোন্নতি সহ্য করতে পারছে না। তরী ধরে থাকা সবাইকে কিনতে পারবে না বণিক, তবে শক্তিশালীদেরকে কেনা সম্ভব হতে পারে। তাতেই কাজ হয়ে যাবার কথা।

হুম, সম্ভব. . .

. . .নিজের দিকটাও তো তাকে দেখতে হবে, নাকি?

উত্তেজিত হয়ে আছে থিবস।

শহর এবং গ্রাম, সব জায়গার অধিবাসীই জানে যে অচিরেই রামেসিস যোগাযোগ করতে যাচ্ছেন আমনের সাথে। দক্ষিণের সম্ভ্রান্ত বংশের সবাই এসে উপস্থিত

হয়েছে মন্দিরে, ওখানেই সংগঠিত হবে অনুষ্ঠানটা। নগরপাল, প্রাদেশিক কর্মকর্তা এবং জমিদাররা এমন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ছাড়বেন কেমন করে?

আমনের তরী যখন দিনের আলোতে বেরিয়ে এল, তখন দম আটকে রইল সবাই। কারুকাজ করা কাঠের তরীটা আস্তে আস্তে বহন করে আনছে যাজকরা। আমনের সদ্য নিযুক্ত প্রথম যাজক, বাখেন দেখতে পেল অপরিচিত কিছু চেহারা। শুনেছে, পেট খারাপ হওয়ায় বেশ কয়েকজন যাজক এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেনি।

ফারাওয়ের সামনে এসে থামল তরীটা। মুখ খুলল বাখেন। 'আমি, মহান দেবতা আমনের দাস, রামেসিস, আলোর সন্তানের হয়ে জানতে চাই-তিনি কি হাট্টির সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীকে মিশর ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে ভুল করেছেন?'

এমনকী সোয়ালোরাও নীল আকাশে ওড়া বন্ধ করে দিয়েছে। অপেক্ষা করছে সবাই, দেবতা আমন হ্যাঁ-বোধক সিদ্ধান্ত জানালেই ফেটে পড়বে আনন্দে।

সিরিয়ান বণিকের কিনে নেয়া শক্তিশালী যাজকের একে-অন্যের দিকে তাকালো। পিছিয়ে যাবার প্রয়াস পেল তারা।

কিন্তু এক বিন্দু নড়ল না তরীটা।

অন্য যাজকেরা যে সামনের দিকে এগোচ্ছে!

পিছিয়ে যাবার আবারো চেষ্টা করল তারা, কিন্তু অদ্ভুত এক শক্তি ওদেরকে ঠেলে নিয়ে গেল সামনে। হাল ছেড়ে দিল বেচারারা।

দেবতা আমন যখন তার পুত্র রামেসিসের ইচ্ছা অনুমোদন করলেন, আনন্দে ফেটে পড়ল উপস্থিত জনতা।

বায়ান্ন

ওই যে তিনি।

একটু ঝুঁকে আছেন সামনের দিকে, চুলগুলো ধূসর বর্ণ ধারণ করলেও চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ; সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে চালিয়ে দেয়া যাবে তাকে, ফিরে তাকাবার কথাও কেউ ভাববে না হয়তো। হাট্টুসিলি, হাট্টির সম্রাট, পুরু উলের আলখাল্লা পরে আছেন। সময়টা বছরের যে মাসই হোক না কেন, চিরস্থায়ী এক শীতলতে যেন ভর করেছে তার দেহে।

কাদেশের হিট্টি সেনাদের সর্বময় অধিনায়ক ছিলেন তিনি, এখন বহন করছেন যোদ্ধা এক জাতির দায়িত্ব; কিন্তু সেই সাথে তিনি শান্তি চুক্তির দ্বৈত-রচয়িতাও। অথচ সেই কার্যে তার সহযোগী হচ্ছেন এমন একজন মানুষ, যিনি তার শত্রুকে চিরতরে ধ্বংস করে দেন।

হাট্টুসিলি এই মাত্র পা দেখেছেন মিশরের মাটিতে, তার সাথে দুইজন মহিলা। একজন তার স্ত্রী, পুডুহেপা; অন্যজন চেহারায় ভয় ধরে রাখা একজন কমবয়সী যুবতী।

'অসম্ভব,' বিড়বিড় করে বললেন হিট্টি সম্রাট। 'একেবারেই অসম্ভব। এ তো মিশর হতে পারে না।'

অথচ এটা কোন কল্পনা না। আসলেই তার দিকে এগিয়ে আসছেন মহান রামেসিস। একদা তিনি ছিলেন হাট্টুসিলির শত্রু, আজ আসছেন তাকে জড়িয়ে ধরতে।

'আমার ভাই, হাট্টুসিলি! কেমন আছেন?'

'বয়স হচ্ছে, ভাই রামেসিস।'

টানিতের কাছে থেকে পরিত্যক্ত উরি-টেশুপ বাধ্য হয়েছে দেশ ছেড়ে পালাতে, তাই হাট্টুসিলির ভ্রমণে আর কোন বাধা নেই। পরাজিত রাজকুমার এক কেবলই এক পলাতক অপরাধী। মিশর এবং হাট্টি-দুই দেশেরই শত্রু সে।

'নেফারতারি এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখার জন্য বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহ আনন্দিত হতেন।' পুডুহেপাকে বললেন রামেসিস। ফারাওয়ের পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ পাওয়া লম্বা গাউন এবং নানা অলঙ্কার পরে আছেন হাট্টি সম্রাজ্ঞী।

'আসার সময়, বারবার তার কথা ভেবেছি আমি।' স্বীকার করলেন সম্রাজ্ঞী। 'আপনি যতদিনই রাজত্ব করেন না কেন, তিনিই সর্বদা আপনার আসল রাণী হয়ে থাকবেন।'

পুডুহেপার এই কথাগুলো যেন কূটনৈতিক সব সমস্যার এক লহমায় সমাধান করে ফেলল। নীলকান্তমণির শহর, পাই-রামেসিসের সৌন্দর্য এবং সম্পদ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে হাত্তি রাজ-দম্পতির। লুক্কায়িত দেবতা আমনের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন রামেসিস, তা জানা আছে সবার। তাই দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। রামেসিসের রথে চড়েছেন হাট্টুসিলি, একের পর এক অবাক করা দৃশ্যের সাক্ষী হচ্ছেন তিনি।

'আমার ভাই কি নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেননি?'

'আমার রাজরক্ষীরাই সে জন্য যথেষ্ট।' উত্তর দিলেন রামেসিস।

'কিন্তু এত মানুষ, সবাই এত কাছে. . .নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না পরিস্থিতি।'

'আমার প্রজাদের চোখের দৃষ্টি দেখুন, হাট্টুসিলি। ওদের চোখে আমার জন্য কোন ঘৃণা দেখতে পাচ্ছেন? আজ ওরা আমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, এই শান্তি চুক্তি জন্য. . .ওদেরকে শান্তি উপহার দেবার জন্য।'

'যে প্রজাদেরকে ভয় কাজে লাগিয়ে শাসন করা হয় না. . .কী অদ্ভুত! এভাবে শাসনকার্য, চালিয়ে রামেসিস কীভাবে হিট্টিদের পরাজিত করার মতো এক সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন?'

'মিশরীয়রা তাদের দেশকে ভালোবাসে, যেমনটা বাসেন দেবতারা।'

'আপনি রামেসিস, আপনিই আমাকে বিজয় অর্জনে বাধা দিয়েছেন। তবে আজ কেন জানি সে কথা ভেবে খুব একটা দুঃখ হচ্ছে না।' বলতে বলতে পরনের আলখাল্লা খুলে নিলেন, এখন আর ঠাণ্ডা লাগছে না তার। 'এই আবহাওয়া আমার পছন্দ হয়েছে। এমন আবহাওয়ায় জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়।'

প্রথম সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছে পাই-রামেসিসের প্রাসাদে। চোখ ধাঁধানো এক অনুষ্ঠান হলো সেটা। মজার মজার এত পদের খাবার রান্না করা হয়েছে যে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী একটু একটু করে চেখে দেখতে পারলেন কেবল। বিনোদনের জন্য উপস্থিত নগ্ন-বক্ষা সুন্দরী নারীরা। সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে-বউদের দেখে সর্বাধুনিক ফ্যাশন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলেন সম্রাজ্ঞী।

'আহসার উদ্দেশ্যে পান করতে চাই আমি।' বললেন পুডুহেপা। 'শান্তির জন্য জান দিয়েছেন তিনি।'

একমত হলেন হাট্টুসিলি, কিন্তু কিছুটা বিষণ্ন দেখাল তাকে। 'আমার মেয়েকে দেখছি না।'

'আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব না।' ঘোষণা দিলেন রামেসিস। 'মাথোর অনেক ভুল করেছে, তবে শান্তির প্রতীক হয়ে এখানেই থাকবে সে। তাই সব ধরনের সম্মানই পাবে সে। আর কিছু বলব?'

'না, আমার ভাই। কিছু কিছু ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকাই ভালো।'

কথা বাড়ালেন না আর রামেসিস। সিরিয়ান বণিকের গ্রেফতার হবার খবর, এবং মাথোরকে ফাঁসাবার প্রয়াসের কথা কিছু বললেন না।

'ফারাও কি তার ভবিষ্যত স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চান?'

'তার আর দরকার হবে না, হাট্টুসিলি। এই বিয়েটা জনসম্মুখে যথাযথ মর্যাদার সাথেই পালিত হবে। আমাদের দুই দেশ এক হবে এতে। কিন্তু আগেই বলে রাখি, ব্যক্তিগত কোন আকর্ষণ থাকবে না এতে।'

'নেফারতারিকে ভুলতে পারবে না কেউ. . .আর তেমনটাই হওয়া উচিত। আমার মনে হয় না, আমাদের সাথে এসে এই সুন্দরী, কিন্তু দুর্বল মানসিকতার রাজকুমারী রামেসিসকে আকর্ষণ করতে পারবে। আপনার দেশের সব উপহার উপভোগ করবে সে, থাকবে সুখেই। আর মাথোর, যে কখনোই হাট্টিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেনি, সে-ও মিশরে হাসি-খুশিতেই থাকবে।'

রামেসিস নিজে সবকিছু ঘুরয়ে দেখালেন হাট্টুসিলিকে। এমনকী দেবতাদের আবাসস্থলও বাদ পড়ল না। সম্রাজ্ঞী ওদের সাথে যোগ দিলেন কেবল অশুভ শক্তিকে শান্ত করার আচারে। খায়ের নেতৃত্বে পালিত হলো সেই আচার।

'এমন অসাধারণ একটা শহর যদি ধ্বংস করে দিত হিট্টি সেনাবাহিনী, তাহলে ব্যাপারটা খুবই বাজে হতো।' রামেসিসকে বললেন হাট্টুসিলি। 'সম্রাজ্ঞী আপনার রাজধানী দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছেন। আমরা যেহেতু শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ, আশা করি আমার ভাইকে ছোট একটা অনুরোধ করলে তিনি কিছু মনে করবেন না।'

হাট্টুসিলির শান্ত কণ্ঠ রামেসিসকে কৌতূহলী করে তুলেছে।

'সম্রাজ্ঞী এবং আমি অভাবনীয় কিছু জিনিস দেখেছি। কিন্তু আমি জানি, আপনার এই শহরের আরো একটা দিক আছে। যেহেতু আমরা বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাই মিশরীয় বাহিনীর বর্তমান অবস্থা জানতে চাই। ফারাও কি আমাকে রাজধানীর প্রধান সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শনের অনুমতি দেবেন।'

ইচ্ছা করেই এমন একটা আবেদন জানিয়েছেন হাট্টুসিলি। যদি রামেসিস না করেন বা কোন ছোট ঘাঁটিতে নিয়ে যান, তাহলে তার মনের অবস্থা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন তিনি।

'মেরেনেপটাহ, আমার ছোট ছেলে, মিশরীয় বাহিনীর প্রধান। ও আপনাকে নিয়ে পরিদর্শনে যেতে পারলে খুশিই হবে।'

সম্রাজ্ঞী পুডুহেপার সম্মানে অনুষ্ঠিত ভোজের পর, একসাথে হাঁটতে বেরোলেন হাট্টুসিলি এবং রামেসিস।

'নিজের ভেতর নতুন এক অনুভূতির উপস্থিতি টের পাচ্ছি আমি,' বললেন হাট্টুসিলি। 'আমি বিশ্বাসের কথা বলছি। একমাত্র মিশরের পক্ষেই সম্ভব আপনার মাপের একজনকে জন্ম দেয়া, আমার ভাই রামেসিস। পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য পাগল হয়ে থাকা দুই সম্রাটের মাঝে বন্ধুত্বের জন্ম দেয়া একমাত্র আমার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু আমাদের বয়স হচ্ছে। উত্তরাধিকারী বেছে নেয়ার সময় হয়েছে. . .আপনার পছন্দ কাকে?'

'আমার বড় ছেলে, খা, জ্ঞানী মানুষ। ভাবনার মাঝেই ডুবে থাকে। তর্ক না করেই যে কাউকে মানিয়ে ফেলতে পারে সে। দেশটাকে পরিচালনা করতে কোন কষ্টই হবে না ওর। মেরেনেপটাহের আছে সাহস। সে জানে কীভাবে নির্দেশ দিতে হয়, গুছিয়ে কাজ করতে হয়। সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনের মানুষ ওকে ভালোবাসে। দুইজনই ফারাও হবার যোগ্য।'

'অন্যভাবে বলতে গেলে, আপনি এখনও নিশ্চিত নন। যাই হোক, ভাগ্যই আপনাকে সেই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আপনার ছেলেদের মতো ছেলে থাকলে, মিশরের ভবিষ্যত নিয়ে কোন চিন্তা নেই।'

'আর আপনার রাজ্য?'

'সম্ভাবনাময় উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা কম। হাট্টির অবস্থা খারাপ, মনে হয় যেন শান্তি আমাদেরকে নরম করে দিয়েছে। তবে আমার কোন আফসোস নেই; কেননা বিকল্পটা আরো খারাপ। আমার প্রজাদেরকে এমন এক জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, যা ওরা কখনো কল্পনাও করেনি। আফসোস হলো-হেলায় নষ্ট করবে ওরা এই জীবন। আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে আমার দেহ। ওহ. . .আরেকটা অনুরোধ করব আপনাকে। আমার পায়ের অবস্থা ভালো না, হাঁটতে কষ্ট হয়। শুনেছি, আপনাদের এখানকার প্রধান বৈদ্য নাকি দারুণ দক্ষ. . .সেই সাথে অসাধারণ সুন্দরীও!'

নেফারেত ব্যস্ত ছিল পুডুহেপার সাথে কথা বলায়। রামেসিসের ডাকে সারা দিয়ে সম্রাট হাট্টুসিলির পা পরীক্ষা করে দেখল সে। 'এমন অবস্থা আমি আগেও দেখেছি, আশা করি চিকিৎসা করতে পারব। প্রথমে গিরিমাটি, মধু এবং শণ দিয়ে বানানো মলম লাগাতে হবে। আগামীকাল সকালে আরেকটা মলম ব্যবহার করব-অ্যাকাইশা, জোজবা, ঝিনুক এবং ম্যালাকাইটের চূর্ণ। এই দ্বিতীয় মলমটা আরাম দেবে আপনার গোড়ালিতে, কিন্তু ব্যান্ডেজ বেঁধে হাঁটতে হবে আরকি।'

'তোমাকে যদি অনেক টাকার লোভ দেখাই, নেফারেত, তাহলে কি আমার সাথে হাত্তিতে যাবে?'

'আপনি জানেন আমি তা করতে পারব না, মহানুভব।'

'মিশরের বিরুদ্ধে মনে হয় কখনোই জিততে পারব না আমি।' মুচকি হেসে বললেন হাট্টুসিলি।

তেপ্পান্ন

'লম্বা-পা' নামধারী বণিক গাধা নিয়ে এগোচ্ছে, মুখে তার রামেসিসের জয়ধ্বনি। ব-দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম তীর ধরে এগোতে থাকা লোকটা খুঁজে পেয়েছে একটা রাস্তা। ওটার শেষ মাথায় একটা জেলেদের গ্রাম থাকার কথা। নিজের মাটির তৈজসপত্র ওখানে বিক্রি করতে পারবে ভেবেই আনন্দ লাগছে ওর।

ডাক নামটা নিয়ে সন্তুষ্ট লম্বা-পা। মেয়েদের দেয়া বলেই হয়তো। গত দুই বছরে সৈকতে অনুষ্ঠিত দৌড়ে অপরাজিত সে। অবশ্য তাতে অংশ নেয় শুধু ও এবং ওর বন্ধুরাই। আস্তে আস্তে মেয়েরা ওর দিকে ঝুঁকে পড়ছে, নামটাও দিয়েছে ভালোবেসেই।

সমস্যাও আছে। মেয়ে পটাতে হলে উপহারের বিকল্প নেই। আর বিজয়ী বীর লম্বা-পা নিশ্চয়ই কমদামী উপহার কিনতে পারে না! তাই পরিশ্রম করতে হয় ওকে।

আজকের আকাশে সাদা মেঘের উৎসব লেগেছে যেন, বক উড়ে যাচ্ছে বাতাসে ভেসে। সূর্যের অবস্থান লক্ষ্য করে বণিক বুঝতে পারল, রাত নামার আগে গ্রামে পৌঁছতে পারবে না সে। তাই সিদ্ধান্ত নিল, পথে কোন কুটির পেলে সেখানেই বিশ্রাম নিয়ে নেবে। রাত নামলে মরুভূমির বুকে শুরু হয় ভয়ঙ্কর সব প্রাণীর রাজত্ব।

গাধাটার পিঠে থেকে সব নামিয়ে নিল লম্বা-পা, ওটাকে খাইয়ে আগুনের ব্যবস্থা করল। ভাজা মাছ আর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে সেরে নিল রাতের খাবার। এরপর মাদুর বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল

স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল বেচারা-পরবর্তী দৌড় প্রতিযোগিতার গল্প। আচমকা পরিচিত একটা শব্দ ওর ঘুম ভাঙাল। গাধাটা পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। এটা যে আসন্ন বিপদের সংকেত, তা প্রাণীটার প্রভু ভালো করেই জানে।

উঠে বসল লম্বা-পা, আগুন নিভিয়ে চুপচাপ লুকাল একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে। ভাগ্যিস লুকিয়েছিল, কেননা পরমুহূর্তেই দেখা গেল ত্রিশ জন অস্ত্রধারী, বর্ম পরিহিত মানুষদের। পূর্ণ চন্দ্র উঠেছে আকাশে। তাই দলের নেতাকে দেখতে পেল পরিষ্কার। মাথায় পরেনি সে কিছু, চুলগুলো লম্বা; বুক ভরে আছে লালচে চুলে।

'গুপ্তচর ছিল একটা এখানে, পালিয়ে গেছে!' হাতের বর্শাটা দিকে মাদুর ফুটো করে দিল উরি-টেশুপ।

'আমার তা মনে হয় না।' এক লিবিয়ান আপত্তি জানাল। 'গাধাটাকে দেখুন, দেখুন এই মাটির জিনিসগুলোও। সম্ভবত ভ্রাম্যমান কোন বণিক হবে।'

'এখান থেকে পশ্চিমে অবস্থিত সবগুলো গ্রাম আমাদের দখলে।' কানেই তুলল না উরি-টেশুপ। 'ছড়িয়ে পড়, খুঁজে বের করো লোকটাকে।'

হিট্টি সম্রাট-সম্রাজ্ঞী মিশরে এসেছিলেন, তাও প্রায় চার বছর হতে চলল। মিশর এবং হাট্টির সম্পর্ক অন্য যেকোন সময়ের চাইতে এখন বেশি শক্তিশালী। স্নায়ু যুদ্ধের হুমকিও আর নেই। মিশরের সৌন্দর্য অবলোকনে প্রায়শই হাট্টি থেকে বেড়াতে আসে ওখানকার অধিবাসীরা।

রামেসিসের দুই হিট্টি বধূর মাঝেও নেই কোন সমস্যা। বিলাসে গা ভাসিয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছে মাথোর। কমবয়সী বধূটি মিশরের রূপ-সুধা পান করতেই ব্যস্ত। দুইজনেই বুঝতে পারছে, ছেষট্টি বছর বয়সী মহান রামেসিস আসলে জীবন্ত এক কিংবদন্তির নাম; মেনেও নিয়েছে ব্যাপারটা। আর ফারাও তা বুঝতে পেরে কিছু কিছু অনুষ্ঠান এবং আচারে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন তাদের।

রাজত্বের তেতাল্লিশ বছরের মাথায়, পঞ্চম জয়ন্তী-উৎসব পালন করেছেন রামেসিস; অবশ্যই খায়ের পীড়াপীড়িতে। বয়স হয়েছে দেখে ফারাও-পুত্র জানিয়েছে, এখন থেকে আরো ছোট ছোট বিরতিতে অনুষ্ঠানটা উদযাপন করতে হবে।

নেফারেতের সাথেও অনেকটা সময় কাটাতে হচ্ছে রামেসিসকে। দারুণ দক্ষতার সাথে মহান সম্রাটের দাঁত এবং হাড়ের দেখভাল করে চলছে সে। বলা যায় এই চিকিৎসকের জন্যই আগের মতো উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন ফারাও।

সকালের প্রার্থনা সেরে নিয়ে উজির, আহমেনি এবং মেরেনেপটাহের সাথে দেখা করতে যান রামেসিস। বিকালটা কাটানের খায়ের সাথে নানা বিষয় আলোচনা করে। আস্তে আস্তে রাজ্য পরিচালনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন তিনি, সেই ভার তুলে দিচ্ছেন যোগ্য হাতে। প্রায়শই থিবসে, কন্যা মেরিটামনের সাথে দেখা করতে যান তিনি।

কার্নাকেও গেলেন একবার, পরম সন্তোষের সাথে দেখলেন-বাখেন ভালোভাবেই পরিচালনা করছে সবকিছু। ফিরে এসেই পড়লেন মেরেনেপটাহের চিন্তিত মুখের সামনে, তাও পোতাশ্রয়েই!

'একটা প্রতিবেদন আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে, মহামান্য।'

রথে উঠে কথা বলছেন দুইজন, বাহনটা চালাবার দায়িত্ব নিয়েছে মিশরের এক সেনাপতি।

'সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নিজেকেই দুষতে হচ্ছে আমার।'

'খুলে বলো, মেরেনেপটাহ।'

'লিবিয়ান সীমান্তের কাছে, সিওয়া মরূদ্যানে আক্রমণ করেছে মালফির লোকেরা।'

'কত দিন আগে?'

'প্রতিবেদন তো পেলাম কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু ঘটনা দশ দিন পুরনো।'

'বিশ্বাস হয় তোমার?'

'প্রতিবেদন পাঠানো কর্মকর্তাকে এখনও আমরা ঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারিনি। তবে সেটার দায় গোলমালকে দেয়া যায়। যদি মরূদ্যানটি আসলেই আক্রমণের মুখে পতিত হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের এখুনি পদক্ষেপ নিতে হবে। মালফি এর পেছনে থাকলে, তাকে বাড়তে দেয়া যাবে না।'

'নিজেকে কেন দোষ দিচ্ছ?'

'কেননা আমি সতর্কতায় ঢিল দিয়েছি। হিট্টিদের সাথে শান্তি চুক্তি বলবত হওয়ায় আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে পশ্চিম দিকেও যুদ্ধ দানা বাঁধতে পারে। উরি-টেশুপকেও আমরা পাকড়াও করতে পারিনি। আমি কি সিওয়ায় গিয়ে বিদ্রোহীদের সমূলে উৎপাটন করে আসব?'

'বয়স আটত্রিশ হয়েছে তোমার মেরেনেপটাহ, কিন্তু এখনও যুবক কোন সৈন্যের মতোই অস্থিরমতি তুমি! তোমার সেরা লোকদের পাঠাও, নিজে থেকে যাও আমার কাছে। তবে সেনাবাহিনীকে সতর্ক রাখতে ভুলো না।'

'কসম খেয়ে বলছি, ওরা লিবিয়ান ডাকাতই ছিল!' তন্দ্রাচ্ছন্ন সীমান্ত প্রহরীকে আবারো বলল লম্বা-পা।

'মাতাল হয়ে গিয়েছ তুমি, বাছা। এদিকে কোন লিবিয়ান নেই।'

'অজ্ঞান হবার আগ পর্যন্ত এক শ্বাসে দৌড়েছি আমি! ওরা আমাকে খুন করতে চাইছিল! দেবতাদেরকে ধন্যবাদ, দৌড়ে আমার সমকক্ষ কেউ নেই। নইলে ধরেই ফেলত! মস্তকাবরণী, বর্ম, বর্শা. . .একেবারে প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মতোই দেখাচ্ছিল ওদের!'

আরো কয়েকবার হাই তুলল প্রহরী, তারপর কড়া চোখে যুবকের দিকে চেয়ে বলল, 'বেশি মদ এইজন্যই পান করতে হয় না।'

'পূর্ণিমা ছিল,' তারপরেও হাল ছাড়ছে না যুবক। 'তাই ওদের নেতাকে দেখেছি। বিশালদেহী, বুক লাল পশমে ভর্তি।'

অবশেষে কান খাড়া করে শুনল প্রহরী। উরি-টেশুপের ছবি সবখানে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, সেই সাথে আছে পুরস্কারের ঘোষণাও। ছবিটাকে লম্বা-পায়ের নাকের সামনে ধরল সে।

'এই লোক?'

'হ্যাঁ, এই সে।'

ব-দ্বীপের পশ্চিম দিক জুড়ে অবস্থিত মরুভূমি উপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছে সেনাবাহিনী সারি বেঁধে দুর্গ নির্মাণের মাধ্যমে। রথে চড়ে একটা থেকে আরেকটায় যেতে লাগে একদিন, পায়ে হেঁটে দুই। প্রতিটা দুর্গে নির্দেশ দেয়া আছে, কোন ধরনের সন্দেহজনক কিছু ঘটলে সাথে সাথে পাই-রামেসিস এবং মেমফিসের সেনাপতিদের সাবধান করে দিতে হবে।

উপরের মহল নিশ্চিত করতে চায়, এই এলাকার উপরে যেন কড়া নজরদারি থাকে।

এমনই এক দুর্গের প্রধান যখন লম্বা-পায়ের জবানীর কথা জানতে পারল, তখন ভয়েই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সেটা জানাল না সে। ভয়-পাছে তারা হাসাহাসি করে। তাই বলে একেবারে বসেও রইল না সে। উরি-টেশুপকে পাকড়াও করার একটা সম্ভাবনা থাকায়, দহল দল পাঠিয়ে দিল।

এজন্যই নাকতি এবং ওর সেনারা নিজেদেরকে আবিষ্কার করল বসবাসের অযোগ্য এক মশার রাজত্বে। মাথায় ওদের একটাই চিন্তা-যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অভিযান শেষ করতে হবে।

প্রতিটা পদক্ষেপে গালি দিচ্ছে নাকতি। পাই-রামেসিসের আরামদায়ক ঘাঁটিতে যে কবে বদলী হবে, সেটাই ভাবছে মনে মনে।

'সামনে দুর্গ দেখা যাচ্ছে, মহামান্য।'

আমাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে ওই দুর্গের সৈন্যরা, ভাবল নাকতি। কিন্তু ওখানে অন্তত বিশ্রাম এবং পানি তো মিলবে!

'সাবধান, মহামান্য!'

নাকতিকে পেছন থেকে টান দিল এক সৈন্য, সামনে যে একটা বিশাল কালো বিচ্ছু আছে তা বেচারা খেয়ালই করেনি।

'মেরে ফেল,' রক্ষাকর্তাকে নির্দেশ দিল সে।

তীর ছোঁড়ার সুযোগই পেল না সৈন্যটা। তার আগেই পরিখা প্রাচীর থেকে ছুটে আসা তীরের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল সে। দক্ষ তীরন্দাজদের সহায়তায়, উরি-টেশুপ এক লহমায় শেষ করে দিল মিশরের টহল দলকে।

যে কয়জন আহত হলেও বেঁচে ছিল, তাদের প্রত্যেককে জবাই করে মারল হিট্টি রাজকুমার।

চুয়ান্ন

বরাবরের মতোই, সকালে উঠেই নিজের কর্ম-কক্ষে চলে গেল সেনা-সদস্য প্রশাসক। লিবিয়ান সীমান্তে অবস্থিত বলে, আউটপোষ্টগুলো থেকে প্রতিদিনই প্রতিবেদন পাঠানো হয় ওকে। সাধারণত একটাই কথা লেখা থাকে কাঠের ফলকগুলোয়-জানাবার মতো কিছুই হয়নি।

তবে সেদিন সকালে কোন প্রতিবেদন দেখতে পেল না সে। অবশ্য এজন্য দায়ী লোকদের খুব একটা খুঁজতে হবে না সম্ভবত। নিশ্চয়ই এসবের দায়িত্বে থাকা সৈন্যরা ঘুম থেকে এখনও ওঠেনি। রাগান্বিত লোকটা সিদ্ধান্ত নিল, ওদের বারোটা বাজাবে সে।

প্রাঙ্গণে ঝাড়ু দিচ্ছে একজন, অন্য দুই সৈন্য ছোট ছোট অস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। যেখানে চিঠির দায়িত্বে থাকা গুপ্তদূতেরা ঘুমায়, সেখানে গেল সে।

কিন্তু মাদুরগুলো খালি, কেউ শুয়ে নেই।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রশাসক। কোন প্রতিবেদন নেই, নেই কোন সৈন্য. . .কেন?

হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দুর্গের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল একদল লিবিয়ান।

ঝাড়ুদার এবং প্রশিক্ষণরত দুই সৈন্যকে শুরুতেই খুন করল ওরা। হতভম্ব প্রশাসকের মাথা ফাটাতেও দেরী করল না। এগিয়ে এসে লাশটার চেহারায় থুতু দিল উরি-টেশুপ।

'সিওয়ার মরূদ্যান আসলে আক্রান্ত হয়নি।' মেরেনেপটাহকে জানাল একজন কর্মকর্তা। 'আমাদেরকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে।'

'হতাহতের ঘটনা ঘটেনি কোন?'

'নাহ, কোন বিদ্রোহ-ও হয়নি। শুধু শুধু অতদূর গেলাম আমি।'

চুপচাপ বসে আছে মেরেনেপটাহ, ভাবছে। যদি অন্য দিকে নজর ফেরানোই হয় উদ্দেশ্য, তাহলে ঝামেলা হচ্ছে কোথায়? একমাত্র রামেসিস-ই পারবেন তা খুঁজে বের করতে।

রথে উঠছে ফারাও-পুত্র, এমন সময় ওর সহকারী দৌড়ে এল।

'মহামান্য, লিবিয়ান সীমান্তের কাছাকাছি একটা ঘাঁটি থেকে খবর এসেছে. . .আমাদের দুর্গগুলো আক্রান্ত হয়েছে! অধিকাংশ দুর্গই বেদখল হয়ে গিয়েছে প্রতিবেদন অনুসারে সবগুলোর প্রধান খুন গিয়েছেন।'

এর আগে কখনো রথ এত দ্রুত ছোটায়নি মেরেনেপটাহ। প্রাসাদের কাছাকাছি এসে রথ না থামিয়েই লাফিয়ে নামল সে। সেরামানার সাহায্য নিয়ে চলে এল ফারাওয়ের কাছে। রামেসিস তখন আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। পুত্রকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইলেন।

দম না নিয়েই বলল মেরেনেপটাহ-জরুরি ঘটনা ঘটেছে। আলোচনা থামিয়ে দিলেন ফারাও।

'মহানুভব,' সেনাপতি মুখ খুলল। 'লিবিয়ানরা সম্ভবত ব-দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আমাদেরকে আক্রমণ করেছে। পরিস্থিতি কতটা বাজে, তা এখনও জানি না।'

'উরি-টেশুপ আর মালফি।' বলল সেরামানা।

'হুম, হিট্টি রাজকুমারের কথা এসেছে প্রতিবেদনে। মালফি নিঃসন্দেহে লিবিয়ান গোত্রগুলোকে এক করতে পেরেছে। নির্দয় পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের. . .যদি না সিওয়ার মতো আরেকটা ধোঁকা হয়।'

'যদি ধোঁকা হয় এবং আমরা অধিকাংশ সৈন্য পাঠিয়ে দেই ওদিকে, তাহলে থিবসকে বিনা কষ্টে দখল করে নেবে সে। আমনের এই শহরে আগুন ধরিয়ে দেবে সে।'

চুপচাপ ভাবতে লাগলেন রামেসিস, মিশরের ভবিষ্যত এখন তার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে।

'মহানুভব,' নম্র কণ্ঠে বলল সেরামানা। 'আপনি কথা দিয়েছিলেন. . .'

'ভুলে যাইনি, সেরামানা। এবার তুমি আমার সঙ্গী হবে।'

মালফির চৌকানা চেহারার ঠিক মাঝখানে বসেছে নিষ্ঠুর কালো চোখ। দলের সদস্যরা মালফিকে মরুর দানব বলে ডাকে। লিবিয়ার প্রায় সবগুলো গোত্রকে এক

করেছে সে। সময় নিয়ে দিয়েছে মিশরের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুনে ঘৃতাহুতি। উরি-টেশুপকে সাথে পেয়ে আরও বেড়েছে ওদের সাহস।

'ওদিকে দুই ঘন্টাও হাঁটতে হবে না।' হিট্টি লোকটা বলল। 'তাহলেই পাব প্রথম বসতিকে। ওগুলো দিয়েই শুরু করব। এরপর ধ্বংস করল পাই-রামেসিসকে। তুমি হবে ফারাও, মালফি, মিশরীয় বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা তখন তোমাকেই অনুসরণ করবে।'

'কাজ হবে তো, উরি-টেশুপ?'

'হ্যাঁ। কেননা আমি জানি রামেসিস কীভাবে ভাবে। সিওয়ার আক্রমণ সংক্রান্ত ধোঁকাবাজিটা ওকে বোঝাবে-আমরা কয়েকদিক থেকে আক্রমণ করেছি। থিবস নগরী এবং তার মন্দিরগুলোকে রক্ষা করার দিকেই থাকবে সব নজর। তাই দক্ষিণে দুই রেজিমেন্ট সৈন্য পাঠাবে সে, সম্ভবত মেরেনেপটাহের নেতৃত্বে। তৃতীয় রেজিমেন্টটা থাকবে মেমফিসের নিরাপত্তার দায়িত্বে। যেহেতু সে নিজেকে অমর বলে মনে করে, তাই নিজেই সৈন্য নিয়ে আসবে আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য। আমাদের সামনে পড়বে তাই হাজার খানেক সেনা, মালফি। তাদেরকে সামলাতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। তোমার কাছে আমার অনুরোধই একটা-রামেসিসকে নিজে হাতে খুন করতে দেবে আমাকে।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল লিবিয়ান লোকটা। আরেকটু সময় পেলে ভালো হতো, কিন্তু ভ্রাম্যমান বণিকের নজরে পড়ার কারণে বাধ্য হয়েছে।

একটা মাত্র রেজিমেন্ট নিয়ে মাথা ব্যথা নেই মালফির। লিবিয়ানরা যোদ্ধা জাতি, লড়াইয়ের আগে মাদক সরবরাহ করে সেই স্পৃহাকে আরো বাড়িয়ে দেবে সে। একটা মাত্র আদেশ দিয়েছে সে-দয়া দেখাবার দরকার নেই।

'আসছে ওরা,' উরি-টেশুপ ঘোষণা করল।

আগ্রহে চকচক করে উঠল মালফির চোখ। মিশরকে উচিত শিক্ষা দেবে সে। যারা বেঁচে থাকবে, তাদেরকে পরিণত করবে নিজের ক্রীতদাসে।

'রামেসিস সামনে থেকে সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছে।' হিট্টি রাজকুমার আগ্রহের সাথে বলল।

'ওর ডানের লোকটা কে?' জানতে চাইল মালফি।

'মেরেনেপটাহ, ওর ছোট সন্তান।'

'তুমি না বললে, সে থিবসের দিকে যাবে?'

'আমরা ছেলে এবং পিতা, দুইজনকেই খুন করব।'

'ফারাওয়ের বাঁয়ে কে?'

'সেরামানা, রাজরক্ষীদের প্রধান. . .নিজের সৌভাগ্য বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। ওই লোকটাকে আমি নিজ হাতে খুন করতে চাই।'

পদাতিক, তীরন্দাজ এবং রথ সাজানো-গোছানোভাবে এগোচ্ছে।

'এক রেজিমেন্ট সৈন্য নিয়ে আসেনি রামেসিস।' অবশেষে মুখ খুলল মালফি।

ওর কথা মানতে বাধ্য হলো হিট্টি রাজপুত্রও। রামেসিস চারটা রেজিমেন্ট নিয়েই এসেছে। ওদের নাম-আমন, রা, টাহ এবং সেট। মিশরের পুরো শক্তি নেমে আসতে যাচ্ছে ওদের উপর।

হাট মুঠো করে ফেলল মালফি।

'তুমি না বললে, রামেসিসের ব্যাপারে খুব ভালোভাবেই জানো, উরি-টেশুপ?'

'এই আচরণ তো বুঝতেই পারছি না. . .সব সৈন্য নিয়ে এল কেন?'

পেছনে তাকাল লিবিয়ান, দেখতে পেল নুবিয়ান তীরন্দাজ নিয়ে এগিয়ে আসছেন সেটাউ। পেছাবে, সেই উপায়ও আর নেই।

'একজন লিবিয়ান, চার-চারজন মিশরীয়ের সমান।' মালফি চিৎকার করে বলল। 'আক্রমণ!'

রথের উপর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন রামেসিস। তার চোখের সামনেই ছুটে এল লিবিয়ানরা। মিশরীয় পদাতিক বাহিনীর সদস্যরা হাঁটু গেঁড়ে বসল, তীরন্দাজদের সহজ লক্ষ্য দিতে চায়। তীর ছুঁড়তে শুরু করল ওরা।

প্রত্যুত্তরে একই কাজ করল লিবিয়ানরাও, তবে ওদের লক্ষ্য মিশরীয়দের মতো নিখুঁত নয়। এদিকে এগিয়ে এসেছে সেটের রেজিমেন্ট, লিবিয়ান পদাতিকদের বাঁধা দেবে। মেরেনেপটাহের নির্দেশে আক্রমণ করল রথারোহীরাও। বিদ্রোহী সেনাদের বারোটা বাজিয়ে দিল ওরা। মালফির হাজারো গালাগালি সত্ত্বেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল বিদ্রোহীরা।

পলায়নরত লিবিয়ানরা গিয়ে পড়ল সেটাউ এবং ওর নুবিয়ান সেনাদের সামনে। ওদের বর্শা এবং তীরের সামনে দাঁড়াতেই পারল না বিদ্রোহীরা। এই লড়াইয়ের পরিণতি নিয়ে সন্দেহ রইল না আর। লিবিয়ানদের অনেকেই হাতের অস্ত্র ছেড়ে দিল।

পাগল হয়ে গেল মালফি, জড়ো করো কয়েকজনকে। উধাও হয়ে গিয়েছে কাপুরুষ উরি-টেশুপ। তবে তাতে কিছু যায় আসে না মালফির। জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ছিল ওর-যতটা সম্ভব মিশরীয়কে খুন করা। প্রথম শিকার হবে মেরেনেপটাহ।

এত গণ্ডগোলের মাঝেও, চোখাচোখি হলো দুইজনের। রামেসিসের ছোট ছেলে টের পেল লিবিয়ান লোকটার ভেতরে ফুঁসতে থাকা ঘৃণা।

একই মুহূর্তে বাতাসে উড়ল দুটো বর্শা। মালফিরটা আঁচড় কেটে গেল মেরেনেপটাহের কাঁধে। কিন্তু ফারাও-পুত্রের বর্শা লিবিয়ান লোকটার মাথা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল মালফি, পরক্ষণেই আছড়ে পড়ল মাটিতে।

দারুণ সময় কাটছে সেরামানার। দু'ধারি তলোয়ারটা হাতে নিয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখাচ্ছে সে। কতগুলো লিবিয়ানকে খুন করেছে তা নিজেও জানে না। মালফির মৃত্যুতে অবশিষ্ট লিবিয়ানরাও সাহস হারিয়ে ফেলল। এখন এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নিতে পারে বিশালদেহী সার্ড। রামেসিসের দিকে তাকাল ও।

যা দেখতে পেল, তাতে যেন প্রাণ বেরিয়ে গেল ওর দেহ থেকে।

মিশরীয় সেনাদের ফাঁকে ফাঁকে এগোচ্ছে উরি-টেশুপ, ফারাওয়ের রথের পেছন দিক দিয়ে। হিট্টি লোকটা রামেসিসকে খুন করতে যাচ্ছে!

পাগলের মতো দৌড়ে গেল সেরামানা, বেশ কয়েকজন রাজ-সন্তানকে পথ থেকে সরিয়ে নিজেকে রথ এবং উরি-টেশুপের মাঝে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গিয়েছে, আক্রমণ চালিয়েছে হিট্টি লোকটি। লোহার ড্যাগারটা বসে গেল সেরামানার বুকে।

মরণাপন্ন হলেও, সার্ড লোকটা ঠিক চেপে ধরেছে শত্রুর গলা; প্রাণপণ শক্তিতে।

'তুই পারিসনি, উরি-টেশুপ। হেরে গিয়েছিস!'

হিট্টি রাজপুত্র যখন দম নেয়া বন্ধ করল, তখন ওকে ছাড়ল সেরামানা। তারপর যেন বুঝতে পারল নিজের দশা, শুয়ে পড়ল মাটিতে।

এই মাত্র যে লোকটা ওর জীবন বাঁচিয়েছে, তার মাথা নিজের কোলে নিলেন রামেসিস।

'এই জয় অসাধারণ, মহানুভব. . .আপনাকে ধন্যবাদ. . . আমাকে এক সুন্দর জীবন দেবার জন্য. . .'

নিজের কৃতকর্মে গর্বিত সার্ড, রামেসিসের কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

পঞ্চান্ন

বড় বড় পাত্র এবং বিশাল সব ভারী-স্বর্ণ মিশ্রিত রূপা
নৈবদ্য হিসেবে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের টেবিল
লেবানিজ পাইন কাঠের নির্মিত সোনার গিলটি করা নৌকা, যেটা প্রায় দুইশো কদম লম্বা
বড় বড় স্তম্ভকে সাজানোর জন্য স্বর্ণের পাত
প্রায় এক টন ল্যাপিস-লাজুলি এবং দুই টন নীলকান্তমণি।

লিবিয়ানদের সাথে যুদ্ধে জয়ী হয়ে থিবস এবং পাই-রামেসিসের মন্দিরে এসব উপঢৌকন পাঠালেন রামেসিস, দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।

রাজত্বের পঁয়তাল্লিশতম বছরে এসে টাহের জন্য নতুন একটা মন্দির বানালেন তিনি নুবিয়ায়। ওসাইরিসের আদলে তৈরি হলো ফারাওয়ের মূর্তি।

অনুষ্ঠানাদি শেষ হবার পর, রামেসিস আর সেটাউ চলে এলেন নীল নদের তীর; তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সূর্যের অস্ত যাওয়া।

'স্থাপনা নির্মাণের নেশায় পেয়ে বসেছে নাকি তোমাকে, সেটাউ?'

'নুবিয়া আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। অচিরেই আমরা চির ঘুম ঘুমাতে যাচ্ছি। আমাদের এই স্বল্পায়ু জীবনকে অমর করে রাখতে চাইলে, যা করার তা এই অল্প কদিনের ভেতরেই করতে হবে।'

'বাড়তি দায়িত্বের জন্য কষ্ট হচ্ছে না?'

'খুব একটা না। আপনার রাজত্বকালে, রামেসিস, একটা যুদ্ধ বন্ধ করেছেন, হাট্টির সাথে শান্তি স্থাপন করেছেন; নুবিয়ার শান্তিও আপনারই দান, লিবিয়ার কথাও ভুলে গেলে চলবে না। এই মন্দির তো আপনার সেই সব কর্মের স্মৃতি বহন করবে মাত্র। যেখানেই থাকুক না কেন, আহসার আত্মা নিশ্চয়ই আজ খুব খুশি।'

'প্রায়শই সেরামানার কথা মনে পড়ে আমার। নিজের জীবন দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছে সে।'

'আপনার কাছাকাছি এসেছে, এমন যে কেউ কাজটা করত, মহামান্য।'

রামেসিসের শাসনকাল শুরু হবার দিকে লাগানো সিকামোর গাছগুলো এখন ঠাণ্ডা ছায়া উপহার দেয় ফারাওকে। প্রাসাদে সেই ছায়ায় বসে চুপচাপ মেয়ের বাজনা শুনছেন তিনি। রামেসিস এবং নেফারতারির কন্যা সিকামোরের গোড়ায় বসে বাজাচ্ছে তার বাঁশি।

'তুমি মিশরের রাণী, মেরিটামন।'

'আপনি যখনই এই সুরে কথা বলেন, আমার শান্ত জীবন হুমকির সামনে পড়ে যায়!'

'বয়স আমাকে পাকড়াও করছে, মেরিটামন। কার্নাক নিয়ে ব্যস্ত বাখেন। তাই তোমাকে, আমার মেয়েকে অনুরোধ করছি-আমার শাশ্বত মন্দিরের রক্ষক হও। ওটার জাদু আমাকে এবং তোমার মাকে অনেক সমস্যার হাত থেকে উদ্ধার করেছে। ঠিকমতো সব আচার এবং প্রথা পালিত হচ্ছে কিনা-সেদিকে নজর রাখো। রামেসিয়াম তাহলেই শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করবে।'

ফারাওয়ের হস্ত চুম্বন করল মেরিটামন। 'পিতা. . .আপনি ভালো করেই জানেন যে কখনোই আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না।'

'মানুষ মাত্রই মরণশীল।'

'ফারাও কি মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করেননি। আমার তো বিশ্বাস ওকেও আপনি পোষ মানিয়েছেন!'

'শেষ হাসি হাসে মৃত্যুই, মেরিটামন।'

'না, মহামান্য। মৃত্যু সুযোগ পেয়েছিল, তা সে খুইয়েছে ব্যর্থ হয়ে। আজ আপনার নাম লেখা থাকে মিশরের সবগুলো স্তম্ভে। আমাদের সীমানার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে আপনার খ্যাতি। রামেসিস কখনোই মারা যাবেন না।'

লিবিয়ান বিদ্রোহকে দমন করার পর, আরও বেড়েছে রামেসিসের খ্যাতি। অথচ তারপরও বন্ধ হচ্ছে না আহমেনির সামনে আসা অভিযোগের পরিমাণ। দিন কে দিন আরো খটখটে হচ্ছে তার মেজাজ। সদ্য আসা এই সমস্যার সমাধান, খা বা মেরেনেপটাহ করতে পারবে বলে মনেও হয় না। উজির তো হাল ছেড়েই দিয়েছেন। রামেসিস ছাড়া আর কার সহায়তা চাইবেন তিনি?

'বলছি না যে দেশ ঘোরার এই সিদ্ধান্তটা ভুল নিচ্ছেন, মহামান্য।' ঘোষণা করল যেন আহমেনি। 'কিন্তু আপনি না থাকলে কেন যেন সমস্যা বেড়েই চলে।'

'আমাদের সমৃদ্ধি কি হুমকির মুখে?'

'ছোট ছোট জলকণাই কিন্তু সিন্ধু গড়ে তোলে। আর আমার কাজ সেই জলকণা নিয়েই।'

'বক্তৃতা কি শেষ করবে? নাকি আরও কিছুক্ষণ চলবে?'

'সুমেনু থেকে নগরপালের অভিযোগ এসেছে। শহরটাকে যে পবিত্র কুয়া পানি সরবরাহ করে, সেটা শুকিয়ে গিয়েছে। স্থানীয় যাজকরা সেটার কোন গতি করতে পারছেন না।'

'সাহায্য পাঠিয়েছ?'

'আমাকে অদক্ষ মনে হয় নাকি আপনার? অভিজ্ঞ একটা দল এরইমাঝে কাজে নেমে পড়েছে। তারাও পারেনি। জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।'

সুমেনুর ক্ষেতগুলোতে পানি সরবরাহ করে, এমন একটা খালের পাশে জড়ো হয়েছে বেশ কিছু গৃহিণী। বিকালে এসেছে তারা খাবারের পাত্র ধুতে, কর্মচারীরা যেখানে কাজ করে তার থেকে একটু দূরেই। এর-তার কুৎসা গাইছে তারা, শহরের গৃহিণীদের মাঝে মোরেনার জিহ্বাই সবচেয়ে বেশি চলে। এক ছুতারের স্ত্রী সে।

'কুয়া শুকিয়ে গেলে,' বলল সে। 'আমাদেরও শহর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল এক ভৃত্য মেয়ে। 'আমার পরিবার অনেকদিন হলো এখানে বাস করে। আমি চাই না, আমার বাচ্চাটা এই জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও বড় হোক।'

'পানি ছাড়া বাঁচবে কী করে?'

'যাজকরা ঠিক করে দেবেন।'

'এখন পর্যন্ত তো পারেনি, এমনকী রাষ্ট্রীয় জাদুকররাও ব্যর্থ হয়েছে।'

অন্ধ এক বৃদ্ধ খোঁড়াতে খোঁড়াতে গৃহিণীদের পেছনে এসে দাঁড়াল।

'আমি তৃষ্ণার্ত।' বলল সে। 'আমাকে একটু পানি দেবে?'

'ভাগো,' কড়া সুরে বলল মোরেনা। 'বুড়ো ভাম কোথাকার। খতর খাটালে, পান করার মতো পানি কিনতে পারবে. . .নইলে না।'

'আমার মন্দ ভাগ্য, আমি অসুস্থ, এবং-'

'ছেলে ভুলানো গপ্পো আর কোরো না! সরো বলছি, নইলে পাথর মারব!'

অন্ধ লোকটা সরে গেল, আবারো আলাপচারিতায় মত্ত হলো মেয়েরা।

'আমাকে দেবে পানি?'

একসাথে ঘুরে তাকাল মেয়েরা, চুপ হয়ে গেল সাথে সাথে। শক্তিশালী দেখতে এক বয়স্ক মানুষের মুখ থেকে এসেছ প্রশ্নটা। হাবেভাবে মনে হচ্ছে, লোকটা গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবেন।

'অবশ্যই জনাব, এখুনি দিচ্ছি।'

'তাহলে ওই অন্ধ লোকটাকে দিলে না কেন?'

'কেননা লোকটা অথর্ব, হতভাগা। আমাদেরকে সবসময় বিরক্ত করে!'

'মা'তের আইন মনে রেখো-অন্ধকে দয়া দেখাও, বামনকে উপহাস করো না, অথর্বের ক্ষতি করো না। কেননা আমরা সবাই দেবতাদের হাতের মুঠোয়। সবার প্রতি সদয় আচরণ করো।'

লজ্জিত গৃহিণীরা মাটির দিকে নজর সরিয়ে নিল। কিন্তু মোরেনার মুখ বন্ধ হলো না। 'আমাদের সাথে এভাবে কথা বলছেন কেন? কে আপনি?'

'মিশরের ফারাও।'

ভয়ে সঙ্গিনীদের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল মোরেনা।

'সুমেনুর প্রধান কূপের উপর অভিশাপ পড়েছে, কেননা তোমরা দুর্ভাগাদের প্রতি সদয় আচরণ করো না। এই কদিনে আমি সেটাই বুঝলাম।'

রামেসিসের পায়ের সামনে আছড়ে পড়ল মোরেনা। 'আমাদের আচরণে পরিবর্তন আসলে কি কুয়াটা ঠিক হয়ে যাবে?'

'ওটায় আশ্রয় নেয়া দেবতাকে রাগিয়ে তুলেছ তোমরা, আগে তাকে ঠাণ্ডা করতে হবে।'

সরকারী নির্দেশে সুমেনুর জীয়ন-গৃহে বানানো হলো কুমীর দেবতা সোবেকের একটা মূর্তি। পুরো শহর যেন উপচে পড়ল সেই মূর্তির গমন দেখতে। প্রধান কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রামেসিস। অপেক্ষা করছেন ওটার আসার এবং সেই সাথে পড়ছেন মন্ত্র।

ফারাওয়ের আদেশে কুয়ার ভেতর ফেলে দেয়া হলো মূর্তিটাকে।

পরেরদিন সকালেই আবার ভরে উঠল সুমেনুর কুয়া। দারুণ এক ভোজের আয়োজন করল শহরবাসীরা। ছুতারের স্ত্রী এবং সেই অন্ধকার ভিক্ষুক পাশাপাশি বসল তাতে।

ছাপ্পান্ন

হেফাতের জীবনকে সফলই বলা চলে। মিশরীয় বাবা এবং ফনিশিয় মায়ের সন্তান সে। পড়ালেখায় ভালো ছিল সর্বদাই। রাজকীয় শিক্ষালয় থেকে পাশ করার পর, অনেক হিসাব-নিকাশ করে যোগ দিয়েছে পানি-সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ে। ওর কাজ, নীলের পানির প্রবাহ খেয়াল করা। প্লাবন কতটুকু হতে পারে সেই আন্দাজ করা এবং সেচের খালগুলোতে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

উজিরের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক রয়েছে হেফাতের। সেই সাথে উপদেষ্টামণ্ডলী এবং প্রাদেশিক শাসকদের সাথেও। তবে কমবয়সে সে ছিল শানারের অনুসারী। শানার, রামেসিসের ভাই; মিশরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেও, রাজনীতিবিদ হিসেবে ছিল দারুণ।

তবে কপাল ভালো হেফাতের, শানারকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন জানায়নি কখনোই।

বয়স এখন ওর পঞ্চাশের ঘরে, ঘরে রয়েছে বউ এবং দুই সন্তান। বলা চলে, ক্যারিয়ারের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে সে। শানারের সাথে ওর সম্পর্কের সম্ভাবনাও কারে মনে আসে না।

নিজেই ভুলতে বসেছিল ব্যাপারটা। তবে ফনিশিয় বণিক, নারিশের সাথে দেখা হওয়ায় মনে পড়ে গেল সেই অতীতের অধ্যায়। লোকটার সাথে মিশে হেফাত বুঝতে পারল, ওর নিজের মতো বুদ্ধিমান এবং উচ্চ-পদস্থ একজন মানুষ চাইলেই বেশ ধনী হতে পারে।

নারিশের সাথে খাবারের টেবিলে হওয়া আলোচনা ওর চোখ খুলে দিয়েছে। রামেসিসের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দ্রুতই প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ভার অন্যদের হাতে ছেড়ে দেবেন তিনি। খা, তার বড় ছেলে, অপার্থিব জগত নিয়েই মাথা ঘামায় বেশি। মেরেনেপটাহ বাপের এতটাই ভক্ত যে রামেসিসকে ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখবে। আহমেনিকে যে একপাশে সরিয়ে দেয়া হবে, তাতে এক বিন্দু সন্দেহ নেই।

ভালোমতো খেয়াল করলে বোঝা যায়, দেশের শাসন-ব্যবস্থা আসলেই অনেক নড়বড়ে। জয়ন্তী-ভোজের উৎসব পালন করা হলেও, রামেসিসের স্বাস্থ্য দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। এখনই সময়, শানারের স্বপ্নকে সত্যি করার।

হাট্টি থেকে আগত এক দূতকে পাই-রামেসিসের প্রকোষ্ঠ দেখাচ্ছিল মেরেনেপটাহ। সাধারণত লোকজন সাথে নিয়ে আসে এই দূত, তবে এবার এসেছে একাই। রামেসিসকে দেখে বাউ করল সে।

'খাবার খবরকে সঙ্গী করে এসেছি, মহামান্য। আপনার ভাই, সম্রাট হাট্টুসিলি আর বেঁচে নেই।'

অনেকগুলো দৃশ্য দেখে গেল ফারাওয়ের মনে। তাদের মাঝে যেমন কাদেশের যুদ্ধ আছে, তেমনি আছে হাট্টুসিলির মিশর আগমনও।

'তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা হয়েছে?'

'জি, মহানুভব।'

'সে কি শান্তি চুক্তির প্রতি সম্মান জানাবে?'

ঢোক গিলল মেরেনেপটাহ।

'আমাদের সদ্য-প্রয়াত সম্রাটের সিদ্ধান্তের অন্যথা করবেন না তার উত্তরাধিকারী। চুক্তির একটা অক্ষরও অমান্য করা হবে না।'

'সম্রাজ্ঞী পুডুহেপাকে আমার তরফ থেকে সমবেদনা জানাবেন।'

'আফসোস মহামান্য, সম্রাজ্ঞী নিজেও অসুস্থ ছিলেন। হাট্টুসিলির মৃত্যু তাকেও আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।'

'তাহলে হাট্টির নতুন সম্রাটকে জানাবেন, মিশরের উপর তিনি ভরসা রাখতে পারেন।'

দূত বিদায় নেয়া মাত্র, ছেলের সাথে কথা বললেন রামেসিস। 'আমাদের খবরীদের সাবধান করে দাও, বলে যে ওরা যেন হাট্টির অবস্থা দ্রুতই জানায় আমাকে।'

পাই-রামেসিসের জাঁকালো বাড়িতে ফনিশিয়ান নারিশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে হেফাত। স্ত্রী এবং দুই সন্তানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল লোকটা। দুপুরের খাবারের পর, বেশ কিছু তথ্য বিনিময় হলো তাদের মাঝে।

'আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন আপনি,' বলল নারিশ। 'সরাসরি কথায় আসি, আমাকে কেন আসতে বললেন এখানে? আমি ব্যবসায়ী, আপনি প্রকৌশলী। আমাদের তো কোন আগ্রহই এক হবার কথা না।'

'আমার জানামতে, আপনি রামেসিসের ব্যবসা নীতি অপছন্দ করেন।'

'দাসত্বের প্রতি তার হাস্যকর মনোভাব আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কিন্তু মিশর অচিরেই বুঝতে পারবে যে এই সিদ্ধান্তটা কতটা হঠকারী।'

'তাতে তো অনেক সময় লেগে যাবে. . .অথচ আমরা চাই এখনই ধনী হতে, তাই না?'

আগ্রহী দেখাল ফনিশিয়ানকে।

'আপনার কথা উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না, হেফাত।'

'আজ মিশরের একমাত্র প্রভু হচ্ছেন রামেসিস। সবসময় কিন্তু তিনি থাকবেন না। বয়স হয়েছে তার। সম্ভাব্য দুই উত্তরাধিকারী, খা এবং মেরেনেপটাহ, কোন দিক দিয়েই যোগ্য নন।'

'রাজনীতি নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, বিশেষ করে মিশরের।'

'তবে মুনাফা নিয়ে তো আছে?'

'তা তো আছেই, ওটাই মানবজাতির ভবিষ্যত গড়ে তোলে।'

'তাহলে আসুন, ভবিষ্যতের দিকে নজর দেই! আমরা হয়তো দুইজন দুই মেরুর বাসিন্দা। কিন্তু রামেসিসকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চাই উভয়েই। আগের মতো দক্ষ শাসক আর নন তিনি। তবে আসলে কথা তা না। আসল কথা হলো, এই পড়ন্ত শাসন ব্যবস্থা সুযোগ নিয়ে আমরা দুইজনেই ধনী হতে পারি।'

'খুলে বলুন।'

'আমার হিসাব মতে, ফনিশিয়ার সম্পদ এতে তিনগুণ বেড়ে যাবে! তাও কমিয়ে বলছি। এই অবস্থার পেছনে যে লোক থাকবে, তাকে তো বীরের সম্মান দেয়া হবে। চাইলে, আপনিই হতে পারেন সেই মানুষ, নারিশ।'

'আর আপনি হেফাত, আপনার কী হবে?'

'আমি আপাতত পর্দার আড়ালের অংশীদার হয়ে থাকতে চাই।'

'আপনার পরিকল্পনা কী?'

'সেটা জানাবার আগে, আপনার ওয়াদা চাই।'

হাসল নারিশ। 'প্রিয় হেফাত, মুখের কথাকে মিশরেই সবচেয়ে বেশি পাত্তা দেয়া হয়। যদি বাইরে ব্যবসা করতে চান, তাহলে এই ধারণা আপনাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।'

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে অবশেষে মুখ খুলল প্রধান প্রকৌশলী। যদি এই বণিক মুখ খোলে, তাহলে ওকে জীবনের শেষ দিনগুলো জেলের ভেতরেই কাটাতে হবে।

'ঠিক আছে, নারিশ। সব বলছি।'

হেফাতের পরিকল্পনা শুনতে শুনতে ফনিশিয়ান লোকটা ভাবল, ফারাওয়ের একজন প্রজা কীভাবে এই পরিকল্পনা করতে পারে। তবে নারিশের এতে কোন

ঝুঁকি নেই। উল্টো প্রচুর পয়সা কামানো যাবে, সেই সাথে ধ্বংস হবে রামেসিসের শাসন।

মন থেকে লিবিয়ান বিদ্রোহের কথা মুছতে পারছে না মেরেনেপটাহ। সে নিজে তখন ছিল সেনাপ্রধান। পুরো জাতির নিরাপত্তা ছিল ওর-ই হাতে। কিন্তু মালফির আচরণ সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারেনি সে। রামেসিসের দ্রুত সিদ্ধান্ত ছাড়া, কোনদিনই লিবিয়ানদের হারানো সম্ভব হতো না; ফলশ্রুতিতে মরতে হতো হাজারো মিশরীয়কে।

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, লিবিয়ার সীমান্তে অবস্থিত দুর্গগুলো নিজে ঘুরে দেখেছে সে। যেখানে দরকার, সেখানেই এনেছে পরিবর্তন। ওর বিশ্বাস হয় না যে লিবিয়ান হুমকিকে চিরতরে স্তব্ধ করে ফেলতে পেরেছে তারা। মালফি মারা গেলেও, ওর আদর্শে বিশ্বাসী অনেক গোত্র-প্রধান রয়ে গিয়েছে। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে সে।

নতুন দুশ্চিন্তা হিসাবে যোগ হয়েছে হাট্টির পরিস্থিতি। হাট্টুসিলি ছিলেন চালাক এবং বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন একজন শাসক। তিনি নেই বলে সাম্রাজ্যের ভেতরে গৃহযুদ্ধ হবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ধূর্ত লোকটা ইচ্ছা করেই হয়তো সব চেপে গিয়েছে। সিংহাসনের লোভে, ছোরা বা বিষ ব্যবহার করতে পিছ-পা হয় না হিট্টিরা।

তাই হাট্টি থেকে খবর আসার আগ পর্যন্ত, নিজের রেজিমেন্টকে প্রস্তুত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেরেনেপটাহ।

মাছে অরুচি নেই প্রহরীর, তবে মাংস বেশি পছন্দ করে কুকুরটা। প্রভুর সাথে বসে খেতে আরো বেশি পছন্দ করে সে।

দুপুরের খাবার শেষ করছেন ফারাও এবং তার সঙ্গী, এমন সময় প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো মেরেনেপটাহ।

'মহামান্য, হাট্টুসা থেকে আসা সব প্রতিবেদন পড়েছি আমি।'

একটা রূপার কাপে মদ ঠেলে ছেলের দিকে এগিয়ে দিলেন রামেসিস। 'সব বলো, কিছুই গোপন কোরো না। আমি সত্যিটা জানতে চাই।'

'হাট্টি থেকে আসা দূত মিথ্যা বলেনি। হাট্টুসিলির উত্তরাধিকারী আসলেই মিশরের সাথে শান্তি এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চান।'

সাতান্ন

নীল নদের প্লাবন. . .প্রতি বছর মিশরবাসী সাক্ষী হয় এই অসাধারণ অলৌকিকত্বের। দেবতাদের প্রতি মানুষের আকুল আস্থার নিদর্শন যেন এই প্লাবন। ফারাওয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় তাদের মন, একমাত্র তিনিই পারে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে।

এই বছরের প্লাবনের পরিমাণ অসাধারণঃ পঁয়ত্রিশ ফুট! রামেসিসের রাজত্ব শুরু হবার পর, নীল নদে পানির অভাব হয়নি তেমন।

হাট্টির সাথে শান্তি স্থাপিত হয়েছে বলে, গ্রীষ্মকালটা কেটে যাবে উৎসব আর আনন্দে। এমনকী হেফাত নিজেও নীল নদের ফুঁসে ওঠা পানির দিকে তাকিয়ে চমৎকৃত না হয়ে পারল না। স্ত্রী-সন্তানেরা কয়েকদিনের জন্য থিবসে গিয়েছে। একাই আছে প্রকৌশলী।

পানি-বন্টনের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝে দিন কাটাচ্ছে। তবে হেফাতের চিন্তা অন্য খানে। বাঁধগুলো একেবারে টইটুম্বুর হয়ে আছে পানিতে। পরিখাও খনন করা হয়েছে বেশি কিছু, দরকার হলেই পানির প্রবাহ শুরু করা যাবে। হেফাত মনে মনে নিজেকেই বাহবা জানাল, অচিরেই মহান রামেসিসের চাইতেও ধনী এবং শক্তিশালী হতে চলেছে সে।

সরকারের উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তারা রামেসিসের সাথে দেখে করে একটা প্রস্তাব দেয়ার অনুমতি চাইছে। আলাদা আলাদাভাবে এরা প্রত্যেকে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। মন দিয়ে শুনলেন ফারাও। সরাসরি মানা না করে, কাজটা না করার পরামর্শ দিলেন রামেসিস। কিন্তু সেটাকে উৎসাহ হিসেবে ধরে নিয়ে আহমেনির সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিল রাজস্ব-প্রধান। সেদিন সন্ধ্যায় ফারাওয়ের সহকারীর সাথে দেখা করতে গেল সে।

সত্তরের কাছাকাছি হয়েছে আহমেনির বয়স। এখনও সেই কমবয়সী ছাত্রের মতো দেখায় তাকে, যে কিনা রামেসিসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। রাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেন তিনি, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।

'কোন সমস্যা?'

'একদম না।'

'তাহলে এসেছেন কেন? আমি ব্যস্ত।'

'আমরা উজিরের নির্দেশে এক হয়ে-'

'আমরা বলতে?'

'কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, কয়েকজন প্রশাসক এবং-'

'বুঝলাম। তা আপনাদের এই এক হওয়ার কারণ কী?'

'কারণ একটা না, দুটো।'

'একে একে বলুন।'

'মিশরের প্রতি আপনার আনুগত্য এবং তার সেবার করার স্বীকৃতি রূপে আপনার সহকর্মীরা এই আপনাকে একটা বাড়ি উপহার দিতে চায়; যেখানে চান, সেখানেই।'

'আর?' হাতের তুলি নামিয়ে রাখতে রাখতে জানতে চাইলেন তিনি।

'আপনি সারাজীবনে পরিশ্রম করে এসেছেন, সত্যি বলতে এতটার দরকার ছিল না। আপনার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। অবসরের কথা চিন্তা করেছেন কখনও, আহমেনি?'

আহমেনির নীরবতাকে উৎসাহ বলে ধরে নিল বেচারা।

'আমি জানতাম, আপনি যুক্তিকে ফেলে দেবেন না।' সন্তুষ্ট চিত্তে বলল রাজস্ব প্রধান। 'আমার সহকর্মীরা খুশি হবে আপনার সিদ্ধান্তে।'

'আমার না মনে হয় না।'

'মানে?'

'আমি কখনোই অবসর নেব না।' নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বললেন আহমেনি। 'এবং ফারাও ব্যতীত আর কেউ আমাকে আমার এই কক্ষ থেকে বের করে দিতে পারবে না। তিনি আমার পদত্যাগ না চাওয়া পর্যন্ত, নিজের গতিতেই কাজ করে যাব আমি। কথা বোঝা গেল?'

'আমরা ভেবেছিলাম. . .'

'আর ভাববার দরকার নেই আপনার।'

মিশরীয় প্রকৌশলীর সাথে আবারও দেখা করল ফনিশিয়ান নারিশ। গরম পড়েছে বেশ, তাই ঠাণ্ডা মদটুকু বেশ ভালো লাগল বণিকের।

'নিজের ঢোল নিজে পেটাতে চাই না,' শুরু করল নারিশ। 'তবে বলতে চাই যে নিজের কাজটুকু সম্ভবত বেশ ভালোভাবেই করেছি। ফনিশিয়ার বণিকরা মিশরকে কিনতে প্রস্তুত। আপনার কী খবর?'

'আমিও প্রস্তুত।'

'সময় কখন ঠিক করলেন?'

'প্রকৃতির আইনকে তো আর পালটানো যায় না, তবে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।'

'আমাদের পথে কেউ বাধা হয়ে নেই?'

বণিককে নিশ্চিন্ত করল প্রকৌশলী। 'নাহ, নেই।'

'মেমফিসের প্রধান যাজকের সই বা সিল লাগবে না আপনার?'

'লাগবে। কিন্তু খা তো অতীতের এবং অতিপ্রাকৃতের প্রেমে পাগল হয়ে থাকে। কীসে সিল লাগাচ্ছে তা লক্ষ্যই করবে না।'

'তবে একটা বিষয় নিয়ে এখনও আমি চিন্তিত।' বলল বণিক। 'নিজ দেশকে এত ঘৃণা কেন করেন আপনি?'

'ঘৃণা কোথায়? আমাদের এই কাজে মিশরের বলতে গেলে কোন ক্ষতিই হবে না। পুরাতন কুসংস্কার এবং প্রথার হাত থেকে রক্ষা পাব আমরা। আমার শিক্ষক, শানার, এমনই এক মিশরের স্বপ্ন দেখতেন। রামেসিসের পতন চাইতেন তিনি। আমি চাই এক স্বৈরশাসককে সরিয়ে দিতে।'

'উত্তর লিখে নাও-না।' দুই বাজপাখি নামে খ্যাত প্রদেশের প্রধানকে সরাসরি বললেন আহমেনি।

'কেন?'

'কেননা কোন প্রদেশই তার পার্শ্ববর্তী প্রদেশের চাইতে বাড়তি সুবিধা পাবে না।'

'কিন্তু সরকারের একটা বিভাগ থেকেই আমাকে এই দাবী জানাতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে!'

'হতে পারে; কিন্তু সরকারী কোন বিভাগ আইন বানায় না। উপদেষ্টা মণ্ডলীর সব পরামর্শ শুনলে, মিশর এতদিনে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো।'

'আপনার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত?'

'হ্যাঁ, নির্দিষ্ট দিনেই খুলে দেয়া হবে বাঁধ। তার একদিন আগেও না।'

'আমি ফারাওয়ের সাথে দেখা করতে চাই।'

'করতে পারো, কিন্তু তার সময় নষ্ট না করার পরামর্শ দিব আমি!'

প্রাদেশিক প্রধান জানে, আহমেনির সমর্থন ছাড়া রামেসিসের অনুমোদন পাওয়া সম্ভব না। তাই এখন ফিরে যাওয়াই ভালো।

কৌতূহলী হয়ে উঠছেন আহমেনি।

কেউ কেউ দূত পাঠিয়ে অথবা সরাসরি নিজে এসে, ছয়টা প্রধান প্রদেশের প্রশাসক মেমফিসের পানি-বন্টন দফতরের নেয়া একটা সিদ্ধান্তের কথা তাকে জানাতে এসেছে। বাঁধ থেকে নাকি নির্ধারিত সময়ের আগেই পানি ছেড়ে দেয়া হবে! যাতে করে নতুন চাষযোগ্য জমি তৈরি হয়!

একটা না. . .দুটো ভুলের কারণে হয়েছে এই সমস্যা। অন্তত আহমেনির তেমনটাই ধারণা। প্রথমত, চাষ যোগ্য নতুন জমি বানাবার কোন দরকার নেই। আর তাছাড়া, সেচ-প্রকল্প আস্তে আস্তে বড় করার সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়েছে। কপাল ভালো যে প্রকৌশলীরা জানে না-প্রাদেশিক প্রধানরা যেকোন সমস্যা হলে প্রথমেই ফারাওয়ের সহকারীর সাথে আলোচনায় বসে।

আরও অনেক সমস্যা হাতে না থাকলে, তখুনি এই দিকে নজর দিতেন আহমেনি। এসবের জন্য কে দায়ী তা খুঁজে বের করতে সময় লাগত না।

মধ্য মিশরে উইলো গাছ বপন করা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটা পড়তে শুরু করলেন লিপিকার। কিন্তু মনোযোগ আসছে না দেখে সরিয়ে রাখলেন। নজরে আসা সদ্যতম সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত তিনি অন্য কাজে মন দিতে পারবেন না।

হার্মোপলিসে অবস্থিত, থোথের মন্দিরের বিশাল দরজার ওপাশে পা রাখলেন রামেসিস এবং খা। মন্দিরের প্রধান যাজক নিজে এসে তাদেরকে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

'এখানেই আমার খোঁজ শেষ হবে।' ঘোষণা করল খা।

'থোথের বই খুঁজে পেয়েছ তাহলে?'

'লম্বা সময় ধরে আমার বিশ্বাস ছিল-ওটা নিশ্চয়ই প্রাচীন কোন বই। কোন মন্দিরের গ্রন্থাগারে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমাদের মন্দিরগুলোর প্রতিটা পাথর মিলে তৈরি হয়েছে বইটি, জ্ঞানের দেবতা ওতেই লিখে রেখেছেন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। প্রতিটা হায়ারোগ্লিফ, প্রতিটা ছবির মাধ্যমে সেই জ্ঞান বন্টন করছেন তিনি। এসব হায়ারোগ্লিফের মধ্যে কী সম্পর্ক, সেটা বের করার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের এই দেশ, পিতা, আসলে স্বর্গের মন্দিরের এক প্রতিরূপ। তাই এই বইয়ের আসল অর্থ বের করার দায়িত্ব একমাত্র ফারাওয়ের।'

পুত্রের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলো শুনে রামেসিস যে আনন্দ বোধ করলেন, তা এমনকী হোমারের পক্ষেও কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হতো না!

আটান্ন

একেবারে সাধারণ হলেও, হেফাতের বুদ্ধিটা বেশ কাজের। প্রাণী-বন্টন দফতরের প্রধান এই প্রকৌশলী জমা করে রাখা বাড়তি পানি ছেড়ে দেবে। আর এই ভুলের দায় ফেলবে রামেসিসের কাছের লোকদের, বিশেষ করে খায়ের উপর। কেননা ওর সিল ছাড়া পানি ছাড়া সম্ভব হতো না।

হেফাতের পাঠানো নকল প্রতিবেদন পরে, সন্তুষ্ট হয়েছে প্রাদেশিক শাসকেরা। নিজেদের এলাকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাড়তি পানি দাবী করছে তারা সবাই। ভুল হয়েছে-ধরা যখন পড়বে, তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে! ফলে পরবর্তী বছর সেচের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানি মিলবে না, ভালো ফলনের আশাও রইবে না আর।

ঠিক তখন কাজে নামবে নারিশ এবং ফনিশিয়ান বণিক। ওরা মিশরের কাছে বিক্রি করবে খাবার, তবে উচ্চমূল্যে। ওদের দাবী মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না রামেসিসের। বুড়ো সম্রাট বাধ্য হবেন ব্যর্থতাকে মাথায় নিয়ে সরে যেতে। সব কিছু ঠিক থাকলে হেফাত এগিয়ে এসে দখল করে নেবে উজিরের পদ। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে ফনিশিয়ায় চলে যাবে ধনী ব্যক্তি হিসেবে।

একটা মাত্র কাজ বাকি আছে এখন-খায়ের সিল নেয়া। এজন্য অবশ্য নিজেকে কাজে নামতে হবে না হেফাতের। নিশ্চয়ই নিজের সহকারীর উপর খা চাপিয়ে দেবে সেই কাজের ভার।

উষ্ণ কণ্ঠে প্রকৌশলীকে বরণ করে নিল প্রধান যাজকের সহকারী। 'আপনার কপাল ভালো, প্রধান যাজক আছেন। আপনার সাথে দেখা করতে পারলে খুশিই হবেন।'

'তার আর দরকার হবে না,' আপত্তি করল হেফাত। 'আমার শুধু সিল আর সই দরকার। আমি তার সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'এদিকে আসুন।'

প্রায় কাঁপতে কাঁপতে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করল প্রকৌশলী, ওখানেই আছে খা, প্যাপিরাসের মধ্যে নাক ডুবিয়ে আছে।

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, হেফাত।'

'নিজেকে সম্মানিত মনে করছি আমি, মহানুভব। আপনার গবেষণায় সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য আমি দুঃখিত।'

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'প্রশাসনিক ব্যাপার. . .'

'দেখি কাগজটা।' কথাটা নিচু কণ্ঠে বলা হলেও, তাতে আদেশের ছাপ স্পষ্ট।

'প্রস্তাবটা বেদস্তুর। আরেকটু ভালোভাবে পরখ করে দেখা দরকার।' অবশেষে বলল খা।

রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল প্রকৌশলী।

'না, মহামান্য। সেচের জন্য দরকার আরকি।'

'আপনি একটু বেশিই বিনয়ী! আমি আপনার এই প্রস্তাবের মর্ম বুঝতে পারব না। তাই অন্য আরেকজন বিশেষজ্ঞকে দেখাতে চাই।'

আহ, আরেকজন **বিশেষজ্ঞ**! শান্ত হয়ে গেল হেফাত। সেই বিশেষজ্ঞকে মানাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না তার।

'এই যে তিনি,' বললেন খা।

পরিষ্কার একটা লিনেনের আলখাল্লা পরে আছেন রামেসিস, ভেতরে প্রবেশ করলেন তিনি। তার চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে হেফাতের আত্মা। একপা পিছিয়ে গেল প্রকৌশলী।

'বিশাল বড় ভুল করেছ তুমি।' বললেন রামেসিস। 'নিজের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছ। তুমি কি জানো না, লোভ এমন এক অসুখ যা মানুষকে অন্ধ-কালা বানিয়ে দেয়। আমার সরকারকে অযোগ্য ভাবার ভুল করে বসেছ তুমি।'

'মহামান্য, আমি ক্ষমা-'

'বেহুদা কথা খরচ কোরো না, হেফাত। তোমার আচরণে আমি দেখতে পাই শানারের মনোভাব, মা'তকে ধোঁকা দিয়ে তুমি কখনই সফল হতে পারবে না। তোমার ভবিষ্যত এখন বিচারকদের হাতে।'

আহমেনির অনুসন্ধানের ফলেই কাজ হয়েছে। বিশাল বড় এক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে মিশর। ফারাও তার পুরনো বন্ধুকে পুরস্কার দেবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু এসব কথা বললে শুধু বিরক্তি করা হবে তাকে। কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত একটা নজরই যথেষ্ট, খুশি মনে কাজে গেলেন আহমেনি।

আস্তে আস্তে বয়ে চলছে সময়। মহান রামেসিসের রাজত্বের চুয়ান্নতম বছরে এসে দেখা গেল, ফারাও তার প্রধান চিকিৎসকের সাথে কথা বলছেন। কিন্তু সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন নেফারেতের পরামর্শ।

ফলনের সময় হয়েছে। ক্ষেতে ক্ষেতে ভিড় জমাচ্ছে কাস্তে হাতে শ্রমিক, ধান কাটছে। এরপর গম এবং অন্যান্য ফসলের পালা। গ্রাম দেখতে বের হলেন ফারাও। স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিরা তাকে উপহার দিল গমের ছড়ি এবং ফুল। সেখানেই সভা বসালেন সম্রাট।

কথা শুনে বুঝতে পারলেন ফারাও, কৃষি ব্যবস্থা এখনও বেশ মজবুতভাবেই চলছে। ঝামেলা নেই কোন, তবে কথা হলো-পুরোপুরি উৎকর্ষতা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। তেমন কোন অভিযোগের সম্মুখীন হতে হলো না তাকে, একমাত্র বেনি-হাসানের অভিযোগ ছাড়া।

'দিনভর ফসলের ক্ষেতে কাজ করি,' বলল সে। 'সারা রাত যন্ত্রপাতি মেরামত করি। আমার গবাদি পশুগুলো বারবার ছুটে যায়, ওগুলোকে জড়োও করতে হয় এই আমাকেই। অথচ কর সংগ্রহকারী যেন আমার পেছনে লেগেছে! তার উপর শকুনে সঙ্গী সাথে নিয়ে আমার সাথে চোরের মতো আচরণ করে। যখন বলি যে আমার দেয়ার মতো কিছু নেই, তখন পেটায়। আমার স্ত্রী-সন্তানদের আটকে রাখে! খুশি হব কেমন করে?'

রামেসিস কী আচরণ করবেন, তা ভেবে ভয় পেয়ে গেল সবাই। কিন্তু তাকে শান্তই দেখাল। 'আর কিছু?'

অবাক দেখাল কৃষককে। 'না মহানুভব। না. . .'

'তোমার আত্মীয়দের একজন তো লিপিকার, তাই না?'

লাল হয়ে গেল লোকটার চেহারা। 'হ্যাঁ, কিন্তু. . .'

'প্রত্যেক স্কুলে শেখানো হয়, এমন কিছু কথা শিখিয়েছে সে তোমাকে। সেটা তুমি ভালোভাবেই বলতে জানো। এবার বলো, আসলেই কী তোমার বিরুদ্ধে এসব অবিচার করা হচ্ছে?'

'আমার গবাদিপশু রাতে আসলেই ছুটে যায়. . .প্রতিবেশীদের সাথে এই নিয়ে ঝগড়াও হয়।'

'তাহলে গ্রামের বয়স্কদের সাথে সেটা নিয়ে আলোচনা করো। ফারাওকে সাহায্য করো, যেন তিনি দেশের বিচার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে পারেন। সেটা একমাত্র সম্ভব তখনই, যখন তুমি অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে।'

বেশ কিছু শস্য গোলা পরিদর্শনে গেলেন রামেসিস। তারপর উদ্বোধন করলেন কার্নাকের ফসলি-উৎসবের।

মন্দিরের চারপাশে অবস্থিত ক্ষেত দেখতে তাকে নিয়ে গেলেন বাখেন। ক্লান্ত ফারাও রাজি হলেন বলে, তাকে কাঠের চেয়ারে বহন করা হলো।

বাখেনই প্রথম দেখতে পেল যে এক লোক কাজে ফাঁকি দিয়ে উইলো গাছের নিচে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। মনে মনে প্রার্থনা করল, ফারাও যেন তা না দেখেন। কিন্তু বয়স হলেও, চোখের জ্যোতি কমেনি তার।

'লোকটাকে সাজা দেয়া হবে।' ওয়াদা করল প্রধান যাজক।

'বাদ দাও তো। আমিই তো মিশর জুড়ে লাগিয়েছি উইলো গাছ, তাই না?'

'লোকটা কখনো জানতেই পারবে না যে সে আপনার প্রতি কতটা ঋণী!'

বেশ কিছুটা দূরে আসার পর, রামেসিস নির্দেশ দিলেন-তাকে যেন নামিয়ে দেয়া হয়।

'মহামান্য,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল বাখেন। 'হাঁটার কী দরকার?'

'ওখানে একটা ছোট্ট প্রার্থনা কক্ষ আছে, দেখেছ? ওই ধ্বংস-স্তূপের মাঝে।'

ফলনের দেবীর আদলে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে ওই ছোট্ট মন্দিরে (দেখতে এক মহিলা কোবরার মতো)। ঠিকঠাকমতো খেয়াল নেয়া হয়নি বলে অবস্থা খারাপ ওটার, আগাছা জন্মে গিয়েছে।

'ওটাই হচ্ছে আসল অপরাধ,' বললেন রামেসিস। 'মন্দিরটা পুনরায় নির্মাণ করো, মাখেন। ওটাকে আকারে বড় করো এবং একটা পাথরের দরজা লাগাও। কার্নাক থেকে ভাস্কর নিয়ে এসে দেবী-মূর্তি বানাও। দেবতাদের কারণেই মিশর আজ মিশর; তাদেরকে অবহেলা করা যাবে না।'

দেবীর সম্মানে বুনো ফুল চড়ালেন তারা দেবী মূর্তির পায়ে।

আকাশে উড়ছে একটা বাজপাখি।

উনষাট

রাজধানীতে ফেরার পথে, মেমফিসে খায়ের সাথে দেখা করতে থামলেন রামেসিস। পুরনো দিনের স্থাপনাগুলো নতুন করে নির্মাণ করেছে সে। তার মাঝে আছে এপিস ষাঁড়ের ভূ-গর্ভস্থ অভয়ারণ্য।

পোতাশ্রয়ে ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল নেফারেত।

'কেমন বোধ করছেন আজ, মহামান্য?'

'কিছুটা ক্লান্ত, পিঠ ব্যথা। তবে এখনও দাঁড়িয়ে আছি।'

'খা অসুস্থ।'

'মানে? ও কী-'

'এই রোগের সাথে আমি পরিচিত, কিন্তু এর কোন চিকিৎসা নেই। আপনার পুত্রের হৃদপিণ্ড হাল ছেড়ে দিয়েছে।'

'কোথায় সে?'

'টাহের মন্দিরের গ্রন্থাগারে, যেখানে তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন।'

ফারাও সাথে সাথে রওয়ানা দিলেন খায়ের সাথে দেখা করার জন্য।

বয়স প্রায় ষাট ছুঁইছুঁই করছে মেমফিসের প্রধান যাজকের। খায়ের নীলচে চোখগুলোতে খেলা করছে আনন্দ; পরকালের জীবনের দিকে রওনা দেবার জন্য প্রায় প্রস্তুত সে। ভয়ের কোন চিহ্নই নেই।

'মহামান্যা! ভেবেছিলাম, আপনার সাথে বুঝি আর দেখাই হলো না. . .'

ছেলের হাত নিজের হাতে নিলেন ফারাও।

'আমাকে অনুমতি দেন, পরকালেও যেন আপনার ছায়া হয়ে রইতে পারি পারি. . .এর চাইতে বেশি সম্মানের ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। আজীবন চেয়েছি মা'তের আইন মেনে চলতে, আপনার আদেশ পালন করতে। আপনার দেয়া মিশন পুরো করাই ছিল আমার স্বপ্ন. . .'

আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেল খায়ের কণ্ঠ।

নিজের ভেতর কথাগুলোকে অসামান্য এক গুপ্তধনের মতো লুকিয়ে রাখলেন রামেসিস।

এপিস ষাঁড়ের ভূ-গর্ভস্থ মন্দিরে সমাহিত করা হলো খা-কে। রামেসিস নিজে হাতে ওর মমির চেহারা ঢেকে দিলেন এক স্বর্ণ-নির্মিত মুখোশ দিয়ে। যেসব ঐশ্বর্য ফারাও-পুত্রের সঙ্গী হবে, সেগুলোও তিনি নিজেই বেছে নিয়েছেন-আসবাব, ফুলদানী, অলংকার ইত্যাদি।

অসামান্য স্পৃহার সাথে শেষকৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনা করলেন বৃদ্ধ ফারাও। নিজের অনুভূতিকে চাপা দিয়ে পুত্রের চোখ-মুখ খুললেন তিনি। পুরোটা সময় পিতার পাশেই রইল মেরেনেপটাহ, তবে তার দরকার ছিল না।

একমাত্র আহমেনি বুঝতে পারছিলেন, তার বাল্য বন্ধুর অন্তর থেকে কী পরিমাণ কষ্ট উঠে আসছে! অবশেষে বন্ধ করা হলো খায়ের শবাধারের ডালা। সিল করে দেয়া হলো সমাধি।

সভাসদরা যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন পুত্র হারানোর বেদনায়, কান্নায় ভেঙে পড়লেন রামেসিস।

রামেসিসের পছন্দসই একটা দিন আছ; উষ্ণ, রৌদ্যজ্বল। সকালে শুধু উজিরের সাথে দেখা করেন তিনি।

কষ্ট ভুলে থাকার জন্য, ফারাও আগের মতোই কাজে ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। যদিও আস্তে আস্তে কমে আসছে তার উদ্দীপনা।

উঠতে চাইলেন তিনি, কিন্তু তার পা কথা মানল না। অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন তিনি পরিচারককে। কয়েক মিনিট পর, নেফারেত এসে দাঁড়াল তার বিছানার পাশে।

'এবার, মহামান্য। আপনাকে আমার নির্দেশ মানতেই হবে।'

'আমার কাছ থেকে বেশি কিছু আশা কোরো না, নেফারেত।'

'আশা করি এখন বুঝতে পেরেছেন, যৌবন আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই আপনাকেও নিজের আচরণে পরিবর্তন আনতে হবে।'

'তোমার মতো প্রতিপক্ষ আমার জীবনে আর আসেনি।'

'আমি না, মহানুভব। আপনার প্রতিপক্ষ হলো বয়স।'

'আমার রোগের নামটা সরাসরি বলো, কোন কিছু লুকিয়ো না।'

'আপনি আবার কালকে থেকে হাঁটবেন, তবে ছড়ি ব্যবহার করে। ডান কোমরে সমস্যা আছে, তাই অসুবিধা হবে একটু। ব্যথা কমাবার আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি,

কিন্তু আপনাকেও আমার কথা শুনতে হবে। একটু অসার বোধ করলে ভয় পাবার কিছু নেই। অচিরেই কেটে যাবে সমস্যাটা, তবে প্রতিদিন কয়েকবার করে দলাই-মালাই করাতে হবে। কোন কোন রাতে শুতেও কষ্ট হতে পারে, যদিও মলম ব্যবহার করলে কিছুটা আরাম পাবেন।'

'প্রতিদিন ওষুধ খেতে হবে? আমাকে নিশ্চয়ই অসহায় একজন বুড়ো মানুষ বলে ধরে নিয়েছ-'

'আগেই বলেছি আপনাকে, মহামান্য, আপনি আর যুবক নেই। রথ চালনা ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে। কিন্তু যদি আপনি আমার নির্দেশ মেনে চলেন, তবে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত অধঃপতন থামাতে পারবেন। প্রাত্যহিক ব্যায়াম, যেমন হাঁটা-চলা, সাতার, ইত্যাদি আপনাকে চলতে ফিরতে সক্ষম রাখবে। তবে বাড়াবাড়ি করবেন না। এই বয়সে আপনার মতো পরিশ্রমী একজন মানুষের যে হাল হওয়ার কথা ছিল, সেই তুলনায় অনেক ভালো আছেন!'

নেফারেতের হাসিতে শান্তি পেলেন রামেসিস। বয়স ছাড়া আর কোন প্রতিপক্ষ ওকে হারাতে পারবে না। বয়স আসলেই এক অভিশাপের না,। তবে আশার কথা হলো-অচিরেই পরকালের দিকে পা বাড়াবেন তিনি। সেখানে তাকে ক্লান্ত বানাবার মতো কিছু নেই!

'আপনার সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হলো,' যোগ করল প্রধান চিকিৎসক। 'আপনার দাঁত। তবে আমি খেয়াল রাখব, যেন প্রদাহ না হয়!'

নেফারেতের দাবী মেনে নিলেন রামেসিস। কয়েক সপ্তাহের মাঝেই, আবার নিজের শক্তি ফিরে পেলেন তিনি, তবে বুঝতে পারছিলেন যে শেষ সময় সমাগত।

সেটের মন্দিরের অন্ধকারে, মহান রামেসিস তার সর্বশেষ বড় সিদ্ধান্তটা নিলেন।

তবে আদেশটা পোক্ত করার আগে উজিরের সাথে আলোচনায় বসলেন তিনি। সেই সময় উপস্থিত ছিল পরামর্শদাতা, উচ্চ-পদস্থ প্রশাসক এবং মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ সবাই। ছিল না কেবল মেরেনেপটাহ। তাকে আগেই একটা বিশেষ মিশনে পাঠানো হয়েছে।

সবার সাথে লম্বা সময় নিয়ে আলোচনা করলেন ফারাও, আহমেনি পুরোটা সময় রইলেন তারই পাশে।

'তুমি জীবনে খুব একটা ভুল করোনি।' সহকারীকে বললেন রামেসিস।

'একটা ভুল-ও কি দেখেছেন, মহানুভব? যদি করে থাকেন, তাহলে ধরিয়ে দিন!'

'এজন্যই তো বলি, তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট।'

'তা হতে পারে,' ঘোঁত করে উঠলেন আহমেনি। 'কিন্তু এই সময়ে কেন আপনি আপনার সেনাপতিতে এত লম্বা একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন।'

'আন্দাজ করতে পারোনি, সে কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁটছেন রামেসিস, পাশেই মেরেনেপটাহ।

'কিছু শিখলে এই সফরে, বাছা?'

'আমাকে যে অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন, সেখানকার করদাতার সংখ্যা আট হাজার সাতশো জন। গবাদিপশুর মালিক পাঁচশো। ছাগল পালের মালিক তেরো হাজার আশি জন। মুরগি পালে বাইশ হাজার চারশো ত্রিশ জন। আর সেই সাথে আছে তিন হাজার নয়শো বিশজন গাধার গাড়ি চালক। ফলন ভালো হয়েছে, কর-খেলাপির সংখ্যা কম। কর-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কিছুটা অভিযোগ আছে, ওদেরকে সবার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।'

'এলাকাটাকে এখন তুমি চিনতে শিখেছ, বাছা।'

'হ্যাঁ, এই মিশনটা অনেক কিছু শেখালো। কৃষকদের সাথে থেকে যেন আমি দেশের হৃদস্পদন বুঝতে পেরেছি।'

'যাজক, লিপিকার এবং সেনাবাহিনীর কথা ভুলে গেলে?'

'এদের সাথে অনেক সময় এরইমধ্যে কাটানো হয়ে গিয়েছে। আমার আসলে মাটির সাথে সম্পর্কিত নারী-পুরুষের সাথে সময় কাটানো বাকি ছিল।'

'এই আদেশের ব্যাপারে মত দাও দেখি।' মেরেনেপটাহকে নিজ হাতে লিখিত একটা স্ক্রোল দিলেন তিনি। উঁচু কণ্ঠে পড়তে শুরু করল তার সন্তান-

> **আমি, রামেসিস, মিশরের ফারাও; যুবরাজ, রাজসভার লিপিকার, সেনাপ্রধান মেরেনেপটাহকে দ্বৈত ভূমির শাসক হিসেবে নিযুক্ত করছি।**

পিতার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল মেরেনেপটাহ।

'মহামান্য. . .'

'ভাগ্য আমাকে আর কতগুলো বছর সময় দেবে, জানা নেই। কিন্তু মেরেনেপটাহ, আমি জানি, সময় হয়েছে তোমার সিংহাসনে বসার। আমি আমার পিতা, সেটির পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। আমি বৃদ্ধ, তুমি যুবক। তোমার সামনে আমি শেষ যে বাধাটা রেখেছিলাম, সেটাও পার হয়েছ। তুমি জান কীভাবে সরকার চালাতে হয়,

কীভাবে লড়তে হয়। মিশরের ভবিষ্যতকে তাই নিজের হাতে তুলে নাও আমার পুত্র।'

ষাট

সেই ঘটনার বারো বছর পার হয়ে গিয়েছে। রামেসিসের বয়স এখন উননব্বই। সাতষট্টি বছর ধরে মিশরের রাজত্বভার বয়ে চলছেন তিনি। তবে মেরেনেপটাহের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন সেই সেদিন থেকেই। তারপরও ফারাও-পুত্র প্রায় সব বিষয়েই পিতার সাথে আলোচনা করেন। জনগণের কাছেও তিনিই ফারাও।

বছরের অনেকটা সময় পাই-রামেসিসে কাটান তিনি, বাকি সময়টা থিবসে। সঙ্গে থাকা বিশ্বস্ত আহমেনি। অনেক বয়স এবং সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, এখন আগের মতোই কর্মক্ষম ফারাওয়ের সহকারী।

গ্রীষ্ম আসছে. . .

মেরিটামন, ফারাওয়ের কন্যা, বাঁশি বাজিয়ে শোনায় তাকে। সেই সুর শুনে রামেসিস যান শাশ্বত মন্দিরে। এখন ছড়িটা তার সার্বক্ষণিক সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। প্রতিটা পদক্ষেপ নিতে আগের চাইতে বেশি কষ্ট হয়।

চোদ্দতম জয়ন্তী-ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে গত বছর।

লোটাস এবং সেটাউয়ের সাথে আলোচনা করে সারা রাত কাটিয়েছেন রামেসিস। নুবিয়া মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করেছেন তারা। সেটাউকে বৃদ্ধ দেখাচ্ছে, এমনকী লোটাসকেও মনে হচ্ছে বয়স্ক।

গ্রাম্য রাস্তার শেষ মাথায় বসে এক বৃদ্ধা তার চুলায় রুটি বানাচ্ছেন। গন্ধটা ফারাওকে আকৃষ্ট করল।

'আমাকে দেবে একটা?'

দুর্বল দৃষ্টিশক্তির কারণে বৃদ্ধা রামেসিসকে চিনতে পারল না।

'আহ, এই কাজে কোন প্রাপ্তি নেই!'

'বিনিময় চাও? এই আংটি দিলে হবে?'

বৃদ্ধা সোনালি আংটিটা হাতে নিয়ে, জামা দিকে ঘষে পরিষ্কার করল।

'এই জিনিস বিক্রি করে তো বিশাল একটা বাড়ি কেনা যাবে! থাক, এটা নিজের কাছেই রাখো! রুটি নাও একটা। এমন জিনিস কার কাছে থাকে?'

রুটিটা মুখে দেওয়া মাত্র ফারাওয়ের মনে হলো, ছেলেবেলায় ফিরে গিয়েছেন।

'আংটিটা নাও,' বৃদ্ধাকে বললেন রামেসিস। 'এমন দারুণ রুটি আগে খাইনি।'

কুমারদের সাথে দিনে ঘণ্টা দুয়েক কাটাতে ভালোই লাগে রামেসিসের। হাত দুটো দিয়ে কাদামাটিকে একটা আকৃতি দিতে পছন্দ করেন তিনি।

তবে আলাপ হয় না দের মাঝে। চুপচাপ বসে চাকার ঘুর্ণনের গান শোনেন তারা।

গ্রীষ্ম আসছে। রামেসিস ভাবলেন, রাজধানীর দিকে রওনা দেয়া উচিত এখন। ওখানকে গরম কম পড়ে।

আহমেনি সাধারণত কর্ম-কক্ষ ছাড়া বেরোন না, তাই তাকে ওখানে না দেখে অবাক হলেন ফারাও। ভর দুপুরে কখনোই ছুটি নেননি তিনি। বাইরের বাগানে বসে আছেন তিনি, সূর্যের নিচে. . .

'মোজেস মারা গিয়েছে।' রামেসিসকে দেখে বললেন তিনি।

'যে ভূমির খোঁজে গিয়েছিল, সেটা পেয়েছে?'

'জি, মহানুভব। হিব্রুদের জন্য একটা জায়গা খুঁজে নিয়েছে সে। সফল হয়েছে আমাদের বন্ধু।'

মোজেস. . .যে মানুষটার জন্য জন্ম নিয়েছিল পাই-রামেসিস। মোজেস, মিশরের সন্তান, রামেসিসের আত্মার বন্ধু।

মোজেস. . .যার স্বপ্ন পরিণত হয়েছে সত্যে।

ফারাও এবং তার সহকারী সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছেন, সূর্য ওঠার আগেই উত্তর দিকে রওনা দেবেন তিনি।

'আমার সাথে এসো,' নির্দেশ দিলেন ফারাও।

'কোথায় যাবেন?'

'অসাধারণ এক দিন না? আমার শাশ্বত মন্দিরের পাশে, অ্যাকাইশা গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে চাই। মনে আছে, রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে ওটা পুঁতেছিলাম?'

বৃদ্ধ সম্রাটের কথা শুনে মনে হলো, আহমেনির শিরদাঁড়ায় কেউ জল ছেড়ে দিয়েছে।

'আমরা রওনা দেবার জন্য তৈরি, মহামান্য।'

'চলো তো, আহমেনি।'

শাশ্বত মন্দিরের কাছেই অবস্থিত লম্বা অ্যাকাশিয়া গাছটা যেন সূর্যের আলোকে টেনে নিচ্ছে নিজের মাঝে। হালকা বাতাসে অল্প অল্প দুলছে কাছের পাতা।

বৃদ্ধ হয়েছে প্রহরী, বংশের শেষ সদস্য ও। প্রভুর সঙ্গ দিতে উঠে দাঁড়াল সে। গাছে চাক বেঁধেছে মৌমাছি। তবে ওদের গুঞ্জনে অসুবিধা হলো না তার বা ফারাওয়ের। উল্টো মধুর মৃদু গন্ধ বুক ভরে টেনে নিলেন তারা।

গাছের গুঁড়িয়ে পিঠ দিয়ে বসলেন রামেসিস।

প্রহরী ওর পায়ের কাছে গিয়ে বসল।

'মনে আছে, আহমেনি? পশ্চিম অ্যাকাইশার দেবী যখন মানুষের আত্মাকে পরকালে বরণ করে নেন, তখন কী বলেন?'

'এই ঠাণ্ডা পানি পান করে জুড়িয়ে নাও তোমার হৃদয়, তোমার কবরের পাশ থেকে এসেছে এই পানি; এই নৈবদ্য গ্রহণ করো, যেন তোমার আত্মা চিরদিনের জন্য আমার সঙ্গী হতে পারে।' বিনা দ্বিধায় পুরোটা বললেন আহমেনি।

'আমাদের ঐশ্বরিক মাতাই আমাদেরকে জীবন দান করেন।' বললেন রামেসিস। 'তিনি ফারাওদের আত্মাকে স্থান করে দেন তারার ক্ষেতে।'

'আপনি সম্ভবত তৃষ্ণার্ত, মহামান্য। আমি আপনার জন্য-'

'থাকো আহমেনি, আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মনে আছে সেই দিনের কথা? যেদিন আমরা কথা বলছিলাম ক্ষমতার স্বরূপ নিয়ে, তোমার ধারণা ছিল, একমাত্র ফারাও সেই শক্তির অধিকারী। যদি সেই ক্ষমতা কমে আসে, স্বর্গ এবং মর্ত্যের মাঝে সংযোগও কমে আসে। মানবজাতির কপালে জোটে সহিংসতা এবং অবিচার। আমার পিতা বলতেন, ফারাওয়ের রাজত্ব হওয়া উচিত ভোজের মতো। শক্তিশালী এবং দুর্বল, সবাই যেন তার কাছ থেকে শক্তি পায়। সেটিকে ধন্যবাদ, নেফারতারিকে ধন্যবাদ. . .ধন্যবাদ আমার সব বন্ধুকে. . .যাদের জন্য আজ নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করতে পারে মেয়েরা; বাচ্চারা হাসে-খেলে, বৃদ্ধরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে পারে। মিশরকে সন্তুষ্ট, সমৃদ্ধ এবং আরও উচ্ছল করার জন্য যা যা করা দরকার করেছি আমি। এখন বিশ্রাম চাই, চাই দেবতারা আমার বিচার করুন।'

'না, মহানুভব। এখনও আপনার যাবার সময় আসেনি!'

লম্বা একটা দম ছাড়ল প্রহরী, প্রভুর পায়ে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সে।

গ্রীষ্ম আসছে. . .

. . .আর এইমাত্র অনন্তের দিকে পা বাড়ালেন মহান রামেসিস। অ্যাকাশিয়া গাছের নিচে বসে যাত্রা করলেন মহাপ্রয়াণের দিকে।

আশি বছরের বন্ধুতে যে কাজটা কখনও করেননি আহমেনি, আজ সেটাই করলেন। রামেসিসের দুই হাত নিজের হাতে নিয়ে চুমু খেলেন তাতে।

তারপর ফারাওয়ের সহকারী চুপচাপ বসে রইল চারজানু হয়ে। একটা অ্যাকাশিয়া কাঠের ফলকে ছোঁয়ালেন তুলি।

আমার অবশিষ্ট জীবন আপনার গল্প লেখার কাজে খরচ করব আমি। পার্থিব ভুবন হোক আর অপার্থিব ভুবন, আলোর পুত্রকে ভুলবে না কেউ!

---সমাপ্ত---